বঙ্গদর্শন পরম্পরা

বঙ্গদর্শন পরম্পরা

ভবতোষ দত্ত

বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র
কাঁটালপাড়া নৈহাটি

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০০

অক্ষরবিন্যাস
বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়
বঙ্কিম-ভবন
কাঁটালপাড়া, নৈহাটি

মুদ্রক
শ্রীঅরিজিৎ কুমার
টেক্‌নোপ্রিন্ট
৭, সৃষ্টিধর দত্ত লেন
কোলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রকাশক
সত্যজিৎ চৌধুরী
অধ্যক্ষ, বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র
কাঁটালপাড়া, নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা
টেলি-ফ্যাক্স. (০৩৩) ২৫৮১-৯৯৩৩

পরিবেশক
দে'জ পাবলিশার্স
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কোলকাতা ৭০০ ০৭৩

উৎসর্গ

শ্রীবারিদবরণ ঘোষ

কল্যাণীয়েষু

শ্রীভবতোষ দত্ত

বি ষ য় সূ চি

বঙ্কিম-ভবনের পক্ষে

'বঙ্গদর্শন পরম্পরা' গ্রন্থটি বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্রের সংকল্পিত গবেষণা-প্রকল্পগুলির অন্যতম। ২000 সালে এই কেন্দ্র থেকে নতুন করে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ শুরু হয়। প্রথম ও তৃতীয় সংখ্যায় অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত বঙ্গদর্শন পরম্পরা বিষয়ে দুটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধ দুটির বয়ান পরিমার্জনা করে একটি পুস্তিকায় রূপ দিতে গিয়ে মনে হল এর সঙ্গে তো বিভিন্ন পর্যায়ের বঙ্গদর্শনের সূচি-সংকলন করে দিলে একটি হাতের কাছে বাখার ও সর্বদা ব্যবহাবের মতো বই হয়ে উঠতে পারে। সূচি-সংকলনের দায়িত্ব নিলেন গবেষণা কেন্দ্রের রিসার্চ ফেলো ড. বিজলি সরকার। বিষয়-সূচি-সংকলনের সঙ্গে তিনি অস্বাক্ষরিত রচনার লেখকদের নাম সন্ধান করেছেন এবং বহু নাম উদ্ধার করেছেন। যোগ করেছেন প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্য। তবুও সব লেখকদের নাম নির্ণয় করা যায়নি। এ ধরনের কাজে অভিজ্ঞ গবেষকদের পরামর্শ, সহায়তা প্রত্যাশিত। সংশোধন সংযোজনের জন্য তেমন পরামর্শ পেলে দিনে দিনে এই উদ্যোগটি সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে কখনও।

শুধু বঙ্কিম-সঞ্জীব-রবীন্দ্রনাথ নয় বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র থেকে নতুন বঙ্গদর্শন প্রকাশের আগে যতবার 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়েছে তার প্রায় সব পর্যায়েরই সূচি-সংকলন করা হল। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ও মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সূচি সম্ভবত আগে কোথাও সংকলিত হয়নি।

পরিশিষ্টে সংকলন করা হল বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা প্রথম সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত 'পত্র-সূচনা' এবং তার পর থেকে সমস্ত পর্যায়ের বঙ্গদর্শন-এর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন।

এমন একটি দরকারি বই প্রস্তুত করে দেবার জন্য আমি বঙ্কিম-ভবন কর্তৃপক্ষের হয়ে শ্রীযুক্ত ভবতোষ দত্ত ও শ্রীমতী বিজলি সরকারকে সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জানাই।

অধ্যক্ষ

বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র॥

ভূমিকা

১৮৭২-এ বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন-এর প্রকাশ বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। তার পরেও অনেকবার এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় ১৯০১-এ, সেটি নবপর্যায় বঙ্গদর্শন নামে পরিচিত এবং মোহিতলাল মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৯৪৭-এ। এই তিন পর্যায়ের বঙ্গদর্শন-এর বিবরণ দিয়ে আমার বয়ানটি পরিকল্পিত।

বাঙালির সমাজ ও জীবনের সম্পর্কে গভীর অন্বেষা বঙ্গদর্শনকে এক বৃহত্তর তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছিল। সেই ইতিহাস সন্ধানের সুবিধা হবে মনে করে এই বইটি পরিকল্পিত। বঙ্গদর্শন নিয়ে এখনও পূর্ণতর কাজ করার আবশ্যকতা আছে। নৈহাটি বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র থেকে বঙ্গদর্শন আবার প্রকাশিত হয়েছে। পূর্ববর্তী বঙ্গদর্শনকে স্মরণে রেখে এই নূতন পর্যায় নূতন উদ্দেশ্যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যাত্রা শুরু করল। তার ইতিহাস হবে ভিন্ন।

এই গ্রন্থের পরিকল্পনা বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ড. সত্যজিৎ চৌধুরীর। তাঁরই অনুরোধে প্রবন্ধগুলি লিখিত ও প্রকাশিত হয় বর্তমানের বঙ্গদর্শন পত্রিকায়। পরিশিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র সংকলনের দায়িত্ব পালন করেছেন বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্রের রিসার্চ ফেলো ড. বিজলি সরকার। শান্তিনিকেতনের কেন্দ্রীয় ও রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগারে পুরাতন বঙ্গদর্শন দেখবার সুযোগ পেয়েছি। আমার প্রাক্তন সহকর্মী ড. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে আদি বঙ্গদর্শন-এর কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য সংখ্যা আমাকে দেখতে দিয়েছেন। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

বঙ্গদর্শন
আ দি প র্যা য়

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশ বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। কথাটা যে অতিরঞ্জিত নয়, রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যেই তা বোঝা যায়। এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী রবীন্দ্রনাথ। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের সময় তাঁর বয়স ছিল এগারো বছর। এগারো বছরের বালকের পক্ষে 'বঙ্গদর্শন'-এর আবির্ভাবের তাৎপর্য বোঝা সম্ভব ছিল না। কিন্তু সেই তাৎপর্য যে তিনি ক্রমেই উপলব্ধি করছিলেন তাঁর নিজের সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের সূচনা থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যকালে 'বঙ্গদর্শন'-এর আবির্ভাবের স্মৃতি মন্থন করেছেন। তাঁর সেই বাল্যস্মৃতিকে পরিণত মনের চিন্তা ও বিচারে বারবার যাচাই করে নিয়েছেন—সেই স্মৃতি ম্লান তো হয়ইনি বরং পিছন ফিরে তাকিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-কে আলোকস্তম্ভের মতোই মনে হয়েছে। এর আলো ভবিষ্যতের বাঙালি সমাজকে পথ দেখিয়েছে। বাঙালি যে 'বঙ্গদর্শন'-কে অন্ধ অনুসরণ করেছে তা নয়, কিন্তু তার কল্পনা-চিন্তা-প্রতিভা জেগে উঠেছে এরই প্রভাবে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

"নতুন যুগের জোয়ার আসে কোনো এক-একজন বিশেষ মনীষীর মনে। নতুন বাণীর পণ্য বহন করে আনে। সমস্ত দেশের মন জেগে ওঠে চিরাভ্যস্ত জড়তা থেকে; দেখতে দেখতে তার বাণীর বদল হয়ে যায়। বাংলাদেশে তার মস্ত দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর আগে ভাষার মধ্যে অসাড়তা ছিল; তিনি জাগিয়ে দেওয়াতে তার যেন স্পর্শবোধ গেল বেড়ে। নতুন কালের নানা আহ্বানে সে সাড়া দিতে শুরু করলে। অল্পকালের মধ্যেই আপন শক্তি সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠল। বঙ্গদর্শনের পূর্বকার ভাষা আর পরের ভাষা তুলনা করে দেখলে বোঝা যাবে, এক প্রান্তে একটা বড়ো মনের নাড়া খেলে দেশের সমস্ত মনে ঢেউ খেলিয়ে যায় কত দ্রুতবেগে, আর

তখনি তখনি তার ভাষা কেমন করে নূতন নূতন প্রণালীর মধ্যে আপন পথ ছুটিয়ে নিয়ে চলে।”[১]

রবীন্দ্রনাথ যে নতুন কালের আহ্বানের কথা বলেছিলেন, সেই নতুন কাল এসে গিয়েছিল আগেই, রামমোহনের যুগেই। কিন্তু সে আহ্বানে সাড়া ঠিক কেমন করে দিতে হবে 'বঙ্গদর্শন'-এর আগে বাঙালি যেন বুঝতে পারেনি। তার মধ্যে সংশয় ছিল, অবিশ্বাস ছিল। সেই আহ্বানের কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন 'বঙ্গদর্শন'-এর পত্রসূচনায়। তিনি লিখেছিলেন,

“যে সকল নিয়মের বলে, আধুনিক সামাজিক উন্নতিসিদ্ধ হইয়া থাকে, এই সকল পত্রের জন্ম, জীবন এবং মৃত্যু তাহারই প্রক্রিয়া। এই সকল সামান্য ক্ষণিক পত্রেরও জন্ম, অলঙ্ঘ্য সামাজিক নিয়মাধীন, মৃত্যু ঐ নিয়মাধীন, জীবনের পরিমাণ ঐ অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন।”[২]

এই নিয়মেই এল নতুন কাল। বঙ্কিমের এই উক্তি তাঁর স্বাভাবিক মনন-বৈশিষ্ট্যের একটি দৃষ্টান্ত। আধুনিক সমাজের প্রাদুর্ভাবে ইতিপূর্বেই বহু পত্র-পত্রিকার জন্ম হয়েছে। বাংলার সামাজিক পরিবর্তনের ধারায় এদের আবির্ভাব। 'বঙ্গদর্শন'-ও উনিশ শতকের বাংলার নতুন যুগের সঙ্গে যুক্ত। 'দিগদর্শন' (১৮১৮) থেকে 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পর্যন্ত বাংলা দেশে অনেকগুলি পত্রপত্রিকারই জন্ম হয়েছিল। এদের মধ্যে যেসব পত্রিকায় সংবাদ এবং আলোচনা থাকত সেগুলি ছিল নতুন কালের নানা সংবাদ ও সে সম্পর্কে মন্তব্য সংবলিত। তখনকার কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে নানা ঘটনা ঘটছে, এসব যেমন সংবাদ হিসাবে প্রকাশিত হত তেমনি তার প্রতিক্রিয়ারও নানা বর্ণনা থাকত 'সংবাদ প্রভাকর' বা সেই জাতীয় পত্রিকায়। আর-এক ধরনের পত্রিকায় ভূগোল ইতিহাস বিজ্ঞানের নানা প্রাথমিক বিবরণ থাকত—এসব তথ্য তখনকার বাঙালিদের কাছে ছিল নতুন জগতের সংবাদের মতো। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর বাল্যের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে 'বিবিধার্থসংগ্রহ'-এর উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনাতেই স্পষ্ট, ওই পত্রিকার লেখাগুলি নবশিক্ষার্থীদের কাছে কতখানি কৌতূহল জাগিয়ে তুলত। এসব প্রসঙ্গ উনিশ শতকের প্রথম দিকের বাঙালিদের মনে একটা নতুন যুগের চিন্তাচর্চার ইঙ্গিত নিয়ে এসেছিল। এসব বিষয়ের অনুসন্ধান ও জানবার সুযোগ উনিশ শতকের আগে আসেনি। নব্যবঙ্গের যুবকরা যে নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তার খবর এবং প্রতিক্রিয়া থাকত 'সম্বাদ' নামাঙ্কিত পত্রিকাগুলিতে—'সম্বাদভাস্কর', 'সংবাদপ্রভাকর', জাতীয় পত্রিকায়। নব্যবঙ্গের নিজস্ব পত্রিকা ছিল দ্বৈভাষিক *Bengal Spectator*। এতে অবশ্য প্রাথমিক বিদ্যার বিবরণ মাত্র থাকত না, থাকত সামাজিক আন্দোলনেব যৌক্তিকতা বিচার করে আলোচনা। এই পত্রিকাতেই প্রথম বিধবাবিবাহের প্রয়োজনীয়তাব আলোচনা হয়েছিল। তাছাড়া সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার আলোচনাও থাকত। পত্রিকাটি প্রথমে ছিল মাসিক, (এপ্রিল ১৮৪২) পরে হয় পাক্ষিক (সেপ্টেম্বর ১৮৪২)। তারপরে

হল সাপ্তাহিক (মার্চ ১৮৪৩) পত্রিকা, চলেছিল চার বছর। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকার প্রবর্তক ছিলেন ইয়ংবেঙ্গল-নেতা রামগোপাল ঘোষ ও তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা। সমাজ সমালোচনায় তাঁদের বৈশিষ্ট্য ছিল প্রগতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এই বৈশিষ্ট্যেই পত্রিকাটি নবযুগের বাংলার মুখপত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' এবং 'বঙ্গদর্শন'-এর নামসাদৃশ্য লক্ষ করবার মতো। এই পত্রিকা যখন প্রকাশিত হয় তখন বঙ্কিম শিশু। কিন্তু পরে তিনি এই পত্রিকার মর্ম অনুধাবন করেছিলেন তা বোঝা যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী রচনা প্রসঙ্গে একটি উক্তি থেকে,

"মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে।"[৩]

তথাপি 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' থেকে 'বঙ্গদর্শন' প্রকৃতিতে আলাদা, যদিও বঙ্গদেশের সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গে উভয়েই ছিল আগ্রহী।

'বঙ্গদর্শন'-এর আগে গুরুত্বের দিক দিয়ে আর-দুটি পত্রিকা উল্লেখযোগ্য। একটি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। আর-একটি 'সোমপ্রকাশ'। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে লিখেছেন,

"... ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান না, তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক। আর, রামমোহন রায় জীবদ্দশায় ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার উদ্দেশে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহারও প্রচার আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত, যে সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র শোধনের সহায়তা করিতে পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবশ্যক। আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সংকল্প করি।"[৪]

'তত্ত্ববোধিনী' ধর্মবিষয়ক পত্রিকা হলেও এ-ধর্ম প্রথাগত হিন্দুধর্ম নয়, নতুন যুগের যুক্তিবাদ-আশ্রিত ব্রাহ্মহিন্দুধর্ম। সেই অর্থে এই পত্রিকা যুগচেতনারই ফল। তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্তের মতো যুক্তিবাদী, বিদ্যাসাগরের মতো মানবপ্রেমিক, রাজনারায়ণ বসুর মতো ধর্মপ্রাণ। দেবেন্দ্রনাথের উক্তিতেই প্রকাশ 'তত্ত্ববোধিনী'-র অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নীতিধর্ম প্রচার। সেজন্য এর প্রকৃতি ছিল সীমাবদ্ধ, বিদ্যাচর্চা এর উদ্দেশ্য ছিল না। 'তত্ত্ববোধিনী'-র একটি স্মরণীয় কীর্তি 'মহাভারত' এবং 'উপনিষদ'-এর অনুবাদ প্রচার। যদিও ধর্মচেতনার উদ্‌বোধনই এর প্রধান লক্ষণ তথাপি প্রাচীন ধর্মগৌরববোধ জাগিয়ে তোলা সেকালের নবজাগ্রত মানসিকতারই লক্ষণ। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র বিষয় সীমাবদ্ধ হলেও যুগসচেতনতা সৃষ্টিতে এর ভূমিকার মূল্য কম ছিল না। আবার অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিত্ববাদী মনীষী এর সঙ্গে যুক্ত থাকায় এই পত্রিকা দেবেন্দ্রনাথের দেওয়া গণ্ডি থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন

বিচারণারও পরিচয় দিয়েছে। অক্ষয়কুমারের 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'-এর মতো বই এই পত্রিকাতেই ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় এই যে মানবতত্ত্ব আলোচনার সূত্রপাত হল, বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রাথমিক ভাবে, পরে ধর্মতত্ত্বে পরিণতরূপে তার বিস্তার। তাছাড়া 'তত্ত্ববোধিনী'-তে সমকালীন বিষয়ের আলোচনাও দেখা গিয়েছে। সম্ভবত সেটা অক্ষয়কুমারের প্রভাবেই।

সমকালীন বিষয় নিয়ে 'সোমপ্রকাশ'-এর পরিকল্পনা। 'সোমপ্রকাশ' সাহিত্য পত্রিকা নয়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ঘটনা নিয়ে এতে প্রবন্ধাকারে আলোচনা হত। ১৫ নভেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১২৬৫ বঙ্গাব্দ) ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রকাশ, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৮৬ পর্যন্ত চলে। বিনয় ঘোষ লিখেছেন,

"সোমপ্রকাশ-এর আগে বাংলা সাময়িকপত্রে সামাজিক জীবনের ব্যাপক ও বিস্তারিত আলোচনা বিশেষ হত না। ... সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি, প্রত্যেকটি বিষয়ে 'সোমপ্রকাশ' যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তার সুর ও ভাষা পূর্বেকার ধারা থেকে একেবারে স্বতন্ত্র।"[৫]

'বঙ্গদর্শন'-এর আগের এই পত্রিকাগুলি সমকালীন সমাজ-চাঞ্চল্যের সাক্ষ্য বহন করছে। এই চাঞ্চল্যের কারণ বিদেশি রাষ্ট্রশাসনের ফলে অর্থনৈতিক পটপরিবর্তন। এসব পত্রিকায় সে সবই প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু এর সঙ্গে আর-একটা বৃহত্তর চেতনা প্রচ্ছন্ন থেকে মানুষের নীতি ও আদর্শরূপে কাজ করে যায়। তার স্বরূপ বোঝাবার জন্য উচ্চতর যুক্তিবোধের প্রয়োজন। 'বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র সেই দিকে বাঙালির মনকে চালিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। এর জন্য মানুষের ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমপরিণাম, ন্যায়-অন্যায়ের নীতিনির্ধারণ, নিত্য পরিবর্তনশীলতার মধ্যে একটা মূল্যমানের অবলম্বন থাকা চাই। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের পত্র-পত্রিকাগুলি পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিঘাত বহন করছে, কিন্তু এই অভিঘাত এবং সামাজিক অস্থিরতার প্রেরণা ও তার স্বরূপ নিয়ে 'বঙ্গদর্শন'-এর পূর্বে কেউ ভাবেনি। বঙ্কিমচন্দ্রের মনে এই জিজ্ঞাসা জেগেছিল, তিনি পত্রিকার নাম 'বঙ্গদর্শন' দিয়ে বাঙালির মনে এই জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

এসব কথা বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য নির্দিষ্টভাবে বলেননি, বরং 'বঙ্গদর্শন'-এর পত্রসূচনায় তিনি জোর দিয়েছেন মাতৃভাষায় মনের ভাব প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার উপর। বাংলা ভাষার দ্বারাই যে সমাজের শিক্ষিত নাগরিক এবং ইংরেজিতে অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষের মধ্যে মনের যোগ সাধন করা যায়—এ বিষয়ে তিনি আমাদের অবহিত রাখতে চেয়েছেন। বঙ্কিমের এই প্রয়াসের মূলে কী উদ্দেশ্য ছিল সেটা যথাযথ বুঝে নিতে হবে। ১৮৭২-এর মার্চে তিনি বহরমপুর থেকে শম্ভুচন্দ্র মুখার্জিকে যে চিঠি লেখেন তাতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের আবশ্যকতা প্রসঙ্গে বলছেন,

"... I have myself projected a Bengali Magazine with the object of making it

he medium of communication and sympathy between the educated and the uneducated classes. You rightly say that the English for good or for evil has become our vernacular; and this tends daily to widen the gulf between the higher and the lower ranks of Bengali society. This, I think, is not exactly what it ought to be; I think that we ought to disanglicise ourselves, so to speak, to a certain extent, and to speak to the masses in the language which they understand".[৬]

এর কিছুদিন পরেই 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। তার পত্রসূচনাতেও তিনি এই কথাগুলিই বিস্তৃত করে বলেছেন। তিনি নতুন শিক্ষার কথা বলেছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে নতুন শিক্ষার প্রচলন করতে হবে। নতুন শিক্ষা বলতে তখন ইংরেজি শিক্ষাই বোঝাত। আমাদের দেশে পূর্বতন শিক্ষা ছিল সংস্কৃত এবং আরবি-ফারসি শিক্ষা। বাংলা শিক্ষা ছিল প্রাথমিক স্তরে। যে ভাষার দ্বারা আমরা জ্ঞান অর্জন করতাম, সে ছিল সংস্কৃত এবং আরবি-ফারসি। এই ভাষাতেই স্মৃতি, অলঙ্কার, দর্শন, জ্যোতিষ ইত্যাদি আর ইসলামি ধর্মীয় শাস্ত্র ও ব্যবহার শাস্ত্রে বদ্ধ ছিল। শিক্ষার এসব বিষয় ছাড়া আর-কোনো বিষয় প্রচলিত ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষা প্রচারের জন্য এত উৎকণ্ঠিত ছিলেন কেন? সে কোন্ শিক্ষা? এ যে সংস্কৃত বা আরবি-ফারসি শিক্ষা নয়, এ তো সুস্পষ্ট। ইংরেজির ভাণ্ডারে রক্ষিত জ্ঞান ও বিদ্যাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে কী করে দেওয়া যায়, সেটাই ছিল তাঁর ভাবনা। তিনি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারই কামনা করেছেন। এই বস্তুজগৎকে নানা ভাবে বিশ্লেষণ পর্যবেক্ষণ করে তার নীতিনিয়মগুলি জেনে নিতে হবে। সেটাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল—এসব জানতে হবে। এসব না জানলে বিশ্বকে জানা হবে না।

এই শিক্ষা প্রচারের একটি ব্যবস্থা হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। বঙ্কিম নিজে এই ব্যবস্থার মধ্যেই শিক্ষা লাভ করেছিলেন। এই শিক্ষার প্রথম আয়োজন হয় হিন্দু কলেজে। তার থেকেই আরম্ভ হল পশ্চিমি সভ্যতার সঙ্গে পরিচয়। শুধু পরিচয় নয়, পশ্চিমি শিক্ষায় মানবতার যে মূল্যবোধ লাভ করা গেল, নব্যবঙ্গের উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে তার সূচনা হল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে। এই শিক্ষালয় থেকে যে উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় গড়ে উঠবে তাদেরই সংস্পর্শে এসে জনসাধারণের মধ্যেও বিদ্যা সঞ্চারিত হবে—এ ছিল এই শিক্ষানীতির মূল কথা। এর নাম ফিলট্রেশন থিয়োরি। সেটা কর্তৃপক্ষ ধরে নিয়েছিলেন মাত্র। কিন্তু কী করে সেটা সম্ভব সে বিষয়ে কোনো পরিষ্কার ধারণা ছিল না। 'বঙ্গদর্শন'-এর পত্রসূচনায় বঙ্কিম বলছেন,

"... যেমন শোষক পদার্থের উপরি ভাগে জলসেক করিলেই নিম্নস্তর পর্য্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যারূপ জল, বাঙ্গালি জাতিরূপ শোষক-মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে, নিম্নস্তর অর্থাৎ ইতরলোক পর্য্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে। ...

"... আমাদিগের দেশের লোকের এই জলময় বিদ্যা যে এতদূর গড়াইবে, এমত ভরসা আমরা করি না। বিদ্যা জল বা দুগ্ধ নহে যে, উপরে ঢালিলে নিচে শোষিবে। তবে কোন জাতির একাংশ কৃতবিদ্য হইলে তাহাদিগের সংসর্গগুণে অন্যাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু যদি ঐ দুই অংশের ভাষার এরূপ ভেদ থাকে যে, বিদ্বানের ভাষা মুর্খে বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে?"[৭]

বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর ভেদটা ঘোচাতে চাইলেন মাতৃভাষার সাহায্যে। মাতৃভাষার সাহায্যেই দুই শ্রেণীর মধ্যে সমপ্রাণতা জন্মাবার সম্ভাবনা। ইংরেজি ভাষা থেকে পাওয়া বিদ্যাকে যদি বাংলা ভাষার সাহায্যে সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া যায়, তবে নতুন যুগ ও নতুন সংস্কৃতির বাণী দূরে-দূরান্তরে জনসমাজে ছড়িয়ে পড়বে। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের এই ছিল প্রধান অভিপ্রায়। তিনি নিছক আত্মতৃপ্তির জন্য সাহিত্যচর্চা করতে বসেন নি। তিনি 'বঙ্গদর্শন'-কে ব্যবহার করতে চাইলেন একটি সুপরিকল্পিত সুগঠিত জীবনতত্ত্বের বাহন হিসাবে। তিনি দিতে চাইলেন একটা মূল্যমান, বাঙালির পরিবর্তিত সমাজ ও জীবনের এমন এক আদর্শ যা আগে আমাদের ছিল না, বাঙালির নতুন যুগের উপযুক্ত হয়ে উঠবার দিক্‌নির্দেশ।

দুই

১৮৬৯-এর ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৮৭৪-এর ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র চাকরি উপলক্ষে মুরশিদাবাদে ছিলেন। ১৮৭২-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে (শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ১২৭৮-এর শেষ দিকে) 'বঙ্গদর্শন'-এর বিজ্ঞাপন বের হল। বিজ্ঞাপনটি কোথায় বেরিয়েছিল শচীশচন্দ্র তা বলেন নি। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বিবরণেও তার উল্লেখ নেই। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি থেকে বোঝা যায় মুরশিদাবাদ-বহরমপুরে থাকতেই বঙ্কিম 'বঙ্গদর্শন'-এর পরিকল্পনা করেছিলেন। পত্রিকা বেরিয়েছিল ১৮৭২-এর এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১২৭৯)। 'বঙ্গদর্শন' ছাপা হত কলকাতা ভবানীপুরের ১ নম্বর পিপুলপাতি লেনে, সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে। মুদ্রক ও প্রকাশকের নাম ছিল ব্রজমাধব বসু।

তখন বহরমপুরে বেশ কিছু মনস্বী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছিল—ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, লালবিহারী দে, রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, লোহারাম শিরোরত্ন, গঙ্গাচরণ সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের খ্যাতি গদ্যলেখক হিসাবে। বঙ্কিমের মনে 'বঙ্গদর্শন'-এর যে কল্পনা জেগেছিল তা উপন্যাস কবিতার চেয়েও চিন্তা ও ভাবনামূলক প্রবন্ধ অবলম্বন করে। অনুমান করা যায়, বঙ্কিম বহরমপুরে যে বিদগ্ধ ব্যক্তিদের সাহচর্য পেয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আলোচনাসূত্রেই 'বঙ্গদর্শন' নামক পত্রিকা প্রকাশের কথা মনে হয়েছিল। এঁরা প্রায় সকলেই কোনো-

না-কোনো সংখ্যায় লিখেছেন। তবে প্রথম প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে এঁদের সকলের নাম ছিল না। বিজ্ঞাপনটি ছিল এই রকম,

"সম্পাদক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" দীনবন্ধু মিত্র
" হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" জগদীশনাথ রায়
" তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
" কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
" রামদাস সেন
" অক্ষয়চন্দ্র সরকার"[৮]

প্রকৃতপক্ষে কোমৎ-বিশেষজ্ঞ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য কোনোদিনই 'বঙ্গদর্শন'-এ লেখেন নি। আবার রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নাম না থাকলেও তিনি এর অন্যতম প্রধান লেখক ছিলেন।

প্রায় আঠারো বছর পর রবীন্দ্রনাথ নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদন ভার গ্রহণ করে একটি অর্থপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন। তাতে বঙ্কিম-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'-এর চরিত্রটি সুস্পষ্ট ভাবায় ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছিলেন,

"সম্পাদক একথা ভুলিতে পারিবেন না যে, বঙ্গদর্শনের নামের মধ্যে বঙ্কিম স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন—সেই বঙ্কিমের কঠিন আদর্শ ও কঠোর বিচার তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার শৈথিল্য হইতে রক্ষা করিবে। ...

"সঙ্কীর্ণ ধারার মধ্যে ব্যক্তিগত প্রভাবের বেগ ও সৌন্দর্য্য সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ হয়। আধুনিক সাহিত্যে আমরা প্রতিভার সেই ব্যক্তিগত প্রভাবের প্রবল স্বাদ উপভোগ করিবার প্রত্যাশা আর করিতে পারিব না। এখন লেখক ও পাঠকের সংখ্যা গণিয়া উঠা কঠিন। এখন রচনা বিচিত্র, রুচি বিচিত্র। এখন লেখক-পাঠকের মধ্যে নানাপ্রকার শ্রেণীর বিভাগ ঘটিয়াছে।"[৯]

সত্যিই বঙ্কিম যখন 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা আরম্ভ করেন তখন লেখক কজনই বা ছিলেন? উপন্যাস-লেখক হিসাবে বলতে গেলে তিনি একক। বাংলা প্রবন্ধ-রচনাকার হিসাবেও তিনি পরিচিত হননি। বাংলায় প্রবন্ধ তিনি আগে লিখেছেন কিন্তু সেগুলি চিহ্নিত করা যায়নি, রক্ষিতও হয়নি। বরং ইংরেজিতে তাঁর লেখা প্রবন্ধের কথা আমরা জানি। তাতে অবশ্য তাঁর মনস্বিতার পরিচয় ছিল। 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' থেকে জানা যায় তিনি আলাদা করে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেছিলেন সত্য, কিন্তু ইংরেজি সাহিত্য, ইতিহাস দর্শন পড়তেই অভ্যস্ত ছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাক্ষ্য অনুসারে য়ুরোপের রেনেশাঁসের ইতিহাসে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন'-এ তিনি

যখন একের পর এক বাংলা প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন, দেখা গেল শুধু চিন্তাশক্তিতে নয়, গদ্যরচনাতেও তাঁর অনায়াস অধিকার। 'সোমপ্রকাশ' বঙ্কিমের বাংলার তীব্র সমালোচনা করলেও বাংলা ভাষাধর্ম সম্বন্ধে বঙ্কিমের নিজের প্রত্যয় ছিল নিরঙ্কুশ। 'বঙ্গদর্শন'-এর রচনা তিনি খুব ভালো করে সংশোধন ও পরিমার্জনা করে দিতেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে তিনি বলেছিলেন,

"... "বঙ্গদর্শনে''-র আমোলে আমাকে বড় খাটিতে হইত। আমি খুব ভাল করিয়া ''রিভাইজ" না করিয়া কাহারও কপি প্রেসে দিতাম না। চন্দ্রনাথের শকুন্তলা দেখেছ তো? চন্দ্র একেবারে "বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজি লিখেছেন—খুব খাটতে হয়েছিল।"[১০]

তাঁকে একদিকে ইংরেজির আর-একদিকে সংস্কৃতের অযথা আধিপত্য থেকে রচনাকে মুক্ত রাখায় সচেষ্ট থাকতে হত। হরপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময় "ভারতমহিলা" প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শন'-এ ছাপতে দেন। সেটা ছিল বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনার শেষ বছর। প্রবন্ধ পড়ে বঙ্কিম বললেন,

"তুমি এমন বাংলা লিখিতে শিখিলে কী করিয়া? আমি বলিলাম, "আমি শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি মহাশয়ের চেলা।" তিনি বলিলেন, ওঃ! তাই বটে! নহিলে সংস্কৃত কলেজ হইতে এমন বাংলা বাহির হইবে না।"[১১]

এইসব স্মৃতিকথা থেকেই বুঝতে পারা যায় সম্পাদক হিসাবে বঙ্কিম 'বঙ্গদর্শন'-এব জন্য কী পরিমাণ পরিশ্রম করতেন। তখন নতুন বাংলা গদ্য তৈরি হয়ে উঠছে। গদ্যকে বঙ্কিম গুরুতর কঠিন বক্তব্যের ভার গ্রহণ করাতে চাইছেন। বঙ্কিম যাঁদের 'বঙ্গদর্শন'-এ আহ্বান করে নিয়ে আসছেন তাঁরা প্রায় সবাই ইংরেজি-শিক্ষিত। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পাশ্চাত্য দর্শন নিয়ে লিখছেন, রামদাস সেন, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশী পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের রীতিতে প্রাচীন ইতিহাস চর্চা করছেন। জগদীশনাথ রায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন আধুনিক বিষয় নিয়ে লিখছেন। এই সূত্রে রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎকারটিও মনে পড়ে। বিলাত থেকে আই. সি. এস. হয়ে এসেছেন, বাংলা লেখা তখন রমেশচন্দ্র কল্পনাও করেন না। বঙ্কিমের সঙ্গে বহরমপুরে তাঁর দেখা হলে বঙ্কিম তাঁকে বাংলা লিখতে বললেন। রমেশচন্দ্রের মতো নব্য ইংরেজি শিক্ষিতরাই তো বাংলা গদ্যের আদর্শ তৈরি করবেন।

'বঙ্গদর্শন'-এর বিভিন্ন সংখ্যায় মুদ্রিত লেখাগুলিই এর দৃষ্টান্ত। পত্রিকার প্রথম বৎসরে পাঁচজন নামহীন লেখক বাদ দিলে লেখক ছিলেন নয়জন—বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হেমচন্দ্র, জগদীশনাথ রায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, রামদাস সেন, সঞ্জীবচন্দ্র, প্রাণনাথ পণ্ডিত. যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এবং নবীনচন্দ্র সেন। এঁদের মধ্যে একমাত্র প্রাণনাথ ছিলেন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। তিনি লিখেছিলেন কালিদাস সম্বন্ধে (অগ্রহায়ণ, ১২৭৯)। ইনি ছাড়া অন্য সকলেই ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, সঙ্গীত, দর্শন নিয়ে লিখেছেন। বাংলা ভাষা নিয়ে বঙ্কিম এবং অন্যান্যরা বিভিন্ন

সংখ্যায় লিখেছেন। 'বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমের লেখাই পরিমাণে সবচেয়ে বেশি। 'বঙ্গদর্শন'-এর লেখা লক্ষ করলে স্পষ্ট দেখা যায় এঁদের বিষয় এবং রচনারীতি অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা থেকে কত ভিন্ন এবং সুগ্রথিত। প্রবন্ধগুলি অধিকাংশই ইতিহাসতত্ত্ব ও নীতিদর্শন বিষয়ক। অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখেছেন "উদ্দীপনা", তাতে আমাদের জাতীয় চরিত্রের বিশ্লেষণ আছে। কবি হেমচন্দ্র লিখেছেন "মনুষ্য জাতির মহত্ত্ব—কিসে হয়" (জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৯)। এক-সংখ্যায় প্রকাশিত এই সুলিখিত প্রবন্ধে য়ুরোপের ইতিহাসের দৃষ্টান্ত নিয়ে ভারতীয় জাতির প্রকৃতি বিচার করা হয়েছে। তেমনি রাজকৃষ্ণের "জ্ঞান ও নীতি" (আষাঢ়, আশ্বিন, ১২৭৯) "কোম্‌ৎ দর্শন" (শ্রাবণ, ১২৭৯) প্রবন্ধ দুটি পড়লে পশ্চিমি চিন্তাশীলদের চিন্তাপ্রকৃতি বাঙালির চিত্তক্ষেত্র কতখানি অধিকার করেছে বোঝা যায়। মিলের Individualism তত্ত্বকে নিয়ে বাংলায় আলোচনা করেছেন অজ্ঞাতনামা লেখক "স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতা" নামে (শ্রাবণ, ভাদ্র, ১২৭৯)। যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ছিলেন পজিটিভিস্ট। তিনি আলোচনা করেছেন একান্নবর্তী পরিবার নিয়ে (আশ্বিন, ১২৭৯)। আলোচ্য বিষয়ই প্রমাণ করে আমাদের সমাজ নিয়ে নতুনভাবে ভাববার প্রয়োজন হয়েছে। কোনো অজ্ঞাতনামা লেখক লিখেছেন "স্বাভাবিক ও অভ্যস্ত পুণ্যকর্ম্ম" (কার্তিক, ১২৭৯)। এই শ্রেণীর সমাজতাত্ত্বিক প্রবন্ধের বিশেষত্ব এই যে, সেকালের বঙ্গসমাজে যেসব প্রশ্ন ও সমস্যা দেখা দিতে শুরু করেছে কোমৎ, মিল প্রভৃতির চিন্তার আলোকে তার বিচারের চেষ্টা আছে এতে। আমাদের সমাজে ব্যক্তিত্ববাদ ও সমষ্টিবাদের দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে—এসব প্রবন্ধে আছে তার তত্ত্বগত বা থিয়োরেটিকাল বিচার। "স্বাভাবিক ও অভ্যস্ত পুণ্যকর্ম্ম"-এর লেখক বলছেন,

"... একই বিষয়ে সকলের স্বানুবর্ত্তী হইবার প্রয়োজন নাই। একজন স্বানুবর্ত্তী হইয়া অনাহারিকে অন্নদানে প্রবৃত্ত হইল বলিয়া আর এক জনের স্বানুবর্ত্তিতা রক্ষা করিবার জন্য যে অন্নদান নিষিদ্ধ এবং তাঁহার কেবল বস্ত্রই দান করিতে হইবেক এমত নহে। বরং তিনি অন্নদান বিষয়ে প্রথম ব্যক্তির অনুসারী হইয়া বস্ত্রদান বিষয়ে স্বানুবর্ত্তী হইলেই মঙ্গল হইবেক। স্বানুবর্ত্তী হইবার জন্য যে নিয়মত্যাগ করা আবশ্যক, এমত নহে।"[১২]

আধুনিক পশ্চিমি চিন্তায় 'বঙ্গদর্শন'-এব লেখকরা যে কতখানি প্রভাবিত ছিলেন রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা অনুসরণ করলেও বোঝা যায়। প্রথম ও তৃতীয় জন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁরা যে পদ্ধতিতে আলোচনা করেছেন আমাদের দেশে তার সূত্রপাত হয়েছিল এশিয়াটিক সোসাইটিতে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এর সম্পাদক ছিলেন তিনি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করে এসেছেন, কিন্তু তিনি 'বঙ্গদর্শন'-এ কখনও লেখেন নি। বাংলায় এ ধরনের গবেষণা 'বঙ্গদর্শন'-এই আরম্ভ হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীতে (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-২২) জানিয়েছেন, বঙ্কিম এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যও

ছিলেন। তিনি পরে 'মহাভারত' নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। তাঁর এই প্রবণতা আগের থেকেই ছিল। 'বঙ্গদর্শন'-এর লেখকদের তিনি এ ধরনের লেখাতে উৎসাহিত করতেন। রাজকৃষ্ণের "জ্ঞান ও নীতি" প্রবন্ধে প্রমাণসূত্র হিসাবে উল্লিখিত হয়েছিল সতেরোটির মতো ইংরেজিতে লেখা ইতিহাস-দর্শন-নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের বই। প্রফুল্লচন্দ্রের "বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত" নামে দীর্ঘ রচনা ১২৮০-র মাঘ থেকে নয়টি সংখ্যায় বেরিয়েছিল। প্রফুল্লচন্দ্র পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর প্রথম বই "গ্রীক ও হিন্দু" 'বঙ্গদর্শন'-এ আগেই বেরিয়েছিল। "বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত" পরে ১২৮৪ বঙ্গাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই রচনাতে লেখকের বিস্তৃত অনুসন্ধান ও পড়াশুনার পরিচয় আছে। রামদাস সেনের প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি-সাহিত্য সম্বন্ধে লেখা প্রবন্ধগুলি সঙ্কলিত হয়েছিল "ঐতিহাসিক রহস্য" নামে।[১৩] রামদাস এবং রাজকৃষ্ণ দুইজনই বঙ্কিমের বিশেষ প্রীতির পাত্র ছিলেন। তাঁদের লেখা 'বঙ্গদর্শন'-এর উৎকর্ষ রক্ষায় সাহায্য করেছিল।

'বঙ্গদর্শন'-এর আব-এক ধরনের প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা ও মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছিল। এগুলি জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে নানা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ও বিচার। এ শ্রেণীর প্রবন্ধে শুধু তথ্য সন্ধান নয়, অনন্য জাতি হিসাবে বাঙালির নানা বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ আছে। "নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা হওয়া সম্ভব কি না?" (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০) প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন, কার্যকারণের অনিবার্যতার জন্যই ঈশ্বরের উপর নির্ভর অনাবশ্যক। মিলের চিন্তাধারাতে লেখক যে প্রভাবিত, তাতে সন্দেহ নেই। 'বঙ্গদর্শন' -এর ওই সংখ্যাতেই আর-এক অজ্ঞাতনামা লেখকের লেখা "ঘোর অদৃষ্টবাদিত্ব" প্রবন্ধে আছে, "ঈশ্বর মানিলে অদৃষ্ট মানিতে হয়। যে দেশে বা যে ধর্ম্মে, অদৃষ্টবাদিত্ব নাই; বোধ হয় সে দেশে বা সে ধর্ম্মে, ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসও নাই।" ওই প্রবন্ধেই লেখক বলছেন, "এ জগতে ঘটনা একটি মাত্র। অদ্যাপি সে ঘটনার শেষ হয় নাই। এই জগৎই সেই ঘটনা"[১৪] এ ধরনের উক্তি নিউটনের উক্তিকেই মনে পড়িয়ে দেয়, "With Newton the universe acquired an independent rationality, quite unrelated to the spiritual order or to outside itself."

"বঙ্গভূমি শস্যশালিনী বলিয়া কি বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য?" (আশ্বিন, ১২৮০) প্রবন্ধেও লেখকের নাম নেই। লেখক H.T. Buckler-এর মত অবলম্বন করে আলোচনা করেছেন, "বক্‌কল সাহেব ভারতবর্ষের যে বৈষম্য দেখাইয়াছেন তাহা নিয়মাধীন। সমাজের প্রথম অবস্থায় শারীরিক শক্তিজনিত বৈষম্য হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় ধনজনিত বৈষম্য। তৃতীয় অবস্থায় বিদ্যাজনিত বৈষম্য। আবার চতুর্থ অবস্থায় এই সকল বৈষম্যের অপনয়ন হইতে থাকে।"[১৫]

চতুর্থ অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষের একাধিপত্য ক্রমে লোপ পায়। সকল ক্ষমতাই সমাজের হাতে চলে যায়। আগে শূদ্র ব্রাহ্মণের হাতে পীড়িত হত, এখন বিপরীত। বর্তমানে মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব। এরাই বাংলার আশা-ভরসা। এখন যে নতুন সমাজ গড়ে উঠছে, ধর্মশাস্ত্র নয়, এখন সংবাদপত্রই সেই সমাজকে বেঁধে রাখবে। বঙ্কিমের "উত্তরচরিত"

ও "মানসবিকাশ"-এর সমালোচনায় ভৌগোলিক প্রকৃতি এবং সাহিত্যের এই যোগটিকেই দেখানো হয়েছিল। আবার বঙ্কিমই পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতাকে জয় করে বাঙালিকে নতুন করে উৎসাহ উদ্দীপনা সঞ্চয় করতে বলেছিলেন।

১২৮০-র শ্রাবণ এবং অগ্রহায়ণ মাসে "জাতিভেদ" নামে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, সেটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। লেখক শ্রীযঃ। এতে জাতি শব্দটার প্রয়োগ লক্ষ করবার বিষয়। জাতি বলতে race, caste এবং আধুনিক অর্থে nationality—এই তিন অর্থ অবলম্বন করে নৃতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় অর্থে বাঙালি ও ভারতীয়ের পরম্পরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই পটভূমিতেই আধুনিক ''নেশন'' ধারণার ক্রম উন্মেষটি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। লেখক বলছেন, আমাদের জাতিনাম Nationality নাম কী? আর্য নয়, হিন্দু নয়। হিন্দু তো ধর্মবোধক। আমাদের জাতিনাম হিন্দু নয়, বাঙালি, লেখকের ভাষায়,

"... মুসলমানদিগকে বাঙ্গালি জাতি হইতে বর্জ্জন করিলে আমাদিগের দেহের অর্দ্ধেক পরিত্যক্ত হইবেক। যে-ব্রহ্মার শরীর হইতে চতুর্ব্বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছিল এখনকার হিন্দু-মুসলমানরাও সেই ব্রহ্মার অঙ্গ. অতএব পরস্পরের মধ্যে সৌহৃদ্য বাঞ্ছনীয়।"[১৬]

এই প্রসঙ্গে লেখক বলছেন এককালে মুসলমান প্রভুত্ব করলেও এখন হিন্দু মুসলমান সমান।

'বঙ্গদর্শন'-এ এই ধরনের ভাবনা পাঠকদের মধ্যে নতুন মূল্যমানের ইঙ্গিত নিয়ে এসেছে। সেকালের পক্ষে এসব ছিল অভিনব, কারণ এতে যে চিন্তাবৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে, সেসব নতুন যুগের বাংলার পবিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির সূচক। 'বঙ্গদর্শন'-এর গৌরব ছিল এই মননধর্ম। বঙ্কিমের মনীষা যে যুগচেতনা অর্জন করেছিল 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রবন্ধকারেরা তারই প্রতিধ্বনিত করেছিলেন। যাঁরা লিখেছিলেন তাঁরা সকলেই বহুপঠনশীল পণ্ডিত। সমাজের নতুন মূল্যমান নির্ণয়ে পাণ্ডিত্যকে নিয়োজিত করার পরিকল্পনা বঙ্কিমের। 'বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমের বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এই রচনাগুলিই যেন লেখকদের দিক্-নির্দেশ করেছিল। এইসব গদ্যরচনাগুলিতে তথ্যসংগ্রহ ছিল, বিশ্লেষণ ছিল, বক্তব্যের স্পষ্টতা ছিল। উচ্ছ্বাসহীন আত্মনিরপেক্ষ এসব রচনা বঙ্কিমের মানসিকতারই অনুবর্তী। একদিকে যেমন সংস্কারের অন্ধতা নেই, তেমনি তাতে আছে বাঙালি সমাজের কর্তব্যনীতি, সভ্যতা ও সমাজ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল-নিবৃত্তির চেষ্টা আর তারই সঙ্গে জাতি বা নেশন হিসাবে গড়ে ওঠার প্রয়োজনীয়তাবোধ। বস্তুজগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে জিজ্ঞাসা ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভ থেকেই লক্ষ করে এসেছি, 'বঙ্গদর্শন' তারই পরিণত পূর্ণ রূপ।

'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত বঙ্কিমের নিজের প্রবন্ধগুলির তালিকা এখানে দিলে আমাদের বক্তব্য সহজগম্য হবে। কিন্তু প্রবন্ধগুলি সবই তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এ সঙ্কলিত আছে বলে তালিকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। চার বছরে বঙ্কিমের প্রায় পঞ্চান্নটি প্রবন্ধ

'বঙ্গদর্শন'-এ বেরিয়েছিল। তাছাড়া উপন্যাস ছিল, ''বিষবৃক্ষ'', ''চন্দ্রশেখর'', ''রজনী'', ''যুগলাঙ্গুরীয়'', ''রাধারাণী'', ''কৃষ্ণকান্তের উইল''-এর আরম্ভ ভাগ। কবিতা অনেকগুলি বেরিয়েছিল বিভিন্ন সংখ্যায়। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন'-এর পাতা উল্‌টে গেলে স্বভাবতই যেটা চোখে পড়বে, হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র এবং অখ্যাতনামা কিছু কবির লেখা বের হলেও 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রাধান্য ছিল প্রবন্ধে। এজন্যই রবীন্দ্রনাথের বাল্যস্মৃতি আমাদের কাছে একটু বিস্ময়কর মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন'-এ ধারাবাহিক-ক্রমে প্রকাশিত ''বিষবৃক্ষ''-এর আকর্ষক রমণীয়তার কথা বলেছিলেন। বালকমনে সেটা মোহ বিস্তার করেছিল, সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু প্রবন্ধও কী নববর্ষার সমাগমের মতোই উপভোগ্য হয়েছিল বালকের কাছে? 'বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমের উপন্যাস ছাড়া আর-একটি উপন্যাস তাঁর সম্পাদনার শেষ বছরে বেরিয়েছিল—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ''শৈশব সহচরী''। এতে বঙ্কিমের ছাপ না থাকাই অস্বাভাবিক।

কবিতা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। বাংলা গীতিকবিতার যে প্রকৃতি বিহারীলালের আত্মমগ্নতার অনুসরণে গড়ে উঠছিল, 'বঙ্গদর্শন'-এ তার বিশেষ ছাপ ছিল না। বস্তুত হেমচন্দ্র সেকালের সর্বজনমান্য বড়ো কবি। নবীনচন্দ্রও সেই পর্যায়ে গণ্য। তাঁদের কবিতা 'বঙ্গদর্শন'-এ সসম্মানে প্রকাশিত হয়েছে। বিহারীলালের কবিতা কিন্তু কখনও প্রকাশিত হয়নি। এমন-কি বিহারীলালের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় পর্যন্ত ছিল না। 'বঙ্গদর্শন'-এর সাহিত্যাদর্শ সূক্ষ্ম ভাবময় আত্মকেন্দ্রিক কল্পনা নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কবিতাও সমগোত্রের। তাঁর কবিতা-পুস্তকের অপ্রশংসাই 'ভারতী'-তে বেরিয়েছিল পরবর্তীকালে।[১৭] দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "স্বপ্নপ্রয়াণ"-এর প্রথম সর্গ 'বঙ্গদর্শন'-এ ১২৮০, শ্রাবণ সংখ্যায় বেরিয়েছিল।[১৮] পরে দেখা গেছে 'বঙ্গদর্শন'-এ কবিতা প্রকাশে দ্বিজেন্দ্রনাথের বিশেষ উৎসাহ ছিল না। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসিনী' কাব্যের বর্ণনা 'বঙ্গদর্শন'-এ দেখা যায় (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১)। কবিতা প্রসঙ্গে আর-একটি সংবাদ জানাবার আছে, রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'-তে ভুবনমোহিনী দাসীর কবিতা ও পত্রের কৌতুককর বর্ণনা দিয়েছেন। ভুবনমোহিনীর কবিতা "দরিদ্র যুবক" ১২৮২-র শ্রাবণ সংখ্যায় বের হয়। ভুবনমোহিনী নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম। রবীন্দ্রনাথ 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় ভুবনমোহিনী 'প্রতিভা'-র সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেন (কার্তিক, ১২৮৩)।

বঙ্কিম-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এই পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের রুচি ফিরিয়ে দিয়েছিল। নির্মল শুভ্র সংযত হাস্যরসের প্রবর্তন তো বটেই। ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করবার ভার বঙ্কিম নিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুকালে রবীন্দ্রনাথের বয়স তেত্রিশ। বাল্যকাল থেকে তিনি 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রভাব বিস্তার দেখে এসেছেন। তিনি বললেন,

"রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই

বঙ্গ-সাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

"এই দুষ্কর ব্রতানুষ্ঠানের যে ফল তাহাও তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচক-পদে আসীন ছিলেন তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।"[১৯]

'বঙ্গদর্শন'-এর উত্তুঙ্গ আদর্শই যে সমকালীন অন্য লেখক এবং পত্রিকার ঈর্ষা উৎপাদন করত তা নয়। পুস্তক সমালোচনায় বঙ্কিম যে কঠোর হয়েছিলেন, সেটাও তাঁর প্রতি বিদ্বেষের কারণ। ১২৭৯-র পৌষ মাস থেকে "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন" বের হতে থাকে। যে বইকে তিনি প্রশংসার অযোগ্য মনে করতেন তার কঠোর সমালোচনা করতে দ্বিধা করতেন না। সমালোচিত বইয়ের বিবরণ পড়লে বঙ্কিমের কঠোর হওয়ার কারণও বোঝা যায়। অনেক সময়ে লেখা এত অক্ষম হত যে সমালোচক বঙ্কিম তাকে ব্যঙ্গ না করে পারতেন না। ১২৮০-র মাঘ মাসে ''অমরনাথ নাটক''-এর সমালোচনায় বঙ্কিম লিখেছিলেন,

"আমরা এই গ্রন্থ সমালোচনায় অক্ষম। গ্রন্থকারের কোন দোষ নাই—দোষ আমাদের। আমরা ইহা পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। পড়িব, এই ভরসায় কয় মাস এই গ্রন্থ ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। নাটকখানি ২৯৪ পৃষ্ঠা। মনুষ্য জীবন নশ্বর—চিরজীবী কেহ নহে। এ ক্ষণিক জীবনের কিয়দংশ তিনশত পৃষ্ঠা নাটক পাঠ করিয়া অতিবাহিত করায় কোন পাপ আছে কি না, এই মীমাংসায় আমাদের কয়মাস কাটিয়া গিয়াছে। এখনও আমরা কোন সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে পারি নাই।"[২০]

অথচ কোনো বই যোগ্য মনে হলে তিনি প্রবন্ধের আকারে আলাদা ভাবেও আলোচনা করেছেন। রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল' এরকম একটা বই। এই বই অবলম্বনে তিনি আমাদের দেশের নবযুগ এবং তার ঐতিহাসিক যুক্তি দেখিয়েছেন। এই প্রবন্ধটি পরে অনুকরণ নামে 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এ সংকলিত হয়েছে। উনিশ শতকের বাংলাতে বিদেশী অনুকরণকে বঙ্কিম নিন্দনীয় মনে করেন নি। তিনি দেখিয়েছেন কোনো সভ্যতা যখন দুর্বল হয়ে আসে তখন কোনো শক্তিশালী প্রাণাবেগপূর্ণ সভ্যতার অনুকরণ করেই সে নতুন প্রাণশক্তি ফিরে পায়। বাংলা দেশের পক্ষে তখন ইংরেজের অনুকরণের প্রয়োজন ছিল। নব্যবঙ্গের উচ্ছৃঙ্খলতায় তার কিছু আতিশয্য ঘটেছে মাত্র।

কিন্তু পুস্তক সমালোচনার নিয়মিত বিভাগ তিনি বন্ধ করে দেন ১২৮১-র মাঘ মাসে। তিনি লেখেন,

"বহুসংখ্যক গ্রন্থ আমাদিগের নিকট অসমালোচিত রহিয়াছে। গ্রন্থকারগণও ব্যস্ত হইয়াছেন। কেন সেসকল গ্রন্থ এপর্য্যন্ত সমালোচিত হয় নাই, তাহা যে বুঝে না, তাহাকে বুঝান দায়। বুঝাইতেও আমরা বাধ্য কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ। কিছু বুঝাইলেও ক্ষতি নাই। প্রথম, স্থানাভাব। বঙ্গদর্শনের আকার ক্ষুদ্র; অন্যান্য বিষয়ের সন্নিবেশের

পরে প্রায় স্থান থাকে না। দ্বিতীয় অনবকাশ। ... আমরা যত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা সকল পাঠান্তর সমালোচনা করা যায়, এত অবকাশ নিষ্কর্ম্মা লোকের থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গদর্শন লেখকদিগের কাহারও নাই। থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। থাকিলেও, বাঙ্গালা গ্রন্থমাত্র পাঠ করা যে যন্ত্রণা, তাহা সহ্য করিতে কেহই পারে না। ''বৃত্রসংহার" বা ''কল্পতরু" বা তদ্বৎ অন্যান্য বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করা সুখের বটে, কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করা এরূপ গুরুতর যন্ত্রণা, যে তাহার অপেক্ষা অধিকতর দণ্ড কিছুই আমাদের আর স্মরণ হয় না।"[২১]

'বঙ্গদর্শন'-এ আর সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হবে না বটে তবে আবশ্যক মনে করলে কোনো কোনো বইয়ের সবিস্তার আলোচনা করবেন বলেও বঙ্কিম জানান।

এরপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' এক বৎসর চলেছিল। ১২৮৩-র বৈশাখ থেকেই 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ ভালো বোঝা যায় না। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের এক বৎসর পরেই কাঁটালপাড়ায় মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়। ছাপার অসুবিধা হচ্ছিল, তা বলা যায় না। পত্রিকা খুব ভালো চলছিল, গ্রাহক সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল।[২২] 'বঙ্গদর্শন'-এ স্পষ্ট সমালোচনায় এবং খুব সম্ভবত পত্রিকার মান বজায় রাখতে গিয়ে তিনি যশকামী কিছু লেখকের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। বঙ্কিমকে ব্যঙ্গ করে কিছু লেখাও তখন বেরিয়েছে।[২৩] 'সোমপ্রকাশ' প্রথমাবধি 'বঙ্গদর্শন'-এর ভাষার নিন্দা করে এসেছে, কখনও বক্তব্যের সমালোচনা করেছে। কখনও রচনারীতির নিন্দা করেছে। তৎসত্ত্বেও বঙ্কিম চার বছর নিজের আদর্শে অবিচল থেকেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, "... ১২৮২ শালের 'বঙ্গদর্শন' পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুল্য হয় নাই। তথাপি পাঠকশ্রেণীর আদরের লাঘব বা অনাবস্থাও দেখি নাই।" হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই প্রসঙ্গে লিখেছেন,

"১৮৭৬ সালে একটি বড়ো প্রবন্ধ লইয়া তাঁহার নিকটে যাই। তখন তাঁহার চতুর্থ সালের বঙ্গদর্শন ৯ মাস বাহির হয় নাই। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র তিন মাসের প্রবন্ধের অভাব। আমার প্রবন্ধ সে অভাব পূরণ করিয়া দিল এবং বঙ্কিমবাবু আমার প্রবন্ধ পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।"[২৪]

১২৮২-র চৈত্র মাসে বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন ''বঙ্গদর্শনের বিদায়গ্রহণ'',

"চারি বৎসর গত হইল বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ হয়। যখন ইহাতে আমি প্রবৃত্ত হই, তখন আমার কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পত্রসূচনায় কতকগুলি ব্যক্ত করিয়াছিলাম; কতকগুলি অব্যক্ত ছিল। যাহা ব্যক্ত হইয়াছিল, এবং যাহা অব্যক্ত ছিল, এক্ষণে তাহার অধিকাংশই সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে আর বঙ্গদর্শন রাখিবার প্রয়োজন নাই।"[২৫]

বঙ্কিমচন্দ্রের সেই অব্যক্ত উদ্দেশ্য কী জানি না; জানবার উপায়ও নেই। যখন 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের আরম্ভ, তখন সাধারণের পাঠযোগ্য উত্তম সাহিত্যপত্রের অভাব

ছিল। এই চার বৎসরে কিছু অবধানযোগ্য পত্রিকার প্রকাশ হয়েছে। বঙ্কিম 'বান্ধব' ও 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকার নাম করেছেন। নতুন সাহিত্যপত্র প্রকাশের প্রণোদনা সৃষ্টি করাও তাঁর উদ্দেশ্য হতে পারে।

বিদায় গ্রহণ উপলক্ষে বঙ্কিম শুভাকাঙ্ক্ষীদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন; সেই সঙ্গে 'বঙ্গদর্শন'-বিরোধীদের একটু খোঁচাও দিলেন—"বঙ্গদর্শন আপাততঃ রহিত করিলাম বটে, কিন্তু কখনও যে এই পত্র পুনর্জ্জীবিত হইবে না এমত অঙ্গীকার করিতেছি না।" যেসব লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছিলেন তাঁরা হলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামদাস সেন, লালমোহন বিদ্যানিধি, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দীনবন্ধু মিত্রের প্রতি সৌহার্দ্যমিশ্রিত কৃতজ্ঞতার বিশেষ উল্লেখ করেছেন। সঞ্জীবচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, জগদীশনাথ রায়, রঙ্গলাল এবং শ্রীকৃষ্ণ দাসের কাছেও তিনি ঋণ স্বীকার করেছেন। নবীনচন্দ্রের নাম এই তালিকায় দিতে ভুলে গেলেও নতুন পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন'-এর গোড়াতেই তাঁর বিশেষ উল্লেখ করেছিলেন। বর্তমান উপলক্ষে ইংরেজি সংবাদপত্র 'ইণ্ডিয়ান অবজার্ভার', 'ইণ্ডিয়ান মিরর', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'ভারত সংস্কারক', 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকার আনুকূল্য পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। এইসব লেখক এবং বিশিষ্ট সাময়িক পত্রিকার সহযোগিতা যদি 'বঙ্গদর্শন' পেয়ে থাকে তবে বাংলা সাহিত্য রচনার গৌরব যে স্বীকৃত হচ্ছে বঙ্কিম নিশ্চয় তাতে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন। তাঁর উদ্যমেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই মর্যাদা—বঙ্কিমচন্দ্র পরিকল্পিত অব্যক্ত উদ্দেশ্যের একটা মস্ত সিদ্ধি, তাতে সন্দেহ নেই।

তিন

এক বৎসর বন্ধ থাকার পর ১২৮৪ সালের বৈশাখ থেকে আবার 'বঙ্গদর্শন' বের হল। এবার সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র।[২৬] কিন্তু বঙ্কিমই বিশেষ দেখাশোনা করতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, "এবার সম্পাদক হইলেন তাঁহার মেজো দাদা, সঞ্জীববাবু। কিন্তু লেখার ভার অনেকটা তাঁহার উপরেই রহিল।"[২৭]

বৈশাখ সংখ্যার প্রথমেই "বঙ্গদর্শন" নামে বঙ্কিমের একটি ছোটো লেখা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে,

"বঙ্গদর্শনের লোপ জন্য আমি অনেকের কাছে তিরস্কৃত হইয়াছি। সেই তিরস্কারের প্রাচুর্য্যে আমার এমত প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, বঙ্গদর্শনে দেশের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে বলিয়া, ইহা পুনর্জ্জীবিত হইল।

"যাহা এক জনের উপর নির্ভর করে, তাহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। বঙ্গদর্শন যতদিন আমার ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, স্বাস্থ্য বা জীবনের উপর নির্ভর করিবে ততদিন বঙ্গদর্শনের

স্থায়িত্ব অসম্ভব। এজন্য আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম। বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ববিধান করাই আমার উদ্দেশ্য।"[২৮]

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বললেন,

"ইউরোপীয় সাময়িক পত্র এবং এতদ্দেশীয় সাময়িক পত্রের বিশেষ প্রভেদ এই যে এখানে যিনি সম্পাদক তিনিই প্রধান লেখক। ইউরোপীয় সম্পাদক, সম্পাদক মাত্র—কদাচিৎ লেখক। পত্র এবং প্রবন্ধের উদ্বাহে তিনি ঘটক মাত্র—স্বয়ং বরকর্ত্তা হইয়া সচরাচর উপস্থিত হয়েন নাই। এবার বঙ্গদর্শন সেই প্রণালী অবলম্বন করিল।

"যাহা সকলের মনোনীত, তাহার সহিত সম্বন্ধ গৌরবের বিষয়। আমি সে গৌরবের আকাঙ্ক্ষা করি। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম বটে, কিন্তু ইহার সহিত আমার সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হইল না।"[২৯]

সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদক ছিলেন ১২৮৪-র বৈশাখ থেকে ১২৮৯-এর চৈত্র মাস পর্যন্ত। এর মধ্যে ১২৮৬ সালে কোনো সংখ্যাই প্রকাশিত হয়নি। ১২৮৮ সালের কার্তিক থেকে চৈত্র পর্যন্ত বন্ধ ছিল।

সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনাকালেও 'বঙ্গদর্শন'-এর আগের চরিত্র অক্ষুণ্ণ ছিল। 'বঙ্গদর্শন' বলতে আজ একটা বিশেষ চিন্তাপ্রকৃতি, একটা দৃষ্টিভঙ্গি বোঝায় সেটা সেকালের অন্য পত্রিকা থেকে আলাদা, এমন-কি পরবর্তী কালের রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' থেকেও তা ভিন্ন। সঞ্জীবচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-এর চার মাস পর ১২৮৪-র শ্রাবণ মাসে 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশিত হল। এর চরিত্রও 'বঙ্গদর্শন' থেকে ভিন্ন। সেই চরিত্রটি কী? বঙ্কিম 'বঙ্গদর্শন'-কে কী করতে চেয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। তার মর্ম এই যে ইতিহাস-সমাজতত্ত্ব-দর্শন-বিজ্ঞান মিলিয়ে বাঙালির জীবনের একটা মূল্যমান্ প্রস্তুত করে দেওয়া। এজন্য একদিকে জাতীয় জীবনকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা, য়ুরোপীয় ইতিহাসের গতিপ্রকৃতির তুলনায় আমাদের গৌরব এবং অগৌরবকে বুঝে নেওয়া, তেমনি সমাজ ও জাতির পুনর্গঠন করে জড়তা এবং নৈতিক কলুষ থেকে মুক্ত করে নেওয়ার উদ্দীপনা সৃষ্টি করা। এই দ্বিতীয় প্রয়োজনে নিয়ে আসতে হবে আত্মবিশ্বাস—নিজের অবস্থাকে অমোঘ ভাগ্য মেনে উদ্যমহীনতাকে প্রশ্রয় না দেওয়া। 'বঙ্গদর্শন'-এর জীবনমূল্যমানে স্বভাবতই উপযোগিতা বা ইউটিলিটি-তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। বিশুদ্ধ সাহিত্যচর্চা, নিঃসঙ্গ আত্মভাষণ 'বঙ্গদর্শন'-এর চরিত্র ছিল না।

'বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমের কর্তৃত্ব এবং আধিপত্য যতদিন ছিল, ততদিন এই চরিত্র রক্ষা পেয়েছে। সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনাকালে সেটি অব্যাহত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ নির্বাচন-সংশোধনে সঞ্জীবচন্দ্রকে সাহায্য করতেন বলেই মনে হয়। সঞ্জীবচন্দ্রের সময়ে বেশ কিছু নতুন লেখক এসেছেন। আগের লেখকদের মধ্যে রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু ছিলেন। নতুনদের মধ্যে ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

(প্রথম পর্বের শেষ তিন সংখ্যায় তাঁর 'ভারতমহিলা' বের হয়), নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (এঁর লেখাও আগের পর্বের শেষ দিকে ছিল), চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বসু, রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, কৈলাশচন্দ্র সিংহ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ এতে বেরিয়েছে "বাহুবল ও বাক্যবল", "খদ্যোৎ", "কমলাকান্তের পত্র", "বাঙ্গালা ভাষা", "লোকশিক্ষা", "মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত", "বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা", "বাঙ্গালির উৎপত্তি", "ঢেঁকি", "বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ", "মুসলমানের বাঙ্গালা জয়", "Bransonism"। শেষটি ভিন্ন এ সব প্রবন্ধই 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এ আছে। তবু এদের নাম দিলাম বঙ্কিমের চিন্তাধারা কোন্ দিকে যাচ্ছে বোঝানোর জন্য। বস্তুত বাংলা দেশ নিয়ে বঙ্কিমের ভাবনা এই পর্বেই বিশেষ করে চোখে পড়ে। উপন্যাস-শিল্পের দিক পরিবর্তনও এই পর্বে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' আগের থেকেই চলছিল, এই পর্বে এল 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'। বঙ্কিমচন্দ্রের বেশ কয়েকটি কবিতা এই চার বছরে বেরিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, কবিখ্যাতি গড়ে না উঠলেও বহুদিন পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা লেখার অভ্যাস ছিল।

এই পর্বে অন্যান্য যাঁরা উপন্যাস লিখেছেন তাঁরা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ('গঙ্গাধর শর্ম্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা'), সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ('মাধবীলতা', 'জাল প্রতাপচাঁদ'), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ('কাঞ্চনমালা')। হরপ্রসাদের বিখ্যাত 'বাল্মীকির জয়' এই পর্বে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ছাড়া অন্যান্যের উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে তেমন পরিচিতি লাভ করেনি।

সঞ্জীব-পর্বের একটা বিশেষত্ব লক্ষ করলে চোখে পড়ে। 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম পর্বে দেখেছিলাম বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিবাদিতা। অন্যান্য লেখকদের মধ্যেও তথ্য যুক্তি ইতিহাসের ঘটনা দিয়ে বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস সব লেখাগুলিকেই একটা বিশিষ্ট মান-এ উন্নীত করেছে। তখনও কোনো বিশেষ আদর্শের প্রচার ছিল না। জ্ঞান বা চর্চায় বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে 'বঙ্গদর্শন'-এর যাত্রা শুরু। সেই উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রেখেই দ্বিতীয় পর্ব বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাচীন ইতিহাস ও সমাজের আলোচনায় যে মুক্ত দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন বিশ শতকেও তা সুলভ নয়। রামদাস সেনের ইতিহাসচর্চার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ছিল। রামদাস ও প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রত্নতাত্ত্বিক, তথ্য সংগ্রহ করে সাজিয়ে দিয়েছেন যাতে প্রাচীন কালের অপরিজ্ঞাত ইতিহাস পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হরপ্রসাদ ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাচীনের একটা অর্থ নির্দেশ করবার চেষ্টা করেছেন। "আমাদের গৌরবের দুই সময়"—(বৈশাখ, ১২৮৪)-এ তিনি শুধু তথ্যই ব্যবহার করেন নি, গৌরবের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুভব করিয়ে দিতে চেয়েছেন। হরপ্রসাদের বিষয় বিচিত্র। সংস্কৃতে পণ্ডিত হয়েও তিনি ছিলেন সংস্কারমুক্ত, বক্তব্যে এবং ভাষায় দুই দিক দিয়েই। এ সময়ে 'বঙ্গদর্শন'-এ আর-একজন নবীন ইতিহাসবিদ্ যোগ দিলেন। হরপ্রসাদের লেখা "একজন বাঙালি গবর্ণরের অদ্ভুত বীরত্ব"-এর প্রতিবাদ করলেন

রজনীকান্ত গুপ্ত। হরপ্রসাদের আর-একটি লেখা "সমাজের পরিবর্ত্ত কয়রূপ" (আষাঢ়, ১২৮৫) প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য সেকালে ছিল অভিনব। তিনি লিখলেন, "এখন কি না আমরা হিন্দু সমাজকে ভারত-সমাজের (Indian Nation) সঙ্গে এক করিয়া ধরি। কি ভুল! এমন হিন্দু সমাজের যত শীঘ্র অস্তিত্ব বিলোপ হয় ততই ভাল।" স্বভাবতই মনে হয় 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম বৎসরে "ভারতকলঙ্ক" প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় জাতির মিশ্ররূপেয় কথাই ইতিহাসের দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করেছিলেন। হরপ্রসাদের চিন্তায় তারই প্রতিফলন। 'বঙ্গদর্শন'-এই ভারতীয় জাতি বা নেশন-চেতনা রাষ্ট্রনীতিগত ভাবে দেখা দিয়েছিল। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "ভারতে একতা" (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৪) প্রবন্ধে সেই ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতি কী ভাবে গড়ে ওঠে, এর নানা দিক, ভাষা, ধর্ম, ভৌগোলিক সীমা, ইতিহাস, সামাজিক আচার, বংশ ইত্যাদি।

আমাদের দেশে এই বৈচিত্র্যে একতা কী ভাবে আসবে। ঐক্যবদ্ধ জাতি কী ভাবে গড়ে উঠবে, তার ভৌগোলিক ব্যাপ্তি ও সীমা কী—এসব প্রশ্নের সূচনা হয়েছে 'বঙ্গদর্শন'-এ। সেই সূচনা স্পষ্টতর জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা সন্ধানে রূপ নিয়েছে দ্বিতীয় পর্বের 'বঙ্গদর্শন'-এ। এই গঠনমূলক চিন্তাই এ-পর্বের বিশেষত্ব। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে সমাজ-পরিবর্তনের পালা শুরু হয়েছিল। তেমনি একটা রাষ্ট্রচেতনাও জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে, বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এ রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীদের মধ্যে তার সবিস্তার আলোচনা লক্ষ করা যায়।

আজ একথা স্বীকার্য যে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্ম নিয়ে আলোচনা করলেও আধুনিক বিশ্বসমাজের সম্পর্কে এসে তিনি হিন্দুধর্মের উদার ব্যাখ্যা করেছেন। নতুন চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে, ইতিহাসের বিধানে সমাজের পরিবর্তনকে যুক্তি দিয়েই স্বীকার করে নিতে হবে। 'বঙ্গদর্শন'-এর বিভিন্ন লেখকের রচনায় তার দৃষ্টান্ত আছে। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রামমোহনের জীবনীকার। তাঁর "সমাজসংস্কার" (কার্তিক, ১২৮৫) এবং অজ্ঞাতনামা লেখকের "বঙ্গে উন্নতি" (ভাদ্র, ১২৮৪) এই মনোভাবকে প্রতিফলিত করেছে। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় "বঙ্গে ধর্ম্মভাব" প্রবন্ধে (শ্রাবণ, ১২৮৪) সেকালের তরুণচিত্তে নাস্তিকতার প্রসার দেখে ঈশ্বর বিশ্বাসের সামাজিক কারণ সন্ধান করেছেন এবং সেই সূত্রে স্পেন্সার-ডারউইন-কোমৎ-মিলের যুক্তি বিশ্লেষণ করেছেন, "কোমৎ অথবা লাপ্লাসের ন্যায় লোক নাস্তিক হইলে সমাজের অনিষ্ঠ না হইতেও পারে; কিন্তু রাধু বাবু, মাধু বাবু, যাদু বাবু যদি নাটক লিখিতে শিখিয়াই নাস্তিক হয়েন, তাহাতে অনিষ্ট আছে।"[৩০] এ ধরনের দোলাচলতা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয়। 'বঙ্গদর্শন'-এ সতীদাহ প্রথার পক্ষে যুক্তি দিয়ে প্রবন্ধ বেরিয়েছে আবার তাকে খণ্ডন করেও প্রবন্ধ বেরিয়েছে। তবে এটাই সর্বোপরি সত্য যে সমাজের পরিবর্তন এবং অগ্রগতির নানা তাত্ত্বিক আলোচনার ভিতর দিয়ে 'বঙ্গদর্শন' নতুন জীবনচেতনার

দিকে বাঙালিকে নিয়ে যাচ্ছিল। তার প্রমাণ অন্যান্য সমকালীন এবং পরবর্তীকালীন সাময়িক পত্রিকায় এসব আলোচনা যথেষ্ট ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

বাঙালি-সমাজকে পরিবর্তনে অভ্যস্ত করে তোলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রগতিশীল জীবনচিন্তায় উদ্‌বুদ্ধ করে তোলা আবার তাকে নতুন রাষ্ট্রচেতনায় সচেতন করে তোলা—বঙ্কিম-চালিত সঞ্জীব-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'-এর এসব ছিল নতুন দিক্‌নির্দেশ। তখন দেশচেতনা জেগে উঠছে সত্য, কিন্তু দেশ বলতে ঠিক কতটুকু বোঝায়. দেশবাসীর মনে তখনও তার সংজ্ঞা স্থির হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুসমাজ যতটুকু জায়গা জুড়ে ব্যাপ্ত ততটুকুই দেশ—এটাই রাষ্ট্রচিন্তার প্রথম পর্যায়। তারপর হিন্দু-সমাজের প্রতিবেশী অন্য ধর্মসমাজ এই দেশেরই চিরকালীন অধিবাসী বলে তাদের সকলকে নিয়ে জাতি—এই ভাবনাটাও বঙ্কিমের যুগের 'বঙ্গদর্শন'-এই আলোচিত হয়েছে। আবার ভাষা দিয়ে জাতি চিহ্নিত করবার কথাও 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রবন্ধে পাই। প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদাস সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতো লেখকরা ভারতবর্ষকে সমগ্রভাবেই দেখেছেন। অপর পক্ষে ভাষাগত যে একক সত্তা, তার সত্যকেও স্বীকার না করে উপায় নেই। সেই জন্য বাংলা ভাষায় যারা কথা বলে তাদের নিয়ে একটি জাতির কল্পনাও দেখা দিয়েছে, যদিও এ জাতিকে বৃহত্তর ভারতীয় জাতির অঙ্গরূপেই 'বঙ্গদর্শন'-এব লেখকরা ভেবেছেন। এজন্য 'বঙ্গদর্শন'-এর বঙ্গচেতনা ভারত-চেতনার প্রতিবাদী নয়। 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় জাতিচেতনার ইতিহাস নানা সূত্রে দিয়েছেন, আবার দ্বিতীয় পর্বে বঙ্গদেশ এবং বাঙালি নিয়ে বিশিষ্ট অনুসন্ধান ও ভাবনায় তাঁকে ব্যাপৃত দেখতে পাচ্ছি। আবার প্রথম ও দ্বিতীয় দুই পর্বেই বাংলা ভাষা নিয়ে বহু আলোচনাও প্রকাশিত হয়েছে যা দিয়ে ভাষাগত জাতীয়তাবোধও গড়ে উঠেছে। শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নয়, বিশেষ করে বাংলা দেশ নিয়ে আরও কেউ কেউ লিখছেন। মনে হয় এ সময়ে বঙ্গচেতনা যেন 'বঙ্গদর্শন'-এর একটি প্রধান সুর হয়ে উঠেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'রাজসিংহ'—এই তিনখানি উপন্যাসও এই পর্বে প্রকাশিত। এই তিনটিতে বঙ্কিম-মানসের এক বিশেষ প্রবণতা, নিষ্কাম কর্মের আদর্শ, দেশপ্রেমের প্রেরণাজাত ঐতিহাসিক কাহিনী রচনার প্রেরণা ফুটে উঠেছে। প্রথম পর্বের নিছক যুক্তিধর্ম এই পর্বে লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছে। প্রথম পর্বের রচনা দিয়ে বঙ্কিম সমাজকে ভাবতে শিখিয়েছিলেন, দ্বিতীয় পর্বের রচনা দিয়ে তাকে গঠন মূলক ভাবনায় উজ্জীবিত করলেন। 'বঙ্গদর্শন'-এর এই প্রভাব বাঙালিকে অনেক দূর নিয়ে গিয়েছে। একদিকে দেশাত্ম-বোধের জাগরণ, আর-একদিকে রাষ্ট্রগঠনের স্বপ্ন—দুইয়ে মিলে একটি ভাবান্দোলনের সৃষ্টি, বঙ্গচেতনায় প্রবুদ্ধ হল বাঙালি সমাজ।

রবীন্দ্রনাথ এই উত্তরাধিকার নিয়েই নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এর ভার তুলে নিয়েছিলেন।

সাহিত্যালোচনা এবং সাহিত্যসৃষ্টিতে 'বঙ্গদর্শন'-এর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল।

সেকথা আগেই আলোচনা করেছি। 'বঙ্গদর্শন'-এর সাহিত্যাদর্শ সমাজনিরপেক্ষ ছিল না। ভাবময় কল্পনা 'বঙ্গদর্শন'-এর কবিদের ছিল না। প্রথমাবধি এই বিশেষত্বটি চলে এসেছে। কবিদের মধ্যেও একই মানসিক গঠন ছিল। হেমচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ('যোগেশ কাব্য') নবীনচন্দ্র সেন এ সময়ে কবিতা লিখে চলেছেন। তাঁরা শ্রেণীগত ভাবে সমমনোভাবাপন্ন। অক্ষয়কুমার বড়াল বিহারীলালের কাব্যশিষ্য ছিলেন। তাঁর ''রজনীর মৃত্যু'' (অগ্রহায়ণ, ১২৮৯) একটু ভিন্ন সুরের। হেমচন্দ্রের কবিতায় জাতিভাবনা প্রবলভাবে উচ্চারিত, নবীনচন্দ্রের মধ্যে তা নেই, কিন্তু বাস্তবাশ্রয়ী আবেগোচ্ছ্বাসই তাঁর বিশেষত্ব। সেই জন্যেই 'বঙ্গদর্শন'-এর কবিতার ভাষাতে লিরিক গুণের অভাব। কোনো মৌলিক বা অভিনব শব্দপ্রতিমার সাক্ষাৎ তাতে মেলে না। কামিনী রায় 'বঙ্গদর্শন'-এ লেখেন নি, কিন্তু তিনি হেমচন্দ্রের কাব্যাদর্শের অনুরাগী ছিলেন। তাঁর ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এইরকম অভিমতই ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র ''উত্তরচরিত'' এবং ''শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা'' লিখে বাংলা সমালোচনা-রীতির যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারও মূল প্রেরণা ছিল বাস্তবজীবন। তিনি গীতিকাব্যেরও লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া লক্ষণ থেকে তাঁর বিভিন্নতা ছিল। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমচন্দ্রের পদ্ধতি আদর্শ করে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখেছিলেন ''মিরন্দা ও কপালকুণ্ডলা'' (শ্রাবণ, ১২৮৭)। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ''কালিদাস ও সেক্ষপীয়র'' (বৈশাখ, ১২৮৫) বঙ্কিম-প্রদর্শিত তুলনামূলক পদ্ধতির আলোচনা। অবশ্য তিনি মূলতই ছিলেন সৌন্দর্যবাদী। নীতিকে তিনি গুরুত্ব দেননি। কিন্তু তিনি কাব্য বিচার করেছেন মানবিক যাথার্থ্য দিয়ে, বঙ্কিমের মতোই।

সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের তিন মাস পর ঠাকুর-বাড়ি থেকে 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশিত হল। দুটি পত্রিকাই পাশাপাশি চলেছে অথচ দুটির বৈশিষ্ট্য আলাদা। 'ভারতী' কথাটার মধ্যে ভারত প্রচ্ছন্ন আছে কিনা বলা যায় না, (সুকুমার সেন তাই মনে করেন)। 'বঙ্গদর্শন'-এ তো বঙ্গপ্রীতি স্পষ্ট। এই দুই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী আলাদা, সাহিত্যের আদর্শ আলাদা। 'ভারতী'-র সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর: তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু হলেও কেউ একে অন্যের পত্রিকায় লেখেন নি। (শুধু 'বঙ্গদর্শন' এ একবার 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-এর কয়েকটি শ্লোক বেরিয়েছিল)। 'ভারতী'-তে প্রধানত ঠাকুরবাড়ি অথবা তৎসংশ্লিষ্ট লেখকরাই লিখতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ পত্রিকায় 'স্বাদেশিক' দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষা করার পক্ষপাতী ছিলেন অর্থাৎ তিনি পাশ্চাত্য অনুকরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। 'বঙ্গদর্শন'-ও জাতীয় ভাবের উপরে জোর দিয়েছিল, যদিও মনন প্রকৃতিতে টেইন, বককল, ডারউইন, হাক্সলী, কোম্‌ৎ প্রমুখ পাশ্চাত্য ভাবুকদের অনুসরণ করেছে। কোম্‌ৎকে তো রাজনারায়ণ বসু সোজাসুজি 'জঘন্য' বলেছেন।[৩১] সাহিত্যের আদর্শের দিক দিয়েও দুই পত্রিকার পার্থক্য ছিল। 'ভারতী' কাব্যের বিশুদ্ধতায় বিশ্বাস করত। বঙ্কিমের 'কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে, তবে নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও

সেই উদ্দেশ্য অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি' এই মতবাদের প্রতিবাদ করেছে 'ভারতী'।[৩২] 'ভারতী' বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতার সোজাসুজি নিন্দা করেছে, তেমনি সহায়তা করেছে বিহারীলাল-প্রবর্তিত ভাবমূলক কবিতার প্রতিষ্ঠায়।

দুই বিপরীত প্রকৃতির পত্রিকা 'বঙ্গদর্শন' ও 'ভারতী' পাশাপাশি চলল, তারপর শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় চার সংখ্যা বেরিয়ে বঙ্কিম-প্রবর্তিত 'বঙ্গদর্শন' একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারই ছিলেন দুই গোষ্ঠীর যোগসূত্র। শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ হয় সেই সময়েই, যখন সঞ্জীবচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদনার ভার নেন। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মাসিক সমালোচক'-এ শ্রীশচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ''বর্তমান বঙ্গসমাজ ও চারিজন সংস্কারক।'' এই চারজন হচ্ছেন বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র এবং সুরেন্দ্রনাথ। এই সূত্রেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীশচন্দ্রের পরিচয়।[৩৩] ১২৮৮-র আশ্বিনে 'বঙ্গদর্শন'-এ তাঁর একটি প্রবন্ধ বের হয় ''মেঘনাদবধ কাব্যসম্বন্ধে কয়টি কথা।'' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা ছিন্নপত্র ও শ্রীশচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র ও পত্রকাব্য থেকেই জানা যায়। প্রথম পত্রের তারিখ অক্টোবর, ১৮৮৫। ১৮৮৫-তেই রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র 'পদরত্নাবলী' সম্পাদনা করেন। রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রের ''ফুলজানী'' উপন্যাসের সমালোচনা করেছিলেন 'ভারতী ও বালক'-এ। উপন্যাসটি 'ভারতী ও বালকে' (১২৯৫ - ৯৬) বেরিয়েছিল।

চৈত্র, ১২৮৮ সাল পর্যন্ত সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' চলল। তারপর বন্ধ হয়ে গেল। সঞ্জীবচন্দ্র স্বভাবত শিথিল অভ্যাসের লোক ছিলেন, বঙ্কিমের অবকাশের অভাব। শেষের দিকে পত্রিকা অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল। আশ্বিন, ১২৮৮ পর্যন্ত বেরিয়ে প্রথম দফায় বন্ধ হল, আবার বৈশাখ, ১২৮৯ থেকে চৈত্র পর্যন্ত চলেছিল।

১২৯০-এর কার্তিক থেকেই শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মতিতে 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদক হলেন। কিন্তু তিনি বেশি দিন চালাতে পারলেন না। চাকরি উপলক্ষে তাঁকে কলকাতার বাইরে থাকতে হত। মাঘ মাসেই পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল।

চার

তৃতীয় পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' ছাপা হত ৯২ বহুবাজার স্ট্রীট, বরাট প্রেস থেকে। প্রকাশক ছিলেন অঘোরনাথ বরাট।

এই পর্যায়ের প্রথম তিন সংখ্যায় ''দেবীচৌধুরাণী'' চলেছিল। বঙ্কিম কোনো নতুন লেখা এতে দেননি। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন' শেষ পর্যন্ত তার আগের মান বজায় রাখতে পারল না। এ সময়ে যেসব প্রবন্ধ বেরিয়েছে, তাতে সেই মুক্ত যুক্তিবাদী দৃষ্টির স্পর্শ পাওয়া যায় না। পুরনো লেখকদের মধ্যে চন্দ্রনাথ বসু, রামদাস সেন, পূর্ণচন্দ্র বসু আছেন। নতুন লেখক এসেছেন বীরেশ্বর পাঁড়ে। ইনি সুরেশ সমাজপতির

সাহিত্য পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। শ্রী যোঃ ''নারায়ণ'' প্রবন্ধে (কার্তিক, ১২৯০) নারায়ণতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখছেন,

''এতদ্বারা বুঝা যাইবে যে নরসমষ্টিকে নারায়ণের অধিষ্ঠান পাত্র বলা যাইতে পারে। তাহাতে আর আত্মপ্রলয়কারিত্ব লক্ষণ নাই। মনুষ্যগণ স্নেহসহকারে পরস্পরের সমীপগামী হইলে নারায়ণের সাযুজ্য সাধনের উপায় হয়।''[৩৪]

এই ভাষা এবং বক্তব্যের অকিঞ্চিৎকরত্ব থেকেই বোঝা যায় 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনায় বঙ্কিমের সতর্ক দৃষ্টি আর ছিল না।

মাত্র চার মাস পত্রিকা বের হল। পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার একটা কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের অসন্তোষ। চন্দ্রনাথ বসু ''পশুপতি সম্বাদ'' নামে একটি রসরচনা অগ্রহায়ণ ও পৌষে লেখেন, এতে কয়েকজন সমকালীন লেখককে ব্যঙ্গ করা হয়েছিল। চেষ্টা হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের স্টাইল অনুকরণের। কিন্তু তিনি পারেননি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো নৈর্ব্যক্তিক হতে। বঙ্কিমচন্দ্র এটি পড়ে রুষ্ট হলেন। তিনি সঞ্জীবচন্দ্রকে লিখলেন,

''শ্রীচরণেষু, অঘোর বরাটকে একটু পত্র লিখিবেন যে, মাঘ মাসের বঙ্গদর্শন বাহির করার পক্ষে আপত্তি নাই। ভবিষ্যৎ সংখ্যার প্রতি আপত্তি আছে। অর্থাৎ মাঘ সংখ্যা ভিন্ন আর বাহির করিতে দিবেন না। ইহা লিখিবেন।

''পত্রপাঠ মাত্র ইহা লিখিবেন। চন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিতেছে। কিন্তু এইটুকু লইলে বিবাদ সম্পূর্ণ মিটিবে না।

ইতি তাং ২৩ ফেব্রুয়ারি।''(১২৮৪) [৩৫]

নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩০৮) শ্রীশচন্দ্র যে নিবেদন লিখেছিলেন তাতে এই কারণের উল্লেখ নেই। বরং চন্দ্রনাথ বসুর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার আছে।

তথ্যসূত্র :

১. রবীন্দ্রনাথ, ''বাংলাভাষা-পরিচয়'', 'রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০', পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৯, পৃ. ১০২৯।

২. ''পত্রসূচনা'', 'বঙ্গদর্শন', বৈশাখ, ১২৭৯।

৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব', ড. ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, জিজ্ঞাসা, ১৯৬৮, পৃ. ৪৪।

৪. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্বরচিত জীবন-চরিত', অনন্য প্রকাশন, পৃ. ১৭-১৮।

৫. বিনয় ঘোষ, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', চতুর্থ খণ্ড, ১৯৬৬, পৃ. ২৪।

৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'এসেস্ অ্যান্ড লেটারস্', এডিটেড : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৯৪০, পৃ. ১৮৫।

৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ''পত্রসূচনা'', 'বঙ্গদর্শন', বৈশাখ।

৮. শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্কিম-জীবনী', অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি, ১৪১০, পৃ. ১৫৪।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ''সূচনা'', 'বঙ্গদর্শন', নবপর্য্যায়, প্রথমবর্ষ, বৈশাখ, ১৩০৮।

১০. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ''বঙ্কিমচন্দ্র'', 'বঙ্কিমপ্রসঙ্গ', সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২, পৃ. ১৯২।

১১. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ''বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়'', 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ-২', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০০, পৃ. ১৯।

১২. লেখকের নাম অস্বাক্ষরিত, ''স্বাভাবিক ও অভ্যস্ত পুণ্যকর্ম্ম'', কার্ত্তিক, 'বঙ্গদর্শন' ১২৭৯।

১৩. 'ঐতিহাসিক রহস্য', তিন খণ্ডে প্রকাশিত, ১৮৭৪, ১৮৭৬, ১৮৭৯।

১৪. লেখকের নাম অস্বাক্ষরিত, ''ঘোর অদৃষ্টবাদিত্ব'', 'বঙ্গদর্শন', জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০।

১৫. ''বঙ্গভূমি শস্যশালিনী বলিয়া কি বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য?'', 'বঙ্গদর্শন', আশ্বিন, ১২৮০।

১৬. যোগেশচন্দ্র ঘোষ, ''জাতিভেদ'', 'বঙ্গদর্শন', আশ্বিন, ১২৮০।

১৭. 'ভারতী', ভাদ্র, ১২৮৬।

১৮. ''স্বপ্নপ্রয়াণ'' প্রথমে বঙ্গদর্শন-এ কিছুটা, পরে নবপর্বাবলী রহস্যসন্দর্ভ পত্রিকায়, বাকীটা বেরোয় ১৮৮০, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭২-৮১, প্রকাশিত হয়।

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ''বঙ্কিমচন্দ্র''। দ্রঃ তথ্যসূত্র ১, পৃ. ২১৭-১৮

২০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন', 'অমরনাথ' নাটক, 'বঙ্গদর্শন', মাঘ, ১২৮০।

২১. পূর্ণ বয়ানের জন্য এই বইয়ের পৃ. ১০৩, প্রাসঙ্গিক তথ্য ৬ দ্র.।

২২. শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্কিম-জীবনী', আগের সূত্র, পৃ. ১৫৬-১৫৭।

২৩. বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, 'বিরুদ্ধ সমালোচনায় বঙ্কিমসাহিত্য', ১৯৯৩।

২৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ''বঙ্কিমচন্দ্র'', 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ-২', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০০, পৃ. ২৪।

২৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ''বঙ্গদর্শনের বিদায়গ্রহণ'', 'বঙ্গদর্শন', চৈত্র, ১২৮২।

২৬. অগ্রহায়ণ, ১২৮৩ সালে বঙ্কিমচন্দ্র মেজোদাদা সঞ্জীবচন্দ্রকে বঙ্গদর্শনের স্বত্ব দিয়ে দেন দানপত্র করে। মূল দানপত্রটি বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্রে আছে।

''পরমপূজনীয় শ্রীযুক্তবাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়

শ্রীচরণেষু,

লিখিতং শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং কাঁটালপাড়া কস্য দান পত্র কার্য্যানাঞ্চাগে আমি বঙ্গদর্শন নামে যে সাময়িক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম, অদ্য হইতে, তাহাতে আমার যে কিছু স্বত্ব ও অধিকার, তাহা আপনাকে দান করিলাম, অদ্যকার তারিখের পূর্ব্বে উক্তপত্রে মৎ প্রণীত যে সকল প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পুনঃপ্রকাশ বা পুনর্মুদ্রিত করিবার যে অধিকার তাহা পূর্ব্ববৎ আমার রহিল। তদ্ভিন্ন উক্তপত্রের গ্রাহকদিগের কাছে সন ১২৭৯ হইতে সন ১২৮২ সাল পর্য্যন্ত কয় বৎসরের বাবত যে টাকা পাওনা আছে তাহাতেও আমার হক বজায় রহিল। ইহা ভিন্ন বঙ্গদর্শনে আমার আর কোন স্বত্বাধিকার রহিল না; আপনি উহা প্রকাশ করিবেন বা করাইবেন; এবং তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিবেন; উহা প্রকাশ করিতে বা উহার উপস্বত্ব ভোগ করিতে আমার কোন দাবি দাওয়া রহিল না; এতদর্থে দানপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তাং [১২ অগ্রহায়ণ], সন ১২৮৩ সাল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রী পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাং কাঁটালপাড়া।'' কাঁটালপাড়া

২৭. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ''বঙ্কিমচন্দ্র'', আগের সূত্র।

২৮. বঙ্কিমচন্দ্র, ''বঙ্গদর্শন'', 'বঙ্গদর্শন', বৈশাখ, ১২৮৪।

২৯. আগের সূত্র।

৩০. চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ''বঙ্গে ধর্ম্মভাব'', 'বঙ্গদর্শন', শ্রাবণ, ১২৮৪।

৩১. ''ধর্ম সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর মত''. 'তত্ত্ববোধিণী পত্রিকা', ভাদ্র, ১২৯১।

৩২. ''কাব্যের উদ্দেশ্য'', 'ভারতী', কার্তিক, ১২৯৭।

৩৩. 'শ্রীশচন্দ্র মজুমদার' 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', ৮৫, অষ্টম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৮, পৃ. ৪৪।

৩৪. শ্রীযোঃ, 'বঙ্গদর্শন'. কার্তিক, ১২৯০।

৩৫. 'শ্রীশচন্দ্র মজুমদার' 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', আগের সূত্র, পৃ. ৩৬।

বঙ্গদর্শন
নব পর্যায়

১২৯০-এর ফাল্গুন মাস থেকে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা আর প্রকাশিত হল না। এইসঙ্গে ১৮৭২-এ 'বঙ্গদর্শন' যে যাত্রা শুরু করেছিল তার অবসান ঘটল। শেষের দিকে শ্রীশচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-এর গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে না পারলেও বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ অনুসরণ করে চলবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সরকারি কাজে শ্রীশচন্দ্রকে বাংলার বাইরে চলে যেতে হয়। পত্রিকার কাজ চালানো তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হল না। বঙ্কিমচন্দ্র যে পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, শ্রীশচন্দ্রের হাতেই সেই পত্রিকার অবলুপ্তি ঘটল, এজন্য তাঁর ক্ষোভের সীমা ছিল না। এবার রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনার ভার গ্রহণ করায় তাঁর সেই ক্ষোভ দূর হল। অনুজ শৈলেশচন্দ্রের হাতে এই পত্রিকার দায়িত্ব ন্যস্ত হল। শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের মজুমদার লাইব্রেরি হল নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এর নতুন কার্যালয়। ১৩০৮-এব বৈশাখ মাসে নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম সংখ্যায় 'নিবেদন'-টি লিখলেন শ্রীশচন্দ্র। তাতে তিনি বললেন,

"১২৯০ সালের কার্ত্তিক মাসে বঙ্কিম বাবুর যত্নে সঞ্জীব বাবুর হস্ত হইতে বঙ্গদর্শন যখন আমি গ্রহণ করি, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তখন ইহার সম্পাদন কার্য্যে প্রধান সহায় ছিলেন। ইহা সাধারণতঃ সকলের জানা নাই, কিন্তু দীর্ঘকাল পরে বঙ্গদর্শনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিনে সে কথা স্বীকার করিয়া চন্দ্রনাথ বাবুর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমি আমার প্রধান কর্ত্তব্য মনে করি। বঙ্গদর্শন স্থায়ী হইলে তিনিই তখন প্রকাশ্যে সম্পাদকতা গ্রহণ করিতেন এবং সেজন্য বঙ্কিমবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া গবর্ণমেন্টের অনুমতিও লইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ অকালে আমি বঙ্গদর্শন বন্ধ করিতে বাধ্য হওয়ায় তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

"বঙ্গদর্শন পুনর্জ্জীবিত হওয়ায় আমার চিরন্তন ক্ষোভ দূর হইল। বঙ্গের প্রধান সাময়িক পত্র যে আমার হস্তে লোপ পাইয়াছিল, ইহাতে আমি বড় লজ্জিত ছিলাম।

ইহার পুনঃ প্রতিষ্ঠায় এতদিনে আমি সাহিত্যসংসারে একটী ঋণমুক্ত হইলাম। সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনাভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি ...।

"এক্ষণে রাজকার্যোপলক্ষে আমি কলিকাতা হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করিতেছি, পূর্ব্ববৎ স্বয়ং ইহার তত্ত্বাবধান করিতে পারিব না। সেইজন্য অনুজ শ্রীমান্ শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের হস্তে বঙ্গদর্শন সমর্পণ করিলাম।"

ডালটনগঞ্জ, পালামৌ শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার[১]
১লা বৈশাখ। সন ১৩০৮

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ভেবেছিলেন মাঝখানে আঠারো বছর বন্ধ থাকলেও নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' পূর্বতন 'বঙ্গদর্শন'-এর অনুবৃত্তি হবে। কিন্তু সেই 'বঙ্গদর্শন'-এর লেখকরা আর নেই, লোকশিক্ষা দেবার, নতুন চিন্তায় বাঙালি পাঠককে উদ্‌বুদ্ধ করার, প্রাচীন সমাজে নতুন প্রাণসঞ্চার করার সেই উদ্দেশ্য রক্ষা করার প্রয়োজন আর নেই।

এখনও যদি 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করতে হয়, তবে তার উদ্দেশ্য হবে ভিন্ন। সেকথা শ্রীশচন্দ্র বুঝতে না পারলেও রবীন্দ্রনাথ তা অনুভব করেছিলেন। নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এর পত্রসূচনায় তার ইঙ্গিত স্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ ১৩০৭ সালের ফাল্গুন মাসে বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লিখছেন,

"শৈলেশরা বঙ্গদর্শনের নিদ্রিত কুম্ভকর্ণকে জাগাইবার আয়োজন করিতেছেন—সে জন্যে আমাকেও যথেষ্ট ঠেলাঠেলি লাগাইয়াছেন। এখন দিবাবসানে আমার বিশ্রামের সময় আসিয়াছে—এখন কি সাহিত্যের হাটের মাঝখানে আর বেসাতি লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে?"[২]

সম্পাদনার ভার নিতে রবীন্দ্রনাথ খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর পরের চিঠিতেও এর প্রমাণ আছে,

"বঙ্গদর্শন ভারতী আবার আমাকে টানাটানি আরম্ভ করেছে। এ সময়ে আমার কিছুতেই বেরতে ইচ্ছা করচেনা। কি করা যায় বল ত? কোথায় পালাই?"[৩]

আবার বলছেন,

"বঙ্গদর্শন যদি বের হয়, তোমাকে ত আসরে নাব্‌তেই হবে—হাল্ বঙ্গদর্শন বৈঠকে তোমার একটা গদি ত পড়বেই।"[৪]

১৩০৭-এর ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে প্রিয়নাথ সেনকে লিখছেন,

"শ্রীশ বাবু পালামৌ থেকে বঙ্গদর্শনের তাগিদ লাগিয়েছেন—আমি কোথায় পালামু? দুই ভাইয়ে মিলে নিকটে এবং দূরে থেকে আক্রমণ করবে—এবারে বোধহয় মরণং ধ্রুবং!"[৫]

তখনও সম্ভবত বঙ্গদর্শন-এর সম্পাদক কে হবেন তা চূড়ান্তভাবে স্থির হয়নি। কারণ কয়েকদিন পরে তিনি লিখলেন,

"শৈলেশরা বঙ্গদর্শন-এর সম্পাদক কাকে ঠিক করলে এখনও খবর পাই নি।"[৬]

তবে কিছুদিনের মধ্যেই বৈশাখের 'বঙ্গদর্শন' বেরিয়ে যায়, তাতে মনে হয় 'বঙ্গদর্শন'-এর লেখা সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। শৈলেশ মজুমদার উদ্যোগী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনার কাজ করেছেন, এ অনুমানের কারণ প্রিয়নাথ সেনের কাছে 'বঙ্গদর্শন'-এর জন্য লেখার অনুরোধ করছেন। জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখছেন,

"বঙ্গদর্শন কাগজখানি পুনরুজ্জীবিত হইতেছে। আমাকে তাহার সম্পাদক করিয়াছে। মহারাজও এই পত্রটিকে আশ্রয় দান করিয়াছেন।"[৭]

এই মহারাজ হচ্ছেন ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য। এ সময়ে ত্রিপুরার রাজার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। রাধাকিশোর জগদীশচন্দ্র বিলাতে তাঁর পরীক্ষা উপস্থাপিত করতে যাওয়ার ব্যয় বহন করেছেন। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের আর্থিক সাহায্যও তিনি দিয়েছিলেন মনে হয়। মহারাজ রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন,

"বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের পুনঃপ্রকাশের সংবাদ অতি সুসংবাদ। আপনি অগৌণে এবং অবিচারিতচিত্তে ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করুন এবং আমাকে কি কি করিতে হইবে বলুন। আমি সর্বতোভাবে ইহার ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত রহিলাম।"[৮]

ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। এক বছরের জন্য। 'ভারতী' তাঁদের পারিবারিক পত্রিকা। সম্পাদক যখন ছিলেন না, তখনও তিনি এতে সর্বদাই লেখা দিতেন। তাছাড়া 'সাধনা' পত্রিকারও তিনি কার্যত সম্পাদক ছিলেন, নামে না হলেও। তাঁর ছোটোগল্প এবং রাজনীতিবিষয়ক প্রবন্ধ এতে বেরিয়েছে। সুতরাং পত্রিকা সম্পাদনা বিষয়ে তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি সেকালে কমই ছিলেন।

তবে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা তিনি নিজে কতটা অনুভব করেছেন বলা যায় না। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের আগ্রহেই এর ভার গ্রহণ করেছিলেন। 'বঙ্গদর্শন'-এর মতো একটি পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিঃসংশয় ছিলেন। সেকথা তিনি 'বঙ্গদর্শন'-এর পত্রসূচনাতে বিস্তৃতভাবে লিখেছিলেন। তখনকার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে আমরা সে-প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্য বুঝতে পারি। বঙ্কিম বলেছিলেন শিক্ষার প্রসারে সাহায্য করার কথা। আধুনিক ভাবধারাকে বাঙালির ঘরে বাংলা ভাষার সাহায্যে পৌঁছে দেবার কর্তব্য তিনি নিজেই তুলে নিতে চাইলেন। তখন সাময়িক পত্র কিছু কিছু থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালি সমাজে যে দৃষ্টিভঙ্গি চারিয়ে দিতে চাইলেন সে-রকম বিশিষ্ট উদ্দেশ্যসাধন করবার মতো উচ্চমানের পত্রিকা আর-একটিও ছিল না। সেই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক কাল এবং ইতিহাস থেকে পাওয়া। পশ্চিমী জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে বাঙালি সমাজকেও আধুনিক মননে উদ্বুদ্ধ করে তোলা—এই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রবন্ধগুলি পড়লে স্পষ্টই

তা বোঝা যায়। প্রথম দিকে বঙ্কিমচন্দ্র যে স্বাদেশিকতা বা জাতীয়তার প্রচার করেছিলেন তা বলা যায় না। সে-চেষ্টা লক্ষ করা যায় সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'-এ—যখন বাংলার ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি একে একে বের হতে লাগল। প্রথম দিকে বরং পাশ্চাত্যে উদ্‌ভাবিত ও প্রচারিত মননচিন্তাকে আয়ত্ত করতেই তিনি যেন আমাদের শিখিয়েছেন। সে সময় আমাদের দেশে ভাবুকের সংখ্যাও বেশি ছিল না। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামকমল সেন, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কয়েকজন মনস্বী 'বঙ্গদর্শন'-এ লিখেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এ লেখেন নি।

রবীন্দ্রনাথ যখন 'বঙ্গদর্শন'-এর ভার গ্রহণ করলেন তখন এই পটভূমির পরিবর্তন হয়েছে। নগরাঞ্চলে শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে, গ্রামাঞ্চলে না হলেও। ইংরেজি শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কোনো একজন যে সকলের চিন্তাকে বেঁধে দেবেন, এমন আর আশা করা যায় না। দেশে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটছে, বঙ্কিমিযুগের জাতীয়তাবাদ, সমাজচিন্তা, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববোধ পরিণততর রূপে প্রকাশের ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছে। তখন যে আরও নানা সাময়িক পত্রের উদ্‌গম হয়েছে সেটাই তার প্রমাণ। 'ভারতী' ছিলই, সুরেশচন্দ্র সমজপতির 'সাহিত্য' তখন প্রচলিত। এ ছাড়া ছিল 'সঞ্জীবনী', 'হিতবাদী', 'প্রদীপ', 'নব্যভারত', 'জন্মভূমি' প্রভৃতি। নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের বৎসরেই বের হল 'প্রবাসী'। এইসব পত্রিকা অবলম্বনে বাঙালি সমাজে চিন্তাভাবনার প্রসার ও বৈচিত্র্য ঘটেছে।

তাছাড়া আরও একটা দিক ছিল। বঙ্কিমের সময়ে দেশের যে রাজনৈতিক অবস্থান ছিল, নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এর সময়ে তার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। উনিশ-শতকের শেষ দিকে জাতীয় জাগরণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ইংরেজের কাছে আমরা যে মানবিকতাবোধের শিক্ষা পেয়েছিলাম, ফরাসি বিপ্লব, শিল্পবিপ্লবের ফলে, ইংরেজ শাসনে আমাদের সঙ্গে আচরণে তার অনেকটাই ব্যর্থ প্রমাণিত হল। এ দেশের শাসনে ইংরেজের অনুদারতাই স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার প্রতিক্রিয়াতেই জাতীয়তাবাদী স্বদেশভাবনার সূচনা হল। ইংরেজের উপর ভরসা না রেখে আত্মগঠনে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। তেমনি রবীন্দ্রনাথের সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রবন্ধে নিজেদের স্বাবলম্বী করে তোলা এবং সামাজিক চেতনার দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করবার প্রয়োজনীয়তা ঘোষিত হতে থাকল। সেই সূত্রেই ভারতবর্ষের অতীত আমাদের চোখে নতুন গৌরবে মণ্ডিত হল। আমাদের পূর্বতন সমাজ, শিক্ষা, ধর্মের প্রতি নতুন করে অনুরাগ সঞ্চারিত হল। নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এ রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখের রচনায় দেশের প্রাচীন সমাজকে আধুনিক মানবিক আদর্শের উপযোগী করে তুলবার কল্পনা দেখা দিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের পক্ষে ব্যর্থ হয়নি। মানবতাবাদের মূল্যমান দিয়ে আমাদের দেশের আদর্শ আমরা তৈরি করে নিয়েছি। ইংরেজের অন্ধ অনুকরণ যেমন আমরা বর্জন করতে উদ্যত হয়েছি, তেমনি আমাদের ঐতিহ্যকে

নতুন জ্ঞানে গ্রহণ করে নেবার প্রেরণাও লাভ করেছি সেই মানবীয় আদর্শেই। বিবেকানন্দ শুধু আধ্যাত্মতত্ত্বই প্রচার করেন নি, তিনি জাতির আদর্শকে ভালোবাসবার আহ্বান জানালেন। মনে হতে পারে, এতে বুঝি প্রগতি-বিমুখতাই প্রকাশ পেল। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যকে আধুনিক মানবীয় আদর্শে সঞ্জীবিত করে তোলার এটাই ছিল প্রেরণাশক্তি। নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' যখন প্রকাশিত হল, প্রায় সমকালে প্রকাশিত হয়েছে বিবেকানন্দের 'উদ্‌বোধন' (পাক্ষিক, ১৩০৫)। তখনও বিবেকানন্দ কর্মে লিপ্ত। 'বঙ্গদর্শন'-এর সঙ্গে বিবেকানন্দের যোগ ছিল না, কিন্তু ভাবগত ঐক্য ছিল গূঢ়। রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব ভারতীয় আদর্শের মর্ম ব্যাখ্যা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখছিলেন 'নৈবেদ্য'-র কবিতা। তিনি ব্যাখ্যা করছিলেন ভারতীয় সমাজের আদর্শ. কালিদাসের কাব্যে, নাটকে সৌন্দর্য ও প্রেমের বিশিষ্ট কল্পনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। ধর্মের আদর্শ কী, ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রকৃতি কী—এসব বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তেমনি ব্রহ্মবান্ধব লিখছিলেন ''হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা'', ''বর্ণাশ্রম ধর্ম'' প্রবন্ধ। রামেন্দ্রসুন্দর করেছিলেন তার অনুবৃত্তি, সেই সঙ্গে স্পষ্ট করে তুলেছিলেন ভারতের সমাজ এবং য়ুরোপের রাষ্ট্রের পার্থক্য। এ সবই জাতীয় চেতনার নবরূপে প্রকাশ। 'বঙ্গদর্শন' এই নবরূপের বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এইসব প্রসঙ্গ আলোচনায় জাতীয় প্রকৃতির স্বরূপ বুঝবার চেষ্টা থাকলেও সংস্কারান্ধতা ছিল না। আদি 'বঙ্গদর্শন'-এর মতোই তথ্যসংগ্রহ, ইতিহাসবোধ, যুক্তিমনস্কতা নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এর বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-অনুরাগ এবং বিজ্ঞান-চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে এর প্রবন্ধেও। বাংলার ইতিহাস নিয়ে যে নবচেতনার সূচনা হয়েছিল, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং অন্যান্যের লেখাতে তার পূর্ণতা। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের ব্যাখ্যা, ভাষার প্রকৃতি সন্ধান, দার্শনিক বিচার ইত্যাদি সবই এতে দেখা যায়। তবে বঙ্কিমের যুগে বক্‌কল, টেইন, কোম্‌ৎ, মিল, স্পেন্সারের চিন্তাধারার যে প্রভাব দেখা যেত, পরে সেসব ততটা আর দেখা গেল না।

অবশ্য একথা বলা যেতে পারে বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গির এই ধরনের পরিবর্তনের আভাস 'ভারতী' পত্রিকাতেই সূচিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মের আদর্শ নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'বঙ্গদর্শন' অবলম্বন করে। 'ভারতী'-র লেখকরা ব্রাহ্ম-ধর্মাদর্শে অনুপ্রাণিত। দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর্মকে উপযোগিতাবাদের দৃষ্টিতে দেখেন নি। তিনি ধর্মকে শুদ্ধ এবং নির্বিশেষ উপলব্ধির বিষয় হিসাবেই দেখেছিলেন। এই আদর্শে জাতীয় জীবনে ধর্মনিষ্ঠায় এবং আধুনিক সমাজেও সেই বৈশিষ্ট্য রক্ষার ভাবনায় মগ্ন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই বিশ্বাসের প্রেরণা এসেছিল উপনিষদের ব্রহ্মবাদ থেকে। নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এ সে মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছিল, তার সঙ্গে যোগ ছিল 'ভারতী'-র, বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন'-এর সঙ্গে পুরোপুরি নয়।

এসব দিক দিয়ে আদি 'বঙ্গদর্শন'-এর দৃষ্টিভঙ্গি আর নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কিছু ভিন্নতা ছিলই। রবীন্দ্রনাথ যদিও বলেছিলেন, বঙ্কিমের

'বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমই প্রধান লেখক, নবপর্যায়ে কোনো একজন কেউ প্রধান লেখক হয়ে উঠবেন না, তথাপি একথাও অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে নবপর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল প্রধান। ভারতবর্ষের ইতিহাসে, সমাজে, জীবনচর্যায়, মানবিক আদর্শ অনুধাবনে ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদের প্রভাব বঙ্কিমিযুগের পাশ্চাত্য ভাবাদর্শ থেকে কিছু ভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এর সমকালে বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। 'বঙ্গদর্শন'-এ সেই আশ্রমে দেওয়া ভাষণও মুদ্রিত হয়েছে।

নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পূর্বে সেকালের সাহিত্যে ও সমাজে এই পরিবর্তনকে স্পষ্ট রেখায় কেউ চিহ্নিত করে দেয়নি, অবশ্য বিবেকানন্দের 'উদ্‌বোধন' পত্রিকাকে ব্যতিক্রম ধরা যায়। তথাপি 'উদ্‌বোধন' ঠিক সাহিত্য-পত্রিকা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রাক্-কালে চিঠিপত্রে বা অন্য কোথাও এ রকম দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করবেন—এমন কথা কোথাও বলেননি। বঙ্কিমচন্দ্র শম্ভুচন্দ্র মুখার্জিকে এবং অন্যত্র তাঁর পত্রিকার লক্ষ্য কী হবে সেকথা জানিয়েছিলেন। 'বঙ্গদর্শন'-এর পত্রসূচনায় তো বলেছেনই। পত্রসূচনায় তিনি মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যের কথা বললেও তার থেকেই তাঁর উদ্দেশ্যকে নিষ্কাশিত করে নেওয়া যায়। সেটা সমর্থিত হয় তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার প্রবন্ধেও। কী লক্ষ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনায় ব্রতী হবেন, সেকথা কোথাও স্পষ্ট করে বলেননি, নবপর্যায়ের সূচনাতেও নয়। সূচনায় অবশ্য কতকগুলি মূল্যবান্ দিক্-নির্দেশ আছে—সবই তাঁর সম্পাদনারীতি সম্বন্ধে। রবীন্দ্রনাথের সময়ে বাঙালি-সমাজ আদর্শে ও মননে অগ্রসর। এইজন্য কোনো-এক ব্যক্তির মনীষাই যে সকলের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করবে, রবীন্দ্রনাথ এমন ভাবেন নি। তবে আজ আমরা নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' বললে রবীন্দ্রীয় আদর্শের প্রাধান্যই বুঝি, একথা স্বীকার্য।

নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এর পত্রসূচনায় এই পত্রিকাকে নতুনভাবে প্রকাশ করার যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রেরই বক্তব্য উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বঙ্গদর্শন' সে সময়ের বাঙালি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখপত্র-স্বরূপ কাজ করেছিল। তখন তার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সব কিছুর মতোই 'বঙ্গদর্শন' কালের প্রয়োজনে আবির্ভূত হয়ে মিলিয়ে গিয়েছিল। আবার তার পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনাও ছিল না, এমন নয়। বঙ্কিমচন্দ্র চাননি কোনো পত্রিকার স্থায়িত্ব একক ব্যক্তির উপরেই নির্ভর করবে। কালের নিয়মে পাঠক ও গ্রাহকের পরিবর্তন ঘটবেই। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন' নামটির মধ্যেই যে জাতীয় গৌরবের টিকা আঁকা হয়ে গিয়েছে, তাকে রক্ষা করাই পরবর্তী প্রজন্মের কর্তব্য। সুতরাং পরবর্তী সম্পাদকের দায়িত্বও কঠিন হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ আদি 'বঙ্গদর্শন'-এর সঙ্গে পরবর্তী 'বঙ্গদর্শন'-এর ঐতিহ্যসূত্রে যোগ রক্ষা করতে চেয়েছেন। সেই সূত্রটি ঠিক কী, তিনি তার ব্যাখ্যা করেননি। তিনি বলেছেন,

"তখন ইংরাজিরচনার দূরাকাঙ্ক্ষা শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে প্রবল ছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙ্গালী লেখক এবং পাঠক অল্পই ছিল। সেই সঙ্কীর্ণ খাতের মধ্যে

বঙ্কিম আপন প্রবল-প্রতিভা প্রবাহিত করিয়া সাহিত্যের স্রোতঃপথকে গভীর ও ক্রমশঃ প্রশস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখনকার সেই নির্ঝর-ধারাটি বঙ্কিমের ব্যক্তিগত প্রবাহের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল; তিনিই তাহাকে গতি দিয়াছিলেন এবং তিনিই তাহার দিঙ্‌নির্দেশ করিয়াছিলেন। সেই ধারাটির মধ্যে সর্ব্বত্রই যেন তিনি দৃশ্যমান্ ও বহমান ছিলেন।"[৯]

কিন্তু সেই একক ব্যক্তির উপস্থিতির পরিবর্তে বহু ব্যক্তির উপস্থিতিই পরবর্তী 'বঙ্গদর্শন'-এর বৈশিষ্ট্য। এখন লেখক বহু, রচনা ও রুচি বিচিত্র। পাঠকের ক্ষেত্রও ছড়িয়ে পড়েছে। সেইজন্য নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' আর আগের মতো একক ব্যক্তিত্বের প্রতিভায় আচ্ছন্ন থাকবে না। এভাবে নানা চিন্তা, নানা রুচিকে সমাহৃত করে গেঁথে তোলাই নতুন 'বঙ্গদর্শন'-এর কাজ হবে।

এই পত্রসূচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদকীয় কর্তব্যের নির্দেশ দিলেন বটে। তত্ত্বগত ভাবে এতে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্দেশ করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন নতুন যুগের চিন্তাকে ইংরেজি ভাষার গণ্ডি থেকে মুক্ত করে সাধারণ বাঙালির মধ্যে ছড়িয়ে দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেরকম কোনো জাতীয় উদ্দেশ্যের কথা বলেন নি। তিনি শুধু বহু লেখকের আবির্ভাব এবং বিচিত্র রুচিকে স্বীকার করে নেওয়ার কথাই বলেছেন। অথচ নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এর পাতা উলটে গেলে একটা উদ্দেশ্য এখনকার পাঠকদের চোখে পড়বেই—ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য-গৌরব, তার ইতিহাস এবং সমাজ-দর্শন-এর ব্যাখ্যার দ্বারা দেশানুরাগের সঞ্চার। রবীন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্যের কথা স্পষ্টভাবে না বললেও নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রবন্ধ কবিতা ইত্যাদির সমাবেশ থেকেই তা বোঝা যায়। মনে হয় বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' এবং পশ্চিমি ভাবুকতা এবং সমাজদার্শনিকদের চিন্তাভূমির উপর একটু বেশি নির্ভর করেছে। অবশ্য মূল লক্ষ্য ছিল এদেশের জীর্ণ সমাজকেই নতুন ভাবনায় উজ্জীবিত করে তোলা। এজন্য আদি 'বঙ্গদর্শন'-এর মূল প্রেরণা ছিল অকৃত্রিম দেশচেতনা। নবপর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ এভাবে না হলেও অন্যভাবে দেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন।

দুই

বৈশাখ ১৩০৮ থেকে চৈত্র ১৩১২, এই পাঁচ বছর রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদক ছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' তার পরেও ১৩২১ পর্যন্ত চলেছিল শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদকতায়। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক না থাকলেও অন্তত ১৩১৫ পর্যন্ত তাঁর প্রভাব 'বঙ্গদর্শন'-এর আদর্শকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনাভার নেওয়ার পর থেকেই বহু লেখকের সমাবেশ হয়েছে। গল্প-উপন্যাস-কবিতা-প্রবন্ধ-ভ্রমণকাহিনী-স্মৃতিকথা-অনুবাদ-গ্রন্থসমালোচনা ইত্যাদি নানা বিষয়েব অবতারণায় সমৃদ্ধ হয়েছিল নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'। এত বৈচিত্র্য আদি 'বঙ্গদর্শন'-এ ছিল না। লক্ষ করলে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ এবং শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকলেও এবং আরও নানা বিষয় থাকলেও

কবিতা এবং প্রবন্ধেই ছিল নবপর্যায়ের বিশিষ্টতা। উপন্যাসের বিষয় এবং শিল্পকলায় বঙ্কিমযুগ থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। আদি 'বঙ্গদর্শন'-এ কবিতার মান উঁচু ছিল না, স্থানও তেমন ছিল না। নবপর্যায়ে কবিতার মান এবং স্থান দুই-ই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য'-র এবং 'খেয়া'-র অনেক কবিতাই এতে বেরিয়েছে। 'বঙ্গদর্শন'-এ সম্পাদকের লেখায় লেখকের নাম থাকত না। কবিতাতেও ছিল না। তবে লেখক-নামহীন অন্যের কবিতাও 'বঙ্গদর্শন'-এ মুদ্রিত হয়েছে। লেখক নামহীন কবিতার সংখ্যা আশিরও বেশি। এই হিসাব মোটামুটি ১৩১৫ পর্যন্ত।

এই আট বছরে কবিতার লেখক হিসাবে নাম পাচ্ছি—প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রধানত অনুবাদ), নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বসন্তকুমার দাস, প্রেমানন্দ গুপ্ত, প্রিয়ম্বদা দেবী, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (এই বানানই দেখা যাচ্ছে), যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সতীশচন্দ্র রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, গোবিন্দচন্দ্র দাস, প্রিয়নাথ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেশচন্দ্র চৌধুরী। অবশ্য এঁরা ছাড়াও তখন আরও অনেকেই ছিলেন যাঁরা সমকালীন অন্যান্য পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন'-এ তাঁদের কবিতা দেখা যাচ্ছে না। তখনও ছিলেন নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, কামিনী রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। এঁদের কারও লেখা 'বঙ্গদর্শন'-এ নেই। না থাকার অনেক কারণই থাকতে পারে। কিন্তু প্রকাশিত কবিতাগুলির চরিত্রধর্ম বিচার করলে মনে হওয়া স্বাভাবিক, এঁদের মধ্যে সুরের একটা সাম্য আছে। কল্পনার সুকুমারত্ব, ভাষার লালিত্য, ছন্দের পরিমিতিতে এঁদের রচনার মধ্যে যে লিরিকগুণের প্রকাশ ঘটেছে, হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র বা তাঁদের অনুবর্তী কবিদের কবিতা থেকে তা ভিন্ন প্রকৃতির। এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রীয়-গীতিসুরই স্পষ্টতর। ব্যঞ্জনাহীন স্পষ্ট বক্তব্যের চেয়ে ইঙ্গিতময় ভাবানুভূতি সৃষ্টিতে কবিতার চরিত্রধর্ম। এই সময় থেকেই বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রযুগের আরম্ভ। 'বঙ্গদর্শন'-এই তার সূচনা হল।

'বঙ্গদর্শন'-এর কবিদের মধ্যে বিশেষ কয়েকজন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্র-প্রভাবিত ছিলেন না। তথাপি তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল 'বঙ্গদর্শন'-এ, ''বিবাহযাত্রী'' (পৌষ, ১৩১১)। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদকতা ত্যাগের পর তাঁর তিনটি কবিতা বেরিয়েছিল, ''নারী'' (পৌষ, ১৩১৪), ''দশপদী'' (পৌষ, ১৩১৪ ও পৌষ ১৩১৫) এবং ''আমার ভাষা'' (মাঘ, ১৩১৫)। প্রসঙ্গত একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনায় আমরা সচকিত হয়ে উঠি। ১৩১৪ সালের মাঘ মাসের 'বঙ্গদর্শন'-এ দ্বিজেন্দ্রলাল লেখেন ''কাব্যের উপভোগ'' নামে প্রবন্ধ। তাতে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার তীব্র সমালোচনা করেন। ''যেতে নাহি দিব'' এবং অন্যান্য কয়েকটি কবিতার খুব প্রশংসা করেও তিনি রবীন্দ্রকাব্যে অস্পষ্টতার অভিযোগ আনলেন। তিনি বললেন,

''রবীন্দ্রবাবুর কাব্য আমি যেরূপ উপভোগ করি সেই চেলাগণ তাহার দশমাংশও

করেন কিনা সন্দেহ। তবে রবীন্দ্রবাবু যাহাই লেখেন তাতেই 'তাধিন তাকি ধিন তাকি, ধিন তাকি, ধিন তাকি অ্যাও এঁও এঁও বলে কোরাস দিতে পারি না—রবীন্দ্রবাবুর বন্ধুত্বের খাতিরেও নয়।''[১০]

সেই সংখ্যাতেই ''রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য'' নামে রবীন্দ্রনাথ তার একটি উত্তর দেন,

''বঙ্গদর্শন সম্পাদক মহাশয় দ্বিজেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আমার কি বলিবার আছে জানিবার জন্য তাহা প্রকাশ করিবার আগেই আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

''যাঁহাদিগকে তিনি আমার চেলা বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারা হয়ত দ্বিজেন্দ্রবাবুরই মনের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া এই সকল উত্তেজনা বাক্যে কান না দিতেও পারেন কিন্তু আমার পক্ষে ইহা সহ্য করা কঠিন কারণ দ্বিজেন্দ্রবাবুকে আমি উপেক্ষা করিতে পারি না।''[১১]

এই লেখাটিতে রবীন্দ্রনাথ মনে করিয়ে দিয়েছেন কয়েক বছর আগে দ্বিজেন্দ্রলালের ''মন্দ্র'' কাব্যের সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেন। তাতে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যের বৈশিষ্ট্য তিনি সযত্নে নির্দেশ করে দেখিয়েছিলেন। সে কাব্যের গুণগ্রহণে তাঁর কোনো বাধা ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথের সেই সমালোচনাটি বেরিয়েছিল 'বঙ্গদর্শন'-এর ১৩০৯ সালের কার্তিক সংখ্যায়।

রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালের এই বিতর্ক অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী' (২য় খণ্ড) এবং দেবকুমার রায়চৌধুরীর 'দ্বিজেন্দ্রলাল' বই দুটিতে পাঠক এর বিস্তৃত বিবরণ পাবেন। 'বঙ্গদর্শন'-এ রবীন্দ্রকাব্যাদর্শের কবিতাই প্রকাশিত হয়েছে। সেই সূত্রে 'বঙ্গদর্শন'-এর ভূমিকা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়। এই পত্রিকায় আর যাঁরা কবিতা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক, সতীশচন্দ্র রায় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহের পাত্র এবং প্রমথনাথ রায়চৌধুরী বিশেষ বন্ধু। প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গাঢ় বন্ধুত্ব সর্বজনবিদিত; দেবেন্দ্রনাথ সেনকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করে নিয়েছিলেন 'কবিভ্রাতা' রূপে। দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়ম্বদা দেবী রবীন্দ্র পরিজনদের অন্তর্গত। প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতার ভাষা এবং ভাবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতার এমনই মিল ছিল যে রবীন্দ্রনাথের 'লেখন' কাব্যে ভ্রমক্রমে তাঁর একাধিক কবিতা নিবিষ্ট হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের পরিবারের আরও দুজন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাও বেরিয়েছে, যদিও কবি হিসাবে তাদের আলাদা খ্যাতি গড়ে ওঠেনি।

'বঙ্গদর্শন'-এ দুটি দীর্ঘ অনুবাদ-কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। বিহারীলাল গোস্বামীর 'কুমার-সম্ভব'-এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১২-র শ্রাবণ-ভাদ্র এবং ১৩১৪-র আষাঢ়, ১৩১৫-র ভাদ্র আশ্বিন এবং কার্তিকে। ওই অনুবাদের নাম ছিল ''উমা-পরিণয়''। টেনিসনের 'প্রিন্সেস' কাব্যের অনুবাদ করেছিলেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ''মনীষা'' নামে, ১৩১৪-র ভাদ্র থেকে চৈত্র ও ১৩১৫-র বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ়ে।

তিন

নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এ কবিতার গুরুত্ব যেমন বেড়ে গিয়েছিল, গল্প উপন্যাসের স্থান সেই তুলনায় তত ছিল না। অবশ্য এটা তো সকলেই জানেন যে বঙ্কিমযুগের পর 'বঙ্গদর্শন'-এই উপন্যাসের নতুন রীতির সূত্রপাত হয়েছিল, সে-রীতিই বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত হয়েছে। এর সূচনা 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত 'চোখের বালি' থেকে। 'চোখের বালি' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩০৮-এর বৈশাখ থেকে ১৩০৯-এর কার্তিক পর্যন্ত। মাঝে ১৩০৮-এর আষাঢ় এবং অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়নি। মনস্তত্ত্ব-মূলক উপন্যাস বলতে যা বোঝায় 'চোখের বালি' ছিল তাই। রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' বেরিয়েছিল ১৩১০-এর বৈশাখ থেকে ১৩১২-র আষাঢ় পর্যন্ত। আর-একটি উপন্যাস ছিল শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'রাইবনীদুর্গ' (বৈশাখ ১৩১৩ থেকে অগ্রহায়ণ ১৩১৩, মাঘ ১৩১৩ থেকে কার্তিক ১৩১৪, এবং পৌষ ১৩১৪ থেকে ফাল্গুন ১৩১৪)। এটি ছিল মধ্যযুগের পটভূমিতে লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীশচন্দ্র মুজমদারের লেখা দীর্ঘ 'রাজতপস্বিনী' (বৈশাখ ১৩১৩ থেকে কার্তিক ১৩১৪; পৌষ ১৩১৪, মাঘ ১৩১৪; চৈত্র ১৩১৪; বৈশাখ ১৩১৫; এবং আষাঢ় ১৩১৫ থেকে আশ্বিন ১৩১৫) পুঁটিয়ার রানী শরৎসুন্দরীর জীবনকথাকে উপন্যাসের ভঙ্গিতে উপস্থাপন। এছাড়া 'বঙ্গদর্শন'-এ উপন্যাস নামে আর কিছু দেখা যায় না।

তুলনায় গল্প বেশি সংখ্যক হলেও আট বছরে (১৩১৫ পর্যন্ত) যথেষ্ট নয়। আট বছরে প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা ঊনত্রিশ। ১৩১৩ সলের 'বঙ্গদর্শন'-এ একটিও গল্প ছিল না।

এর মধ্যে লেখক নামাঙ্কিত গল্প ছিল সাতটি। লেখকের নাম না থাকলে সম্পাদককেই লেখক ধরে নিতে হয়, এই রীতি মেনে মাত্র দুটি গল্পকেই রবীন্দ্রনাথের বলে জানা যায়। ''দর্পহরণ'' (ফাল্গুন, ১৩০৯) এবং ''মাল্যদান'' (চৈত্র, ১৩০৯)। গল্পদুটি 'গল্পগুচ্ছ' দ্বিতীয় খণ্ডে সঙ্কলিত আছে। আর-একটি লেখক-নামহীন গল্প নিয়েও অনেক দিন পর্যন্ত সংশয় ছিল। ''সৎপাত্র'' (পৌষ, ১৩০৯) গল্পটি সম্বন্ধে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ পুলিনবিহারী সেনকে লিখেছিলেন,

''খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কবি বললেন, 'সৎপাত্র গল্পটা ঠিক আমার বলা চলে না। আমি ওটাতে কিছু কলম চালিয়েছি বটে, কিন্তু ওটা আসলে বেলা নিজেই লিখেছিল। ওর আখ্যানভাগ কাঠামো সব ওর নিজের। ওর ক্ষমতা ছিল, কিন্তু লিখত না। আমার কাছে খাতাটা দিল, বলল—একটু দেখে দাও। আমি লেখাটা কিছু বদলিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু আসলে গল্পটা ওরই লেখা। ওটা আমার লেখা বলে নেওয়া চলবে না। ওটা বাদ দাও।''[১২]

সুতরাং 'সৎপাত্র' গল্পটি প্রকাশের সময় লেখকের নাম না থাকলেও লেখিকা

মাধুরীলতা, (বেলা)। অন্য লেখক-নামহীন গল্পগুলিতে সম্পাদকের অধিকারে কিছু কিছু সংশোধন করে থাকতে পারেন, নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এ রকম গল্প ''ষ্ট্যাটিস্‌টিক্স-রহস্য'' (পৌষ, ১৩০৮), ''নূতন গুরুমহাশয়'' (কার্তিক, ১৩১২), ''অভাবনীয়'' (বৈশাখ, ১৩১৪) এবং ''হুজুর'' (চৈত্র, ১৩১৪)। রবীন্দ্রনাথ এ সময়ে 'ভারতী' এবং 'প্রবাসী'-তেও গল্প লিখছেন।

বস্তুত নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এ সবচেয়ে বেশি গল্প লিখেছিলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। আট বছরে উপন্যাস ছাড়াও তাঁর গল্প বেরিয়েছিল সাতটি—'সদানন্দ' (আষাঢ়, ১৩০৮), 'কালিকানন্দ' (মাঘ, ১৩০৮), 'জামাই-ষষ্ঠী' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯), 'শ্মশানতলা' (শ্রাবণ, ১৩১০), 'গহেলি ও মতিরাম' (শ্রাবণ, ১৩১২), 'ভীম চুলহা' (মাঘ, ১৩১২)। এর কোনো কোনো গল্প বিহারের লোকজীবন নিয়ে। অন্য সব গল্পই বাংলার গ্রামজীবন ও পল্লিসংসারের পটভূমিকায় লেখা। প্রায় পনেরো ষোলো বছর আগে রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে যা লিখেছিলেন সেই উপদেশই শ্রীশচন্দ্র অনুসরণ করে এসেছেন। ১৮৮৮-র জুন মাসে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন.

''আপনার লেখার মধ্যে কোনোরকম নভেলির মিথ্যা ছায়া নেই। আর এমন একটি ছবি এনে দেয় যা আমাদের দেশের আর-কোনো লেখকের লেখাতে দেয় না। আপনি কোনোরকম ঐতিহাসিক বা ঔপদেশিক বিড়ম্বনায় যাবেন না—সরল মানবহৃদয়ের মধ্যে যে গভীরতা আছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে চিরানন্দময় ইতিহাস তাই আপনি দেখাবেন।''[১৩]

স্বভাবতই মনে হয় 'ঐতিহাসিক' এবং 'ঔপদেশিক' শব্দ দুটির দ্বারা তিনি বঙ্কিমিযুগের আদর্শেরই ইঙ্গিত করছেন। নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' যে সে-যুগকে অনুসরণ করবে না সেটাই স্বাভাবিক। কবিতার মতো গল্পে উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথ নতুন পর্যায় সৃষ্টি করে তুলতে চেয়েছেন। অবশ্য শ্রীশচন্দ্র ''রাইবনীদুর্গ''-য় অতীতের পটভূমি অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু অতিনাটকীয়তা বর্জন করে যথাসম্ভব সহজ জীবনের ছবিই তিনি আঁকতে চেষ্টা করেছেন। অন্যান্য গল্প ভবানীচরণ ঘোষের ''উপকথা'' (ফাল্গুন, ১৩০৮), নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ''মুক্তামালা'' (কার্তিক, ১৩০৮) এবং ''পূজার পোষাক'' (কার্তিক, ১৩১১), যতীন্দ্রমোহন গুপ্তের ''রাজপ্রসাদ'' (চৈত্র, ১৩১২), মনোজমোহন বসুর ''কপালের লেখা'' (মাঘ, ১৩১৪)। 'বঙ্গদর্শন'-এ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি গল্প বেরিয়েছিল, ''নাস্‌পাতির গান'' (অগ্রহায়ণ, ১৩০৯), ''পাদ্রীর কঙ্কাল'' (পৌষ, ১৩০৯), ''সম্রাটের প্রতিশোধ'' (মাঘ, ১৩০৯), ''বাঁচিবার তৃষা'' (ফাল্গুন, ১৩০৯), ''অনুতাপিনী সন্ন্যাসিনী'' (বৈশাখ, ১৩১০) এবং ''শোণিতসোপান'' (আশ্বিন, ১৩১৫)। এগুলি ফরাসি থেকে অনুবাদ অথবা ছায়াবলম্বনে লেখা। এ রকম দুটি গল্প লিখেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ''কার্সিকা দ্বীপের একটি গল্প'' (ভাদ্র, ১৩১১) এবং ''বাচ্ছা-চর'' (মাঘ, ১৩১১)।

নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের হাসির রসে উজ্জ্বল একটি গল্প পাওয়া গেল ''খুড়া-মহাশয়'' (আশ্বিন, ১৩১১)।

আর-একটি গল্প যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ''তৈলবট'' (অগ্রহায়ণ, ১৩০৯)। এর বিষয়বস্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভারতচন্দ্রের জীবনী থেকে নেওয়া। কবি ভারতচন্দ্র রায় চন্দনগরের ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয় থেকে নদিয়ারাজের আশ্রয়ে চলে এসেছিলেন। এই গল্প সেই কাহিনী নিয়ে লেখা।

চার

নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' প্রবন্ধে খুবই সমৃদ্ধ ছিল। কবিতাকে সম্পাদক যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন, নানা বিষয়ের প্রবন্ধ-সংগ্রহেও তিনি তেমনি গুরুত্ব দিয়েছেন। এসব প্রবন্ধ যে শুধু বিবরণাত্মক, তা নয়, 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধে বৈচিত্র্য এবং বিশ্লেষণও উন্নতমানের পরিচয় দেয়। তথ্যসঞ্চয় এবং মননচর্চা—দুই দিকেই প্রবন্ধ ছিল বিশিষ্ট। তবে 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রবন্ধ পড়লে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর একটা বড়ো উদ্দেশ্যই ছিল স্বদেশ এবং স্বজাতিকে দেশের ঐতিহ্য এবং আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা। এ দিক দিয়ে 'বঙ্গদর্শন' বাঙালি সমাজের কাছে স্পষ্ট বাণী নিয়ে এসেছিল। রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব, বিপিন পাল বাঙালিকে নতুনভাবে ভাবতে শিখিয়েছেন। ঐতিহ্যপ্রীতি আদি 'বঙ্গদর্শন'-এরও বৈশিষ্ট্য। কিন্তু দুয়ের মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির বিশেষ এক বাণী নির্মাণ করে দিয়েছিল। সে-সম্বন্ধে স্বভাবতই আমাদের বিস্তৃত আলোচনা করতে হবে।

'বঙ্গদর্শন'-এর প্রবন্ধ-লেখকের সংখ্যা বড়ো কম নয়। সাহিত্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান, দর্শন, ভারতীয় হিন্দু সমাজ—ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁরা সকলেই, সর্বজনমান্য পণ্ডিত। পরবর্তী কালেও তাঁরা স্মরণীয় হয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এঁদের পুরোভাগে, আর ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, বিপিনচন্দ্র পাল, যোগেশচন্দ্র রায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শিবধন বিদ্যার্ণব, জগদানন্দ রায়, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সতীশচন্দ্র রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, যদুনাথ চক্রবর্তী, ধর্মানন্দ মহাভারতী, শ্রীনাথ সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমেশচন্দ্র বসু, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, তারকচন্দ্র রায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীবর বেদান্তবাগীশ, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, যাদবেশ্বর তর্করত্ন, শিবনাথ শাস্ত্রী, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, সারদাচরণ মিত্র, প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, নিখিলনাথ রায়, শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবিনাশচন্দ্র দাস, সখারাম গণেশ দেউস্কর, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, সৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত, গুরুচরণ তর্কতীর্থ, উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ক্ষীরোদচন্দ্র

রায়, দেবেন্দ্রবিজয় বসু। বঙ্কিমের সময় এত লেখক ছিলেন না।

অবশ্য সাধারণ রীতি অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনাগুলিও লেখক-নামহীন থাকত। তাঁর এইসব প্রবন্ধ পরে 'আত্মশক্তি', 'ভারতবর্ষ', 'রাজা প্রজা', 'সমূহ'-য় সঙ্কলিত হয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথের নয় এমন লেখাও লেখক-নামহীন হয়ে থাকতে পারে। আবার কয়েকটি প্রবন্ধে শুধু 'শ্রীঃ' দেওয়া আছে, সেগুলি কার লেখা বোঝার উপায় নেই যতক্ষণ না কোনো লেখকের গ্রন্থে সেগুলি আবিষ্কৃত হয়। সব মিলিয়ে লেখক-নামহীন প্রবন্ধের সংখ্যা একশো-র বেশি (১৩০৮ থেকে ১৩১৫-এর মধ্যে), এর মধ্যে প্রায় নব্বইটি লেখা রবীন্দ্রনাথের। 'বঙ্গদর্শন'-এ একটি নতুন রীতির প্রবন্ধ প্রবর্তিত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-র সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় লিখেছিলেন,

''এই গ্রন্থের পরিচয় আছে ''বাজে কথা'' প্রবন্ধে। অর্থাৎ ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তুগৌরবে নয়, রচনারস সম্ভোগে।''[১৪]

সেই ''বাজে কথা'' প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শন'-এই বেরিয়েছিল (আশ্বিন, ১৩০৯)। এই রচনাতেই রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা রম্যরচনা নামে পরবর্তীকালে পরিচিত প্রবন্ধের চরিত্র নির্দেশ করেছিলেন। ১৩০৮-এর শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত ''মেঘদূত'' ('বিচিত্র প্রবন্ধ' বইয়ে ''নববর্ষা'' নামে সংকলিত) প্রবন্ধ দিয়েই 'বঙ্গদর্শন'-এ এই রীতির সূত্রপাত হল। 'বঙ্গদর্শন'-এর আগেও তিনি এই শ্রেণীর প্রবন্ধ লিখেছিলেন বটে, কিন্তু নবপর্যায়েই এর জোয়ার এল। 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর পনেরোটি প্রবন্ধের মধ্যে নয়টিই 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত। লক্ষ করবার বিষয়, 'বঙ্গদর্শন'-এ গুরু এবং বক্তব্যপ্রধান প্রবন্ধ সম্পাদনায় ও রচনায় যখন তিনি নিরত, তখনই এই শ্রেণীর রচনাতে লিপ্ত।

গুরু প্রবন্ধের মধ্যে বিজ্ঞান এবং দর্শনের কথাই প্রথমে বলতে হয়। যতদূর মনে হয় আদি 'বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমচন্দ্রর লেখা এবং 'ভারতী'-তে স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখা ছাড়া বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা আমাদের সাহিত্যে তেমন দেখা যেত না। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহিত হয়েছিলেন। নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এ বিজ্ঞানবিষয়ক লেখা অনেকগুলি বেরিয়েছিল। লেখক ছিলেন দুজন, জগদানন্দ রায় এবং যোগেশচন্দ্র রায়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অন্য বিষয়ে প্রবন্ধ লিখলেও 'বঙ্গদর্শন'-এ বিজ্ঞান নিয়ে লেখেন নি। ১৩০৮-এর আশ্বিন মাসে তিনি ''অধ্যাপক বসুর নবাবিষ্কার'' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার নিয়ে 'বঙ্গদর্শন'-এ পাঁচটি প্রবন্ধে বের হল। রবীন্দ্রনাথ নিজে লেখেন ''জড় কি সজীব'' (শ্রাবণ, ১৩০৮), ''আচার্য জগদীশের জয়বার্ত্তা'' (আষাঢ়, ১৩০৮)। জগদানন্দ রায় লেখেন ''আচার্য্য বসুর আর একটি আবিষ্কার'' (চৈত্র, ১৩০৯) এবং ''আচার্য্য বসুর আবিষ্কার'' (অগ্রহায়ণ, ১৩১০)। জগদানন্দ বিজ্ঞানের নানা দিক নিয়েই প্রবন্ধ লিখেছেন। যেমন, ''তরল-বায়ু'' (কার্তিক, ১৩০৮), ''মহাকর্ষণ'' (পৌষ, ১৩০৮), ''প্রাণী ও উদ্ভিদ্'' (কার্তিক, ১৩০৯), ''রেডিয়ম্'' (অগ্রহায়ণ, ১৩১১), ''ইলেক্ট্রন্'' (ফাল্গুন, ১৩১২), ''পৃথিবী ও সূর্য্যের তাপ''

(আষাঢ়, ১৩১২), ''যুগলনক্ষত্র'' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২), ''জন্মতত্ত্ব'' (কার্তিক, ১৩১৪), ''বিশ্বের পরিণাম'' (ভাদ্র, ১৩১৪), ''নূতন রসায়ন শাস্ত্র'' (আশ্বিন, ১৩১৫), ''ঈথর'' (পৌষ, ১৩১৫), ''পৃথিবীর উৎপত্তি'' (বৈশাখ, ১৩০৯), ''জীব-কোষ'' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮)।

যোগেশচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ সংখ্যায় বেশি নয় তবে বিচিত্র। যেমন ''আবহ'' (শ্রাবণ, ১৩০৮), ''হিন্দুরসায়নের ইতিহাস'' (মাঘ, ১৩০৯), ''আমাদের নিবাস'' (আশ্বিন, ১৩১০), ''আমাদের দৃষ্টিশক্তি'' (শ্রাবণ, ১৩১৪)।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন কৃষিবিদ্যায় অভিজ্ঞ হয়েছেন। তিনি লিখেছেন ''ফলের বাগান'' (মাঘ, ১৩১৩)। তাঁর প্রবন্ধের সঙ্গে পরিচয় দেওয়া ছিল College of Agriculture, University of Ilino s, U.S. America. এ-সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদক ছিলেন না। তাঁদের ব্যবহার নিয়েও 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রবন্ধ বেরিয়েছিল।

'বঙ্গদর্শন'-এ দর্শন বিষয়ে যেসব প্রবন্ধ বেরিয়েছিল সেগুলি সবই ভারতীয় দর্শনসংক্রান্ত। এ বিষয়ে যোলোটি প্রবন্ধের মধ্যে আলোচনার ভঙ্গিতে অভিনব ছিল দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ''সার-সত্যের আলোচনা'' (১৩১০-এ ধারাবাহিকক্রমে প্রকাশিত) এবং ''হারামণির অন্বেষণ'' (বৈশাখ, ১৩১৪ থেকে)। মূলত বেদান্ত ও কান্ট অবলম্বনে আলোচনা, কিন্তু কেবল দর্শনগ্রন্থের পঙ্‌ক্তিবিচার মাত্র তাঁর পদ্ধতি নয়, বস্তু সত্য প্রতিভাস এসব নিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গিতে তাঁর আলোচনা। এ রকম নিজস্ব ভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ''অমূর্ত্ত ও মূর্ত্ত'' প্রবন্ধে (অগ্রহায়ণ, ১৩০৯) এবং ''মহেশ্বর'' (শ্রাবণ, ১৩১২) প্রবন্ধে। অন্যান্য যাঁরা দার্শনিক বিষয়ে 'বঙ্গদর্শন'-এ লিখেছেন তাঁরা চন্দ্রশেখর বসু (''ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র'', জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১), কালীবর বেদান্তবাগীশ (''মুক্তিবিষয়ে রামানুজস্বামীর উপদেশ'', পৌষ, ১৩১১ এবং ''গৌতম মুনি ও ন্যায়দর্শন'', শ্রাবণ, ১৩১১), বিধুশেখব শাস্ত্রী (''আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র'', আষাঢ়, ১৩১২ এবং ''ঈশ্বর ও পূর্বমীমাংসা'', পৌষ, ১৩১২)। যাদবেশ্বর তর্করত্ন লিখেছিলেন ''কর্ম্ম কি ও তাহার অনুষ্ঠান প্রণালী কি'' (চৈত্র, ১৩১৪)। বনমালি বেদান্ততীর্থের ''বেদান্তদর্শন'' (মাঘ-ফাল্গুন, ১৩১৪) এবং গুরুচরণ তর্কতীর্থের ''ষড়দর্শন'' (চৈত্র, ১৩১৪)—দুটি প্রবন্ধেই হিন্দু দর্শনের মর্ম ব্যাখ্যাত হয়েছে। বেদান্ত নিয়েই লিখেছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—''বেদান্তের প্রথম কথা'' (আষাঢ়, ১৩১১)। ব্রহ্মবান্ধবের লেখার মূল্য অন্যরকম। তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী। এই লেখাটির মধ্যে তাঁর জীবনের উপলব্ধি মৌলিকরূপে প্রতিভাত হয়েছে। তিনি এতে আলোচনা করেছেন ভেদ-অভেদ, জ্ঞান-অজ্ঞান তত্ত্ব। 'বঙ্গদর্শন'-এর দর্শন-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি সবই ভারতীয় হিন্দু দর্শন সম্পর্কে। পাশ্চাত্য দর্শনের প্রসঙ্গ তেমন নেই। এই প্রসঙ্গে মনে হয় আলোচনায় বৈদান্তিক দর্শনের দিকেই ঝোঁক বেশি, তার কারণ সম্ভবত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মের পরিবেশ। আমাদের জীবনধারণের যে আধ্যাত্মিক যুক্তিবাদ, সেদিক দিয়েই এর উপযোগিতা। তত্ত্বচিন্তার দিক দিয়ে নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' পৌরাণিক ঐতিহ্যের চেয়ে ঔপনিষদিক ঐতিহ্যেরই

অনুগামী ছিল। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ চোখে পড়ে, ''পুরাণ প্রসঙ্গ'' (ভাদ্র, ১৩১২)। আবার বনমালী বেদান্ততীর্থই লিখেছিলেন ''ধর্ম্ম, সমাজ ও স্বাধীনচিন্তা'' (চৈত্র, ১৩১৩)।

'বঙ্গদর্শন'-এর একটি প্রধান বিশেষত্ব বাংলার ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ। আট বছরে 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রাচীন বাংলা ও প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' আদি 'বঙ্গদর্শন'-কে অনুসরণ করেছে। আদি 'বঙ্গদর্শন'-এর সময়ে বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ছিল না বলে বঙ্কিম দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। নবপর্যায়ের সময়ে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রাচীন বাংলার ইতিহাস রচনা করে এই শূন্যতা পূরণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বাংলার ইতিহাস উদ্ধারে রবীন্দ্রনাথের প্রবল আগ্রহ ইতিহাস-সমালোচকরা লক্ষ করেছেন। প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন,

''ঐতিহাসিক চিত্র'-র প্রকাশকালে (১৮৯৯) রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তও যে তৎকালীন ঐতিহাসিক চেতনার প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ পাই তাঁর 'কথা' কাব্যে। উক্ত গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই যে ১৮৯৯ সালের রচনা তা নিতান্তই আকস্মিক ঘটনা নয়। 'কথা' কাব্যের সব কবিতাই কোনো-না-কোনো ঐতিহাসিক সূত্র অবলম্বনে রচিত, এটাই সবচেয়ে বড় কথা নয়। ভারতবর্ষের বহু প্রদেশ ও ভারত ইতিহাসের বহু যুগের ইতিহাস এই গ্রন্থের উপাদান জুগিয়েছে।''[১৫]

রবীন্দ্রনাথের এই আগ্রহ প্রতিফলিত হয়েছে 'বঙ্গদর্শন'-এ। প্রাচীন বাংলা সম্বন্ধে এগারোটি প্রবন্ধ লিখেছেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। প্রাচীন রাষ্ট্র সমাজ সাহিত্য সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 'বঙ্গদর্শন'-এ। তাতে বঙ্গদেশ প্রধান হলেও ভারতবর্ষ নিয়েও অনেক প্রবন্ধ আছে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র প্রবন্ধগুলির নাম ''গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্য'' (চৈত্র, ১৩০৮), ''বাঙ্গালার ইতিহাস'' (অগ্রহায়ণ, ১৩০৮), ''গৌড়ের পূর্ব্বকাহিনী'' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯), ''পঞ্চপাল-নরপাল'' (শ্রাবণ, ১৩০৯), ''পঞ্চ গৌড়েশ্বর জয়ন্ত'' (আষাঢ়, ১৩০৯), ''বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়'' (ভাদ্র, ১৩১০), ''লক্ষ্মণসেনের পলায়ন কলঙ্ক'' (পৌষ, ১৩১৫), ''গৌড়-তত্ত্ব'' (কার্তিক, ১৩১৫)। তাঁর ''গৌড়কাহিনী'' প্রবন্ধটি আষাঢ়, ১৩১৪ থেকে আশ্বিন, ১৩১৫ পর্যন্ত ধারাবাহিকক্রমে বেরিয়েছিল। 'রাজতরঙ্গিণী' নিয়ে তাঁর প্রবন্ধের (আশ্বিন, ১৩০৯) উৎস ছিল সম্ভবত গৌড়বাসীদের কাশ্মীর অভিযান কাহিনী।

'বঙ্গদর্শন'-এ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন ''রাজা গণেশ'' (ফাল্গুন, ১৩০৯)।

প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিত প্রবন্ধ লিখেছেন। নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছিলেন ''অশোকের কালনিরূপণ'' (শ্রাবণ, ১৩০৮)। শিবনাথ শাস্ত্রীর ''প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন'' (অগ্রহায়ণ, ১৩১১) এবং সখারাম গণেশ দেউস্করের ''প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক'' (চৈত্র, ১৩১৫) রাষ্ট্রীয় রেখাচিত্র অঙ্কনের প্রয়াস।

আবার শিবনাথেরই ''সংস্কৃতসাহিত্যে সামাজিক চিত্র'' (মাঘ, ১৩১১), বিধুশেখর শাস্ত্রীর ''প্রাচীন সামাজিক চিত্র'' (শ্রাবণ, ১৩১৩) ও ''প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা'' (আশ্বিন, ১৩১৪) প্রবন্ধ তিনটিতে প্রাচীন ভারতের জনজীবনে প্রবেশের চেষ্টা সেদিন ছিল অভিনব। রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা ''ভারতবর্ষের ইতিহাস'' (ভাদ্র, ১৩০৯) প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার যুগে ছিল ইতিহাসের নতুন ব্যাখ্যা। ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের যে একটা স্বাধীন চিন্তা ছিল সেটা সুবিদিত। তাঁর সেই চিন্তার পরিণত রূপ ছিল ''ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা''-য় ('প্রবাসী', বৈশাখ, ১৩১৯)। সেটি অবশ্য 'বঙ্গদর্শন'-এ মুদ্রিত হয়নি, যদিও তার সূচনা 'বঙ্গদর্শন'-এই। রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, ''সংস্কৃত ও প্রাকৃত'' (আষাঢ়, ১৩০৮) এবং ''ধম্মপদং'' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২)। এ ছাড়া তাঁর প্রাচীন সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত ''কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা'' (পৌষ, ১৩০৮) এবং ''শকুন্তলা'' (আশ্বিন, ১৩০৯) প্রবন্ধ দুটিও 'বঙ্গদর্শন'-এই বেরিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা ঠিক গবেষণাজাতীয় রচনা নয় কিন্তু তাঁর উৎকৃষ্ট রসসমালোচনাতেও গবেষণাদৃষ্টি থাকে। নগেন্দ্রনাথ সেনের ''অভিজ্ঞান শকুন্তলের অঙ্কান্তর্গত কালবিশ্লেষণ'' (চৈত্র, ১৩০৯) গবেষণাধর্মী লেখা বলা যায়। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ''রঘুবংশ'' (বৈশাখ, ১৩১২), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ''রঘুবংশ ও পদ্মপুরাণ'' (বৈশাখ, ১৩১২), বিজয়চন্দ্র মজুমদারের ''মৃচ্ছকটিক'' (আষাঢ়, ১৩১০), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ''গীতার কালনির্ণয়'' (বৈশাখ, ১৩১১), অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র ''রামায়ণের রচনাকাল'' (কার্তিক-পৌষ-ফাল্গুন, ১৩১১)—এ সবই ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে 'বঙ্গদর্শন'-এর উৎসাহের নিদর্শন। রামায়ণ নিয়ে দীনেশচন্দ্র সেনের অনেকগুলি প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শন'-এ বেরিয়েছিল। রামায়ণ সম্পর্কে দীনেশচন্দ্রকে বিশেষজ্ঞ গণ্য করা হয়। পরবর্তী কালে তাঁর *The Bengali Ramayana* (১৯২০) বইটি 'রামায়ণ' গবেষণায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের গবেষণার জগতে স্থান করে নিয়েছে। 'বঙ্গদর্শন'-এ দীনেশচন্দ্রের 'রামায়ণ' সম্পর্কে নয়টি প্রবন্ধ বেরিয়েছে—''বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস'' (মাঘ, ১৩০৯), ''রামায়ণ ও সমাজ'' (চৈত্র, ১৩১০), ''কৌশল্যা'' (আশ্বিন, ১৩১০), ''ভরত'' (আষাঢ়, ১৩১০), ''রামচরিত'' (অগ্রহায়ণ, ১৩১০), ''সীতা'' (শ্রাবণ, ১৩১০), ''কৈকেয়ী'' (ফাল্গুন, ১৩১৩), ''বালী'' (অগ্রহায়ণ, ১৩১৪), ''হনুমান'' (বৈশাখ, ১৩১১)।

'মহাভারত' নিয়ে লেখা 'বঙ্গদর্শন'-এ একটিই মাত্র চোখে পড়েছে, নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ''যুধিষ্ঠিরের দ্যূতাসক্তি'' (বৈশাখ, ১৩০৮)।

পাঁচ

নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এ বিশুদ্ধ সাহিত্যালোচনার আদর্শ স্থাপন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এতে তিনি সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে যেসব প্রবন্ধ লিখেছিলেন, প্রাচীন রসতত্ত্ববিদ্‌দের

মতোই তাতে মৌলিকতা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আগে এই স্তরের তত্ত্ব-আলোচনা করেন দীনেশচন্দ্র সেন, ''সাহিত্যের আদর্শ'' (মাঘ. ১৩১০) এবং এরপরে পাই রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ : ''সাহিত্যের সামগ্রী'' (কার্তিক, ১৩১০), ''সাহিত্যের তাৎপর্য'' (অগ্রহায়ণ. ১৩১০), ''সাহিত্য-সমালোচনা'' (আশ্বিন, ১৩১০), ''সৌন্দর্য্যবোধ'' (পৌষ, ১৩১৩), ''বিশ্বসাহিত্য'' (মাঘ, ১৩১৩), ''সাহিত্যসৃষ্টি'' (আষাঢ়, ১৩১৪), ''সৌন্দর্য ও সাহিত্য'' (বৈশাখ, ১৩১৪), ''কবিজীবনী'' (আশ্বিন, ১৩০৮), ''রচনা সম্বন্ধে জুবেয়ারের বচন'' (বৈশাখ, ১৩০৮)। এই প্রবন্ধগুলি সবই 'সাহিত্য' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়। দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের সমালোচনা (''বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'', শ্রাবণ, ১৩০৯) সাহিত্যতত্ত্বের না হলেও বাংলার সমাজ-জীবনের সঙ্গে সাহিত্যসৃষ্টির যোগ দেখিয়ে সমালোচনার একটা নতুন ইঙ্গিত। এ ধরনের আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের টেইন-প্রভাবিত সাহিত্যালোচনার ধারাবাহী। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধগুলি সবই সমালোচনা-তত্ত্বের ইতিহাসে স্থায়ী সম্পদ। এমনি আর-একটি প্রবন্ধ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ''মহাকাব্যের লক্ষণ'' (পৌষ, ১৩০৯)।

কিছু প্রবন্ধ ছিল সাহিত্যের বাদবিতর্কমূলক। বিপিনচন্দ্র পাল ''নাট্যকলা ও রসতত্ত্ব'' (বৈশাখ, ১৩১৩) লিখেছিলেন, তিনিই লিখলেন ''কাব্যের প্রকাশ'' (শ্রাবণ, ১৩১৩)। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ''কাব্যের উপভোগ''-এর কথা আগেই কবিতা প্রসঙ্গে বলেছি। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য ''কাব্য ও তত্ত্ব'' প্রবন্ধটি (বৈশাখ, ১৩১৫)। স্বভাবতই মনে হয় সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে এইসব আলোচনার পশ্চাৎপটে ছিল সার্থক কাব্য নিয়ে সমকালীন নানা মত। এই সূত্রে 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের উদ্ধৃতি বিশেষ প্রাসঙ্গিক হবে,

''যাঁহারা বুদ্ধি দিয়া কাব্যকে বিশ্লিষ্ট করিয়া সমালোচনা করেন, তাহাদিগকে নিন্দা করি না। যখন মানব হৃদয় হইতে কাব্য প্রসূত, তখন কাব্যের মধ্যে ইতিহাস সমাজনীতি মনস্তত্ত্ব সমস্তই জড়িত আছে বলিয়াই কাব্য ন্যূনাধিক পরিমাণে আমাদের ভালো লাগে; অতএব কৌতূহলী লোকদিগের শিক্ষার জন্য সেগুলিকে টুকরা টুকরা করিয়া দেখানো দোষের নহে।

''শুদ্ধ আমার বক্তব্য এই যে, সমালোচনা কেবলই তাহাকে বলে না। কেবল কাব্যের উপাদান আবিষ্কার করিলেই হইবে না; কাব্যকে উপভোগ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। কোমর বাঁধিয়া নহে, তর্ক করিয়াও নহে। হৃদয়ের ভাব যে উপায়ে এক হৃদয় হইতে অন্য হৃদয়ে সংক্রামিত হয়, সেই পদ্ধতিতে অর্থাৎ ঠিক আন্তরিক ভাবটুকু অন্তরের সহিত ব্যক্ত করা। নিজের হৃদয়পটে কাব্যকে প্রতিফলিত করিয়া দেখানো। তালিকার পরিবর্তে চিত্র, তত্ত্বের পরিবর্তে ভাব প্রকাশ করা।''[১৬]

এই পত্র 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের অনেক পূর্বে লেখা হলেও কাব্যের সৃষ্টি ও উপভোগ্যতা সম্বন্ধে বিতর্ক থেমে থাকেনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যতদিন সম্পাদক ছিলেন, ততদিন পত্রিকাতে বিতর্কের স্থান দেননি, বরং সাহিত্যের নিত্য আদর্শ সম্বন্ধে অবহিত করে

তুলতে চেয়েছেন। 'বঙ্গদর্শন'-এ কোনো কোনো সময়ে প্রত্যালোচনা বেরিয়েছে সত্য, কিন্তু কারো সাহিত্য সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা দেখা যায় না, একমাত্র ব্যতিক্রম বঙ্কিমচন্দ্র। নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এ একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেই কয়েকটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের ''আনন্দমঠ ও স্বদেশপ্রেম'' (আষাঢ়, ১৩১৩) এবং ''বঙ্কিমবাবু ও স্বদেশী ইতিহাস'' (কার্তিক, ১৩১৩) ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের তিনটি উপন্যাস নিয়ে তিনটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ''আনন্দমঠ'' (বৈশাখ, ১৩১৫), গোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ''কপাল-কুণ্ডলা'' (কার্তিক, ১৩১৫) এবং লোকনাথ চক্রবর্তীর ''কৃষ্ণকান্তের উইল'' (অগ্রহায়ণ এবং পৌষ, ১৩১৫)। ''অক্ষয়কুমার দত্তের কথা'' লিখেছিলেন সারদাচরণ মিত্র (ভাদ্র ১৩১২)। এবং নরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছিলেন ''স্বর্গীয় কবিবর মধুসূদন দত্ত'' (শ্রাবণ ১৩১৪)। বাংলা সাহিত্যের আর কোনো লেখক সম্বন্ধে নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এ আলোচনা দেখা যায় না।

সাহিত্যের প্রসঙ্গে আসে ভাষা এবং ব্যাকরণের কথা। বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিনে শ্রীনাথ সেন। কিন্তু এখানেও রবীন্দ্রনাথ অগ্রণী। ''বাংলা ব্যাকরণ'' নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বর্ষের পৌষ সংখ্যাতেই প্রবন্ধ লিখেছিলেন, অবশ্য সে প্রবন্ধ লেখক-নামহীন। শ্রীনাথ সেন লিখলেন ''ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে'' (আষাঢ়, ১৩০৮)। তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ ''অনুস্বার ও বিসর্গ'' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২), ''অক্ষর'' (চৈত্র, ১৩১২), ''দেবনাগর ও বঙ্গাক্ষরের একত্ব'' (বৈশাখ, ১৩১৩), ''অক্ষরের প্রকৃতি ও স্বরবর্ণোচ্চারণ'' (শ্রাবণ, ১৩১৩), ''ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ'' (কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩১৩)। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন ''ব্যাকরণ'' (কার্তিক, ১৩০৯)। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় লিখেছিলেন ''সাহিত্য ও ব্যাকরণ'' (শ্রাবণ, ১৩১২)।

সাহিত্যের ইতিহাস ও গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখেছেন। যেমন ''বাঙ্গালা প্রাচীন গদ্য-সাহিত্য'' (বৈশাখ, ১৩০৮), ''বঙ্গভাষা বনাম আসামী ভাষা'' (''সাহিত্য প্রসঙ্গ'', আষাঢ়, ১৩১১)। 'বঙ্গদর্শন'-এই প্রকাশিত হয়েছিল নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ''বিদ্যাপতির প্রকাশিত পদাবলী'' (বৈশাখ, ১৩১১) ও ''বিদ্যাপতির অপ্রকাশিত পদাবলী'' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১)। ''বিদ্যাপতি-প্রসঙ্গ'' আলোচনা করেছিলেন যদুনাথ চক্রবর্তী (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯)।

ছয়

১৯০৫-এর ১৬ অক্টোবর বঙ্গবিভাগ হল। তারপরে মার্চ মাস পর্যন্ত রবীন্দনাথ 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গভঙ্গের ছাপ 'বঙ্গদর্শন'-এও এসে পড়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বিখ্যাত ''বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'' বেরিয়েছিল 'বঙ্গদর্শন'-এ (পৌষ, ১৩১২)। তাছাড়া বিপিনচন্দ্র পালের ''বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা'' (কার্তিক, ১৩১২) এবং ''বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের ব্যবস্থা'' (অগ্রহায়ণ, ১৩১২) এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ''ব্রতধারণ'' প্রবন্ধ

(ভাদ্র, ১৩১২) এবং শ্রীঃ স্বাক্ষরিত কবিতা "বঙ্গবিভাগে" (কার্তিক, ১৩১২) ও "ব্রত" (কার্তিক, ১৩১২) বেদনার চিহ্নস্বরূপ চিরমুদ্রিত হয়ে আছে।

বাংলা দেশ এবং বাঙালির ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা আরম্ভ করেছিলেন, সেই বাংলা বিভাগের কয়েক মাসের মধ্যে তিনি সম্পাদকতা ত্যাগ করলেন। কিন্তু একদিকে তিনি যেমন ভারতবর্ষের সমাজের আদর্শ ব্যাখ্যা করে একের পর এক প্রবন্ধ লিখেছেন, যেগুলি ভারতবর্ষের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর গভীর ও মহতী চিন্তাকে বহন করছে, তেমনি সমকালের বাঙালি সমাজের কর্তব্যপথও নির্দেশ করেছেন। 'বঙ্গদর্শন'-এ রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব, রামেন্দ্রসুন্দর, বিপিনচন্দ্র পালের প্রবন্ধে দুই ধরনের চিন্তাই প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধগুলি সঙ্কলিত হয় 'ভারতবর্ষ' বইয়ে, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবন্ধ নিবদ্ধ হয় 'আত্মশক্তি', 'রাজা প্রজা', 'সমূহ' বইয়ে। 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রবন্ধ আলোচনা-প্রসঙ্গে ভারতের আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। "প্রাচীন ভারতের একঃ" (ফাল্গুন, ১৩০৮), "হিন্দুত্ব" (শ্রাবণ, ১৩০৮), "ব্রাহ্মণ" (আষাঢ়, ১৩০৯)—এই তিনটি প্রবন্ধ যখন রবীন্দ্রনাথ লেখেন, তখন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লেখেন "বর্ণাশ্রমধর্ম্ম" (ফাল্গুন, ১৩০৮) এবং রামেন্দ্রসুন্দরও ওই নামেই লেখেন "বর্ণাশ্রমধর্ম্ম' (চৈত্র, ১৩০৮)। ব্রহ্মবান্ধব ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শ ব্যাখ্যা করে আরও লিখেছিলেন "হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা" (বৈশাখ, ১৩০৮), "ভারতের অধঃপতন" (মাঘ, ১৩০৮)। প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং হিন্দু জাতি সম্বন্ধে ব্রহ্মবান্ধবের গৌরববোধ তখন রবীন্দ্রনাথেরই মতো। বর্ণাশ্রমধর্মের তাৎপর্য তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন এভাবে,

"একনিষ্ঠ ব্রাহ্মণপ্রধান আশ্রমধর্ম হিন্দুত্বের ভিত্তি। এই আশ্রমধর্ম হিন্দুজাতিকে ঘোর বিপ্লবসমূহ হইতে রক্ষা করিয়াছে, আর্যত্বকে স্থায়ী করিয়াছে। হিন্দুত্বের এক অটল ভিত্তি আছে, এইরূপ বোধ ও আত্মমর্যাদা উদ্ভাবিত করিবার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। এই আত্মমর্যাদা ব্যতীত বর্তমান হিন্দু সমাজকে সংস্কার করিতে গেলে উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া পড়িবে।"[১৭]

এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য,

"কর্ম্ম মাত্রই মহৎ—যদি তাহা যথাযথরূপে সম্পাদিত হয়। অন্যের চোখে আমার কর্ম্ম নিন্দিত হউক, তাহাতে বড় আসে যায় না;—আমার নিকট আমার কর্ম্ম গৌরবের সামগ্রী।"[১৮]

"ভারতের অধঃপতন" (মাঘ, ১৩০৮) প্রবন্ধে ব্রহ্মবান্ধব লিখেছিলেন,

"পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, হিন্দুরা কর্ম্মবিমুখ বলিয়া অধঃপতিত হইয়াছিল। হিন্দুরা কর্ম্মবিমুখ নহে, কিন্তু কর্ম্মফলবিমুখ।"[১৯]

"হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা" প্রবন্ধে ব্রহ্মবান্ধবের উক্তি,

"একনিষ্ঠচিন্তাপ্রবণতা, বস্তুর বস্তুত্ব দর্শন, কর্ত্তা এবং কার্য্যের পারমার্থিক অভেদানুভূতি,

বহুত্বের মায়িকতা জ্ঞানই হিন্দুর হিন্দুত্ব। বেদে ইহার আরম্ভ এবং বেদান্তে পরিণতি। এই আধ্যাত্মিক দর্শন বর্ণাশ্রমধর্ম্মে প্রকটিত হইয়াছিল।''[২০]

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধবের এই সব বক্তব্য 'বঙ্গদর্শন'-এর সুর বেঁধে দিয়েছিল। এই আদর্শ নিয়েই ওই সময়েই বোলপুর ব্রহ্মাচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে ব্রহ্মবান্ধবও যোগ দিয়েছিলেন।

একদিকে 'বঙ্গদর্শন' এইভাবে ভারতবর্ষের আদর্শ তুলে ধরছিল, আর-একদিকে সমকালীন ইংরেজ শাসনে আমাদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে প্রবন্ধ লিখছিলেন রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর এবং বিপিনচন্দ্র পাল। রাষ্ট্র এবং নেশন কিংবা ভারতবর্ষ একটা রাষ্ট্র বা জাতি কিনা—এসব প্রসঙ্গে এঁরা আলোচনা করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর লিখছেন ''রাষ্ট্র ও নেশন'' (ভাদ্র, ১৩০৮), রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ''নেশন কি? রেনার মত'' (শ্রাবণ, ১৩০৮)। বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন ''নেশন্ বা জাতি'' (আষাঢ়, ১৩১৩), শরচ্চন্দ্র চৌধুরী লিখছেন ''জাতীয় বন্ধন'' (বৈশাখ, ১৩১৫ ও আষাঢ়, ১৩১৫), ''জাতীয় শিক্ষা'' (ভাদ্র, ১৩১৫)। এইসব প্রবন্ধ থেকে জাতীয় আদর্শ এবং জাতীয় কর্মনীতি তৈরি হয়ে উঠছিল। রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর প্রবন্ধের সংখ্যা ১৩০৮ থেকে ১৩১৫-র মধ্যে প্রায় তিরিশটি। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সুবিদিত। ভারতবর্ষ বহুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে একত্বের উপর জোর দিয়েছে। এই অর্থে ভারতের নেশন আর য়ুরোপের নেশন ঠিক এক নয়, ইতিহাসও এক নয়। ভারতবর্ষে সমাজশক্তিই বড়ো, রাষ্ট্র বড়ো নয়। এইজন্য সামাজিক হিসাবে ইংরেজের সঙ্গে দ্বন্দ্বের চেয়ে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হওয়াই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ এই সময়েই লিখেছিলেন ''স্বদেশী সমাজ'' (ভাদ্র, ১৩১১)। এ-ব্যাপারে রামেন্দ্রসুন্দর, বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর খুব বেশি মতভেদ ছিল না। এই উদার জাতীয়তাবোধই ছিল নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এর আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রবন্ধই তখন ছিল সমকালীন কোনো রাজনৈতিক ঘটনার সূত্রে লেখা। যিনি ভারতের শাশ্বত আদর্শ নিয়ে ভাবছেন, এইসব সাময়িক বিষয়ে তাঁর ভাবনা কী—এ নিয়ে আলোচনা এ ক্ষেত্রে অনাবশ্যক। তবে তাঁর মূল মনোভাবটাই ছিল, ভারতবাসী হিসাবে আমাদের আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে হবে এবং বিদেশী শাসকের অন্যায় প্রতিরোধের ও আমাদের নিজেদের সামাজিক অন্যায় আচরণ, আচার-বিচারের কুসংস্কার দূর করার উপায় করতে হবে। আত্মগঠনের এই ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে আছে বলেই এইসব সাময়িক উপলক্ষে লেখা প্রবন্ধেরও স্থায়ী মূল্য আছে।

সাত

হয়তো এমন অনেক বিষয় আছে, 'বঙ্গদর্শন'-এর পাতায় যার অবতারণা হয়নি। অর্থনীতি, শিল্প, সঙ্গীত, আন্তর্জাতিক বিষয়, বিদেশী সাহিত্য—এমন অনেক বিষয় থাকতে পারে যা নিয়ে লেখা 'বঙ্গদর্শন'-এ দেখা যায় না। ভ্রমণকাহিনী, ডায়েরী,

নাটক—এসবও 'বঙ্গদর্শন'-এ নেই বললেই হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি প্রবন্ধ বঙ্গের বাইরে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, যেমন, ''বারাণসী-অভিমুখে'' (অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন, ১৩১৩) ''তালীবনের ভারতে'' (ফাল্গুন, ১৩১৪), ''ত্রিবঙ্কুর'' (অগ্রহায়ণ, ১৩১১ থেকে অগ্রহায়ণ, ১৩১২)। তাঁর আর-একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ ''দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে'' (পৌষ, ১৩১২ থেকে কার্তিক, ১৩১৩)। শিল্প সম্বন্ধে 'বঙ্গদর্শন'-এ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবন্ধ লিখেছিলেন ''শিল্পে ত্রিমূর্তি'' (কার্তিক,১৩১৩)। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ''থিয়েটর'' (পৌষ, ১৩১০) নাট্যাভিনয় নিয়ে লেখা। নাটক এবং নাট্যমঞ্চ সম্বন্ধে লেখা বিপিনচন্দ্র পালের ''নাট্যকলা ও রসতত্ত্ব'' (বৈশাখ, ১৩১৩), তাঁরই লেখা ''জাপান ও হিন্দু-আশিয় সাধনা'' (কার্তিক, ১৩১২), বীরেশ্বর গোস্বামীর ''রংমহল বা মোগল-বাদশাহের অন্তঃপুর'' (বৈশাখ, ১৩০৯), নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ''প্রশ্ন। দ্রাবিড় সভ্যতা'' (কার্তিক, ১৩০৯), চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ''দাবার জন্মকথা'' (কার্তিক, ১৩০৮), শিবধন বিদ্যার্ণবের ''পল্লীর সেকাল ও একাল'' (আশ্বিন, ১৩০৮)—এ ধরনের কিছু প্রবন্ধ বিষয়বৈচিত্র্যের স্বাদ দেয়। ''ভারতবর্ষীয় জীবনজাল'' (ফাল্গুন, ১৩১২) নামে যে-প্রবন্ধ লিখেছিলেন শ্রীঅ: সেটি লেখা ভগিনী নিবেদিতাকে নিয়ে।

নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এ গ্রন্থসমালোচনা নিয়মিত ছিল না। এই বিভাগটি সব মাসে থাকতও না। ১৩০৮-এ বৈশাখ, আষাঢ়, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, ফাল্গুন, চৈত্র-এর সমালোচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ত্রিবেণী', পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উমা'। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'নবকথা', ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'গ্রন্থাবলী'। এ-বইগুলির সমালোচনা করেছিলেন চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। ইনি প্রধানত গ্রন্থ সমালোচনাই করতেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা নামে একটি বিভাগ ১৩০৮-এর বৈশাখ, আষাঢ় এবং শ্রাবণ মাসে ছিল। তাতে 'ভারতী', 'নব্যভারত', 'বেঙ্গল গেজেট', 'সমাচারদর্পণ', 'সাহিত্য', 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', 'প্রদীপ', 'সাহিত্যসংহিতা' এবং 'প্রবাসী' সাহিত্য পত্রিকাগুলির আলোচনা। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা কিন্তু আর কোনো বৎসর হয়নি।

১৩০৯-এ গ্রন্থসমালোচনা বিভাগ ছিল বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্তিক এবং ফাল্গুনে। কিন্তু সে-রকম স্মরণীয় বা উল্লেখযোগ্য বইয়ের সমালোচনা নেই। ১৩১০-এ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন এবং চৈত্রে গ্রন্থসমালোচনা ছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আদি 'বঙ্গদর্শন'-এর লেখক রামদাস সেনের ''ঐতিহাসিক রহস্য'', জলধর সেনের ''নৈবেদ্য'', পাঁচকড়ি দে-র ''হত্যাকারী কে?'', পূর্ণচন্দ্র বসুর ''সমাজ-তত্ত্ব''। আষাঢ়ে বিশ্বনিন্দুক রায়-লিখিত 'হিন্দু বিজ্ঞানসূত্র'-এর সমালোচনায় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,

''এই গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে একটা কথা আমাদের বারবার মনে হইয়াছে, গ্রন্থকারের মস্তিষ্কের কোন বিকৃতি নাই ত?'' আবার অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'অশ্রুধারা'-র সমালোচনায় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের তীব্র মন্তব্য—বঙ্কিম যুগের সমালোচনাই

মনে করিয়ে দেয়,

"কেহ কেহ জীবিতাবস্থাতেই অবস্থাতেই নিজের সমাধি-প্রস্তর-লিপি লিখিয়া রাখেন। পত্নী জীবিত থাকিতেই তাঁহার তিরোভাব কল্পনা করিয়া অনুকূলবাবু বিরহের কান্নাটা কাঁদিয়া রাখিলেন। অবশ্যকরণীয় কাজ বেলাবেলি, সারিয়া রাখাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।"[২১]

১৩১১-তে বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রন্থসমালোচনা ছিল, অন্য মাসে ছিল না। ১৩১২ এবং ১৩১৩-তে 'বঙ্গদর্শন'-এ এই বিভাগ ছিলই না। ১৩১৪-র শ্রাবণ মাসে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ষোড়শী' এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'জিজ্ঞাসা'-র সমালোচনা লেখেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার। 'বঙ্গদর্শন'-এ কোনো কোনো বইয়ের প্রবন্ধাকারে সমালোচনাও প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই শরৎকুমারী চৌধুরাণীর 'শুভবিবাহ' বইটির সমালোচনা লিখেছিলেন ১৩১৩-র আষাঢ় সংখ্যায়। এই বইটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি উপন্যাসটি 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন,

"শুভবিবাহ যখন লিখিত হয়, কবিদম্পতির সহিত রবীন্দ্রনাথের তখন খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। ... লেখাটির গুণে মুগ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ তৎপরিচালিত নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ করিবার জন্য পেন্সিলে লেখা পাণ্ডুলিপি ধরিয়াই টানাটানি করিয়াছেন, কিন্তু শরৎকুমারীকে রাজী করাইতে পারেন নাই। ইহা পরে নামগোত্রহীন অবস্থায় সম্পূর্ণ পুস্তকাকারে ১৩১২ সালে (২৬ মার্চ, ১৯০৬) প্রকাশিত হয়; এবং ১৩১৩ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথ উহার সমালোচনা প্রকাশ করেন।"[২২]

রবীন্দ্রনাথ সমলোচনায় লেখিকার নাম উল্লেখ করেন নি। এটি সঙ্কলিত হয়েছিল আধুনিক সাহিত্য বইতে।

আট

১৩১৩-র বৈশাখ মাসের 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদকের নাম ছাড়াই প্রকাশিত হয়েছিল। সে-সময় রবীন্দ্রনাথ সম্পাদকপদ ত্যাগ করে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিটি শৈলেশচন্দ্র মজুমদার সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেন,

"পাঁচবৎসর বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা করিয়া পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিশ্রামার্থে এক্ষণে অবসরগ্রহণ করিতেছেন। তিনি এই উপলক্ষ্যে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন পাঁচবৎসরকাল চালনা করিয়া বর্ত্তমান বৎসরে আমি সম্পাদকপদ হইতে নিষ্কৃতিগ্রহণ করিতেছি। এই পাঁচবৎসর নানা দুঃখদুর্ঘটনার মধ্য দিয়া আমাকে যাত্রা করিতে হইয়াছে। এক্ষণে আমি বিশ্রামপ্রার্থী। আশা করি, পাঠকগণ আমার সম্পাদনকালের সমস্ত ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া আমাকে অবসরদান করিবেন। ইতি ১লা বৈশাখ, ১৩১৩।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

''গত দুইবৎসর হইতেই সম্পাদক মহাশয় অবসর লইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কেবল আমাদের একান্ত অনুরোধেই লন নাই; এখন কিন্তু তাঁর বিশ্রাম একান্ত আবশ্যক, তিনি এখন বৈষয়িক সকল বন্ধন হইতেই মুক্তি পাইবার প্রয়াসী, আর তাঁহাকে সম্পাদকরূপে আবদ্ধ রাখিতে পারা গেল না। নবপর্য্যায়-বঙ্গদর্শন প্রচারের সময়ে প্রথমে রবীন্দ্রবাবুকে সম্পাদকরূপে পাইবার আশা আমাদের ছিল না, তবু প্রধানত তাঁহারই সম্পূর্ণ সহায়তা পাইবার ভরসাতেই আমরা বঙ্গদর্শন প্রকাশে সাহসী ও উৎসাহী হইয়াছিলাম। আজও আবার তাঁহারই নির্দ্দেশে ও উপদেশে বঙ্গদর্শনপ্রচারে ব্রতী রহিলাম। রবীন্দ্রবাবু সম্পাদক না থাকিলেও বঙ্গদর্শনের মূলভরসা তিনিই। তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথে, প্রধানত তাঁহারই সহায়তায় বঙ্গদর্শন পরিচালিত হইবে। ইতি।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।''[২৩]

'বঙ্গদর্শন' ১৩১৯ পর্যন্ত চলেছিল। শৈলেশচন্দ্র মজুমদারই সম্পাদক রইলেন। ইতিমধ্যে ১৩১৫ কার্তিক সংখ্যায় শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যুর খবর বিশেষ ভাবে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। ১৩১৩-র বৈশাখ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের ''সমাপ্তি'' নামে একটি ছোটো কবিতা প্রকাশিত হয়। মনে হয় সেটি তাঁর সম্পাদনা-কর্মের সমাপ্তিরই ইঙ্গিত।

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' বাংলা সাহিত্যের গৌরব বলে কেন গণ্য হয়েছে, সে-সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি। নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এই রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ঐতিহ্য এবং আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর নিজের মানসিকতারও ভাবী পরিণতির সূচনা 'বঙ্গদর্শন'-এই। একজন মনস্বী পণ্ডিত 'বঙ্গদর্শন'-যুগে রবীন্দ্রনাথের ভাবুকতার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন,

''ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথের ভারতকথা বহুলাংশে এই 'প্রাচীন ঐক্য গ্রন্থির কথা', সে ঐক্য রাজনৈতিক ঐক্য নহে। সে ঐক্যের তত্ত্ব ভাবের বন্ধনের তত্ত্ব। সেই ভাবের বন্ধনই ছিল এক প্রকারের সমাজ-বন্ধন। ... রবীন্দ্রনাথ আমাদের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের কথা না ভাবিয়া সামাজিক ঐক্যের সন্ধান করিতে বলিয়াছেন। সামাজিক ঐক্য মনুষ্যত্বের ঐক্য, সেই ঐক্যের সাধনা মনুষ্যত্বের সাধনা।''[২৪]

'বঙ্গদর্শন'-এর যুগে রবীন্দ্রনাথ এই ভাবের দ্বারাই প্রণোদিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সমকাল যে তাঁকে বুঝতে পেরেছিল তা বলতে পারি না। নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' আরম্ভকালে এর মর্মটিকে সকলে বুঝতে পারেন নি; সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের আট মাস পর সাহিত্য পত্রিকায় এর সমালোচনা করলেন,

''... জনশ্রুতির একটি এইরূপ যে, ''নব বঙ্গদর্শন'' এতই উচ্চাদপি উচ্চে অবস্থিত ও অভ্রান্ত, উন্নত, অনন্যতন্ত্র চিন্তার আধার, এমনই অতলস্পর্শী গভীর ও উদার সদ্ভাবের ভাণ্ডার, পরন্তু উহা পুটপাকের এতাদৃশ প্রগাঢ় রসে পরিপূর্ণ এবং এতই ক্ষীর, সর, সারের গুরুভার গৌরবে সমন্বিত যে, উহার নিকটবর্তী হওয়া, এমনকি, উহার নিম্নতর কাণ্ডের ''নাগাল'' পাওয়া সামান্যের সাধ্যাতীত।''[২৫]

রবীন্দ্রনাথ যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-এর গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখে চালাতে পারবেন, সে বিষয়ে সমাজপতির সংশয় ছিল। তাঁর মন্তব্য থেকেই জানা গেল যে 'বঙ্গদর্শন' নাম ব্যবহারে বঙ্কিমের পরিবারের অনুমোদন ছিল না,

''বিশেষতঃ যখন বঙ্কিমবাবুর পরিবার হইতে ''বঙ্গদর্শন'' নাম ব্যবহার সম্বন্ধে পুনঃপুনঃ আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, নাম ব্যবহার সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করা হইয়াছিল, তখন শ্রীশবাবুর অন্ততঃ আত্মসম্মানার্থও, নানা কারণে, (আইনতঃ না হউক, নৈতিক বাধ্যতাবশতঃ) খুবই কর্তব্য ছিল, বঙ্গদর্শনের সহিত তাঁহার সংশয়সঙ্কুল ও নিরতিশয় অন্ধকারাচ্ছন্ন সম্বন্ধটি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিয়া সাহিত্যসংসারে ও সাধারণ সমক্ষে নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখা।''[২৬]

'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হওয়ার নয় মাস পর ১৩০৮-এর মাঘ এবং ফাল্গুন সংখ্যার 'সাহিত্য' পত্রিকায় সুরেশ সমাজপতি 'বঙ্গদর্শন'-এর সমালোচনা করেন। বিশেষ ভাবে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত সূচনাই তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য ছিল। সমাজপতির বক্তব্য নিয়ে বর্তমানে আলোচনা করা বা তার উত্তর দেওয়াব আর প্রয়োজন নেই। সে-সব ইতিহাসের অতীতে অদৃশ্য। তবে দু-একটি বিষয় হয়তো আমরা লক্ষ করতে পারি। ১৩০৮-এর বৈশাখ মাস থেকে চোখের বালি উপন্যাসটি প্রকাশিত হতে থাকে। ওই মাসের গ্রন্থসমালোচনা বিভাগে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ''উমা'' উপন্যাসটির সমালোচনা করেন। চন্দ্রশেখর ''অপ্রিয় সত্যোৎঘাটনে ও বিকৃতি বিশ্লেষণে ন্যায়তঃ বাধ্য বিচারক ও সমালোচকের অনুপযুক্ত অতিরিক্ত সদয়দৃষ্টিতে দেখিয়াও দোষজ্ঞাপন অপেক্ষা গুণকীর্তনে অধিকতর অভিলাষী।''[২৭] সমাজপতির বক্তব্য এই যে ''চোখের বালি''-র কাহিনী ''উমা'' উপন্যাসেরই অনুকরণে বলে ''উমা''-র কুৎসিত কাহিনীর দোষও সমালোচক তেমন করে দেখেন নি। ''চোখের বালি''-র ''প্লট এবং নায়িকার নাম ও চরিত্রটি অপরের লিখিত ও অব্যবহিত পূর্বে প্রকাশিত এবং রবি বাবুর বঙ্গদর্শন-এর এই প্রথম সংখ্যাতেই সমালোচিত একটি নবেলেরও নয় [নাম?], 'টেলের প্লট ও নায়ক নায়িকা চরিত্রের অবিকল অনুকৃতি;—সর্বত্রই একই আত্মায় উভয়ের একই রূপ গতি, এবং স্থানে স্থানে, এমন কি, একই শরীরে স্থিতি! ... নিশ্চয়ই অজ্ঞাতে তিনি ইহা করিয়া বসিয়াছেন, নহিলে জানিয়া শুনিয়া এমনতর কাজে কেহই প্রবৃত্ত হইতে পারে না।''[২৮]

আমরা তথ্য হিসাবেই সুরেশ সমাজপতির এই সমালোচনাটির উল্লেখ করলাম। এর সাহিত্য-বিচারের ভার উপযুক্ত সমালোচকের হাতে থাকল। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদকপদ ত্যাগ করার পর 'বঙ্গদর্শন'-এ দ্বিজেন্দ্রলালের রবীন্দ্রবিরোধী সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ''রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য''-য় তার উত্তরও ছিল। বিপিনচন্দ্র পাল রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রবন্ধ দিয়েছেন, সম্পাদকপদ ছেড়ে দেবার পরেও লিখেছেন। তাঁর সেই লেখা ''চরিত-চিত্র''-য় রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার স্বরূপের আলোচনা।

''তখন বঙ্গদর্শন-এর সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার; তিনি রবীন্দ্রবিরোধী প্রবন্ধ

ছাপিবেন কিনা ভাবিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেকথা জানিতে পারিয়া শৈলেশচন্দ্রকে ঐ প্রবন্ধ প্রকাশের জন্যই পত্র দিলেন। এটি ঘটে কবির বিলাতযাত্রার দুই মাস পূর্বে।''[২৯]

১৩১৮-র চৈত্র মাসের 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

তথ্যসূত্র :

১. শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, ''নিবেদন'', 'বঙ্গদর্শন নবপর্য্যায়', ১৩০৮।

২. রবীন্দ্রনাথ, ''চিঠিপত্র ৮'', বিশ্বভারতী, ১৯৬৩, পৃ. ১৬০।

৩. আগের সূত্র, পৃ. ১৬২।

৪. আগের সূত্র, পৃ. ১৬৩।

৫. আগের সূত্র, পৃ. ১৬৭।

৬. আগের সূত্র, পৃ. ১৮১।

৭. রবীন্দ্রনাথ, ''চিঠিপত্র ৬'', বিশ্বভারতী, ১৯৫৭, পৃ. ২৪।

৮. রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, আগরতলা (পুনর্মুদ্রণ ১৯৮৭), পৃ. ১৩১।

৯. রবীন্দ্রনাথ, ''সূচনা'', 'বঙ্গদর্শন', ১৩০৮।

১০. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ''কাব্যের উপভোগ'', 'বঙ্গদর্শন', মাঘ, ১৩১৪।

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ''রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য'', 'বঙ্গদর্শন', মাঘ, ১৩১৪।

১২. রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' (অখণ্ড, ১৩৯৮), পৃ. ৮৬৮।

১৩. রবীন্দ্রনাথ, 'ছিন্নপত্র', ১৩৪৫, পৃ. ১২।

১৪. রবীন্দ্রনাথ, ভূমিকা, 'বিচিত্র প্রবন্ধ'।

১৫. প্রবোধচন্দ্র সেন, 'বাংলার ইতিহাস সাধনা', ১৯৯৭, পৃ. ২৩-২৫।

১৬. নন্দরাণী চৌধুরী সংকলিত 'সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ', ১৩৭৭ পৃ. ১৩৫।

১৭. ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ''হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা'' 'বঙ্গদর্শন', বৈশাখ, ১৩০৮।

১৮. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ''বর্ণাশ্রমধর্ম'', রামেন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, ১৯৫০, পৃ. ৪৭।

১৯. ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ''ভারতের অধঃপতন'', 'বঙ্গদর্শন', মাঘ, ১৩০৮।

২০. ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ''হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা'', আগের সূত্র।

২১. চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ''গ্রন্থ-সমালোচনা'', 'বঙ্গদর্শন', ফাল্গুন, ১৩১০।

২২. শরৎকুমারী চৌধুরাণীর গ্রন্থাবলী, ''ভূমিকা'', বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ।

২৩. প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী', ৫ম খণ্ড, ১৩৯৭, পৃ. ৩০৭।

২৪. রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, ''বাঙালি কি আত্মঘাতী ও অন্যান্য রচনা'', ২০০০, পৃ. ৬৬।

২৫. নন্দরাণী চৌধুরী সংকলিত 'সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ', আগের সূত্র, পৃ ১১০-১১।

২৬. আগের সূত্র, পৃ. ১১৯।

২৭. আগের সূত্র, পৃ. ১২৭।

২৮. আগের সূত্র।

২৯. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৬১, পৃ. ৪৩৪।

বঙ্গদর্শন
তৃতীয় পর্যায়

দ্বিতীয় পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পরে কবি মোহিতলাল মজুমদারের সম্পাদনায় তৃতীয় পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। এই পর্যায়ে পত্রিকা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৩৫৪ শ্রাবণ থেকে ১৩৫৫ ফাল্গুন পর্যন্ত এর স্থায়িত্ব।

যে অর্থে দ্বিতীয় পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' প্রথম পর্যায়ের সঙ্গে ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে, সেই অর্থে দ্বিতীয় পর্যায়ের সঙ্গে তৃতীয় পর্যায়ের ধারাবাহিকতা নেই। মোহিতলাল বারবারই সম্পাদনা সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেছেন। কিন্তু সময়ের পটভূমি আর আগের মতো ছিল না। সমাজে ও বিশ্বে বহু পরিবর্তন এসে গিয়েছে। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পাঁচ বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রকাশ। সেই 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বহু ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গিয়েছে যার প্রভাব আমাদের চিন্তায় ও কর্মে না পড়ে পারে না। সেকালে ছিল দেশাত্মবোধের প্রবল প্রেরণা, বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের জাতিগঠনমূলক ভাবনা বাঙালি ভাবুকদের মধ্যে উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল। আবার সেই সময়েই বঙ্গভঙ্গের সরকারি আদেশ কঠোর আঘাতের মতো এসে পড়েছিল। সেদিনের সেই আন্দোলনে মুসলমান বাঙালি তেমন ভাবে জেগে ওঠেনি, একথা সত্য। কিন্তু তা হলেও বাঙালি বলেই একটা সার্বিক চেতনাও অক্ষুণ্ণ ছিল।

দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গের সময় ১৯৪৭ সালে সেই পরিস্থিতি ছিল না। বৃহত্তর ভারতীয় রাজনীতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বাংলা দেশ ভাগ হয়ে গেল, পূর্ববঙ্গ হল পূর্ব-পাকিস্তান। এই রাজনৈতিক ঘটনা ছাড়াও বাঙালির চিন্তায় দৃষ্টি-ভঙ্গিতে পরিবর্তন এসেছিল ঐতিহাসিক কারণেই। এই সময়সীমার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলন এবং তার ফলে বাঙালির চেতনাক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। বাঙালির মানসিকতা সর্বভারতীয় ও বিশ্বতোমুখী হয়েছে। ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে আমাদের রাজনৈতিক

চেতনা প্রবল ছিল না। উনিশ শতকের বাংলার রেনেশাঁস আমাদের মানবিক মূল্যবোধে দীক্ষিত করেছিল। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্গদর্শন'-এর সময়ে মূলে সেই প্রেরণাই কাজ করেছিল। মোহিতলালের 'বঙ্গদর্শন'-এর সময়ে সেই নির্বিশেষ মূল্যবোধের চেয়েও সমকালীন রাজনৈতিক প্রেরণাশক্তি জাতির জীবনে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন বড় কম হয়নি। বিশেষ করে এই শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শভিত্তিক (idealistic) সাহিত্যের স্থলে বাস্তবভিত্তিক (realistic) সাহিত্যের প্রসার ঘটল। আধুনিক কবিতা, আধুনিক উপন্যাসের জন্ম হল। চিন্তা ও মানের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যাগত সংস্কৃতির প্রতি বাঙালির মনোযোগ হ্রাস পেল। বাঙালি আকৃষ্ট হল মার্কস, ফ্রয়েড, বার্ণাড শ, রাসেল প্রমুখ আধুনিক পশ্চিমি ভাবুকদের প্রতি। তখন পত্রিকা ছিল 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'বসুমতী'। কিন্তু নতুন সময়ের ইঙ্গিত দিয়েছিল 'সবুজপত্র', 'কল্লোল', 'পরিচয়', 'উত্তরা' প্রভৃতি পত্রিকা। এরাই নতুন মানসিকতার পরিচয় বহন করেছিল। কিন্তু এ সময়ে 'বঙ্গদর্শন' নবীন ভাবুকতাকে স্বীকার না করে পূর্বতন চিন্তাধারাকেই অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছিল।

তাঁর 'বঙ্গদর্শন'-এর পত্র-সূচনাতেই মোহিতলাল তাঁর সম্পাদনার নীতি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন। বলেছেন,

''বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-এর যে উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য এখনও নিরর্থক নহে, বরং এ যুগের ঐ কর্ম্মব্রতকে সফল করিবার জন্য আত্ম-পরীক্ষা ও চিত্তশুদ্ধির-প্রয়োজন এই জন্য আরও অধিক যে, বাঙালীর স্বভাব-ধর্ম্ম এমন কি জীব-ধর্ম্মও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আদৌ সাহিত্যিক; যাঁহারা আরও সাক্ষাৎ-বাস্তবের ক্ষেত্রে জাতির কল্যাণসাধনায় রত হইয়াছেন তাঁহারা আমাদের নমস্য। কিন্তু আমরাও আমাদের শক্তি অনুসারে সেই কল্যাণের আর একদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছি, এবং তজ্জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকেই গুরুরূপে স্মরণ করিতেছি।''[১]

মোহিতলাল আরও বলছেন,

''তখন আমরা বিজাতীয় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু জাতীয় সংস্কৃতি হারাই নাই; তাই নবশিক্ষাকে আত্মসাৎ করিয়া সেই জাতীয় সংস্কৃতিকেই পুষ্ট করিবার বৃহৎ সম্ভাবনা তখন ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু আজ আমরা সেই সংস্কৃতি হারাইতে বসিয়াছি বোধহয় সেই কারণেই সর্ব্ব বিষয়ে শ্রদ্ধাহীন হইয়াছি। ...

''সাহিত্যের ধর্ম্ম যে জাতির আত্মারই ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিলে জাতি আত্মভ্রষ্ট হয়; সেই ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ morality—সেই morality জীবনেরও প্রধান জীবনীয়।''[২]

মোহিতলাল নির্দিষ্টভাবে বললেন 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রধান কাজ হবে রসিক-সমাজে রসের নিবেদন এবং সেই সঙ্গে যাঁরা রসপিপাসু অথচ রসজ্ঞ নয় তাঁদের সাহিত্য-জ্ঞান সম্পন্ন করা, অর্থাৎ সাহিত্যসমালোচনা। এজন্য বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ যেমন থাকবে তেমনি থাকবে বাংলা ও বিদেশী ভাবুকদের উৎকৃষ্ট রচনা সংকলন। তবে

'অতি আধুনিক প্রেরণার পরিচর্যা করিলে চলিবে না।' একদিকে বিশুদ্ধ সাহিত্যরসের পরিবেশন, আর-একদিকে স্বদেশী এবং বিদেশী মনীষীদের চিন্তার সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয়সাধন। রসসাহিত্যের সঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়েই প্রবন্ধ সাহিত্যের চর্চা ও অনুশীলন তিনি চান।

অধ্যাপক পৃথ্বীশ নিয়োগীকে এই সময়ে লেখা পত্রে তিনি জানাচ্ছেন,

''আমি একখানি পত্রিকা সম্পাদনের ভার পাইয়াছি—আজ দুই বৎসর ইহাই কামনা করিতেছিলাম, এতদিনে হঠাৎ অতিশয় অপ্রত্যাশিত সুযোগ আসিয়াছে—উদার বলিয়াই বোধ হইতেছে। ... আমি বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া তাঁহারই মন্ত্রে তাঁহারই বঙ্গদর্শন পুনঃপ্রচারিত করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমি নিমিত্ত মাত্র—আমার শক্তি বা সামর্থ্যের উপর আমার বিশ্বাস নাই, এ অবস্থায় এ বয়সে সেই গাণ্ডীব তুলিবার শক্তি কোথায়? আগামী শ্রাবণে প্রথম সংখ্যা বাহির হইবে—কিন্তু এখনও বাহিরের লেখা প্রায় কিছুই পাই নাই। বাহিরের উপর নির্ভর করিব না ইহাই স্থির করিয়াছি, এজন্য আমার পরিশ্রম যে কিরূপ হইবে তাহা বুঝিতে পারিবে। উপস্থিত প্রায় পুরাতন বঙ্গদর্শনেরই আকারে ৮০ পৃষ্ঠার লেখা থাকিবে। অনুবাদ ও সংকলন থাকিবে ৩০ পৃষ্ঠা, বাকি ৫০ পৃষ্ঠায় আমার তিনটি লেখা। একটি বাহিরের প্রবন্ধ। একটি উপন্যাস ও একটি ছোটগল্প। আমার লেখা এইরূপ—

''১. একটি সাহিত্যসমালোচনামূলক প্রবন্ধ (যেমন শনিবারের চিঠিতে থাকিত)। ২. একটি গ্রন্থসমালোচনা—প্রতি সংখ্যায় একখানি মাত্র বিশিষ্ট গ্রন্থের গ্রন্থসমালোচনা। প্রবন্ধের আকারে। ৩. সম্পাদকীয়—ইহাই হইবে বঙ্গদর্শন বা বাংলা ও বাঙালীর সম্বন্ধে অতিশয় স্পষ্ট ও নির্ভীক মতামত। বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে আমার মত সবিস্তারে বাহির হইবে—প্রথম সংখ্যায়; পত্রে আর কিছু লিখিলাম না। 'বঙ্গদর্শনে' আমি বাংলা ও বাঙালীর প্রতিনিধিত্ব করিব—গান্ধী কংগ্রেসের ওকালতী করিব না এবং তাহার মোহ হইতে বাঙালীর চৈতন্য সম্পাদনই হইবে আমার প্রধান লক্ষ্য।''[৩]

এর থেকে সম্পাদনা-কার্যে মোহিতলালের নীতি কিছু বোঝা যায়। পত্রিকার জন্য যে উদ্বেগ এবং ভাবনা এ সময়ের নানা চিঠিতে ব্যক্ত করেছেন তার থেকে অনুমান করা যায় তিনি পত্রিকার জন্য সে রকম লেখকদের সমাবেশ করতে পারেন নি। 'বঙ্গদর্শন'-এ উপন্যাস থাকবে বললেও এই পত্রিকায় কখনও প্রকাশিত হয়নি। তাঁর লেখকসংখ্যা অল্প থাকাতেই বোধহয় পুরনো লেখাতে 'বঙ্গদর্শন'-এর অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকত। অবশ্য পুরনো লেখার পুনর্মুদ্রণ তাঁর পরিকল্পনাতেই ছিল।

আর-একটি বিষয় লক্ষ করতে হয়। 'বঙ্গদর্শন' বিশুদ্ধ সাহিত্য পত্রিকা হলেও মোহিতলাল যে সমকালীন বাংলাদেশ-সমাজ-জাতি সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাকেও ব্যাখ্যা করে বলবেন, এই সঙ্কল্প নিয়েই পত্রিকা প্রকাশ করছেন। তাঁর এই চিন্তা তিনি 'বঙ্গদর্শন' নামে সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলিতে বিস্তৃত করে বলেছেন। তখন সদ্য বঙ্গবিভাগ হয়েছে।

বাঙালি-প্রেমিক মোহিতলাল বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ার বেদনা থেকেই এই প্রবন্ধগুলি লিখেছেন।

মোহিতলাল 'বঙ্গদর্শন'-এর যে-সব কবিদের আমন্ত্রণ করেছিলেন, তাঁরা প্রায় সবাই তাঁর সমকালীন এবং সমগোত্রীয়। এঁদের মধ্যে তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রতি। তাঁর চারটি কবিতা তিনি প্রকাশ করেছেন 'বঙ্গদর্শন'-এ ''আলো আঁধার'' (পৌষ-মাঘ, ১৩৫৪), ''উইলোপাতা'' (চৈত্র, ১৩৫৪), ''কোজাগরী'' (ফাল্গুন, ১৩৫৪), ''ভাঙ্গাগড়া'' (কার্তিক, ১৩৫৪) ''মনোরমা'' (ভাদ্র, ১৩৫৪)। কুমুদরঞ্জন মল্লিক মোহিতলালের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর দুটি কবিতা, ''হিন্দুর ব্যথা'', আষাঢ় ১৩৫৫, ''শক্তি ও ভক্তি'', পৌষ, ১৩৫৫ কালিদাস রায়ের পাঁচটি কবিতা বেরিয়েছে। ''কবির কৈফিয়ৎ'' (ফাল্গুন, ১৩৫৪), ''অঙ্গুলিমাল'' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫), ''কবির নিমন্ত্রণ'' (আশ্বিন, ১৩৫৪), ''ক্রোঞ্চমিথুন'' (অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪), ''বঙ্গ কবির বিদায়'' (শ্রাবণ, ১৩৫৪), ''বৈরাগীর বাংলা'' (চৈত্র, ১৩৫৪)। মোহিতলালের একটি কবিতা দেখা যাচ্ছে ''বসন্তের লিপি'' (চৈত্র, ১৩৫৪)। এছাড়া অপেক্ষাকৃত অল্পপরিচিত বয়ঃকনিষ্ঠ তারাচরণ বসুর ''গুল্-দাউদী'' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫), সরসী মোহনের ''জ্যোৎস্নাসাগর'' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫), প্রশান্তকুমার বাগচীর ''অবুঝ বাঁশি'' (অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪), শান্তিকুমার ঘোষের ''দান প্রতিদান'' (আষাঢ়, ১৩৫৫), শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ''নববর্ষের অভিনন্দন'' (বৈশাখ, ১৩৫৫), সত্যেন্দ্র জানার ''বউ কথা কও'' (অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪)—এসব কবিতায় রবীন্দ্রযুগের রোমান্টিক কল্পনার ধারা চলে এসেছে।

সাহিত্যিক রুচি এবং কাব্যবোধ তৈরি করবার জন্য মোহিতলাল 'বঙ্গদর্শন'-এ ''মণি-মঞ্জুষা'' নামে একটি বিভাগের প্রবর্তন করেছিলেন। এই বিভাগে ইতিপূর্বে প্রকাশিত উৎকৃষ্ট বাংলা কবিতা মুদ্রিত হয়েছে। প্রতি মাসেই এই বিভাগটি থাকত। এই বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে দেবেন্দ্রনাথ সেন, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস রায়, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অক্ষয়কুমার বড়াল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মোহিতলাল মজুমদার-এর কবিতা। এঁরা সবাই উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর কবি। তার মধ্যে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবি নামে পরিচিত কোনো কবি নেই। সমালোচক মোহিতলালের মতামত যাঁরা জানেন, তাঁরা বিস্ময়বোধ করবেন না।

একটি চিঠিতে তিনি সরোজকুমার রায়চৌধুরীর কাছে উপন্যাস প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন'-এ কোনো উপন্যাস প্রকাশিত হতে দেখা যায় না। মৌলিক গল্পের সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল না। গল্প লিখেছেন নলিনীকুমার বসু (''অন্তঃশীলা'', চৈত্র, ১৩৫৪), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (''বয়স'', আশ্বিন, ১৩৫৪), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (''ভাগ্যবন্ত'', শ্রাবণ, ১৩৫৪), সতীনাথ ভাদুড়ী (''ভূত'', পৌষ-মাঘ, ১৩৫৪)। অনেকগুলি অনুবাদ-গল্প প্রকাশিত হয়েছিল 'বঙ্গদর্শন'-এ। যেমন সম্পাদক-কৃত (''জল্লাদ'', অগ্রহায়ণ,

১৩৫৪), ("তারাহারা", পৌষ-মাঘ, ১৩৫৪), ("নর্তকী", কার্তিক, ১৩৫৪), ("নেশা", কার্তিক, ১৩৫৪), মথুরেন্দ্রনাথ নন্দীর ("পিপড়ায় মানুষে", আশ্বিন, ১৩৫৪), ("ভীরু", জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫), মোহিতলালের আর-একটি অনুবাদ গল্প ছিল ("ডাক্তারের কীর্তি", আষাঢ়, ১৩৫৫)। নরেশচন্দ্র পালের গল্প ছাড়া অন্য-সব গল্প ছিল ইংরেজি থেকে অনুবাদ।

'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধ অধিকাংশই সাহিত্য-বিষয়ক। এর মধ্যে দুটি প্রবন্ধ ছিল প্রমথনাথ বিশীর "গণ সাহিত্য" (ভাদ্র, ১৩৫৪) এবং "জার্নালিজম" ও "সাহিত্য" (কার্তিক, ১৩৫৪), ক্ষিতিমোহন সেনের "রবীন্দ্রনাথ ও স্মৃতিপূজা" (শ্রাবণ, ১৩৫৪)। মোহিতলাল মজুমদারের "রবীন্দ্র জন্মোৎসবে" (বৈশাখ, ১৩৫৫) এবং "শরৎ জন্মতিথি" (ভাদ্র, ১৩৫৪)। মোহিতলালের শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র বেরিয়েছিল ধারাবাহিকক্রমে ভাদ্র, ১৩৫৪ থেকে আষাঢ়, ১৩৫৫। অন্যান্য বিষয়ের প্রবন্ধ কালিকারঞ্জন কানুনগোর "আরামজান" (বৈশাখ, ১৩৫৫), আবুল ফজলের "আকবর নামা"-র একজন নর্তকী সম্পর্কে লেখা সরস প্রবন্ধ। কালিকারঞ্জন ছিলেন মোগল যুগ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিক। প্রবাসী-তে তিনি প্রায়ই লিখতেন। তাঁর আর-একটি প্রবন্ধ "ইতিহাসের ইন্দ্র প্রস্থ" (শ্রাবণ, ১৩৫৪)। ১৩৫৪-র অগ্রহায়ণে তাঁর একটি সমালোচনা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল গ্রন্থপরিক্রমা বিভাগে, চিত্রাবলী কাব্য সম্পর্কে। বটকৃষ্ট ঘোষের "আর্যোদয়" ধারাবাহিক ভাবে আশ্বিন ১৩৫৪ থেকে আষাঢ় ১৩৫৫ পর্যন্ত বেরিয়েছে। পুরনো প্রবন্ধেব পুনর্মুদ্রণ অনেকবারই হয়েছে। তার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের "অনুকরণ", "আমার দুর্গোৎসব", "জ্ঞানার্জন", "নব্যলেখকগণের প্রতি", "বাহুবল ও বাক্যবল", "মনুষ্যত্ব কি"—এইসব প্রবন্ধ ছাড়াও 'শ্রুতিস্মৃতি' নামে একটি বিভাগে বঙ্কিমচন্দ্রের এবং অন্যান্যদের প্রবন্ধ সঙ্কলিত হয়েছে। তাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ("জাতিবৈর"), অমৃতলাল বসু ("পরাবিদ্যা"), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ("পরাধীনতা"), বিপিনচন্দ্র পাল ("বর্ণাশ্রম ও আধুনিক সমাজ"), পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ("বাঙালির সমাজবিন্যাস"), ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ("হিন্দুত্ব হিন্দুর একনিষ্ঠা"), উমেশচন্দ্র বটব্যাল ("সরস্বতী") ইত্যাদি এমন আরও প্রবন্ধ। এই বিভাগে কিছু গল্প কবিতাও প্রকাশিত হতে দেখা যায়। জগদীশ গুপ্তের গল্প "ক্ষেত্রনাথের অমরত্ব", যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা "স্নেহভিখারী", কুমুদরঞ্জন মল্লিকের "হিন্দুর ব্যথা" যেমন আছে, তেমনি আছে মোহিতলালের প্রবন্ধ "হিন্দুধর্ম ও ভারতপন্থা" ও "স্বাধীন ভারত", বটকৃষ্ট ঘোষের "স্বাধীনতাহীনতায়",

'শ্রুতিস্মৃতি' বিভাগের গোড়াতে সম্পাদকের মন্তব্যটি তাঁর উদ্দেশ্য প্রতিফলিত করে,

"প্রত্যেক জাতির শ্রুতিস্মৃতি আছে: জাতির প্রতিভা ও মনীষা, জ্ঞান ও প্রেম ইহার স্রষ্টা। এই শ্রুতিস্মৃতি রক্ষা করিতে হয় এবং শ্রবণ ও মননের দ্বারা জীবন্ত রাখিতে হয়। বর্তমানে আমাদের মানবজীবনের বহুকালাগত ধারা ছিন্ন হইয়াছে। এমন

কি গতযুগের মনীষিগণের অমূল্যচিন্তারাজিও সাহিত্য হইতে প্রায় নির্বাসিত হইয়াছে।''[৪]

'শ্রুতিস্মৃতি'-র মতো আর-একটি বিভাগ ছিল 'মাধুকরী'। মোহিতলাল 'বঙ্গদর্শন'-এ কয়েকটি বইয়ের দীর্ঘ সমালোচনা করে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই বিভাগের নাম তিনি দিয়েছিলেন 'গ্রন্থপরিক্রমা'। এতে তিনি আলোচনা করেছিলেন তাঁর প্রিয় গ্রন্থ ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভয়ের কথা' (ভাদ্র, ১৩৫৪)। তিনি এই বইটি সম্পাদনাও করেছিলেন। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'অনুপূর্বা'-র সমালোচনা উপলক্ষে তিনি যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেটি বেরিয়েছিল ১৩৫৪ আশ্বিন সংখ্যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' উপন্যাসটির সমালোচনা বেরিয়েছিল ১৩৫৪, পৌষ-মাঘ সংখ্যায়। মোহিতলালের এই লেখা দুটি পরে তাঁর গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। তাঁর আর-একটি সমালোচনা প্রবন্ধ ''বাংলাদেশের ইতিহাস'' এটি রমেশচন্দ্র মজুমদারের বইয়ের সমালোচনা, শ্রাবণ ১৩৫৪-য় প্রকাশিত হয়। কালিকারঞ্জন কানুনগোর 'চিত্রাবলীর কথা' আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিভাগের প্রথমেই সম্পাদকের মন্তব্য,

' এই বিভাগে আমরা বিদেশী সাহিত্য হইতে কিছু কিছু অনুবাদ কবিতা। এই অনুবাদের প্রধান বস্তু হইবে দুইটি—প্রথম সে রচনা প্রচেষ্টায় চলেছিল। তাঁর আলোচনা, রীতিপ্রকৃতি পত্রিকার বৈশিষ্ট্য সেকালের লেখক-পাঠকদের তেমন আকর্ষণ করেনি বোধহয়। সেইজন্য তিনি তাঁর সম্পাদনার কোনো উত্তরাধিকারীও পেলেন না। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন,

''বঙ্গদর্শন লইয়া আমি সত্যই বড় বিপন্ন হইয়াছি ও ছাড়িতেও পারি না—রাখিতেও পারি না; অর্থাৎ যে প্রকারে চালাইতে হইতেছে, তাহা আমার এই স্বাস্থ্য ও অবস্থার দুঃসাধ্য।[৫]

জীবনকালী রায়কে লিখছেন,

''বঙ্গদর্শনের অবস্থা আমার অবস্থার মত। আমি বাঁচিলে বাঁচিতে পারে; দুইএরই গ্রহ এক; এবং গ্রহবৈগুণ্য অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রায় দুই মাস বন্ধ আছে। আবার বাহির হইবে কিনা এখনও বলিতে পারি না। গুরুর ইচ্ছা থাকিলে হইতে পারে। উপস্থিত ফাল্গুন সংখ্যাটা বাহির হইলেও বাঁচি।''[৬]

ফাল্গুন সংখ্যা (১৩৫৫) বেরিয়েছিল। তারপর 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হয়ে গেল পরবর্তী চিঠিতে তিনি লিখছেন,

''বঙ্গদর্শন বোধহয় বন্ধ হইয়া গেল, তার কারণ ব্যবসায়ী ও ব্যবসায় উহার প্রতিকূল। বাংলাদেশে এমন একজন ধনী নাই, যাহার কিছুমাত্র প্রেম আছে। ধনী অর্থাৎ নিঃস্বার্থতা একেবারে লোপ পাইয়াছে।''[৭]

তথ্যসূত্র :

১. মোহিতলাল মজুমদার, ''পত্র-সূচনা'', 'বঙ্গদর্শন', শ্রাবণ, ১৩৫৪।
২. আগের সূত্র।
৩. আজহারউদ্দিন খাঁন ও ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, ''মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ'', ১৯৬৯, পৃ. ২২০ পত্রের তারিখ ২২.০৭.৪৭।
৪. ''পত্রগুচ্ছ'', পৃ. ২৩৩ পত্রের তারিখ ১১.১১.৪৮।
৫. মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত, 'বঙ্গদর্শন', শ্রাবণ, ১৩৫৪।
৬. ''পত্রগুচ্ছ'', পৃ. ২৩৫ পত্রের তারিখ ২০.০৪.৪৯।
৭. ''পত্রগুচ্ছ'', পৃ. ২৩৮ পত্রের তারিখ ৩০.০৪.৪৯।

বঙ্গদর্শনের সূচি-সংকলন

ভূ মি কা

১২৭৯ থেকে ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত কালপর্বে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকাশিত বঙ্গদর্শন পত্রিকার সূচি সংকলন করা হল। এখানে বঙ্গদর্শন-এর সূচি-বিন্যাস করা হয়েছে দুটি পর্বে। 'আদি পর্যায়' এবং 'নব পর্যায়'। 'আদি পর্যায়'-এ আছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত বঙ্গদর্শন-এর সূচি। 'নবপর্যায়'-এ আছে রবীন্দ্রনাথ, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, মোহিতলাল মজুমদার, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও সুধীরকুমার মিত্র (যুগ্ম) এবং কালীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত বঙ্গদর্শন-এর সূচি। 'আদি পর্যায়'-এর বঙ্গদর্শন-এ সূচি-সংকলনের কাজ ইতিমধ্যেই করেছেন অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন' (১৯৭১) এবং 'বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী'(১৯৯১) বই দুটিতে। কিন্তু এখানে সংকলিত হল সমগ্র বঙ্গদর্শন-এর সূচি। এরমধ্যে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং কালীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত বঙ্গদশন-এর প্রথম সংখ্যাটিই শুধু পাওয়া গেছে। তাই এই দুই পর্যায়ে বঙ্গদর্শন ঠিক কতদিন বেরিয়েছিল তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়।

বঙ্গদর্শন-এর সূচি সংকলনের কাজে প্রধান সমস্যা লেখকদের নাম নিয়ে। বিশেষ করে আদি পর্যায়ের বঙ্গদর্শন-এ এ সমস্যা খুবই প্রকট। কারণ, এই পর্যায়ে রয়েছে বেশি অস্বাক্ষরিত লেখা। এর মধ্যে আবার বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শন-এ অস্বাক্ষরিত লেখার সংখ্যা আরও বেশি। বঙ্গদর্শন-এর অস্বাক্ষরিত লেখকদের সকলকে চিহ্নিত করা আজ খুবই দুঃসাধ্য। বিশেষ করে যাঁদের রচনা কখনো গ্রন্থিত হয়নি অথবা হয়ে থাকলেও তা আর এখন পাওয়া যায় না। আবার একই নামে একাধিক রচনা থাকার ফলে কোন্‌টা কার লেখা সে বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য না পাওয়ায় সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত করাও যায় না। অগত্যা লেখকদের রচনাশৈলী, মননভঙ্গি, ভাষার চালের ওপর অনেক সময় নির্ভর করতে হয় এবং সেজন্য অনুমান ভুল হবার সম্ভাবনা থেকেই যায়। আমাদের এই সংকলনে যেসব লেখক-নামের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই সুনির্দিষ্ট কোনো প্রামাণিক সূত্র পাওয়া যায়নি, সেসব নামগুলি অস্বাক্ষরিতই রেখে দেওয়া হয়েছে। যথাসাধ্য তথ্য যাচাই করে সমগ্র বঙ্গদর্শন-এর পূর্ণাঙ্গ সূচি-সংকলনের একটা চেষ্টা করা হল। ভবিষ্যতে অস্বাক্ষরিত নামগুলি চিহ্নিতকরণের কাজ সম্পূর্ণ

করে তোলা সম্ভব হবে আশা করা যায়। এবিষয়ে কারো কোনো তথ্য জানা থাকলে আমাদের জানালে বাধিত হব।

সূচি-বিন্যাস সম্পর্কে কিছু কথা :

১. সূচি-সংকলনে রাখা হয়েছে বিষয়-সূচি, লেখকদের নাম এবং গ্রন্থ-সমালোচনার যাবতীয় খুঁটিনাটি। গ্রন্থ-সমালোচনা বিভাগে গ্রন্থ, লেখক, প্রকাশক, প্রকাশকাল, প্রেস, প্রেসের ঠিকানা, গ্রন্থের মূল্য—সবই উল্লেখ করা হয়েছে। মূল্যের ক্ষেত্রে সেসময়ে 'আনা'-র চিহ্ন যেভাবে লেখা হত কম্পিউটারে সেই চিহ্ন হুবহু করা সম্ভব হলো না, তাই 'আনা'-র চিহ্নের বদলে কথায় লিখে দেওয়া হল।

২. বঙ্গদর্শন পত্রিকায় অনেক লেখায় শিরোনামের পাশে তারকা চিহ্ন দিয়ে সেই পাতারই নিচে টীকা দেওয়া আছে। আমরা সেভাবেই পাতায় পাতায় টীকাগুলি সাজিয়ে দিয়েছি। একাধিক তারকাচিহ্নের ক্ষেত্রে অন্য চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে বিভ্রান্তি এড়াতে।

৩. প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে 'প্রাসঙ্গিক তথ্য'-এ।

৪. বঙ্গদর্শন-এ স্বাক্ষরিত লেখক-নামের বানান পরিবর্তন করা হয়নি।

৫. আমাদের চিহ্নিত লেখক-নামগুলি তৃতীয় বন্ধনীতে রাখা হয়েছে।

৬. বঙ্গদর্শন-এর সম্পাদকদের ক্ষেত্রে পদবি বাদ দিয়ে তৃতীয় বন্ধনীতে শুধু নাম রাখা হয়েছে।

৭. এই সংকলন কাজের জন্যে যেসব বই, পত্র-পত্রিকা এবং নথির সাহায্য নেওয়া হয়েছে, তা উল্লেখ করা হয়েছে 'তথ্যসূত্র'-র।

৮. সবশেষে পরিশিষ্ট। এ অংশে রাখা হয়েছে যথাক্রমে এই রচনাগুলি :

এক. বঙ্কিমচন্দ্রের 'পত্রসূচনা' (বৈশাখ, ১২৭৯), 'বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ' (চৈত্র, ১২৮২), 'নিবেদন' (বৈশাখ, ১২৮৪)। মাত্র চার বছর বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে জানিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন থেকে বিদায় নিলেন। কেন কী উদ্দেশ্যে তিনি এই পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন এবং চার বছর পর কেনই বা বন্ধ করে দিলেন—সেসবের তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ আছে 'পত্রসূচনা' এবং 'বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ' লেখা দুটিতে। পাশাপাশি রেখে লেখা দুটি পড়লে সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্কল্পের নির্দিষ্টতা এবং অনন্য ব্যক্তিত্বটি পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। অন্যদিকে যখন একবছর বন্ধ থাকার পর সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় আবার বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হল (বৈশাখ, ১২৮৪), তখন বঙ্কিমচন্দ্র ''বঙ্গদর্শনে দেশের প্রয়োজন আছে'' বলে 'বঙ্গদর্শন' শিরোনামে একটি ভূমিকা

লিখেছিলেন।

দুই. সঞ্জীবচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্রের সম্পাদনার পরে দীর্ঘ আঠেরো বছর পেরিয়ে বৈশাখ ১৩০৮ থেকে শুরু হল 'নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন' পর্ব। ১২৯০-এ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মাত্র চার মাস (কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ) বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করে বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। একদা তাঁরই হাতে বঙ্গদর্শন লোপ পেয়েছিল—এ নিয়ে শ্রীশচন্দ্রের ক্ষোভের অন্ত ছিল না। তাই শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত বঙ্গদর্শন-এর জন্য শ্রীশচন্দ্র 'নিবেদন'-টি লিখে দেন। সেটি এবং রবীন্দ্রনাথের 'সূচনা' পরিশিষ্টে রাখা হল।

তিন. রবীন্দ্রনাথের পর বৈশাখ ১৩১৩ থেকে বঙ্গদর্শন সম্পাদনা শুরু করলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ভাই শৈলেশচন্দ্র মজুমদার। তাঁর 'নিবেদন' রচনাটিও পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হল।

চার. শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের বঙ্গদর্শন-এর সময়সীমা ১৩১৩ থেকে ১৩২১। ১৩২১-এর বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, দুটি সংখ্যার পর তাঁর বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়ে যায়। শৈলেশচন্দ্রই বঙ্গদর্শন-এর একমাত্র সম্পাদক যিনি সবচেয়ে বেশি সময় ধরে পত্রিকাটি প্রকাশ করেছেন অবিচ্ছিন্ন ধারায়। তাঁর সম্পাদনার সময়সীমা আট বছর দু-মাস। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, বিপিনচন্দ্র পাল, দীনেশচন্দ্র সেন এবং অন্যান্য বহু বিখ্যাত ব্যক্তির নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা শৈলেশচন্দ্রের বঙ্গদর্শন-এ বেরিয়েছে। তাঁর নিজের রচনাগুলিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গদর্শন-এর মতো বিখ্যাত পত্রিকার আলোচনায় সচরাচর তাঁর নাম উল্লেখ করা হয় না। এমন-কী তিনি যে একসময় বঙ্গদর্শন পত্রিকা সুদীর্ঘ সময় সম্পাদনা করেছিলেন—এই তথ্যও আজ প্রায় বিস্মৃত। তাঁর সম্পাদিত বঙ্গদর্শন-এর সূচিতে চোখ রাখলেই উপলব্ধি হবে বিষয় এবং লেখক-এর কী গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ তিনি ঘটাতে পেরেছিলেন তাঁর পত্রিকায়।

এরপর ১৩৫৪-র শ্রাবণ থেকে ১৩৫৫-র আষাঢ় পর্যন্ত প্রথম বর্ষ এবং ১৩৫৫-র আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন দ্বিতীয় বর্ষ—মোট এক বছর পাঁচ মাস মোহিতলাল মজুমদার বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করেছিলেন। পরিশিষ্টে তাঁর 'পত্রসূচনা'-র সঙ্গে অতিরিক্ত সংযুক্ত হল বঙ্গদর্শন নামে প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টি। প্রতি সংখ্যাতেই বঙ্গদর্শন কলমটি বেরোত। ১৯৪৭-এ দেশভাগ ও স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ঐতিহাসিক সময়ে মোহিতলাল বঙ্গদর্শন সম্পাদনা শুরু করেছিলেন। দেশভাগের বিপর্যয় তাঁকে কী গভীরভাবে বিচলিত করেছিল তার তীব্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া

যাবে বঙ্গদর্শন নামক এই সম্পাদকীয়টিতে। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর ছাত্র পৃথ্বীশ নিয়োগীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—''সম্পাদকীয়—ইহাই হইবে 'বঙ্গদর্শন' বা বাংলা বাঙালীর সম্বন্ধে অতিশয় স্পষ্ট ও নির্ভীক মতামত। বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে আমার মত সবিস্তারে বাহির হইবে—প্রথম সংখ্যায় ... বঙ্গদর্শনে আমি বাংলা ও বাঙালীর প্রতিনিধিত্ব করিব—গান্ধী কংগ্রেসের ওকালতী করিব না এবং তাহার মোহ হইতে বাঙালীর চৈতন্য সম্পাদনই হইবে আমার প্রধান লক্ষ্য।'' (দ্র. আজহারউদ্দীন খান, 'বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল', ২০০৬)।

বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে বঙ্গদর্শন পরম্পরা গ্রন্থটি প্রকাশিত হল। এর জন্যে আমরা এই প্রতিষ্ঠানের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ। মূল দুষ্প্রাপ্য 'বঙ্গদর্শন'গুলি দেখার সুযোগ করে দিয়েছে এইসব গ্রন্থাগার : বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র, কাঁটালপাড়া, নৈহাটি; ভাটপাড়া সাহিত্য মন্দির, ভাটপাড়া; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। এইসব গ্রন্থাগারের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা। মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত বঙ্গদর্শন-এর সূচি-সংকলনে সাহায্য করেছেন শ্রীদীপক গোস্বামী। বঙ্কিম-ভবন আর্কাইভ থেকে প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র ও দলিল দেখতে সাহায্য করেছেন শ্রীকৃষ্ণজীবন ভট্টাচার্য। এছাড়া বঙ্কিম-ভবনের লাইব্রেরি থেকে প্রয়োজনীয় বই এবং ফাইলপত্র সরবরাহের কাজে আমাকে সাহায্য করেছেন শ্রীসুরভিতা নাগ ও শ্রীসারথি মুখার্জি। তাঁদের সকলকে জানাই কৃতজ্ঞতা। অক্ষর বিন্যাসের কাজটি সযত্নে সম্পন্ন করেছেন বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্রের কম্পোজিটার শ্রীগৌতম পাত্র ও শ্রীগৌতম চক্রবর্তী। তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

কু ঞ্চি কা

অ,ক	: অনুবাদ কবিতা	প,র	: পত্র রচনা
অ,গ	: অনুবাদ গল্প	প,স	: পদ সংকলন
অ,গা	: অনুবাদ গাথা	প্র	: প্রবন্ধ
অ,প্র	: অনুবাদ প্রবন্ধ	প্র,উ	: প্রসঙ্গ উইল
অ,র	: অনুবাদ রচনা	ব,সা	: বক্তৃতার সারসংক্ষেপ
আ	: আখ্যান	বি,র	: বিশেষ রচনা
উ	: উপন্যাস	ভা	: ভাষণ
ক	. কবিতা	ভ্র,বৃ	: ভ্রমণ বৃত্তান্ত
গ	: গল্প	রি	: রিপোর্ট
গা	: গান	ল,প্র	: লঘু প্রবন্ধ
চ	: চয়ন	শ,স,ক	: শব্দ-সংকেত কবিতা
জী,প্র	: জীবনী প্রসঙ্গ	শ,স,প্র	: শব্দ-সংকেত প্রবন্ধ
ন	: নক্সা	শো,স	: শোক সংবাদ
না	: নাটক	স,প্র	: সমালোচনা প্রবন্ধ
নি/ক	: নিবন্ধ ও কবিতা	সম্পা	: সম্পাদকীয়
নি	: নিবন্ধ		

প্রথম খণ্ড।

(১২৭৯ অব্দের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

ভবানীপুর;

সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে শ্রীব্রজমাধব বসু

কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৭৩।

1, Pepulpatty Lane, Bhowanipore, Calcutta.

বঙ্গদর্শন পত্রিকার সূচি

বঙ্গদর্শন

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

প্রথম খণ্ড। ১২৭৯।

[সম্পাদক : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

বৈশাখ, প্রথম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যা

আষাঢ়, তৃতীয় সংখ্যা

বিষবৃক্ষ। নবম-একাদশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
উত্তরচরিত। দ্বিতীয় সংখ্যা।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
জ্ঞান ও নীতি।	[প্র]	[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]
বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ। অনুষ্ঠান পত্র।[১]	[প্র]	[জন বীমস্]
প্রভাত।	[ক]	[দীনবন্ধু মিত্র]
গ্রাবু।	[প্র]	[অক্ষয়চন্দ্র সরকার]
রসিকতা।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]

শ্রাবণ, চতুর্থ সংখ্যা

বেদমত দর্শন।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
সঙ্গীত। তৃতীয় সংখ্যা।	[প্র]	[জগদীশনাথ রায়]
ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গূল। দ্বিতীয় বক্তৃতা।	[ল,প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
উত্তরচরিত। তৃতীয় সংখ্যা।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
বিষবৃক্ষ। দ্বাদশ-ষোড়শ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত।* প্রথম সংখ্যা।	[প্র]	শ্রীরামদাস সেন
ঊষা।	[ক]	[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]
স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতা।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]

ভাদ্র, পঞ্চম সংখ্যা

উত্তরচরিত। চতুর্থ সংখ্যা।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতা। দ্বিতীয় সংখ্যা।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
বিষবৃক্ষ। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত।[২] দ্বিতীয় সংখ্যা।	[প্র]	শ্রীরামদাস সেন
দেবনিদ্রা।	[ক]	[হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]
বঙ্গদেশের কৃষক। প্রথম পরিচ্ছেদ।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা। অনুষ্ঠানপত্র।[৩]	[বি,র]	শ্রীমহেন্দ্রলাল সরকার

লঘু ভারত। কলীতিহাস। ১/২ খণ্ড। শ্রীগোবিন্দ কান্ত বিদ্যাভূষণ প্রণীত। বোয়ালিয়া ও তমোঘ্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

আশ্বিন, ষষ্ঠ সংখ্যা

বিষবৃক্ষ। ঊনবিংশ-একবিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
উত্তরচরিত। পঞ্চম সংখ্যা।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
একান্নবর্ত্তী পরিবার।	[প্র]	[যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ]
আচার্য্য গোল্‌ডষ্টুকর কৃত পাণিনি বিচার।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
বাঙ্গালা ভাষা।*	[স.প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
জ্ঞান ও নীতি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।	[প্র]	[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]

কার্ত্তিক, সপ্তম সংখ্যা

বিষবৃক্ষ। দ্বাবিংশ-চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
স্বাভাবিক ও অভ্যস্ত পুণ্যকর্ম্ম।	[প্র]	[অস্বাক্ষরিত]
যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ।	[উ]	[দীনবন্ধু মিত্র]
বঙ্গদেশের কৃষক। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
বায়ু।	[ক]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
বাঙ্গালা ভাষা। দ্বিতীয় সংখ্যা।	[স,প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]

নূতন গ্রন্থের সমালোচনা। [বঙ্কিমচন্দ্র]

সম্পাদকীয় মন্তব্য।[৪]

১। ধ্রুবচরিত্র। শ্রীনিমাই চাঁদ শীল প্রণীত।
২। নটনন্দিনী। শ্রীহরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র।
৩। বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ। শ্রীতারকনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা, বাল্মীকি যন্ত্র।
৪। মেঘদূতম্। শ্রীপ্রাণনাথ পণ্ডিতেন প্রকাশিতম্ ভাষান্তরিতঞ্চ, কলিকাতা, বাল্মীকি যন্ত্র।
৫। প্রথমশিক্ষা বীজগণিত। শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সংকলিত।
৬। ইউরোপে তিন বৎসর।[৫]
৭। মুখুর্য্যার মাগেজিন। সম্পাদক শ্রীযুক্তবাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা, রেরিনি কোং।
৮। বেঙ্গালমাগেজিন। শ্রীযুক্ত রেবেরেণ্ড লালবেহারী দে সম্পাদিত। কলিকাতা, বিক্টোরিয়া প্রেস।
৯। সঙ্গীতলহরী। কুমার মহেন্দ্রলাল খান প্রণীত।

---

* বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব। বিখ্যাত বাঙ্গালা গ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত বৃত্ত ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসকলের কিঞ্চিৎ সমালোচন সমেত প্রথমভাগ। শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত। হুগলী।

অগ্রহায়ণ, অষ্টম সংখ্যা

আকাশে কত তারা আছে?	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
বাঙ্গালা ভাষা। তৃতীয় সংখ্যা।	[স,প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
বিষবৃক্ষ। পঞ্চবিংশ-অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
কালিদাস।*	[প্র]	[রামদাস সেন]
ইংরাজস্তোত্র।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
সাবিত্রী।	[ক]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।[৬]		[বঙ্কিমচন্দ্র]

১। কাব্যমালা। [বলদেব পালিত] কলিকাতা বেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানি।

পৌষ, নবম সংখ্যা

বিষবৃক্ষ। ঊনত্রিংশ-দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
বঙ্গদেশের কৃষক। তৃতীয় পরিচ্ছেদ।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
যাত্রা।	[প্র]	[সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]
সাংখ্যদর্শন। প্রথম পরিচ্ছেদ।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
রামায়ণের সমালোচনা। শ্রীমদ্বমুমদ্বংশজ শ্রীমম্মহামর্কট প্রণীত।	[ল,প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা।	[ক]	[হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।		[বঙ্কিমচন্দ্র]

১। স্বাস্থ্য কৌমুদী। ডাক্তার শ্রীভারতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত। ঢাকা গিরীশ যন্ত্র।
২। ললিত কবিতাবলী। কাব্যমালার রচয়িতৃ প্রণীত। কলিকাতা, ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং।
৩। কাব্যমঞ্জরী। শ্রীবলদেব পালিত প্রণীত। কলিকাতা। ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং।
৪। আর্য্য প্রবর। তত্ত্ববোধক মাসিক পত্র। পাতুরিয়া ঘাটাস্থিত সাহিত্য যন্ত্র। শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

* মেঘদূতম মহাকবি কালিদাস বিরচিতম্। মল্লিনাথ সূরি বিরচিত সঞ্জীবনী টীকা সমেতম্। বহুল গ্রন্থ সঙ্কলিত সদৃশ ব্যাখ্যা সহিতম্ পাঠান্তরৈশ্চ কাশ্মীরীয় দ্বিজ শ্রীপ্রাণনাথ পণ্ডিতেন প্রকাশিতম্ ভাষান্তরিতঞ্চ। কলিকাতা। কুমার সম্ভবম্। সপ্তমসর্গান্তম্। মহাকবি কালিদাস কৃতম্। শ্রীমল্লিনাথ সূরিবিরচিতয়া সঞ্জীবনী সমাখ্যয়া ব্যাখ্যায়া গবর্ণমেন্টসংস্কৃত পাঠশালাধ্যাপক শ্রীতারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য কৃত তট্টীকাধৃত ব্যাকরণসূত্র বিবরণোল্লাসিতয়ান্বিতম্ তেনৈব সংস্কৃতম্। কলিকাতা।।

৫। অবলা বিলাপ। শ্রীমতী অন্নদাসুন্দরী দাসী প্রণীত। শ্রীযুক্ত হৃদয় শঙ্কর রায় কর্তৃক প্রকাশিত।
৬। পরিত্যক্ত পল্লী। শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত কর্তৃক প্রণীত।
৭। প্রবন্ধ কুসুমাবলী। শ্রীঈশানচন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।
৮। ভর্তৃহরি কাব্য। শ্রীবলদেব পালিত প্রণীত।
৯। জ্ঞানাঙ্কুর। সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র। রাজশাহী, বোয়ালিয়া। রাজশাহী প্রেস।
১০। বীরাঙ্গনা উপাখ্যান। শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ভবানীপুর।
১১। সঙ্গীত রত্নাকর। শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত প্রণীত।
১২। হরিবংশ। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন কর্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত হইয়া হোগলকুড়িয়া সাহিত্যসংগ্রহ ভবন হইতে শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র রায় কর্তৃক প্রকাশিত।

মাঘ, দশম সংখ্যা

বিষবৃক্ষ। ত্রয়স্ত্রিংশ-ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
সাংখ্যদর্শন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
কালিদাস।	[প্র]	শ্রীপ্রাণনাথ পণ্ডিত
পরশমণি।	[ক]	[হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]
বররুচি।	[প্র]	শ্রীরামদাস সেন
ঐক্য।	[প্র]	[অস্বাক্ষরিত]
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।		[বঙ্কিমচন্দ্র]

১। পদ্যময়। প্রথমভাগ। শ্রীকালীময় ঘটক প্রণীত। কলিকাতা বি, পি, এন্‌স যন্ত্র।
২। পদ্যমালা। উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা, দ্বৈপায়ন যন্ত্র।
৩। কবিতাকুসুম। প্রথমভাগ। শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে।
৪। সদ্ভাবকুসুম। শ্রী শ্রীনাথচন্দ্র প্রণীত। কলিকাতা। প্রাচীন ভারতযন্ত্র।
৫। প্রথম চরিতাষ্টক। শ্রীকালীময় ঘটক কর্তৃক সঙ্কলিত। হুগলী বুধোদয় যন্ত্র।

ফাল্গুন, একাদশ সংখ্যা

বিষবৃক্ষ। সপ্তচত্বারিংশ-পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
বঙ্গদেশের কৃষক। চতুর্থ পরিচ্ছেদ।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
ধূলা।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]

THREE YEARS IN EUROPE।*	[স,প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
সাংখ্যদর্শন। তৃতীয় পরিচ্ছেদ।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
বাবু।	[ল,প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
একদিন।	[ক]	শ্রীনঃ[নবীনচন্দ্র সেন]
শ্রীহর্ষ।	[প্র]	শ্রীরামদাস সেন
বানরচরিত।	[ল,প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
বিরহিণীর দশ দশা।	[ক]	[বঙ্কিমচন্দ্র]

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন। [বঙ্কিমচন্দ্র]

১। ঐতিহাসিক নবন্যাস। অঙ্গখণ্ড।—মাধবমোহিনী। শ্রীগজপতি রায় দ্বারা সঙ্কলিত। কলিকাতা সুচারু যন্ত্র।
২। জ্ঞান কুসুম। প্রথমভাগ। শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত।
৩। শিশুপাঠ বাঙ্গালার ইতিহাস। শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণীত। কলিকাতা ভারত যন্ত্র।
৪। সৌদামিনী উপাখ্যান। শ্রী উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা, ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং।
৫। গান্ধারী বিলাপ কাব্য। শ্রীভুবন মোহন ঘোষ প্রণীত।
৬। প্রমীলাবিলাস। গুপ্তপল্লী নিবাসি শ্রীমহিমাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীরামপুর আলফ্রেড প্রেস।
৭। নলদময়ন্তী কাব্য। শ্রীকিশোরীলাল রায় বিরচিত। কলিকাতা, স্কুলবুক প্রেস।

চৈত্র, দ্বাদশ সংখ্যা

ভাষার উৎপত্তি।	[প্র]	[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]
বাঙ্গালা ভগ্নাংশ।	[প্র]	[অস্বাক্ষরিত]
ইন্দিরা। প্রথম-অষ্টম পরিচ্ছেদ। সমাপ্ত।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন। [বঙ্কিমচন্দ্র]

১। হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা। শ্রীরাজনারায়ণ বসু প্রণীত। কলিকাতা জাতীয় যন্ত্র।
২। কিঞ্চিৎ জলযোগ। প্রহসন। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্র

---

* *Three years in Europe, being extracts from Letters sent from Europe.* Calcutta. I. C. Bose & Co. 1872

প্রাসঙ্গিক তথ্য
বঙ্গদর্শন
প্রথম খণ্ড। ১২৭৯।

১. ''বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ'' জন বীমস্ [John Beames. 1837-1902]-এর ইংরেজিতে লেখা একটি প্রস্তাবনার বাংলা অনুবাদ, অনুবাদটি করেছেন জগদীশনাথ রায়। পরিশেষে বঙ্গদর্শনের সম্পাদক মন্তব্য করেছেন,

> ''যে অনুষ্ঠানপত্র উপরে প্রকটিত হইল, তাহা পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত জে বীমস্ সাহেব কর্ত্তৃক বঙ্গসমাজ মধ্যে প্রচারিত হইবে। ইহা প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই আমরা তাঁহার অনুগ্রহে বাঙ্গালায় প্রাপ্ত হইয়া সাদরে প্রকাশ করিলাম। বীমস্ সাহেব দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত, এবং বঙ্গদেশের বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাঁহার কৃত প্রস্তাব যে পণ্ডিত সমাজে বিশেষ সমাদৃত হইবে, ইহা বলা বাহুল্য। তাঁহার কৃত প্রস্তাবের উপর অনুমোদন বাক্য আবশ্যক নাই, এবং বলিবার কথাও তিনি কিছু বাকি রাখেন নাই। আমরা ভরসা করি যে সকল বঙ্গপণ্ডিতেরা দেশের চূড়া, তাঁহারা ইহার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন। তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলে আমরা এই প্রস্তাবেব পুনরুত্থাপন করিব। ইতি। বঙ্গ-দর্শন সম্পাদক।''

২. শ্রাবণ সংখ্যা থেকে রামদাস সেনের ''ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত'' প্রবন্ধটি শুরু হয়। কিন্তু এই সংখ্যা থেকে ''ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত'' শিরোনামে বের হয়।

৩. ''ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা'' রচনাটির প্রথম অংশে মুদ্রিত হয়েছে মহেন্দ্রলাল সরকারের অনুষ্ঠানপত্র, দ্বিতীয় অংশে আছে অনুষ্ঠানপত্রের সমর্থনে বঙ্কিমচন্দ্রের ৮ পৃষ্ঠা মন্তব্য। মহেন্দ্রলাল সরকারের 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ এবং এই সংক্রান্ত বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যাবে যোগেশচন্দ্র বাগলের 'কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র' (১৩৬৬ বঙ্গাব্দ) এবং 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' (১৯৬৩) গ্রন্থ দুটিতে।

৪. এবছরে কার্তিক সংখ্যা থেকে বঙ্গদর্শন-এ একটি নতুন বিভাগ চালু হয়—'নূতন গ্রন্থের সমালোচনা'। বঙ্গদর্শন দপ্তরে সমালোচনার জন্য যেসব বই আসত তার সমালোচনা বিগত মাসগুলিতে করা সম্ভব হয়নি। কেন সম্ভব হয়নি এবং এই সংখ্যা থেকেই বা কেন সমালোচনা করছেন—'নূতন গ্রন্থের সমালোচনা' বিভাগটির সূচনায় সম্পাদক এবিষয়ে তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন। বক্তব্যটি পুরো তুলে দেওয়া হল,

> ''আমরা প্রথামত প্রাপ্ত পুস্তকাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় এপর্য্যন্ত প্রবৃত্ত হই

নাই। ইহার কারণ এই যে, আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় কাহারও কোন উপকার নাই। এই রূপ সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় গ্রন্থের প্রকৃত গুণদোষের বিচার হইতে পারে না। তদ্বারা, গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা সমালোচনার উদ্দেশ্য নহে। কেবল সেই উদ্দেশে গ্রন্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক নহি। গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠক যে সুখলাভ বা যে জ্ঞানলাভ করিবেন, তাহা অধিকতর স্পটীকৃত বা তাহার বৃদ্ধি করা; গ্রন্থকার যেখানে ভ্রান্ত হইয়াছেন, সেখানে ভ্রম সংশোধন করা; যে গ্রন্থে সাধারণের অনিষ্ট হইতে পারে, সেই গ্রন্থের অনিষ্টকারিতা সাধারণের নিকট প্রতীয়মান করা; এইগুলি সমালোচনার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য দুই ছত্রে সিদ্ধ হইতে পারে না। সেই কারণেই এ পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় আমরা বিরত ছিলাম। ইচ্ছা আছে, অবকাশানুসারে গ্রন্থ বিশেষের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব; সাধ্যানুসারে সেই ইচ্ছামত কার্য্য হইতেছে।

এই সকল কারণে আমরা যে সকল গ্রন্থ উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার অধিকাংশের প্রায়ই কোন প্রকার উল্লেখ করি নাই। কিন্তু আমরা তজ্জন্য অকৃতজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি। গ্রন্থকারগণ যে উদ্দেশে আমাদিগকে গ্রন্থ গুলি উপহার দিয়াছেন, যদি তাহা সিদ্ধ না করিলাম, তবে ঐ সকল গ্রন্থের মূল্য প্রেরণ আমাদিগের কর্ত্তব্য। তদপেক্ষা একটু লেখা সহজ, সুতরাং আমরা তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলাম।''

৫. কার্ত্তিক মাসে 'নূতন গ্রন্থের সমালোচনা' বিভাগে 'ইউরোপে তিন বৎসর বইটির উল্লেখ থাকলেও এখানে সমালোচনা করা হয়নি। বলা হয়েছে—''এই নামে যে একখানি মনোহর ইংরাজি গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার বিস্তারিত সমালোচনা করিবার ইচ্ছা করি, এজন্য এখানে আর কিছু বলিলাম না।''

'ইউরোপে তিন বৎসর' রমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪৮-১৯০৯) *THREE YEARS IN EUROPE, being extract from letters sent from Europe*, by a Hindu Cal 1872 বইটির অনুবাদ। প্রতিশ্রুতি মতো এই বইটির বিস্তারিত সমালোচনা করা হয় চৈত্র ১২৮০-তে। রমেশচন্দ্রের এই বইটিকে বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কারণ, ফাল্গুন, ১২৭৯-তে তিনি এই বইটির দীর্ঘ সমালোচনা প্রবন্ধ লেখেন।

৬. অগ্রহায়ণ মাসে 'নূতন গ্রন্থের সমালোচনা' বিভাগটির নাম বদলে রাখা হয় 'প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা'। আবার পৌষে এই বিভাগের নাম হয় 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন'।

বঙ্গদর্শন

দ্বিতীয় খণ্ড। ১২৮০

* অবকাশরঞ্জিনী। [নবীনচন্দ্র সেনের গীতিকাব্য।] কলিকাতা, প্রাকৃত যন্ত্র।
† নয়শো রূপেয়া। [শিশিরকুমার ঘোষের নাটক।] কলিকাতা, স্মিথ কোম্পানি।

অন্নদার শিব পূজা। গীতি।	[প্র]	[হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]
নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা হওয়া সম্ভব কি না?	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
দানবদলন কাব্য।*	[স,প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
ঘোর অদৃষ্টবাদিত্ব।	[প্র]	[অস্বাক্ষরিত]

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। [বঙ্কিমচন্দ্র]

১। ঋতুবিহার। প্রথম ভাগ। শ্রীঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। কলিকাতা, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
২। ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি। ইতিহাসমূলক অভিনব আখ্যায়িকা। শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
৩। হিন্দুধর্ম্মনীতি। ঈশানচন্দ্র বসু সঙ্কলিত। কলিকাতা গুপ্ত যন্ত্র।
৪। বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কনের ইতিবৃত্ত ও সমালোচন। জাতীয় সভার বক্তৃতা। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ ঘোষ প্রণীত নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র।
৫। হিন্দু জাতি। ১৭৯৩ শকের হিন্দু মেলায় পরিব্যক্ত। কলিকাতা জি, পি, রায়, এণ্ড, কোম্পানি।
৬। হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু প্রণীত।
৭। কবিতাহার। জনৈক হিন্দু মহিলা প্রণীত। কলিকাতা মিনার্বা প্রেস।
৮। সর্ব্বার্থসংগ্রহ। মাসিক পুস্তক। শ্রীঅতুলনাথ তর্কবাগীশ শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। শ্রীরামপুর, যদুনাথ বন্দোপাধ্যায় আলফ্রেড প্রেস।

আষাঢ়, তৃতীয় সংখ্যা

বহুবিবাহ।†	[স,প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
সাংখ্যদর্শন। পঞ্চম পরিচ্ছেদ।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
সাম্য। দ্বিতীয় সংখ্যা।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
প্রতিভা।	[প্র]	[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]
জুমিয়া জীবন।[২]	[ক]	শ্রীনঃ[নবীনচন্দ্র সেন]

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। [বঙ্কিমচন্দ্র]

১। সেতার শিক্ষা। শ্রীকৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, আই, সি, বসু, এণ্ড

* দানবদলন কাব্য। শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ভবানীপুর; শ্রীব্রজমাধব বসু।
† বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার। দ্বিতীয় পুস্তক। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। কলিকাতা শ্রীপীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

কোং। ১৮৭৩।

২। বক্তৃতামালা। অথবা হিন্দু মেলা প্রভৃতি বহুস্থলে বিবৃত শ্রীমনোমোহন বসুর বক্তৃতা সমূহ একত্রে সঙ্কলিত। কলিকাতা মধ্যস্থ যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৩। বিরহবিলাপ। কলিকাতা, শোভাবাজার বিদ্যারত্ন যন্ত্র। ১১৭২।

৪। বিক্টোরিয়া পঞ্জিকা। এবং বাঙ্গালা ডাইরেকটরি। সন ১২৮০ সাল। শ্রীবিহারীলাল নন্দী কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র। কলিকাতা সম্বৎ ১৯৩০।

৫। কবিতাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীরাধানাথ রায় প্রণীত ও শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং ১২৮০।

৬। বিশ্বদর্শন। পাক্ষিক পত্র। শ্রীশিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। কলিকাতা দ্বৈপায়ন যন্ত্র।

৭। সাহিত্য সংগ্রহ। হরিবংশ, ১৩শ সংখ্যা। কলিকাতা, হোগল কুঁড়িয়া সাহিত্য সংগ্রহ ভবন হইতে প্রকাশিত। প্রাকৃত যন্ত্র।

৮। স্বীয় মনের প্রতি উপদেশ। কোন বঙ্গমহিলা প্রণীত। ৫২ নং বেন্টিং প্রেস, শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষ।

৯। বঙ্গমিহির। মাসিক পত্র। শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ভবানীপুর, সাপ্তাহিক সম্বাদযন্ত্র, শ্রীব্রজমাধব বসু।

শ্রাবণ, চতুর্থ সংখ্যা

জন ষ্টুয়ার্ট মিল।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়।	[প্র]	শ্রীরামদাস সেন
জাতিভেদ। প্রথম পরিচ্ছেদ। আদি বৃত্তান্ত।	[প্র]	শ্রীযঃ[যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ]
চন্দ্রশেখর। প্রথম-তৃতীয় পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
স্বপ্নপ্রয়াণ। প্রথম সর্গ।	[ক]	[দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর]
গর্দভ।	[ল.প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। [বঙ্কিমচন্দ্র]

১। নন্দবংশোচ্ছেদ। করুণরসাশ্রিত নাটক। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। কলিকাতা, শ্রীগোপালচন্দ্র মান্নার দ্বারা মুদ্রিত।

২। বঙ্গ শ্রুতবোধ। মহাকবি কালিদাস প্রণীত শ্রুতবোধের অনুকরণক্রমে বিরচিত। কলিকাতা, গুপ্তযন্ত্র।

৩। কৃষ্ণভক্তিসার। শ্রীউমানাথ রায় প্রণীত। কলিকাতা, হিতৈষী যন্ত্র।

ভাদ্র, পঞ্চম সংখ্যা

চঞ্চল জগৎ।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
চন্দ্রশেখর। চতুর্থ-পঞ্চম পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
কমলকান্তের দপ্তর। প্রথম সংখ্যা। একা। কে গায় ওই?	[প্র]	শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী[বঙ্কিমচন্দ্র]
মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত।[৩]	[নি/ক]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
অতলস্পর্শ।	[প্র]	[অস্বাক্ষরিত]
অশোকবনে সীতা।	[ক]	শ্রীনঃ[নবীনচন্দ্র সেন]
প্রাচীন ও আধুনিক ভারতবর্ষ। প্রথম পবিচ্ছেদ।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
মেঘ।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। [বঙ্কিমচন্দ্র]

১। সরোজিনী নাটক। শ্রীরাধানাথ বর্দ্ধন প্রণীত। ও শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, আই, সি বসু ১৮৭৩।

২। জমীদারদর্পণ নাটক। শ্রীমীর মশাববক হোসেন কর্ত্তৃক প্রণীত। [মীর মোশারফ হোসেন]। কলিকাতা, মধ্যস্থ যন্ত্র।

৩। গ্রেট্ বারবারস্ ড্রামা। নাপিতেশ্বর নাটক। কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান মিরর যন্ত্র।

৪। জমীদার ও প্রজা। শ্রীনীলকমল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র। কলিকাতা—মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

৫। ভূতত্ত্ব বিচার। শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন প্রণীত: চুঁচুড়া চিকিৎসা প্রকাশ যন্ত্র।

৬। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত। হুগলী।

আশ্বিন, ষষ্ঠ সংখ্যা

প্রাচীন এবং আধুনিক ভারতবর্ষ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
কমলাকান্তের দপ্তর।[৪] দ্বিতীয় সংখ্যা। মনুষ্যফল।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
দশমহাবিদ্যা।	[প্র]	[অক্ষয়চন্দ্র সরকার]
হিমাচল।	[ক]	শ্রীনিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
বঙ্গভূমি শস্যশালিনী বলিয়া কি বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য?	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
ভাষা সমালোচন। প্রথম সংখ্যা।	[প্র]	[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]
চন্দ্রশেখর। ষষ্ঠ-নবম পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]

দুর্গোৎসব। [ক] [হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

কার্ত্তিক, সপ্তম সংখ্যা

কমলাকান্তের দপ্তর। তৃতীয় সংখ্যা। [প্র] [বঙ্কিমচন্দ্র]
ইউটিলিটি বা দর্শন দ্বয়।
বাঙ্গালীর বিষপান। [ক] [নবীনচন্দ্র সেন]
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ। [প্র] শ্রীরাঃ[রামদাস সেন]
জৈবনিক। [প্র] [বঙ্কিমচন্দ্র]
চন্দ্রশেখর। দশম-চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। [উ] [বঙ্কিমচন্দ্র]
যাত্রা। [প্র] [সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]
মন এবং সুখ। [ক] [বঙ্কিমচন্দ্র]
নিশিতে বংশী-ধ্বনি। [ক] [অস্বাক্ষরিত]

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। [অক্ষয়চন্দ্র সরকার]

১। কুলকালিমা। কলিকাতা নন্দযন্ত্র। ত্রৈলোক্য নাথ দে এণ্ড কোং পাথুরিয়াঘাটা।
২। কাব্যানুবাদ। প্রথম ভাগ। পারিস রহস্য। কলিকাতা। মিনারভা যন্ত্র।
৩। জয়দেব চরিত। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। জি, পি, রায় এণ্ড কোং ১৯৩০। [১৮৭৩]।
৪। বিজ্ঞানসার। শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে প্রণীত। সংবৎ ১৯২৯। [১৮৭২]।
৫। লীলাবতী। শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে প্রণীত।
৬। ‘‘বৈদিকী হিংসা হিংসা ন ভবতি’’ প্রহসন, চার অঙ্কোমে। বারাণসীতে মুদ্রিত।

অগ্রহায়ণ, অষ্টম সংখ্যা

জাতিভেদ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। [প্র] শ্রীযঃ[যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ]
বেদ-প্রচার। [প্র] শ্রীরাঃ[রামদাস সেন]
চন্দ্রশেখর। পঞ্চদশ-অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ। [উ] [বঙ্কিমচন্দ্র]
পাখী। [ক] শ্রীগোপালকৃষ্ণ ঘোষ
কমলাকান্তের দপ্তর। ৪ সংখ্যা। পতঙ্গ। [প্র] [বঙ্কিমচন্দ্র]
কে তুমি? [ক] শ্রীনঃ[নবীনচন্দ্র সেন]
কালিদাস। [নি] [প্রাণনাথ পণ্ডিত]

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। [অক্ষয়চন্দ্র সরকার]

১। তমোলুকপত্রিকা। মাসিকপত্র। কলিকাতা চিৎপুর রোড্, সুচারু যন্ত্র।

পৌষ, নবম সংখ্যা

গগন পর্য্যটন। [প্র] [বঙ্কিমচন্দ্র]
ধন বৃদ্ধি।[৫] [প্র] [অস্বাক্ষরিত]
মানস বিকাশ।*[৬] [স,প্র] [বঙ্কিমচন্দ্র]
চন্দ্রশেখর। ঊনবিংশ-দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ। [উ] [বঙ্কিমচন্দ্র]
অশ্লীলতা। [প্র] [বঙ্কিমচন্দ্র]
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ। [প্র] শ্রীরাঃ[রামদাস সেন]

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। [অক্ষয়চন্দ্র সরকার]

১। মাসিক প্রকাশিকা। মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীরাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা। ৭৯ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
২। গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু। মীর মসাঙবরু হুসেন [মসরফ্ হোসেন] প্রণীত। শ্রীমুন্সী আজিজদ্দীন মহম্মদ দ্বারা প্রকাশিত। কলিকাতা। ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
৩। হিন্দু ধর্ম্ম মর্ম্ম। লোকনাথ বসু প্রণীত। কলিকাতা। কাব্য প্রকাশ যন্ত্র। ১২৮০। দ্বিতীয় সংস্করণ।
৪। পূর্ণশশী। মাসিক পত্র। সারস্বত যন্ত্র। ১২৮০।
৫। লক্ষণ বিবাসন। শ্রীশ্যামাচরণ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা সুচারুযন্ত্র।
৬। ভারতমাতা। নেশানেল থিয়েটারে অভিনীত। ব্যথিত শ্রীকিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা রায়যন্ত্রে বাবুরাম সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মাঘ, দশম সংখ্যা

কার্য্যকারণ সম্বন্ধ। [প্র] [রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]
জ্ঞানদাস। [প,স] [অস্বাক্ষরিত]
বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত। প্রথম প্রস্তাব। [প্র] [শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]
ভারত-ভূমি। [ক] [জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]
চন্দ্রশেখর। ত্রয়োবিংশতিতম-ষড়বিংশতিতম পরিচ্ছেদ। [উ] [বঙ্কিমচন্দ্র]
অনন্ত দুঃখ। [ক] শ্রীনঃ[নবীনচন্দ্র সেন]
কমলাকান্তের দপ্তর। পঞ্চম সংখ্যা। আমার মন। [প্র] [বঙ্কিমচন্দ্র]

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। [অক্ষয়চন্দ্র সরকার]

১। হেমলতা নাটক। শ্রীহরলাল রায় প্রণীত। কলিকাতা, বহুবাজার স্মিথ এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৮০।

---

* মানস বিকাশ। কলিকাতা প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

২। অবকাশ-তোষিণী। মাসিকপত্র ও সমালোচন: কলিকাতা। নিউ স্কুল বুক প্রেস।
৩। অমরনাথ নাটক। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধূরী প্রণীত। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র। কলিকাতা।

ফাল্গুন, একাদশ সংখ্যা

ভারতবর্ষের সঙ্গীত-শাস্ত্র।	[প্র]	শ্রীরামদাস সেন
বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত। দ্বিতীয় প্রস্তাব।	[প্র]	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারতবর্ষীয়দিগের আদিম অবস্থা।	[প্র]	[লালমোহন শর্ম্মা]
কত কাল মনুষ্য? প্রথম সংখ্যা।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
চন্দ্রশেখর। সপ্তবিংশতিতম-অষ্টবিংশতিতম পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
কমলাকান্তের দপ্তর। ষষ্ঠ সংখ্যা। চন্দ্রালোকে।	[প্র]	[অক্ষয়চন্দ্র সরকার]
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।		[অক্ষয়চন্দ্র সরকার]

১। চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। প্রহসন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা। সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্র।
২। বঙ্গভাষার ইতিহাস। প্রথমভাগ। শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, গুপ্ত যন্ত্র।

চৈত্র, দ্বাদশ সংখ্যা

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত। তৃতীয় প্রস্তাব।	[প্র]	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বলরাম দাস।[৭]	[প,স]	অস্বাক্ষরিত
চন্দ্রশেখর। ঊনত্রিংশতম-একত্রিংশতম পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
সুবর্ণ গোলক।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
জ্ঞানদাসের পদানুসরণ।	[ক]	রজ
কমলাকান্তের দপ্তর। সপ্তম সংখ্যা। বসন্তের কোকিল।	[প্র]	শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী [বঙ্কিমচন্দ্র]
পরিমাণ রহস্য।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার।	[ক]	[হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। ব্যায়াম শিক্ষা। প্রথমভাগ শ্রীহরিশচন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত। কলিকাতা সন ১২৮০ সাল।
২। হরবোলা ভাঁড়। প্রথমভাগ। প্রথম সংখ্যা জি, পি, রায় এণ্ড কোং। ১৮৭৪।
৩। ইয়ূরোপে তিন বৎসর। [রমেশচন্দ্র দত্ত]। ইংরাজি হইতে অনুবাদিত। কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং। ১২৮০।

৪। **তীর্থমহিমা**। নাটক। শ্রীনিমাই চাঁদ শীল প্রণীত। কলিকাতা। নূতন সংস্কৃত যন্ত্র। সন ১২৮০।

৫। **বঙ্গভূষণ**। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত। (সটীক) নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে। কলিকাতা। ১৯৩০।

৬। **সাহিত্যমঞ্জরী**। শ্রীনবীচন্দ্র দত্ত প্রণীত। কলিকাতা, সুচারু প্রেস। ১৮৭৩।

৭। **শিক্ষামঞ্জরী**। প্রথম ভাগ। শ্রীনগেন্দ্র নাথ দত্ত কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা বি, পি, এম যন্ত্রে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বঙ্গদর্শন

দ্বিতীয় খণ্ড। ১২৮০।

১. 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন'-এর বদলে এবছর বৈশাখ থেকে এই বিভাগের নাম হয় 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা'। অগ্রহায়ণ মাসে নাম পাল্টে রাখা হয় 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা'। পৌষ মাসে এই বিভাগটির আবার আগের নাম ফিরে আসে 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা'।

২. নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯) ''জুমিয়া জীবন'' কবিতাটি পাবত্য চট্টগ্রামের মগ উপজাতিকে নিয়ে লেখা। কবিতাটির আগে এই উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের সহজ সরল জীবনযাপন সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য জানানো হয়েছে। কোনো কবিতার আগে এমন বিষয়ভিত্তিক তথ্য জানানো সচরাচর দেখা যায় না, আগ্রহী পাঠকের জন্য সেটি এখানে তুলে দেওয়া হল,

> ''চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে ''জুমিয়া'' নামক এক প্রকার অসভ্য মগ জাতি আছে। ইহারা ''কুকি'' বা ''লুসাই'' দিগের ন্যায় ততদূর হিংস্র জন্তুর মধ্যে পরিগণিত নহে, অথচ বাঙ্গালীদিগের ন্যায় ততদূর সভ্য নহে। ইহারা বৎসর বৎসর বাসস্থান পরিবর্ত্তন করে; যে বৎসর যেখানে অবস্থিতি করিবে, স্ত্রী পুত্র একত্র হইয়া সেইখানের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, তাহাকে আগুন দিয়া একপ্রকার খাণ্ডবদাহন করিয়া ফেলে। পরে ধামার (একপ্রকারের কাটারি বিশেষ) দ্বারায় ক্ষুদ্র গর্ত্ত করিয়া এক গর্ত্তে, আলু, কচু, তরমুজ প্রভৃতি নানাবিধ বীজ রোপণ করে। পর্ব্বতের এমনই উর্ব্বরা শক্তি যে, ইহাতেই প্রচুর পরিমাণে ফসল হইয়া থাকে। কোন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি ইহাদের মধ্যে বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম আছে, এমন কি, একদিনের তরেও তাহাদের কখন মুখ ম্লান হয় না। একত্রে শয়ন, একত্রে ভ্রমণ, একত্রে আহার, এমন কি যেন দুই কলেবরে এক জীবন বলিয়া বোধ হয়। ইহারা স্বাধীন, সম্প্রতি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইহাদের উপর রাজ্যস্থাপন করিয়া তাহাদিগকে সভ্য করিতেছেন।''

৩. বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই নিবন্ধটির সঙ্গে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র সেনের দুটি কবিতা সন্নিবেশিত করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য,

> ''বঙ্গদেশ, বঙ্গ কবির জন্য রোদন করিতেছে। বঙ্গ কবিগণ মিলিয়া, বঙ্গীয় কবিকুলভূষণের জন্য রোদন করিতেছেন। কবি নহিলে কবির জন্য রোদনে কাহার অধিকার? আমরা এবিষয়ে কতকগুলি কবিতা প্রাপ্ত হইয়াছি। তন্মধ্যে দুইখানি

আমরা এই স্থানে প্রকটিত করিব। দুইখানিই দুইজন প্রসিদ্ধ কবির প্রণীত। প্রথম খানি, যাঁহার প্রণীত তাঁহার পরিচয় দিতে হইবে না।''

প্রথম কবিতাটি ছয় স্তবকে বিন্যস্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের। দ্বিতীয় কবিতাটি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য,

''নিম্নে সন্নিবেশিত দ্বিতীয় কবিতা যে লেখনীপ্রসূত, তাহাও কাব্য প্রিয়দিগের নিকট সুপরিচিত।''

উনিশটি স্তবকে বিন্যস্ত শিরোনামহীন এই কবিতাটি নবীনচন্দ্র সেনের। কবিতাটির শেষে বঙ্গদর্শন সম্পাদক মন্তব্য করেছেন,

''কিন্তু ''বঙ্গকবি সিংহাসন'' শূন্য হয় নাই। এ দুঃখ সাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য নক্ষত্র! মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক! বঙ্গকবির সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনন্ত ধামে যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গ মাতার ক্রোড় সুকবিশূন্য বলিয়া আমরা কখন রোদন করিব না।—বং সম্পাদক।''

৪. ''কমলাকান্তের দপ্তর''-এ যেখানে 'শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী' স্বাক্ষর নেই সেখানে বুঝতে হবে পত্রিকাতেই নেই।

৫. ''বঙ্গদেশের কৃষক'', ফাল্গুন, ১২৭৯ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র দেশের ধনবৃদ্ধির বিষয়ে তাঁর যে মত জানিয়েছিলেন, পৌষ, ১২৮০ সংখ্যায় প্রকাশিত ''ধনবৃদ্ধি'' প্রবন্ধের লেখক তার থেকে অনেকটা ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ভিন্ন মতের বক্তব্যকেও যে বঙ্গদর্শন গুরুত্ব দেয়—সেবিষয়ে সম্পাদক এই প্রবন্ধটির শেষে মন্তব্য করেছেন,

''সম্পাদকের মতের বিপরীত মত বঙ্গদর্শনে প্রকাশের কোন আপত্তি নাই, এই কথা পাঠকদিগের যেন স্মরণ থাকে। অনেকেই তাহা ভুলিয়া যান, এইজন্য মধ্যে মধ্যে সেকথা স্মরণ করিয়া দেওয়া ভাল। বং সম্পাদক।''

৬. 'মানস বিকাশ' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা দীনেশচরণ বসু। এই কাব্যগ্রন্থটির যে সমালোচনা প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র এই সংখ্যায় লিখেছেন, এর একেবারে সংক্ষিপ্ত রূপ পাওয়া যাবে তাঁর ''বিদ্যাপতি ও জয়দেব'' প্রবন্ধে। দ্রঃ 'বিবিধ প্রবন্ধ'। পরে 'বিবিধ সমালোচন'-এ ''মানস বিকাশ'' সমালোচনা প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়।

৭. ''জ্ঞানদাস'' শিরোনামে বৈষ্ণবপদকর্তা জ্ঞানদাসের পদ-সংকলন বেরিয়েছিল এবছর মাঘ মাসে। লেখকের নাম অস্বাক্ষরিত। চৈত্রে প্রকাশিত ''বলরাম দাস'' পদ-সংকলনটিও সম্ভবত তাঁরই। বৈষ্ণবপদকর্তা বলরাম দাসের পদ-সংকলনের সূচনায় সংকলক সংক্ষিপ্ত কবি-পরিচিতিও দিয়েছেন।

বঙ্গদর্শন

তৃতীয় খণ্ড। ১২৮১

বৈশাখ, প্রথম সংখ্যা

ভাষা সমালোচন। ২।	[প্র]	[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]
ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের আদিম অবস্থা: শাসনপ্রণালী।	[প্র]	[লালমোহন শর্ম্মা]
শ্রীহর্ষ।[১]	[প্র]	শ্রীরাজ[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]
চন্দ্রশেখর। দ্বাত্রিংশতম-চতুস্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
প্রাচীনা এবং নবীনা।	[ল,প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।		[বঙ্কিমচন্দ্র]

১। নিদান। শ্রীযুক্ত মাধব কর প্রণীত সংস্কৃত রোগ নিশ্চয় নামা গ্রন্থ। শ্রীউদয় চাঁদ দত্ত কর্ত্তৃক অনুবাদিত। কলিকাতা। গণেশ যন্ত্র।

২। প্রমোদিনী। প্রথম খণ্ড। পাকুড় প্রমোদিনী সভা হইতে প্রকাশিত। সন ১২৮০।

জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যা

ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের আদিম অবস্থা: কোষাগার বিষয়।	[প্র]	[লালমোহন শর্ম্মা]
কমলাকান্তের দপ্তর। অষ্টম সংখ্যা। স্ত্রীলোকের রূপ।	[প্র]	[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]
চন্দ্রশেখর। পঞ্চত্রিংশতম-ষট্‌ত্রিংশতম পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
চিহ্নিত্ সুহৃদ।*[২]	[ক]	শ্রীনঃ[নবীনচন্দ্র সেন]
সর্ উইলিয়ম গ্রে ও সর্ জর্জ কাম্বেল।	[প্র]	শ্রীভজরাম[বঙ্কিমচন্দ্র]
শ্রীহর্ষ।	[প্র]	শ্রীরামদাস সেন
[পূ]র্ব্বরাগ।	[ক]	রজ
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।		[বঙ্কিমচন্দ্র]

১। রসকাদম্বিনী। সংস্কৃত অমরুশতক কাব্যের বাঙ্গালা অনুবাদ। মূল্য ছয় আনা।

২। কবিতা কুসুমমালিকা। প্রথমভাগ। মেডিকাল কালেজের ইংরাজি শ্রেণীর ছাত্র

Covenanted.

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সাহা কর্তৃক প্রণীত। মূল্য দুই আনা।

২। নবরসাঙ্কুর। আদিহাস্যকরুণ প্রভৃতি নবরসের সংক্ষিপ্ত বর্ণন। শ্রীরসিকচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ছাপাতে ছিল চার আনা, হাতে কাটিয়া করা হইয়াছে দুই আনা মাত্র।

৩। পল্লীগ্রামদর্পণ। নাটক। শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ১২৭৯ সাল মূল্য একটাকা, মফস্বলে ডাকমাসুল দুইআনা।

৪। হেমলতা। ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা পাক্ষিকপত্র। শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত।

৫। উদাসিনী। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্র। মূল্য একটাকা।

৬। মৃদঙ্গমঞ্জরী শ্রীযুক্ত বাবু শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্তৃক প্রণীত।

৭। চিত্ত-কানন। প্রথম ভাগ। শ্রীকানাইলাল মিত্র প্রণীত। কলিকাতা, বেণ্টিঙ্ক প্রেস। ১২৮০।

৮। কাব্যপেটিকা। শ্রীমহেশচন্দ্র তর্ক চূড়ামণি প্রণীত কলিকাতা মৃজাপুর অপর সরকিউলার রোড নং ৫৮/৫ গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৭৭।

৯। অর্থনীতি ও অর্থ ব্যবহার। শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ বি এল বিদ্যারত্ন প্রণীত।

১০। ঐতিহাসিক রহস্য। প্রথম ভাগ। শ্রীরামদাস সেন প্রণীত। কলিকাতা ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানী।

আষাঢ়, তৃতীয় সংখ্যা

চন্দ্রনাথ।*	[স,প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত। চতুর্থ প্রস্তাব।	[প্র]	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কমলাকান্তের দপ্তর। নবম সংখ্যা। বিবাহ।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা: শাসনপ্রণালী।	[প্র]	[লালমোহন শর্ম্মা]
কমল বিলাসী।	[ক]	[হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]
চন্দ্রশেখর। সপ্তত্রিংশত্তম-ঊনচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
তিন রকম।[৩]	[প,র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]

নং-১ শ্রীচণ্ডিকা সুন্দরী দেবী
নং-২ শ্রী লক্ষ্মিমণি দেবী
নং-৩ শ্রী রসময়ী দাসী

পরিমাণ রহস্য। দ্বিতীয় সংখ্যা।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]

* চন্দ্রনাথ। উপন্যাস। শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত। কলিকাতা স্কুলবুক প্রেস।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। [বঙ্কিমচন্দ্র]

১। রিপুবিহার। শ্রীমহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। কলিকাতা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্র।

২। বেহুলা নখিন্দর নাম চম্পূকাব্যম্। গবর্ণমেণ্ট বৃত্তিভোগী হুগলি বিদ্যালয় ভূতপূর্ব্ব পণ্ডিত শ্রীভগবচ্চন্দ্র বিশারদ প্রণীতম্। কলিকাতা রাজধান্যাং বি এম্স যন্ত্রে মুদ্রিতম।

শ্রাবণ, চতুর্থ সংখ্যা

বাঙ্গালির বাহুবল। [প্র] [বঙ্কিমচন্দ্র]

চার্ব্বাক দর্শন। [প্র] [রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]

ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা। [প্র] [লালমোহন শর্ম্মা]

বিচারদর্শনের কাল নির্ধারণ।

চন্দ্রশেখর। চত্বারিংশত্তম-দ্বিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ। [উ] [বঙ্কিমচন্দ্র]

জৈন ধর্ম্ম। [প্র] শ্রীরাঃ[রামদাস সেন]

পাগলিনী। [ক] শ্রীনঃ[নবীনচন্দ্র সেন]

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। আর্য্যদর্শন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, বার্ত্তাশাস্ত্র, জীবনবৃত্ত, শব্দশাস্ত্র ও সঙ্গীতাদি বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ, এম্ এ, সম্পাদিত। কলিকাতা। নূতন ভারত যন্ত্র। ১২৮১ শাল।

২। বান্ধব। মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ঢাকা ইস্ট বেঙ্গাল প্রেস।

৩। কাব্য কৌমুদি। প্রথম খণ্ড। শ্রী শ্রীনাথ চন্দ প্রণীত। কলিকাতা, রামায়ণ যন্ত্রে। ১৭৯৬ শকাব্দ।

৪। ললিতা সুন্দরী। প্রথম সর্গ। শ্রীঅধরলাল সেন বিরচিত। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র। কলিকাতা। ১৯৩১। [সংবৎ, ১৮৭৪]

৫। স্বর্ণলতা নাটক। শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

৬। তত্ত্বকুসুম। অর্থাৎ মনের প্রতি ঈশ্বর বিষয়ক উপদেশ। শ্রীদ্বারকানাথ ঘোষ প্রণীত। ঢাকা সুলভ যন্ত্র।

৭। মহাগুরু নিপাতের পর অশৌচাবস্থায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিচার। "প্রত্ন কম্রনন্দিনী" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত। কলিকাতা সত্য যন্ত্র। ১৭৯৬।

৮। ঋতুবিলাস। শ্রীমহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৭৯ সাল।

৯. বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য। সটীক। শ্রীরামকুমার নন্দী প্রণীত। শ্রীরামপুর। আলফ্রেড যন্ত্র। ১২৭৯ শাল।

১০। বৈদেহী বৈধব্য কাব্য। শ্রীঅনাথ বন্ধু রায় প্রণীত। ঢাকা গিরিশ যন্ত্র।

১১। সুশ্রুত। প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান। বাঙ্গালা অনুবাদ এবং সংস্করণ শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা।

১২। রামোদ্বাহ নাটক। অর্থাৎ রামের সহিত সীতার বিবাহ বর্ণন। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীরামপুর আলফ্রেড যন্ত্র।

ভাদ্র, পঞ্চম সংখ্যা

ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা: শাসনপ্রণালী।	[প্র]	[লালমোহন শর্ম্মা]
জৈন ধর্ম্ম। পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।	[প্র]	শ্রীরামদাস সেন
চন্দ্রশেখর। ত্রয়োচত্বারিংশত্তম-চতুশ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ। পরিশিষ্ট।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
আর্য্য জাতির সূক্ষ্ম শিল্প।*	[স,প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
ঐতিহাসিক ভ্রম।	[প্র]	[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।		[বঙ্কিমচন্দ্র]

১। পুরুবিক্রম নাটক। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত। শকাব্দ ১৭১৬। মূল্য ১ টাকা।

২। কুলীনকন্যা, অথবা কমলিনী, শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। কলিকাতা। নং ১১ কলেজ স্কোয়ার রায় যন্ত্রে শ্রী বাবুরাম সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত মূল্য বার আনা মাত্র।

আশ্বিন, ষষ্ঠ সংখ্যা

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত। পঞ্চম প্রস্তাব।	[প্র]	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বাণভট্ট।	[প্র]	শ্রীরামদাস সেন
রজনী। প্রথম-দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
দেবতত্ত্ব।	[প্র]	[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]
এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী।	[ক]	[হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]
কমলাকান্তের দপ্তর। দশম সংখ্যা। বড় বাজার।	[প্র]	শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী [বঙ্কিমচন্দ্র]

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। শিক্ষানবিশের পদ্য। শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত। চুঁচুড়া কদমতলা, সাধারণী যন্ত্র। ১২৮১।

* সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্য্য জাতির শিল্পচাতুরি, শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমাণি প্রণীত। কলিকাতা। ১৯৩০। [সংবৎ, ১৮৭৪ খৃস্টাব্দ]

২। দুঃখমালা। ভ্রাতৃ বিয়োগে ভগিনীর খেদ। কোন হিন্দু মহিলা প্রণীত।
৩। তারাবাই। ঐতিহাসিক নাটক। শ্রীগঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।
৪। বিবাহ ও পুত্রত্ব সম্বন্ধে মনুর মত।[৪]

কার্ত্তিক, সপ্তম সংখ্যা

চার্ব্বাকদর্শন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।	[প্র]	[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]
জাতিভেদ। তৃতীয় পবিচ্ছেদ।	[প্র]	শ্রীযঃ[যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ]
ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা: শাসনপ্রণালী।	[প্র]	শ্রীলাল[লালমোহন শর্ম্মা]
রজনী। তৃতীয়-ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
কমলাকান্তের দপ্তর। একাদশ সংখ্যা। আমাব দুর্গোৎসব।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। গৌড়েশ্বর নাটক। শ্রীরমেশচন্দ্র লাহীড়ি কর্ত্তৃক প্রণীত। সন ১২৮০ সাল। কলিকাতা শিবাদহ যন্ত্রে মুদ্রিত।
২। বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত। শ্রীঈশানচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। এলাহাবাদ বিক্টোরিয়া যন্ত্র।
৩। প্রমোদকামিনী কাব্য। শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা। ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং।
৪। হিতাবলী। দ্বিতীয় ভাগ। হিতোপদেশপূর্ণ বাঙ্গালায় পদ্যগ্রন্থ। শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র গুহ কর্ত্তৃক বিরচিত। কলিকাতা বাঙ্গালা সাপ্তাহিক রিপোর্ট যন্ত্র।
৫। The Music and Musical Notation of various countries. By Loke Nath Ghose Calcutta, J. N Ghose and Biswas.
৬। জীবন মরীচিকা। অর্থাৎ সংসারে সুখসাধনার্থ লোকেরা যে সকল চেষ্টা করেন, ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে তৎসমুদায় যে অকর্ম্মণ্য হয়, ইহাই প্রতীয়মান করণোপযোগী কতিপয় বিবরণ মিরাজ অব লাইফ নামক ইংরেজি গ্রন্থ হইতে শ্রীগৌরনারায়ণ রায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত। কলিকাতা। হিতৈষী যন্ত্র। ১২৭৬।
৭। গীতহাব। অর্থাৎ নানাবিষয়ক শুদ্ধ সংগীত। শ্রীগঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা বেঙ্গল সুপিরিয়ব যন্ত্র। ১৮৭৪।
৮। পদ্যমুকুল। প্রথম ভাগ। শ্রীরামলাল চক্রবর্ত্তি বিরচিত। কলিকাতা। গুপ্ত প্রেস।
৯। নব মালিকা। বিবিধ বিষয়ি পদ্যমালা। শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক (প্রণীত?)। কলিকাতা।
১০। বিলাপতরঙ্গ। অর্থাৎ মাতৃবিয়োগ বিধুর কতিপয় সন্তানের আক্ষেপ। শ্রীমহিমাচন্দ্র বসু প্রকাশিত। ঢাকা সুলভ যন্ত্র।
১১। শ্রীমন্মহীধরকৃত বেদদীপ নামা সংহিতা উদাত্তাদি স্বরচিহ্ন সমন্বিতা ... বাজসনেয়ি

সংহিতা ...। কাশ্যধীতবেদাদি ... সংটিপ্য সংশোধ্য। ... কলিকাতা, সত্যযন্ত্র।

অগ্রহায়ণ, অষ্টম সংখ্যা

ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা : ব্যবসায় বিভাগ।	[প্র]	শ্রীলালমোহন শর্ম্মা
জাতিভেদ। চতুর্থ পরিচ্ছেদ।	[প্র]	শ্রীয[যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ]
বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত। ষষ্ঠ প্রস্তাব।	[প্র]	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রজনী। সপ্তম-অষ্টম পবিচ্ছেদ। দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথম-দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
ভালবাসার অত্যাচার।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
অধঃপতন সঙ্গীত।	[ক]	[বঙ্কিমচন্দ্র]

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। চিত্তবিনোদন কাব্য। শ্রীঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত। বর্দ্ধমান অর্য্যমা যন্ত্রে প্রোপ্রাইটর শ্রীহরিমোহন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত। সন ১২৭৪ সাল। মূল্য দশ আনা।

পৌষ, নবম সংখ্যা

কোম্‌ত দর্শন।	[প্র]	[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]
সেকাল আর একাল।*	[স,প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
দ্বিতীয় প্রবন্ধ।^৫	[স,প্র]	অস্বাক্ষরিত
জাতিভেদ। তৃতীয় পবিচ্ছেদের পরিশিষ্ট। অর্থনীতিমতে জাতিভেদের বিচাব।	[প্র]	শ্রীযঃ[যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ]
কল্পতরু।†	[স,প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
রজনী। তৃতীয়-চতুর্থ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। ভারতে যবন। শ্রীকিরণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা।
২। বালা-বোধিনী। প্রথম ভাগ। শ্রীমধুসূদন সেন প্রণীত। ঢাকা।
৩। ভূগোলসার। অল্পবয়স্ক বালক বালিকাদিগের ব্যবহারার্থ শ্রী নরেন্দ্রনাথ কোঙর সঙ্কলিত। কলিকাতা।

* সেকাল আর একাল। শ্রীরাজনারায়ণ বসু প্রণীত, কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে।
† কল্পতরু। শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা। ক্যানিঙ লাইব্রেরি। ১২৮১।

৪। পদ্য পাঠাবলী। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীলোকনাথ গুহ প্রণীত। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্র।

মাঘ, দশম সংখ্যা

খাদ্য। ১ সংখ্যা।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
আমার সঙ্গীত।	[ক]	শ্রীনঃ[নবীনচন্দ্র সেন]
ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা : বিবাহবিধি ও বিবাদবিষয়ে।	[প্র]	শ্রীলালমোহন শর্ম্মা
বাঙ্গালার ইতিহাস।*	[স,প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
কালেজ রি ইউনিয়ন।	[ক]	শ্রীকৃষ্ণ[দাস]
রজনী। পঞ্চম-ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
ভারত মহিমা।	[প্র]	[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]
বৃত্রসংহার।† ১ম সংখ্যা।	[স,প্র]	অস্বাক্ষরিত

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সম্পাদকীয় উক্তি।[৬]

ফাল্গুন, একাদশ সংখ্যা

কমলাকান্তের দপ্তর। একটি গীত।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক মত।‡	[স,প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
সমাজ বিজ্ঞান।	[প্র]	[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]
বৃত্রসংহার। ২য় সংখ্যা।	[স,প্র]	অস্বাক্ষরিত
খাদ্য। দ্বিতীয় সংখ্যা।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
পূর্ব্বরাগ।	[ক]	রজ
রজনী। সপ্তম পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
নানা কথা।[৭]	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]

---

* প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস। শ্রী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল, বিরচিত। মেসুয়ার্স জে জি চাটুর্য্যা এণ্ড কোং কলিকাতা।

† বৃত্রসংহার কাব্য। প্রথম খণ্ড। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা।

‡ ন্যায়পদার্থ তত্ত্ব। বাঙ্গালা দর্শন। শ্রীহরিকিশোর তর্কবাগীশ প্রণীত। কলিকাতা। গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

চৈত্র, দ্বাদশ সংখ্যা

ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা। পরিবারবর্গের সহিত, বিবাদ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।	[প্র]	শ্রীলালমোহন শর্ম্মা
রজনী। তৃতীয় খণ্ড। প্রথম-তৃতীয় পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
কৃষ্ণচরিত্র।*	[স,প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
বিষধর।†	[স,প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
ভাই ভাই।	[ক]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
কমলাকান্তের দপ্তর। বিড়াল।	[প্র] শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী	[বঙ্কিমচন্দ্র]
মহিষমর্দ্দিনী।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
সংগীত সমালোচনা।[৮]	[প্র]	শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়
নানা কথা।	[প্র]	

* প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ। শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত: চুঁচুঁড়া—সাধারণী যন্ত্র।

† *The Thanatophidia of India*, J Fayrer London 1872 *Report on Indian & Australian Snake poisoning*. Calcutta 1874.

প্রাসঙ্গিক তথ্য
বঙ্গদর্শন
তৃতীয় খণ্ড। ১২৮১।

১. বৈশাখ, ১২৮১-তে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের "শ্রীহর্ষ" প্রবন্ধে শ্রীহর্ষের বাসভূমি সম্পর্কে রামদাস সেন-এর দেওয়া তথ্য সঠিক নয় বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে—সে বিষয়ে বঙ্গদর্শন সম্পাদকের মন্তব্য আছে।

২. নবীনচন্দ্র সেনের "চিহ্নিত সুহৃদ" কবিতাটি বঙ্গদর্শন সম্পাদক এখানে সম্পূর্ণ ছাপেন নি। এবিষয়ে তিনি কবিতাটির শেষে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখছেন, "এই উৎকৃষ্ট কবিতার শেষাংশ অনুমোদনীয় নহে। বং সম্পাদক।"

৩. বৈশাখ ১২৮১-তে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের "প্রাচীনা ও নবীনা" প্রবন্ধটির প্রতিবাদ করে শ্রীচণ্ডিকাসুন্দরী দেবী, শ্রীলক্ষ্মিমণি দেবী এবং রসময়ী দাসী এই তিন ছদ্মনামে বঙ্কিমচন্দ্র "তিনরকম" নামে তিনটি কৃত্রিম পত্র লেখেন।

৪. স্থানাভাবের জন্য 'বিবাহ ও পুত্রত্ব সম্বন্ধে মনুর মত' বইটির সমালোচনা এখানে করা সম্ভব হয়নি। শুধুমাত্র নাম উল্লেখ করে বঙ্গদর্শন সম্পাদক বলেন,

> "স্থানাভাবে প্রযুক্ত এই গ্রন্থ ও অন্যান্য বহুসংখ্যক গ্রন্থের সমালোচনা হইতেছে না। ক্রমে হইবে। গ্রন্থকারগণ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

৫. পৌষ, ১২৮১-তে বঙ্কিমচন্দ্রকৃত 'সেকাল আর একাল'-এর সমালোচনার শেষে 'দ্বিতীয় প্রবন্ধ' নামে বইটির আরও-একটি সমালোচনা মুদ্রিত হয়। লেখকের নাম অস্বাক্ষরিত। কেন বঙ্গদর্শন সম্পাদক নিজের এই সমালোচনা প্রবন্ধটির সঙ্গে আর-একজনের সমালোচনাও জুড়ে দিলেন—সে বিষয়ে তাঁর মন্তব্য,

> "এই প্রবন্ধ যন্ত্রস্থ হইলে পর আমরা কোন কৃতবিদ্য লেখকের নিকট হইতে রাজনারায়ণবাবুর পুস্তকের নিম্নলিখিত সমালোচনা প্রাপ্ত হইলাম। লেখকের মতের সঙ্গে আমাদিগের নিজ মতের সর্ব্বত্র ঐক্য নাই। কিন্তু নব্যসম্প্রদায় আত্মপক্ষ সমর্থনে যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন, তাহা তাঁহারা বলিতে অধিকারী; আমরা প্রবন্ধান্তরে অন্যপ্রকার গ্রন্থ সমালোচনা করিয়াছি বলিয়া এই লেখকের মতগুলি একসঙ্গে অপ্রচারিত রাখিতে অধিকারী নহি। ইচ্ছা করিলে সকল সম্প্রদায়ের লোক আপন২ মত বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করিতে পারেন; ইহা বঙ্গদর্শনের উদ্দেশ্য অতএব আমরা দ্বিতীয় প্রবন্ধটিকেও এস্থানে সন্নিবেশিত করিলাম। বং সম্পাদক"

এছাড়া এই ''দ্বিতীয় প্রবন্ধ''-টি সম্পর্কে বঙ্গদর্শন সম্পাদকের গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য আছে।

৬. **বঙ্গদর্শন**-এর এই সংখ্যা থেকে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বিভাগটি বন্ধ হয়ে যায়, সম্পাদকীয় উক্তিতে বঙ্কিমচন্দ্র এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন,

> ''বহুসংখ্যক গ্রন্থ আমাদিগের নিকট অসমালোচিত রহিয়াছে। গ্রন্থকারগণও ব্যস্ত হইয়াছেন। কেন সেসকল গ্রন্থ এপর্য্যন্ত সমালোচিত হয় নাই, তাহা যে বুঝে না, তাহাকে বুঝান দায়। বুঝাইতেও আমরা বাধ্য কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ। কিছু বুঝাইলেও ক্ষতি নাই। প্রথম, স্থানাভাব। বঙ্গদর্শনের আকার ক্ষুদ্র; অন্যান্য বিষয়ের সন্নিবেশের পরে প্রায় স্থান থাকে না। দ্বিতীয় অনবকাশ। আজি কালি বাঙ্গালা ছাপাখানা ছারপোকার সঙ্গে তুলনীয় হইয়াছে; উভয়ের অপত্য বৃদ্ধির সীমা নাই, এবং উভয়েরই সন্তানসন্ততি কদর্য এবং ঘৃণাজনক। যেখানে ছারপোকার দৌরাত্ম্য সেখানে কেহ ছারপোকা মারিয়া নিঃশেষ করিতে পারে না; আর যেখানে বাঙ্গালা গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রেরিত হয়, সেখানে তাহা পড়িয়া কেহ শেষ করিতে পারে না। আমরা যত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা সকল পাঠান্তর সমালোচনা করা যায়, এত অবকাশ নিষ্কর্ম্মা লোকের থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গদর্শন লেখকদিগের কাহারও নাই। থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। থাকিলেও বাঙ্গালা গ্রন্থমাত্র পাঠ করা যে যন্ত্রণা, তাহা সহ্য করিতে কেহই পারে না। ''বৃত্রসংহার'' বা ''কল্পতরু'' বা তদ্বৎ অন্যান্য বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করা সুখের বটে, কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করা এরূপ গুরুতর যন্ত্রণা, যে তাহার অপেক্ষা অধিকতর দণ্ড কিছুই আমাদের আর স্মরণ হয় না।
>
> অনেকে বলিতে পারেন, যদি তোমাদিগের এ অবকাশ বা ধৈর্য্য নাই, তবে এ কাজে ব্রতী হইয়াছিলে কেন? ইহাতে আমাদিগের এই উত্তর, যে আমরা বিশেষ না জানিয়া এ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। আর করিব না। বঙ্গদর্শনে যাহাতে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আর না প্রকাশ হয় এমত চেষ্টা করিব।
>
> আমাদের স্থূল বক্তব্য এই যে আমাদের নিকট যে সকল গ্রন্থ এক্ষণে অসমালোচিত আছে বা যাহা ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হইব, তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবে না। কোন২ গ্রন্থের সম্বন্ধে আমরা পূর্ব প্রথানুসারে সবিস্তারে সমালোচনা করিব।''

৭. সংক্ষিপ্ত সমালোচনার পরিবর্তে এই সংখ্যায় শুরু হলো 'নানাকথা' বিভাগটি। দেশবিদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিশেষ বিশেষ রচনার পরিচয় দেওয়া ছাড়াও অন্যান্য বিষয়েও এই বিভাগে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শুরু হয়। যেমন চিনের 'ফর্মোসা' উপদ্বীপের আদিম জাতির চালচলন, 'আর্সেনিক' ব্যবহারের নানা দিক অথবা কোন দেশের লোক 'মৃত্তিকা' ভোজন করে ইত্যাদি বিষয়ে খবর থাকত এই বিভাগে। এরি মধ্যে সম্পাদকের মন্তব্য,

''বঙ্গদর্শনে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু যাঁহারা দীর্ঘ প্রবন্ধ নিয়ত পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন না তাঁহাদিগের প্রীত্যর্থ আমরা ''নানাকথার'' সন্নিবেশ আরম্ভ করিলাম।''

৮. কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ''সংগীত সমালোচনা'' প্রবন্ধটির শেষে সম্পাদক মন্তব্য করেছেন,

''এই প্রবন্ধটি আমরা অনেকদিন পাইয়াছি, ইহার প্রথমাংশ হারাইয়া ফেলিয়াছি বিবেচনায়, ইহা এপর্য্যন্ত পত্রস্থ করি নাই। ইহা অন্য কোন পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে কিনা তাহাও জানি না। লেখককৃত বিচার, ভাল কি মন্দ তাহাও জানি না, কেননা বিচার্য্য বিষয়ে সম্পাদক সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তবে একস্থানের ভাষা রূঢ় বলিয়া পরিত্যাগ করা গিয়াছে।''

বঙ্গদর্শন

চতুর্থ খণ্ড। ১২৮২

বৈশাখ, প্রথম সংখ্যা

শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
কমলাকান্তের দপ্তর। ১৪ সংখ্যা। মশক।	[প্র]	কাপুরুষ—কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী [বঙ্কিমচন্দ্র]
রজনী। তৃতীয়-ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
ঋতুবর্ণন।*	[স,প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
মিল, ডার্বিন, এবং হিন্দুধর্ম্ম।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
সুখচর।	[ক]	শ্রীগোপালকৃষ্ণ ঘোষ
দেবতত্ত্ব। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।	[প্র]	[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]

জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যা

বৌদ্ধ ধর্ম্ম।	[প্র]	শ্রীরামদাস সেন
বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত। সপ্তম প্রস্তাব।	[প্র]	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বিদ্যাপতি।	[প্র]	[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]
নিদ্রিত প্রণয়।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার

আষাঢ়, তৃতীয় সংখ্যা

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত। পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।	[প্র]	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বংশ রক্ষা।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
মনুষ্য ও বাহ্য জগৎ।†	[স,প্র]	[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]
শৈশবসহচরী। প্রথম-সপ্তম পরিচ্ছেদ।	[উ]	[পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

* ঋতুবর্ণন। শ্রীগঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত। চুঁচুড়া সাধারণী যন্ত্র।

† Buckles' works Mahaffy's Lectures on Primitive civilizations. Smith's History of Greece & c.

ক্লিওপেট্রা।	[ক]	[নবীনচন্দ্র সেন]

শ্রাবণ, চতুর্থ সংখ্যা

হরিহর বাবু।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
সাহসাঙ্ক চরিত।	[প্র]	শ্রীরামদাস সেন
ক্লিওপেট্রা। পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।	[ক]	[নবীনচন্দ্র সেন]
শৈশবসহচরী। অষ্টম-দশম পরিচ্ছেদ।	[উ]	[পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]
বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত। অষ্টম প্রস্তাব।	[প্র]	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
নাটক পরিচ্ছেদ।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
বাঙ্গালার পূর্ব্ব কথা।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
দরিদ্র যুবক।	[ক]	শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী [নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

ভাদ্র, পঞ্চম সংখ্যা

দেবীবর ঘটক ও যোগেশ্বর পণ্ডিত।	[প্র]	শ্রীলালমোহন শর্ম্মা
উত্তর।	[ক]	[নবীনচন্দ্র সেন]
আদিম মনুষ্য।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
কুঞ্জবনে কমলিনী।	[ক]	[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]
রজনী। চতুর্থ খণ্ড। প্রথম-দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
শিবজী। প্রথম পরিচ্ছেদ।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
শৈশবসহচরী। একাদশ-ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]
পদ্য। সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
দ্রৌপদী।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
সম্পাদকীয় উক্তি।[১]	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]

আশ্বিন, ষষ্ঠ সংখ্যা

চৈতন্য। প্রথম-দ্বিতীয় অধ্যায়।	[প্র]	[শ্রীকৃষ্ণ দাস]
ভাবী বসুমতী।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
সূর্য্যমণ্ডল।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
আত্মাভিমান।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত

শ্মশানে ভ্রমণ।	[প্র]	[চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়]
ভারতভূমির অভ্যর্থনা।	[ক]	[হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]
নৃত্য।	[প্র]	[সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]
শৈশবসহচরী। চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]
রজনী। পঞ্চম খণ্ড। প্রথম পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]

কার্ত্তিক, সপ্তম সংখ্যা

রজনী। দ্বিতীয়-চতুর্থ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
লজ্জা কেন করি।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
গড়ের মাঠের ইডেন পার্ককে কানন হইতে উঠাইয়া আনিবার সময় বনস্থলীর প্রতি মিস ইডেনের উক্তি।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
সাম্য। তৃতীয় প্রস্তাব।		[বঙ্কিমচন্দ্র]
কোন ''স্পেশিয়ালের'' পত্র।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
উড়িষ্যার পথে প্রভাত।*	[ক]	অস্বাক্ষরিত
পলাশির যুদ্ধ।†	[স,প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
রাধারাণী। ১-৪।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]

অগ্রহায়ণ, অষ্টম সংখ্যা

রাধারাণী। ৫-৬।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
চৈতন্য। তৃতীয়-চতুর্থ অধ্যায়।	[প্র]	শ্রী শ্রীকৃষ্ণ দাস
বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার।‡ দ্বিতীয় প্রস্তাব।	[প্র]	শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য
রজনী। ষষ্ঠ খণ্ড। প্রথম-তৃতীয় পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
শৈশবসহচরী। পঞ্চদশ-সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

---

* নীলগিরিমালা বালেশ্বর হইতে পুরীযায়ী পন্থার কিয়দ্দূর পশ্চিমে থাকিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছে—এই পথের উপর অশ্ব-শকটে শুক্ল ত্রয়োদশীর তিমিরশেষা রাত্রির প্রভাত বর্ণন।—ছন্দঃমাত্রাবৃত্ত।

† পলাশীর যুদ্ধ। (কাব্য) শ্রীনবীন চন্দ্র সেন প্রণীত। কলিকাতা। নূতন ভারত যন্ত্র। ১২৮১।

‡ সম্বন্ধ নির্ণয়। বঙ্গদেশীয় আদিম জাতি সমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত। শ্রীলাল মোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

সুহৃৎ-সঙ্গম।	[ক]	শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কলেজ রিউনিয়নের দ্বিতীয় সম্মিলন উপলক্ষে।*		
বর্ষ সমালোচন।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]

পৌষ, নবম সংখ্যা

জ্যোতিষিক সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।	[প্র]	শ্রীনীঃ
বাঙ্গালি কবি কেন?	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
চৈতন্য। পঞ্চম অধ্যায়।	[প্র]	শ্রী শ্রীকৃষ্ণ দাস
নীতিকুসুমাঞ্জলি।	[প্র]	[রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়]
কৃষ্ণকান্তের উইল। প্রথম-পঞ্চম পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
শৈশবসহচরী অষ্টাদশ-একবিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

মাঘ, দশম সংখ্যা

পালি ভাষা ও তৎসমালোচন।	[প্র]	শ্রীরামদাস সেন
নীতিকুসুমাঞ্জলি। পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।	[প্র]	শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
জ্যোতিষিক সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।	[প্র]	শ্রীনীঃ
কৃষ্ণকান্তের উইল। ষষ্ঠ-অষ্টম পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
চৈতন্য। ষষ্ঠ অধ্যায়।	[প্র]	শ্রী শ্রীকৃষ্ণ দাস
ধাত্রীশিক্ষা।†	[স,প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
কালিদাসের উপমা।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
ভারতমহিলা।‡ প্রথম-দ্বিতীয় অধ্যায়।	[প্র]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]

ফাল্গুন, একাদশ সংখ্যা

ভারতমহিলা। দ্বিতীয়-তৃতীয় অধ্যায়।	[প্র]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
বৌদ্ধ মত ও তৎসমালোচন।	[প্র]	শ্রীরামদাস সেন

---

* লেখকের নিয়োগানুসারে বঙ্গদর্শনে এই কবিতা প্রকাশিত হইল। ইহা রি-উইনিয়নে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল।

† ধাত্রীশিক্ষা এবং প্রসুতি-শিক্ষা। ডাক্তার শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। চুঁচুড়া। ১৮৭৫।

‡ এই প্রবন্ধ মহারাজ শ্রীযুক্ত হূলকার প্রদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য বি, এ, প্রণীত।

প্রেম নিমজ্জন।	[ক]	শ্রীগোপালকৃষ্ণ ঘোষ
নীতিকুসুমাঞ্জলি।	[ক]	[রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়]
চৈতন্য। অষ্টম অধ্যায়।	[প্র]	শ্রী শ্রীকৃষ্ণ দাস
কৃষ্ণকান্তের উইল। নবম পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
বেদ।	[প্র]	শ্রীরামদাস সেন
কালিদাসের উপমা।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত

চৈত্র, দ্বাদশ সংখ্যা

বেদ। পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।	[প্র]	শ্রীরামদাস সেন
গঙ্গা স্তব।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
ভারতমহিলা। চতুর্থ-ষষ্ঠ অধ্যায়। উপসংহার।	[প্র]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
নীতিকুসুমাঞ্জলি।	[ক]	[রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়]
বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ।	[প্র]	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১২৮৩-তে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়নি]

প্রাসঙ্গিক তথ্য
বঙ্গদর্শন
চতুর্থ খণ্ড। ১২৮২।

১. ''দেবীবর ঘটক ও যোগেশ্বর পণ্ডিত'' প্রবন্ধটি ছাপতে বিলম্ব হওয়ার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন বঙ্গদর্শন সম্পাদক,

> ''দেবীবর ঘটক বিষয়ে যে প্রবন্ধ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল, তাহা শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত ''সম্বন্ধ-নির্ণয়'' নামক উৎকৃষ্ট অভিনব পুস্তকের এক অংশ। ঐ পুস্তক প্রকাশের পূর্ব্বে বিদ্যানিধি মহাশয় তদংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভাদ্র মাসে ঐ প্রবন্ধটি যন্ত্রস্থ হইয়া প্রস্তুত ছিল, কিন্তু নানা বিঘ্ন বশতঃ বঙ্গদর্শন প্রচারে বিলম্ব হইল। ইতিমধ্যে মূল পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে।''

বঙ্গদর্শন পত্রিকার সূচি

বঙ্গদর্শন

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

পঞ্চম খণ্ড। ১২৮৪

[সম্পাদক : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

বৈশাখ, প্রথম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যা

বাহুবল ও বাক্যবল। প্রথম পরিচ্ছেদ।	[প্র]	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
খদ্যোত।	[প্র]	মনুষ্য-খদ্যোত[বঙ্কিমচন্দ্র]

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। মাধবিকা। নাটক।

২। বাঙ্গালা শিক্ষা। বাবু সিদ্ধেশ্বর রায় কৃত বাঙ্গালা শিক্ষা প্রথম ভাগ।

৩। অপরিচিত গ্রন্থ।

৪। পুরাতন গ্রন্থ। মূল্য চারি আনা।

৫। সভ্যতার ইতিহাস। প্রথম খণ্ড। শ্রী শ্রীকৃষ্ণ দাস প্রণীত, শ্রী দৈবকীনন্দন সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা ভবানী চরণ দাসের লেন দাস এণ্ড কোম্পানির বিজ্ঞান যন্ত্রে মুদ্রিত।

৬। সুধীরঞ্জন। দ্বারকানাথ অধিকারী প্রণীত তৎপুত্র শ্রীনীলরতন অধিকারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আষাঢ়, তৃতীয় সংখ্যা

সতীদাহ।[১]	[প্র]	[চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়]
বেদবিভাগ।	[প্র]	শ্রীরামদাস সেন
"ভুলো না ও কুহুস্বর, ভুলো না আমায়।"	[ক]	[হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]
সভ্যতা।	[প্র]	রা,কৃ[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]
বোম্বাই ও বাঙ্গালা। প্রথম প্রস্তাব।	[প্র]	নঃ নাঃ[নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়]
কৃষ্ণকান্তের উইল। সপ্তদশ-বিংশতিতম পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
আমার মালা গাঁথা।	[প্র]	কৃ

শ্রাবণ, চতুর্থ সংখ্যা

ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ।	[প্র]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
বঙ্গে ধর্ম্মভাব।	[প্র]	[চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়]
শান্তিধর্ম্ম ও সাহসশিক্ষা।	[প্র]	[চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়]
কৃষ্ণকান্তের উইল। একবিংশতিতম-ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
শৈশবসহচরী। পঞ্চবিংশতিতম-সপ্তবিংশতিতম পরিচ্ছেদ।	[উ]	[পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]
বাঙ্গালা সাহিত্য।	[প্র]	[সঞ্জীবচন্দ্র]

ভাদ্র, পঞ্চম সংখ্যা

সর্পবিষ চিকিৎসা।*	[স,প্র]	[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]
বোম্বাই ও বাঙ্গালা। দ্বিতীয় প্রস্তাব।	[প্র]	শ্রীনঃ নাঃ[নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়]
কৃষ্ণকান্তের উইল। চতুর্ব্বিংশতিতম-অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
বঙ্গে উন্নতি।	[প্র]	[চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়]
শৈশবসহচরী। অষ্টাবিংশ-ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]
বাহুবল ও বাক্যবল। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]

আশ্বিন, ষষ্ঠ সংখ্যা

শঙ্করাচার্য্য কি ছিলেন?	[প্র]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
শৈশবসহচরী। ত্রিংশ-দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]
নববার্ষিকী গ্রন্থের লিখিত বাঙ্গালার খ্যাতিমান্ ব্যক্তিগণ।†	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
পঞ্জাব ও শিখসম্প্রদায়। প্রথম প্রস্তাব।	[প্র]	শ্রীনঃ নাঃ[নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়]
তর্ক সংগ্রহ। প্রথম-দ্বিতীয় তর্ক।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
কৃষ্ণকান্তের উইল। ঊনত্রিংশ-দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্তের সমালোচনা।‡ প্রথম ভাগ—মনুষ্যত্ব কি?	[স,প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]

কার্ত্তিক, সপ্তম সংখ্যা

কালিদাস প্রণীত গ্রন্থের ভৌগোলিক তত্ত্ব। প্রথম প্রস্তাব। মেঘদূত।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
সতীদাহ। প্রতিবাদ।	[প্র]	শ্রীনঃ নাঃ[নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়]
আর্য্যগণের আচার ব্যবহার।	[প্র]	শ্রীরামদাস সেন
কৃষ্ণকান্তের উইল। প্রথম বৎসর। ত্রয়োস্ত্রিংশ-ষট্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
ডাহিরসেনাপতি নাটক।§	[স,প্র]	অস্বাক্ষরিত

া সেন গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা ১৪৬ নং ফৌজদারী বালাখানা আয়ুর্ব্বেদ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য বার আনা।

† নববার্ষিকী। কলিকাতা। ভিক্টোরিয়া যন্ত্র। শ্রীবিপিনবিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

‡ জনষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, প্রণীত। কলিকাতা, ১২৮৪।

§ শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ প্রণীত। ৯৭ কলেজ ষ্ট্রীট, মজুমদার এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত।

অগ্রহায়ণ, অষ্টম সংখ্যা

বৈজিকতত্ত্ব। প্রথম পরিচ্ছেদ।	[প্র]	[সঞ্জীবচন্দ্র]
শৈশবসহচরী। ত্রয়োস্ত্রিংশ-পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]
তর্ক সংগ্রহ। তৃতীয় তর্ক।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
কালিদাস প্রণীত গ্রন্থের ভৌগোলিক তত্ত্ব। প্রথম প্রস্তাব। মেঘদূত।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
কৃষ্ণকান্তের উইল। দ্বিতীয় বৎসর।[২] সপ্তত্রিংশ-চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]

পৌষ, নবম সংখ্যা

কমলাকান্তের পত্র।	[প্র]	শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী [বঙ্কিমচন্দ্র]
জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনী সমালোচনা।* দ্বিতীয় প্রস্তাব—মিলপ্রদত্ত শিক্ষা।	[স,প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
কৃষ্ণকান্তের উইল। একচত্বারিংশত্তম-পঞ্চচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
বেদ ও বেদব্যাখ্যা।	[প্র]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
বৈজিকতত্ত্ব। দ্বিতীয়-তৃতীয় পরিচ্ছেদ।	[প্র]	[সঞ্জীবচন্দ্র]

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। চিকিৎসাতত্ত্ব ও চিকিৎসাপ্রকরণ। শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বি এ, এম বি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। তৃতীয় সংস্করণ। ভবানীপুর, সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে শ্রীব্রজমাধব বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

২। উপন্যাস-মালা। শ্রীযুক্ত রায় শশিচন্দ্র দত্ত বাহাদুর প্রণীত। নং ৩ মৃজাপুর ষ্ট্রীট, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। ভারত-উদ্ধার অথবা চারি আনা মাত্র (ভবিষ্য ইতিহাসের একপৃষ্ঠা) শ্রীরামদাস শর্ম্মা বিরচিত।

মাঘ, দশম সংখ্যা

মানব ও যৌননির্ব্বাচন।	[প্র]	[চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়]

* জনষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম, এ, প্রণীত। যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কেনিঙ লাইব্রেরি। ১৮৭৭।

মণিপুরের বিবরণ। প্রথম প্রস্তাব।	[প্র]	শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ
বৃত্র সংহার।* দ্বিতীয় খণ্ড।	[স,প্র]	[সঞ্জীবচন্দ্র]
ইউরোপে শাক্যসিংহের পূজা।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
তর্কতত্ত্ব।†	[স,প্র]	অস্বাক্ষরিত
কৃষ্ণকান্তের উইল।[৩]	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
ষট্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ। পরিশিষ্ট। সমাপ্ত।		
শৈশবসহচরী। ষট্ত্রিংশ-অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

ফাল্গুন, একাদশ সংখ্যা

গঙ্গাধর শর্ম্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা। প্রথম-চতুর্থ পরিচ্ছেদ।	[আ]	[চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়]
পঞ্জাব ও শিখ সম্প্রদায়। দ্বিতীয় প্রস্তাব।	[প্র]	[নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়]
শঙ্করাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী।	[প্র]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
শৈশবসহচরী। ঊনচত্ত্বারিংশ-একচত্ত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ। সমাপ্ত।	[উ]	[পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]
কমলাকান্তের পত্র। পলিটিক্স।		[বঙ্কিমচন্দ্র]
বৃত্রসংহার। দ্বিতীয় সংখ্যা।	[স,প্র]	[সঞ্জীবচন্দ্র]
কাল বৃক্ষ।	[ক]	শ্রীগোপালকৃষ্ণ ঘোষ

চৈত্র, দ্বাদশ সংখ্যা

সংযুক্তা।‡ ১-৩।	[ক]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
গঙ্গাধর শর্ম্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা। পঞ্চম-ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।	[আ]	[চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়]
বৃত্রসংহার। তৃতীয় সংখ্যা।	[স,প্র]	[সঞ্জীবচন্দ্র]
তর্কসংগ্রহ। চতুর্থ তর্ক—অদৃষ্ট।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
বৈজিকতত্ত্ব। চতুর্থ-পঞ্চম পরিচ্ছেদ।	[প্র]	[সঞ্জীবচন্দ্র]
রাজসিংহ। প্রথম-চতুর্থ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]

* বৃত্রসংহার। কাব্য। দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা। ১৭ সংখ্যক ভবানীচরণ দত্তের লেন। ১২৮৪ সাল।

† তর্কতত্ত্ব বা পাশ্চাত্য ন্যায়। শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র প্রণীত। কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন-যন্ত্র, ১৮৭৮।

‡ পৃথ্বীরাজের মহিষী—কান্যকুব্জ রাজার কন্যা।

প্রাসঙ্গিক তথ্য
বঙ্গদর্শন
পঞ্চম খণ্ড। ১২৮৪

১. আষাঢ়, ১২৮৪-র ''সতীদাহ'' প্রবন্ধটির শেষে বঙ্গদর্শন সম্পাদকের মন্তব্য,

> ''এই প্রবন্ধে যে সকল পক্ষ সমর্থিত হইয়াছে, তাহা আমাদিগের মতে অনেক স্থানে অনুমোদনীয় নহে। কিন্তু বঙ্গদর্শনে সকল প্রকার মত সমর্থিত ও সমালোচিত হউক ইহা আমাদিগের ইচ্ছা; স্বাধীন সমালোচনা ভিন্ন উন্নতি নাই। সে জন্যও বটে, এবং লেখকের লিপিচাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়াও বটে, আমরা এ প্রবন্ধ পত্রস্থ করিলাম।—বং সং।''

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, কার্তিক সংখ্যায় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আষাঢ়ে প্রকাশিত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের ''সতীদাহ''-এর প্রতিবাদে ''সতীদাহ'' নামে প্রবন্ধ লেখেন।

২. অগ্রহায়ণ, ১২৮৪-র ''কৃষ্ণকান্তের উইল, দ্বিতীয় বৎসর'' শিরোনামের মাথায় তারকা চিহ্নে পাদটীকায় মুদ্রণ প্রমাদ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি কৌতুককর মন্তব্য,

> ''গত সংখ্যা বঙ্গদর্শনে যেসকল ঘটনা বিবৃত করা হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় বৎসরের ঘটনা। কাপিতে ''দ্বিতীয় বৎসরই'' লিখিত ছিল। কিন্তু মুদ্রাকরের প্রেতগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক তৎপরিবর্ত্তে ''প্রথম বৎসর'' আদেশ করিয়াছেন। আমি চরিতার্থ হইয়াছি—পাঠকগণও হইয়া থাকিবেন।''

৩. মাঘ ১২৮৪-তে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসটি শেষ হল। অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত এই উপন্যাসে গোবিন্দলালের হাতে রোহিণীর মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যু নিয়ে সেসময়ে পাঠকমহলে নানা বিতর্ক উঠেছিল। অনেক পাঠক বঙ্কিমচন্দ্রকেও এবিষয়ে প্রশ্ন করেন। এইসব প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র মাঘ সংখ্যায় তৃতীয় প্যারাগ্রাফের শেষে তারকা চিহ্নে মন্তব্য করেন,

> ''অগ্রহায়ণ মাসের 'বঙ্গদর্শন' বাহির হওয়ার পরে, অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—''রোহিণীকে মারিলেন কেন?'' অনেক সময়েই উত্তর করিতে বাধ্য হইয়াছি, ''আমার ঘাট হইয়াছে।'' কাব্যগ্রন্থ, মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যাসকলের ব্যাখ্যা মাত্র, এ কথা যিনি না বুঝিয়া, এ কথা বিস্মৃত হইয়া কেবল গ্রন্থের অনুরোধে উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধ্য হই।''

বঙ্গদর্শন

ষষ্ঠ খণ্ড। ১২৮৫

বৈশাখ, প্রথম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যা

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। সুশিক্ষিত চরিত। কলিকাতা ১২৮৫।
২। নলিনী। অধরলাল সেন বিরচিত।
৩। টক্‌সিকোলজিকাল চার্ট। কলিকাতা মেডিকাল কালেজের গ্রাজুয়েট শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা কৃত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

আষাঢ়, তৃতীয় সংখ্যা

রাজসিংহ। দ্বাদশ-চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
তর্কসংগ্রহ। কারণ ভেদ।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
নানক।	[প্র]	[রজনীকান্ত গুপ্ত]
গঙ্গাধরশর্ম্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা। একাদশ-দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।	[আ]	[চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়]
সমাজের পরিবর্ত্ত কয়রূপ।	[প্র]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
রাগ নির্ণয়।	[প্র]	শ্রীরামদাস সেন
বন্ধুতা। পুরুষোত্তম-সন্ধ্যা-সমুদ্রতীর।	[ক]	শ্রীনঃ[নবীনচন্দ্র সেন]
একজন বাঙ্গালি গবর্ণরের অদ্ভুত বীরত্ব।	[প্র]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। নিশীথ-চিন্তা। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত।
২। মানস-কুসুম। পদ্যগ্রন্থ। শ্রীকেশবচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত মূল্য আট আনা মাত্র।
৩। পরিচারিকা। মাসিক পত্র।—কলিকাতা জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫।
৪। হঠাৎ বাবু। প্রহসন। মূল্য এক আনা মাত্র।
৫। প্রাইমারি গ্রামার। মথুরানাথ বর্ম্মা কর্ত্তৃক সংগৃহীত। মূল্য চারি আনা।
৬। কবিতা। শ্রীযাদবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। গুপ্ত প্রেস কলিকাতা।
৭। শূরবালা সুরবালা। স্বর্ণলতা বিরচিত। হরিনাভি সাহিত্য-উৎসাহিনী সভা হইতে প্রকাশিত।
৮। কুসুমকলিকা। শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
৯। কুমারী কার্পেণ্টারের সংক্ষিপ্ত জীবনী। রায় যন্ত্র। মূল্য দুই আনা মাত্র। ১৮৭৭।
১০। ইণ্ডিয়ান পিল্‌গ্রিম। ইংরেজি পদ্য। যোগেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত।

শ্রাবণ, চতুর্থ সংখ্যা

রাজসিংহ। পঞ্চদশ-ষোড়শ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
তর্কসংগ্রহ। কার্য্য কারণ সম্বন্ধ।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
বৈজিকতত্ত্ব। অষ্টম পরিচ্ছেদ।	[প্র]	[সঞ্জীবচন্দ্র]
গঙ্গাধরশর্ম্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা। ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।	[আ]	[চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়]
প্রাচীন ভারতবর্ষ।* বৈদেশিক চিত্র।	[স,প্র]	[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]
কমলাকান্তের পত্র। বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব।	[প্র]	শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী [বঙ্কিমচন্দ্র]

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। সার সংগ্রহ। প্রথম খণ্ড। অর্থাৎ নানা গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ স্থানের অনুকরণ অনুবাদ ও ভাব। শ্রী আবদুল হামিদ খাঁ কর্ত্তৃক সংগৃহীত। ময়মনসিংহ, ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য এক আনা মাত্র।

২। ভগিনীবিলাপ। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাঁ কর্ত্তৃক বিরচিত।

৩। তত্ত্বদর্শন। শ্রীপূর্ণচন্দ্র মিত্র প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা।

ভাদ্র, পঞ্চম সংখ্যা

গঙ্গাধর শর্ম্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা। পঞ্চদশ-ষোড়শ পরিচ্ছেদ।	[আ]	[চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়]
দুর্গোৎসব।†	[ক]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
বাঙ্গালীর বীরত্ব।	[প্র]	[রজনীকান্ত গুপ্ত]
রাগনির্ণয়।	[প্র]	শ্রীরামদাস সেন
জুরীর বিচার।	[ক]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
রাজসিংহ। সপ্তদশ-উনবিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]

আশ্বিন, ষষ্ঠ সংখ্যা

কারণবাদ ও অদৃষ্টবাদ।	[প্র] নঃ নাঃ	[নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়]

---

* Ancient India as described by Megasthenes and Arrian by J. W. McCrindle, M.A., Principal of the Government College, Patna.

† এই কাব্যে ছন্দের নিয়ম পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘিত হইয়াছে—ব্যাকরণের ত কথাই নাই।—লেখক।

গঙ্গাধর শর্ম্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা। সপ্তদশ-অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।	[আ]	[চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়]
মণিপুরের বিবরণ। দ্বিতীয় প্রস্তাব।	[প্র]	শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ
ভার্গববিজয়।*	[স,প্র]	[চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়]
ইয়াং বাঙ্গালির সামাজিক বুদ্ধি। প্রথম প্রস্তাব।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
উৎকলের প্রকৃতাবস্থা।	[প্র]	শ্রীদীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কার্ত্তিক, সপ্তম সংখ্যা

সমাজসংস্কার।	[প্র]	শ্রীনঃ নাঃ[নগেন্দ্রনাথ চ ।পাধ্যায়]
বাঙ্গালির জন্য নূতন ধর্ম্ম।[২]	[প্র]	শ্রীচঃ[চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়]
উৎকলের প্রকৃতাবস্থা।	[প্র]	শ্রীদীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
গঙ্গাধর শর্ম্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা। ঊনবিংশ-বিংশ পরিচ্ছেদ।	[আ]	[চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়]
ভারতবর্ষের লোকবৃদ্ধির ফল।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
মাধবীলতা। উপন্যাস। সূচনা। ১-২।	[উ]	[সঞ্জীবচন্দ্র]

অগ্রহায়ণ, অষ্টম সংখ্যা

রত্নরহস্য।	[প্র]	শ্রীরামদাস সেন
উৎকলের প্রকৃতাবস্থা।	[প্র]	শ্রীদীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
গঙ্গাধর শর্ম্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা। একবিংশ-ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।	[আ]	[চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়]
অশনি।	[ক]	শ্রীমনোরঞ্জন গুহ
মাধবীলতা। ৩-৫।	[উ]	[সঞ্জীবচন্দ্র]
চিত্তমুকুর।† পদ্যগ্রন্থ।	[স,প্র]	[ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]
লোকশিক্ষা।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। শরীরপালন। ডাক্তার শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ৮ম সংস্করণ। চিকিৎসা প্রকাশ যন্ত্র সন ১২৮৫।

* ভার্গববিজয় কাব্য। শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, আলবার্ট প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

† কলিকাতা ৪৪নং বেণিয়াটোলা লেন, রায় যন্ত্রে শ্রীআশুতোষ ঘোষাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত। সন ১২৮৫। মূল্য বার আনা মাত্র। গ্রন্থকারের নাম লিখিত নাই।

২। জাতীয় উদ্দীপনা। ঢাকা গিরিশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

৩। প্রকৃতিতত্ত্ব। শ্রী শ্রীরাম পালিত প্রণীত। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৪। দুঃখিনী। প্রথম খণ্ড। শ্রীহরিশ্চন্দ্র সরকাব প্রণীত। পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দে দ্বারা সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। কলিকাতা। বি, পি, এমস্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

৫। ভুবনমোহিনী প্রতিভা। Edited and published by Nabin Chandra Mukherjee. গুপ্ত প্রেস, কলিকাতা।

৬। কবিতানিকর। প্রথমভাগ। গৌড়াপাড়া স্কুলের ছাত্র শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা চিকিৎসা প্রকাশ যন্ত্রে শ্রীনিত্যানন্দ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। ১২৮৪ শাল।

৭। কুসুম-বিকাশ। প্রথম ভাগ। নিম্নশ্রেণীর বালক বালিকাগণের শিক্ষার্থ ময়মনসিংহ ভারতমিহির যন্ত্রে শ্রীযদুনাথ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত। ১৭৯৭ শকঃ।

পৌষ, নবম সংখ্যা

মন্দর পর্ব্বত।*	[প্র]	[চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়]
রত্নরহস্য। মুক্তা।	[প্র]	শ্রীরামদাস সেন
বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি।	[প্র]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
তবু বুঝিল না মন।	[ক]	[ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]
বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
গঙ্গাধর শর্ম্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা। চতুর্ব্বিংশ-পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।	[আ]	[চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়]

মাঘ, দশম সংখ্যা

গুরুগোবিন্দ।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
গঙ্গাধর শর্ম্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা। ষড়্‌বিংশ-সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।	[আ]	[চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়]
বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার। প্রাকৃত প্রকরণ।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
মনুষ্যজাতির উন্নতি।	[প্র]	[চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়]
মাধবীলতা। ৬-৯।	[উ]	[সঞ্জীবচন্দ্র]
জেন্দ অবস্থা।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত

* Asiatic Society's Journal vol. xx.

ফাল্গুন, একাদশ সংখ্যা

বঙ্গোন্নয়ন। প্রথম-দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।	[প্র]	তা.প্র.চ [তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়]
গঙ্গাধর শর্ম্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা। অষ্টাবিংশ-ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।	[আ]	[চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়]
বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
অশোক।*	[প্র]	[রজনীকান্ত গুপ্ত]
প্রত্যাখ্যান।	[ক]	[নবীনচন্দ্র সেন]
মাধবীলতা। ১০-১২।	[উ]	[সঞ্জীবচন্দ্র]
মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য।	[প্র]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। বাল্য উদরাময়। শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দত্ত প্রণীত। বহরমপুর। অরুণোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা।

২। মানব সংস্কারক। শ্রীসেখ আবদুল লতিফ কর্ত্তৃক লিখিত। মেদিনীপুর। মূল্য আট আনা।

চৈত্র, দ্বাদশ সংখ্যা

গঙ্গাধরশর্ম্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা। একত্রিংশ-দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।	[আ]	[চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়]
একসচেঞ্জ।	[প্র]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
তৈল।	[ল.প্র]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
চন্দ্রের বৃত্তান্ত।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
বিবেক ও নৈরাশ।	[ক]	[ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]
বঙ্গোন্নয়ন। তৃতীয় পরিচ্ছেদ।	[প্র]	তা.প্র.চ [তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়]
পদোন্নতির পন্থা। অসন্তোস, অতৃপ্ত উন্নতির মূলভিত্তি।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]

[১২৮৬-তে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়নি]

---

* Proceedings of the A. Soc. Beng. No 1, 1879. Wheeler's India, III. &c. &c

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বঙ্গদর্শন

ষষ্ঠ খণ্ড। ১২৮৫

১. জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫-তে প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' সম্পর্কে সমালোচনা প্রবন্ধ ''কুন্দনন্দিনী''। এর আগে বঙ্গদর্শন-এ বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো বইয়ের সমালোচনা বেরোয় নি। তাই, এই প্রসঙ্গে সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র মন্তব্য করেন,

> ''এ পর্য্যন্ত বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাদির কোন সমালোচনা প্রকাশিত হয় নাই। তাহার কারণ এই যে প্রথম চারি বৎসর বঙ্কিম বাবু স্বয়ং বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন—নিজ গ্রন্থসম্বন্ধে কোন সমালোচনা পত্রস্থ করিতেন না। এক্ষণে তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদক নহেন, অধিকারীও নহেন। অন্যান্য লেখকদিগের ন্যায় তিনি বঙ্গদর্শনের একজন লেখক মাত্র। যদি হেমবাবু প্রভৃতি অন্যান্য লেখকদিগের গ্রন্থ সকল বঙ্গদর্শনে সমালোচিত হইতে পারে, তবে বঙ্কিমবাবুরও গ্রন্থ সমালোচিত হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান সম্পাদক বঙ্কিমবাবুর সহিত নিকট সম্বন্ধবিশিষ্ট—এজন্য তাঁহার ইচ্ছা নহে যে বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাদির কোন সমালোচনা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তবে এই প্রবন্ধটি পত্রস্থ করিবার কারণ এই যে পূর্ণবাবু স্বয়ং একজন সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক, তিনি যখন প্রবন্ধে স্বাক্ষর করিয়াছেন তখন এই প্রবন্ধোক্ত মতামতসম্বন্ধে সাধারণসমীপে তিনি একাই দায়ী—সম্পাদকের কোন জবাবদিহি নাই। এরূপ অবস্থা ভিন্ন বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থসম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ আমরা পত্রস্থ করিব না। পক্ষান্তরে, কোন সুপরিচিত লেখক, স্বাক্ষরিত করিয়া ইহার প্রতিবাদ পাঠাইলে তাহাও আমরা আদরে গ্রহণ করিব। বং সং।''

২. ''বাঙ্গালির জন্য নূতন ধর্ম্ম'' প্রবন্ধটিতে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম রয়েছে 'সনাতন ধর্ম্ম প্রচারে সেন্ট পল শ্রীচঃ।'

বঙ্গদর্শন

সপ্তম বৎসর। ১২৮৭

বৈশাখ, প্রথম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যা

আষাঢ়, তৃতীয় সংখ্যা

বঙ্গ বৈজ্ঞানিক।	[প্র]	শ্রীয,গো
অভিজ্ঞান শকুন্তল। ২। দুষ্মন্ত—নাটকের চরিত্র।	[প্র]	[চন্দ্রনাথ বসু]
শিক্ষা।	[প্র]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
বাঙ্গালার জ্বর।*	[স,প্র]	অস্বাক্ষরিত
মাধবীলতা। ১৩-১৫।	[উ]	[সঞ্জীবচন্দ্র]

শ্রাবণ, চতুর্থ সংখ্যা

মিরন্দা ও কপালকুণ্ডলা।	[প্র]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
মৎস্যদেশ।	[প্র]	হ্র, কে, ভ,
শঙ্করাচার্য্যের তিরস্কার।	[প্র]	শঙ্করাচার্য্য বঙ্গদেশী
ভূতের জাতি।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
মাধবীলতা। ১৬-১৭।	[উ]	[সঞ্জীবচন্দ্র]
উপাসনাবিষয়ক তুলনা।	[প্র]	শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
হৃদয়-উদাস।	[প্র] যৌবনে সন্ন্যাসী	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব। শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। ভারতসভার নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রচারিত; মূল্য দুই আনা মাত্র।

২। চিকিৎসক (রোগ ও ঔষধ)। শ্রী শ্রীশচন্দ্র রায় ভি,এল,সি,এন,ডি প্রণীত। হরিনাভী, মূল্য দশ আনা মাত্র।

ভাদ্র, পঞ্চম সংখ্যা

অভিজ্ঞানশকুন্তল। ৩। শকুন্তলা—নাটকের চরিত্র।	[প্র]	[চন্দ্রনাথ বসু]
কালেজীশিক্ষা।	[প্র]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
শশ-ধর।	[ক] শ্রীঈঃ	[ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]
মাধবীলতা। ১৮-১৯।	[উ]	[সঞ্জীবচন্দ্র]
মালাচন্দন।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত

সরল জ্বরচিকিৎসা। প্রথম ভাগ। গৃহস্থ আর, পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারদের জন্য। ডাক্তার শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ১৬০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট। মূল্য ২ টাকা চার আনা।

আশ্বিন, ষষ্ঠ সংখ্যা

মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত। প্রথম-চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।	[প্র]	শ্রীদর্পনারায়ণ পূতিতুণ্ড প্রণীত [বঙ্কিমচন্দ্র]
অভিজ্ঞান-শকুন্তল। ৪। দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা।	[প্র]	[চন্দ্রনাথ বসু]
রত্নতত্ত্ব।	[প্র]	শ্রীরামদাস সেন
পশ্চিমদেশে বাঙ্গালার জ্বর।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত

কার্ত্তিক, সপ্তম সংখ্যা

নূতন খাজানার আইন সম্বন্ধে কলিকাতা রিবিউ এর মত।	[প্র]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
অভিজ্ঞান শকুন্তল। ৫। ইহার অর্থ।	[প্র]	[চন্দ্রনাথ বসু]
চন্দ্রগুপ্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী।	[প্র]	র.স[রামদাস সেন]
মাধবীলতা। ২০-২৩।	[উ]	[সঞ্জীবচন্দ্র]

অগ্রহায়ণ, অষ্টম সংখ্যা

জ্যোসেফ্ ম্যাট্সিনি।*	[স,প্র]	পূর্ণচন্দ্র বসু
মাধবীলতা। ২৪-২৭।	[উ]	[সঞ্জীবচন্দ্র]
বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
ভট্টাচার্য্য বিদায়প্রণালী।	[প্র]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
ঢাকা ও পূর্ব্ববাঙ্গালা। প্রথম প্রস্তাব।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত

পৌষ, নবম সংখ্যা

বঙ্গোন্নয়ন। পঞ্চম পরিচ্ছেদ।	[প্র]	তা,প্র,চ.[তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়]
চাকুরীর পরীক্ষা।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
অভিজ্ঞান শকুন্তল। ৬। অন্যান্য ব্যক্তিগণ।	[প্র]	[চন্দ্রনাথ বসু]
পালামৌ। প্রথম অংশ।	[প্র]	প্র.না.ব.[সঞ্জীবচন্দ্র]
বাঙ্গালির উৎপত্তি। প্রথম পরিচ্ছেদ।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]

---

* ইতালীর ইতিবৃত্ত-সম্বলিত ম্যাট্সিনির জীবনবৃত্ত। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম, এ, প্রণীত। শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১২৮৬।

বাল্মীকির জয়।	[প্র]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
যার কাজ সেই করুক।	[প্র]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]

মাঘ, দশম সংখ্যা

বাঙ্গালার পাঠক পড়ান ব্রত।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
রত্নরহস্য। মুক্তা।	[প্র]	শ্রীরামদাস সেন
মাধবীলতা। ২৮-৩০।	[উ]	[সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]
বাল্মীকির জয়। দ্বিতীয়-তৃতীয় খণ্ড।	[প্র]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
বাঙ্গালির উৎপত্তি। দ্বিতীয় অধ্যায়।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
জল।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত

ফাল্গুন, একাদশ সংখ্যা

বাঙ্গালির উৎপত্তি। তৃতীয় পরিচ্ছেদ।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
বাঙ্গালা সাহিত্য।* বর্তমান শতাব্দীর।	[প্র]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
পালামৌ। দ্বিতীয় অংশ।	[প্র]	প্র,না,ব[সঞ্জীবচন্দ্র]
মাধবীলতা। ৩১।	[উ]	[সঞ্জীবচন্দ্র]

চৈত্র, দ্বাদশ সংখ্যা

বাঙ্গালির উৎপত্তি। চতুর্থ পরিচ্ছেদ।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
আনন্দমঠ।	[উ]	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
উপক্রমণিকা। প্রথম খণ্ড। প্রথম-দশম পরিচ্ছেদ।		
গৃহসন্ন্যাস।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
বাল্মীকির জয়। চতুর্থ-পঞ্চম খণ্ড।	[প্র]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
আমার পরাণ।	[ক]	শ্রীঈঃ[ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। শম্ভু-বংশ-চরিত। অর্থাৎ কাকিনীয়াধিপতি মহোদয়গণের বংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। শ্রীবনওয়ারিচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত।

২। ভারত মহিলা। শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, প্রণীত, ১২৮২ সালের বঙ্গদর্শন

* সাবিত্রী লাইব্রেরীর বাৎসরিক উপলক্ষে শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই প্রস্তাবটি পাঠ করিয়াছিলেন।

হইতে উদ্ধৃত। মূল্য আট আনা।

৩। কৃষিশিক্ষা। শ্রীকালীময় ঘটক প্রণীত, কলিকাতা চিকিৎসাযন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

৪। কুসুমারিন্দম অর্থাৎ স্বকপোলকল্পিত উপন্যাস। শ্রীইন্দ্রনারায়ণ পাল প্রণীত।

৪। সদানন্দ। বিদ্রূপ পত্র। ঢাকা গিরিশ যন্ত্রে মুন্সি মওলাবক্স প্রিন্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শন

অষ্টম বৎসর। ১২৮৮

বৈশাখ, প্রথম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যা

* যোগেশ কাব্য। শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ৮৪ নং রাধাবাজার কলিকাতা প্রেসে মুকর্জি কোম্পানির দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য ১, এক টাকা।

† মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা রায় যন্ত্রে মুদ্রিত সন ১২৮৮ সাল।

আষাঢ়, তৃতীয় সংখ্যা

অভিজ্ঞান শকুন্তল। ৭। ইহার গল্প।	[প্র]	[চন্দ্রনাথ বসু]
আনন্দমঠ। ঊনবিংশ-পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
ভূমিষ্ঠ শিশুর প্রতি।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
সাবেক ''মনুষ্যত্ব'' ও হালের ''সাইন করা।	[প্র]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
রত্নরহস্য। মাণিক্য।	[প্র]	শ্রীরামদাস সেন
পালামৌ। তৃতীয় অংশ।	[উ]	প্র.না.ব.[সঞ্জীবচন্দ্র]
বাঙ্গালায় কলের কাপড়।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত

শ্রাবণ, চতুর্থ সংখ্যা

আনন্দমঠ। দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথম-ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।	[উ]	বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
রঙ্গমতী।[২] কাব্য। শ্রীনবীনচন্দ্র সেন প্রণীত।	[স,প্র]	[প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]
পালামৌ। চতুর্থ অংশ।	[উ]	প্র.না.ব[সঞ্জীবচন্দ্র
রস।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
বাঙ্গালা ভাষা।	[প্র]	'গ্রাডুএট'[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
রত্নরহস্য। মাণিক্য। দ্বিতীয় প্রস্তাব।	[প্র]	শ্রীরামদাস সেন

ভাদ্র, পঞ্চম সংখ্যা

বহুপতিত্ব।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
ফুলের ভাষা।	[প্র]	[চন্দ্রনাথ বসু]
যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহবাদ।	[প্র]	শ্রী অঃ[অক্ষয়চন্দ্র সরকার]
আনন্দমঠ। সপ্তম-নবম পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
বঙ্গদেশের পরাধীনতা।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
আহার VERSUS বিবাহ।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
কমলাকান্তের জোবানবন্দী।	[প্র]	খোসনবীশ জুনিয়র[বঙ্কিমচন্দ্র]
কৃষিতত্ত্ব।	[স,প্র]	অস্বাক্ষরিত

আশ্বিন, ষষ্ঠ সংখ্যা

আনন্দমঠ। দশম-একাদশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[কার্ত্তিক থেকে চৈত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি]

বাল্মীকিব জয়। শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ প্রণীত। কলিকাতা, ১৭ নং ভবানীচরণ দত্তের লেন, রায় যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বঙ্গদর্শন

অষ্টম খণ্ড। ১২৮৮

১. এই সংখ্যায় 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন' শিরোনামে বিভাগটি নেই। কিন্তু 'কল্পনা' মাসিক পত্রিকাটির সমালোচনা দিয়েই সংখ্যাটি শেষ হয়েছে।

২. শ্রাবণ ১২৮৮-তে (ইং ১৮৮১) নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যগ্রন্থ 'রঙ্গমতী'-র সমালোচনা করেছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এর সুনির্দিষ্ট প্রমাণ, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লেখা প্রফুল্লচন্দ্রের একটি চিঠি। ১৮৮০-তে লেখা প্রফুল্লচন্দ্রের এই চিঠিটি বিশিষ্ট গবেষক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের 'সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য' বইয়ে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেখানে চিঠির তারিখ ১৮৮০-র পরিবর্তে ছাপা হয়েছে "Decr. 18th 1883"(পৃ. ১৪১-৪২)। এবং চিঠির বয়ানেও কিছু মুদ্রণ-ত্রুটি রয়েছে। সাল-তারিখ ভুল ছাপার জন্য 'রঙ্গমতী'-র সমালোচক কে তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। ১৮৮১-তে প্রফুল্লচন্দ্র বঙ্গদর্শনে 'রঙ্গমতী'-র সমালোচনা করে থাকলে তিনি ১৮৮৩-তে কী করে সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখেন, "Kindly send me the two numbers of Bangadarsan in which my review will appear." 'রঙ্গমতী'-র সমালোচক প্রফুল্লচন্দ্র—গোপালচন্দ্র রায়ের এই অভিমত সঙ্গত কারণেই বঙ্কিম-গবেষক অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য মানতে চাননি। তিনি মন্তব্য করেছেন, গোপালচন্দ্র রায়ের "গ্রন্থে প্রফুল্লচন্দ্রের লেখা Decr. 18th 1883 তারিখের একটি চিঠি উদ্ধৃত হয়েছে। চিঠিটি ১৮৮১ জুলাইয়ের পূর্ববর্তী না হলে চিঠিটির কোনই সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না।" ('বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী', পৃ. ৫৬৯)।

কিন্তু চিঠিটির প্রকৃত তারিখ "Dated December 18th, 1880." বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্রের (নৈহাটি) আর্কাইভে রক্ষিত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে এখন সুনির্দিষ্টভাবেই বলা যায় যে, এই সংখ্যায় 'রঙ্গমতী'-র সমালোচক ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-ই। মূল চিঠির বয়ানটি সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হল।

Dated December,
18th, 1880.

My dear Sanjibbabu,

In my humble opinion, and my genuine writing, whether in prose or po-

etry, cannot be altered or abridged by anybody else, except by the writer himself. Otherwise, it is to that extent lamed and maimed and nothing more. In my review of Rangamati, I do not recollect to have said any word amiss or not from my conviction & I therefore I cannot find out where it can be abridged & where not. Under so much uncertainty I think it would be the best thing if it is put to types as it is, without being abridged or altered any where--I know the paper is too long to appear in a single issue, but there is no help for it. It may appear in parts in two of the issues of Bangadarsan. Originally I intended to make my review a short one, but I afterwords found that I could not in justice to the work reviewed.

Bankimbabu always allowed me the indulgence of letting my articles appear as they were, and I hope, you too will do the same. Kindly send me the two numbers of Bangadarsan in which my review will appear.

Yours Sincerely

Prafulla Ch. Banerji

[Bankim-Bhavan Archive, Misc. letters, letter no. B. 7.]

বঙ্গদর্শন

নবম খণ্ড। ১২৮৯

বৈশাখ, প্রথম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যা

* এই পদ্য কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থ স্ত্রীলোকের লেখা। আমরা ইহার কেবল দুই এক স্থানে যৎসামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াছি। সম্পাদক।

† Nature; Vide Three essays on Religion By J. S. Mill.

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। সভার কার্য্যনির্ব্বাহবিষয়ক বিধি। হৌস অফ কমন্স সভার সহকারী ক্লার্ক শ্রীযুক্ত পালগ্রেভ সাহেব বিরচিত 'চেয়ারম্যান্‌স্ হ্যাণ্ডবুক' নামক ইংরাজী গ্রন্থ হইতে ভাষান্তরিত। ভবানীপুর যন্ত্র। মূল্য আট আনা।

২। বন-প্রসূন। শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় বিরচিত। কলিকাতা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র। ১৮৮২। মূল্য বার আনা।

৩। দুই শিকারী। মূল্য চাব আনা।

আষাঢ়, তৃতীয় সংখ্যা

বাঙ্গালিদিগের পৌরুষ।	[প্র]	তা.প্র.চ.[তাবাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায]
বিষ্ণুপুর হইতে মহারাষ্ট্রদিগের প্রস্থান। প্রাচীন কবিতা।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য।	[প্র]	শ্রীযো[যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ]
মহারাজা নন্দকুমার রায়।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
কাঞ্চনমালা। প্রথম খণ্ড। ১-৫ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
সেইদিন।	[ক]	শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। মেঘেতে-বিজলী বা হরিশ্চন্দ্র। শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত। মূল্য চার আনা।

২। প্রবাহ। মাসিক সন্দর্ভ ও সমালেচন। শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। শ্রীবি, ব্যানার্জী এবং কোম্পানি দ্বারা প্রকাশিত।

৩। রাজ উদাসীন। শাক্যসিংহ ও রামমোহন রায়। কলিকাতা ৩৭ নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীট। বীণাযন্ত্রে, শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত মূল্য চার আনা।

৪। যাবনিকা পরাক্রম। উপন্যাস। নীলরতন রায়চৌধুরী প্রণীত। মূল্য বার আনা।

শ্রাবণ, চতুর্থ সংখ্যা

কাঞ্চনমালা। দ্বিতীয় ভাগ। ১-৬ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
তৃতীয় খণ্ড। ১-৩ পরিচ্ছেদ।		
জাল প্রতাপচাঁদ। ১-৭ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[সঞ্জীবচন্দ্র]
অদৃষ্ট।	[প্র]	[চন্দ্রনাথ বসু]
ক্ষুদ্র উপন্যাস সমালোচন।*	[স,প্র]	অস্বাক্ষরিত

তাবকনাথ বিশ্বাস প্রণীত গিরিজা নামক উপন্যাস ।

ভাদ্র, পঞ্চম সংখ্যা

কাঞ্চনমালা। চতুর্থ পরিচ্ছেদ। ১-৩।	[উ]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য।	[প্র]	শ্রীযো[যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ]
কোকিল।	[প্র]	[চন্দ্রনাথ বসু]
জাল প্রতাপচাঁদ। ৮-১৩ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[সঞ্জীবচন্দ্র]

আশ্বিন, ষষ্ঠ সংখ্যা

মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয়।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
কাঞ্চনমালা। পঞ্চম খণ্ড। ১-৫। ষষ্ঠ খণ্ড। ১-৯।	[উ]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
জাল প্রতাপচাঁদ। ১৪-১৭ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[সঞ্জীবচন্দ্র]

কার্ত্তিক, সপ্তম সংখ্যা

অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য।	[প্র]	শ্রীযো[যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ]
কাঞ্চনমালা। সপ্তম খণ্ড। ১-৬।	[উ]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
কাকাতুয়া।	[প্র]	শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত [বঙ্কিমচন্দ্র]
জাল প্রতাপচাঁদ। ১৮-২২ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[সঞ্জীবচন্দ্র]
বঙ্গে বিজ্ঞান।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত

অগ্রহায়ণ, অষ্টম সংখ্যা

রজনীর মৃত্যু।	[ক]	[অক্ষয়কুমার বড়াল]
অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য।	[প্র]	শ্রীযো[যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ]
রত্নরহস্য।	[প্র]	শ্রীরামদাস সেন
জগৎশেঠ।	[প্র]	[রজনীকান্ত গুপ্ত]
কাঞ্চনমালা। অষ্টম খণ্ড। ১-৩। নবম খণ্ড। ১-৪।	[উ]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
ইহলোক ও পরলোক।	[প্র]	[চন্দ্রনাথ বসু]
মেঘদূত।	[স,প্র]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। ঊষা-হরণ বা অপূর্ব মিলন। গীতিনাট্য। শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত গীতিনাট্য।

মূল্য দুই আনা মাত্র।

২। মায়াবতী। শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত গীতিনাট্য। ১৬৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কর প্রেস। ১৫ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই আনা।

৩। সতীবাসনা। পদ্য। শ্রীঈশানচন্দ্র সেনগুপ্ত দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য চার আনা।

৪। বসন্তোপহার। গীতিকাব্য সংগ্রহ। রায় যন্ত্রে মুদ্রিত। রায় প্রেস ডিপজিটরিতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা মাত্র।

পৌষ, নবম সংখ্যা

জীয়ন্ত মানুষের ভূত। [প্র] অস্বাক্ষরিত

কাঞ্চনমালা। দশম অধ্যায়। ১-৬। ৫-৭। [উ] [হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
একাদশ খণ্ড। ১,২,৪।

জীবন ও পরলোক। [প্র] [চন্দ্রনাথ বসু]

রাজা সিতাব রায়। [প্র] অস্বাক্ষরিত

মেঘদূত। দ্বিতীয় অংশ। [স,প্র] [হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]

পঞ্চভূত। [প্র] [অস্বাক্ষরিত]

দেবী চৌধুরাণী। প্রথম খণ্ড। প্রথম-তৃতীয় পরিচ্ছেদ। [উ] [বঙ্কিমচন্দ্র]

মাঘ, দশম সংখ্যা

দেবী চৌধুরাণী। চতুর্থ-ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। [উ] [বঙ্কিমচন্দ্র]

কাঞ্চনমালা। দ্বাদশ খণ্ড। ১-৪। [উ] [হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
ত্রয়োদশ খণ্ড। ১,২,৫। চতুর্দশ খণ্ড। ১-৬।

হিন্দু-পত্নী। [প্র] [চন্দ্রনাথ বসু]

হনূমদ্বাবু সংবাদ। [ল,প্র] [বঙ্কিমচন্দ্র]

[illegible] সমালোচন।

১। শরীর-রক্ষণ। ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির কৃত। কলিকাতা ক্যানিং প্রেস।

২। কুসুম-কানন। শ্রীঅধরলাল সেন বিরচিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলিকাতা। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র।

৩। হৃদয়-প্রতিধ্বনি। শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত বিরচিত। কলিকাতা। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র।

৪। তৃণ-পুঞ্জ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বিরচিত। কলিকাতা। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র।

৫। পদ্য-ব্যাকরণ। হুগলী। বুধোদয় যন্ত্র।

৬। কবিতা-কল্প-লতিকা। শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত। কলিকাতা। রাজকীয় যন্ত্র।

৭। ফুলের সাজি। শ্রীকুঞ্জবিহারী বসু কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কর প্রেস। কলিকাতা।

ফাল্গুন, একাদশ সংখ্যা

দেবী চৌধুরাণী। সপ্তম-নবম পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
কোথা রাখি প্রাণ।	[ক]	[ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]
মেঘদূত। তৃতীয় অংশ।	[স,প্র]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
BRANSONISM	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
যাত্রার ইতিবৃত্ত।	[প্র]	[সঞ্জীবচন্দ্র]
পালামৌ। ষষ্ঠ অংশ।	[প্র]	প্র.না.ব[সঞ্জীবচন্দ্র]
পরলোক কোথায়?	[প্র]	[চন্দ্রনাথ বসু]

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা।

১। বিনোদমালা। গীতিকাব্য। কলিকাতা, চিকিৎসাতত্ত্ব যন্ত্র।
২। বনফুল। কাব্য। কলিকাতা, আলবার্ট যন্ত্র।
৩। যাদবনন্দিনী। কাব্য।
৪। সুখধাম বিনাশ। কাব্য। প্রথম খণ্ড। শ্রীমহিমচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক অনুবাদিত। ময়মনসিংহ ভাবতমিহির যন্ত্র।
৫। পদ্য-কুসুমাবলী। প্রথম খণ্ড। ভবানীপুর সোমপ্রকাশ যন্ত্র।
৬। দুখ-সঙ্গিনী। গীতিকাব্য। কলিকাতা। ভারত যন্ত্র।

চৈত্র, দ্বাদশ সংখ্যা

রত্নলঙ্কার।	[প্র]	শ্রীরামদাস সেন
দেবী চৌধুরাণী। দশম-ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
সিরাজ উদ্দৌল্লা। প্রথম-দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
বিবাহের বয়স এবং উদ্দেশ্য।	[প্র]	[চন্দ্রনাথ বসু]

[illegible] সমালোচনা।

১। রাজস্থান। রাজপুতজাতির ইতিবৃত্ত। শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনুবাদিত। শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ বরাট কর্তৃক প্রকাশিত। ৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট বরাট প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা মাত্র।
২। গ্রন্থাবলী, গদ্য ও পদ্য। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত। ১৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা।

বঙ্গদর্শন পত্রিকার সূচি

বঙ্গদর্শন
মাসিকপত্র ও সমালোচন।
দশম খণ্ড। ১২৯০

[সম্পাদক : শ্রীশচন্দ্র মজুমদার]

[বৈশাখ থেকে আশ্বিন সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি]

কার্ত্তিক, সপ্তম সংখ্যা

দেবী চৌধুরাণী। চতুর্দ্দশ-সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
ব্রহ্মচর্য্য।*	[প্র]	[চন্দ্রনাথ বসু]
হায় কি হলো?	[ক]	অস্বাক্ষরিত
দশমহাবিদ্যা।† গীতিকাব্য।	[স,প্র]	[অক্ষয়চন্দ্র সরকার]
নারায়ণ।	[প্র]	শ্রীযো[যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ]
রঘুবংশ।	[প্র]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। আত্মোৎসর্গ বা প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ, এম, এ, প্রণীত। কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি দ্বারা প্রকাশিত। ৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট বরাট প্রেসে শ্রীরামচরণ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য দুই আনা মাত্র।

২। বাল্যসখা। প্রথম ভাগ। [বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়নি।]

* গত ১৯শে সেপ্টেম্বর সিটিকলেজগৃহে এই প্রবন্ধ বাবু চন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল।

† শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং কর্ত্তৃক বহুবাজার ২৪৯ নং ভবনে ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৮৮২।

অগ্রহায়ণ, অষ্টম সংখ্যা

পশুপতি-সম্বাদ। প্রথম-দ্বিতীয় ভাগ।	[উ]	[চন্দ্রনাথ বসু]
ধূমকেতু ও উল্কাপাত।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
দেবী চৌধুরাণী। দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথম-চতুর্থ পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রীযুক্তবাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
আর্যকালে রত্নপরীক্ষা।	[প্র]	শ্রীরামদাস সেন

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। মহাপূজা। শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। শ্রীহট্ট ইউনাইটেড কোম্পানীর যন্ত্রে শ্রীমথুরানাথ দে দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য দেড় আনা।

২। কবিতা-কুসুমমালা। প্রথম ভাগ। শ্রীমুন্‌সী আবদুল আলা কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ৯২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট বরাট প্রেসে শ্রীবামাচরণ মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত। মূল্য আট আনা মাত্র।

৩। ব্রাহ্মণ। আর্যধর্ম-প্রচারিকা মাসিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা ২/১ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, মণিরাম যন্ত্রে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৪। রাজতরঙ্গিণী। শ্রীলোকনাথ ঘোষ কর্তৃক কলিকাতা ২/১ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, মণিরাম যন্ত্রে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫। আদিসার সংগ্রহ। অর্থাৎ অশ্বিনিশির প্রাপ্ত মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত। কালনা নিবাসী শ্রীযোগীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত মল্লিক কবিরাজ কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা, ৪৭নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট. সাহিত্য যন্ত্রে শ্রীনিধিরাম পাইন দ্বারা মুদ্রিত। ১২৮৮।

৬। নীলিমা। উপন্যাস। কলিকাতা ঝামাপুকুর লেন, ২০ সংখ্যক ভবনস্থ সরস্বতী যন্ত্রে শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১২৯০ সাল।

৭। নিত্যদর্শন গীতা। শ্রীসিদ্ধেশ্বর দাস সম্পাদক। শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস প্রকাশক। কার্যালয় ৮নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট কলিকাতা।

পৌষ, নবম সংখ্যা

দেবী চৌধুরাণী। পঞ্চম-অষ্টম পরিচ্ছেদ।	[উ]	[বঙ্কিমচন্দ্র]
রঘুবংশ। দ্বিতীয় প্রস্তাব।	[প্র]	[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]
পশুপতি-সম্বাদ। তৃতীয়-চতুর্থ ভাগ।	[উ]	[চন্দ্রনাথ বসু]
ফুলের প্রণয়-ভাষা।	[ক]	অস্বাক্ষরিত

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। Life of the Honb'le Justice Dwaraka Nath Mitter by Dinabundhu Sanyal Calcutta : Published by the author, Berhampur, 1883.

২। জীবন-সঞ্চার। শ্রীযোগেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত কলিকাতা, ১২৭নং মসজিদবাড়ী প্রেসে শ্রীনীলাম্বর বিদ্যারত্ন দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৩। পৌষ-পার্বণ। (রসকাব্য)। সায়েব শ্রীনেহালচাঁদ প্রণীত। কলিকাতা, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মাঘ, দশম সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। কৃষিপদ্ধতি। অর্থাৎ কৃষিবিষয়ক মাসিক পত্রিকা। বরাহনগর নর্সারি হইতে শ্রীউমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। কলিকাতা, বাগবাজার রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রীট ৮৪নং নব সারস্বত যন্ত্রে শ্রীনবকুমার বসু দ্বারা মুদ্রিত। ১২৯০।

২। মন্দারকুসুম। নাটক।

৩। কেশব বিয়োগ। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত। ৯৭নং কলেজ ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত। ১২৯০।

[ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি]

* এই প্রবন্ধ বহরমপুর থিওজফিকাল সভার বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল।

বৈশাখ। প্রথম সংখ্যা।

বঙ্গদর্শন।

[নব পর্য্যায়]

মাসিক পত্র।

৪৮নং গ্রে ষ্ট্রীট, 'কাইসর' মেশিন যন্ত্রে,
শ্রীবগলাচরণ বড়াল দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৮।

বঙ্গদর্শন পত্রিকার সূচি

বঙ্গদর্শন [নবপর্য্যায়]

মাসিকপত্র।

প্রথম বর্ষ : ১৩০৮

[সম্পাদক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

বৈশাখ, প্রথম সংখ্যা

৪। উমা। শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। মূল্য এক টাকা দুই আনা।

ঘ. মাসিক সাহিত্য সমালোচনা। [রবীন্দ্রনাথ]

১। ভারতী। বৈশাখ। উড়িষ্যার মঠ।
২। নব্যভারত। চৈত্র। বেঙ্গল গেজেট ও সমাচারদর্পণ।
৩। সাহিত্য। ফাল্গুন।
৪। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ফাল্গুন।
৫। প্রদীপ। চৈত্র।
৬। সাহিত্য-সংহিতা। চৈত্র।
৭। প্রবাসী। বৈশাখ।

জ্যৈষ্ঠ[১], দ্বিতীয় সংখ্যা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
খুশ্‌রোজ্।	[প্র]	শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী
চোখের বালি। ৫-১০।	[উ]	[রবীন্দ্রনাথ]
জীব-কোষ।	[প্র]	শ্রীজগদানন্দ রায়
একটি কথা।	[ক]	শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী
নকলের নাকাল।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
কবিচরিত।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
কবির বিজ্ঞান।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]

আষাঢ়, তৃতীয় সংখ্যা

সমাজভেদ।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
সদানন্দ।	[গ]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
সাগর-কথা।	[প্র]	শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
আচার্য্য জগদীশের জয়বার্ত্তা।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
জগদীশ চন্দ্র বসু।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
কবিজীবনী।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
আমার কন্যার প্রতি। Victor Hugo হইতে।	[ক]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

আলোচনা। [রবীন্দ্রনাথ]

ক. হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খ. 'নকলের নাকাল' সম্বন্ধে। [রবীন্দ্রনাথ]

গ. 'ভাষাতত্ত্ব' সম্বন্ধে।* শ্রী শ্রীনাথ সেন

গ্রন্থ-সমালোচনা। শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

১। নব-কথা। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য একটাকা চারিআনা।

২। পত্রাবলী। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

৩। স্মৃতি-মন্দির। শ্রীকেদারেশ্বর সেন বি, এ, প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা।

৪। প্রয়াস। শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য দশ আনা মাত্র।

৫। ত্রিবেণী। শ্রীবঙ্কিমবিহারী দাস প্রণীত। মূল্য ছয় আনা মাত্র।

৬। গ্রন্থাবলী। প্রথম খণ্ড। ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত সম্পাদিত। কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, মেডিকেল লাইব্রেরি হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।

মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা। [রবীন্দ্রনাথ]

১। ভারতী। জ্যৈষ্ঠ।

২। সাহিত্য। চৈত্র। মহাপুরুষ রাণাড়ে।

৩। প্রদীপ। বৈশাখ। রাজবিদ্যা।

৪। প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ। শিক্ষার উন্নতি ও তন্নিমিত্ত দান।

প্রাকৃত ও সংস্কৃত।[২] সম্পাদক।

শ্রাবণ, চতুর্থ সংখ্যা

জড় কি সজীব?	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
তিন শত্রু।	[প্র]	শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়
চোখের বালি। ১১-১৩।	[উ]	[রবীন্দ্রনাথ]
অশোকের কালনিরূপণ।	[প্র]	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
মেঘদূত।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
হিন্দুত্ব।†	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
বাদল-গাথা।	[ক]	শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী

* সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সমালোচনার প্রতিবাদ লওয়া হয় না। ভাষাতত্ত্বে আলোচনায় লাভ আছে। এই জন্যই এ প্রতিবাদ পত্রস্থ করা হইল। ব. স.।

† সাহিত্যপ্রসঙ্গে "নেশন কি" তৎসম্বন্ধে রেনাঁর মত অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার সহিত মিলাইয়া এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে পাঠকদিগকে অনুরোধ করি।—সম্পাদক।

নিউটনের দুইটি প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হইতে একটি নূতন সিদ্ধান্তের ব্যবকলন।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সাহিত্য-প্রসঙ্গ।		
নেশন কি? রেনার মত।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
আলোচনা। 'আবহ'-শব্দ সম্বন্ধে।	[প্র]	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা।		[রবীন্দ্রনাথ]

১। সাহিত্য। বৈশাখ। হিমারণ্য।
২। প্রদীপ। জ্যৈষ্ঠ। পুরাণতত্ত্ব।

ভাদ্র, পঞ্চম সংখ্যা

চোখের বালি। ১৪-১৭।	[উ]	[রবীন্দ্রনাথ]
পাত্রনির্ব্বাচন।	[প্র]	শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সাগর-কথা।	[প্র]	শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কেকাধ্বনি।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
সার সত্যের আলোচনা।[৩]	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
অনুনয়।	[ক]	শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী
রাষ্ট্র ও নেশন।	[প্র]	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
ভারতবর্ষীয় ইসফস্ ফেবল্।	[প্র]	শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য

আলোচনা।

ক. সিদ্ধান্তবিচার।	শ্রীসারদারঞ্জন রায়
খ. মূল-প্রবন্ধ-লেখকের মন্তব্য।	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ্রন্থ-সমালোচনা।	শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

১। সুভাব-সঙ্গীত। শ্রীহরদেব চট্টোপাধ্যায় রচিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য আট আনা।

২। লহরী। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। বালিবধ-কাব্য। শ্রীগুরুতারণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য আট আনা মাত্র।

আশ্বিন[৪], ষষ্ঠ সংখ্যা

বিরোধমূলক আদর্শ।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]

পল্লীর সেকাল ও একাল।	[প্র]	শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব
সগোত্র-বিবাহ।	[প্র]	শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
চোখের বালি। ১৮-২০।	[উ]	[রবীন্দ্রনাথ]
সার সত্যের আলোচনা।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
আমার সম্পাদকী।	[প্র]	শ্রীপ্রেমবল্লভ গুপ্ত
গীতলক্ষ্মী।	[ক]	শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী
অধ্যাপক বসুর নবাবিষ্কার।	[প্র]	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
নির্ঝরিণী। Victor Hugo হইতে।	[ক]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ্রন্থ-সমালোচনা। শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

১। নির্ম্মলা। সামাজিক উপন্যাস। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বক্‌সী প্রণীত। মূল্য ছয় আনা।

২। মৌখিক অঙ্ক। শিবপুর সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শ্রীআবিদ আলি খাঁ কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত। মূল্য তিন আনা।

কার্ত্তিক, সপ্তম সংখ্যা

মুক্তামালা।	[গ]	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
তরল-বায়ু।	[প্র]	শ্রীজগদানন্দ রায়
দাবার জন্মকথা।	[প্র]	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
আরাধ্যা।	[ক]	শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়
সার সত্যের আলোচনা।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
চোখের বালি। ২১-২৫।	[উ]	[রবীন্দ্রনাথ]

গ্রন্থ-সমালোচনা। শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

১। ক'নে বউ। সামাজিক উপন্যাস। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। চতুর্থ সংস্করণ। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

অগ্রহায়ণ, অষ্টম সংখ্যা

বাঙ্গালার ইতিহাস।* নবাবী আমল।	[স,প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
সংস্কৃত-ব্যাকরণের ইতিবৃত্ত।	[প্র]	শ্রীযতীন্দ্রভূষণ আচার্য্য
পল্লীপার্ব্বণ।	[প্র]	শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব
বশীকরণ। প্রথম-পঞ্চম অঙ্ক।	[না]	[রবীন্দ্রনাথ]

* শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, প্রণীত।

পৌষ[৫], নবম সংখ্যা

চোখের বালি। ২৬-২৮।	[উ]	[রবীন্দ্রনাথ]
মদন-মহোৎসব।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
ষ্ট্যাটিস্‌টিক্স-রহস্য।	[গ]	অস্বাক্ষরিত
মহাকর্ষণ।	[প্র]	শ্রীজগদানন্দ রায়
কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা।*	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
মায়াবী প্রেম।	[ক]	শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী
সার সত্যের আলোচনা।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাংলা ব্যাকরণ।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]

মাঘ[৬], দশম সংখ্যা

মাতা মনু।	[প্র]	শ্রীউমেশচন্দ্র দাস গুপ্ত
চোখের বালি। ২৯।	[উ]	[রবীন্দ্রনাথ]
কয়েকখানি প্রাচীন বাংলা ব্যাকরণ।	[প্র]	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
মানসী।	[ক]	শ্রীপ্রিয়নাথ সেন
সার সত্যের আলোচনা।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুন্দর।	[ক]	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
কালিকানন্দ।	[গ]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
ভারতের অধঃপতন।	[প্র]	শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

ফাল্গুন, একাদশ সংখ্যা

চোখের বালি। ৩০-৩৩।	[উ]	[রবীন্দ্রনাথ]
সার সত্যের আলোচনা।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বন ও বৃষ্টি।	[প্র]	শ্রীজগদানন্দ রায়
নিদ্রিতা।	[ক]	শ্রীহরিহরপ্রসাদ ঘোষ
প্রাচীন ভারতের "একঃ"।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।	[প্র]	শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়
উপকথা?	[গ]	শ্রীভবানীচরণ ঘোষ

* গত ২৩শে অগ্রহায়ণ মজুমদার লাইব্রেরীর অন্তর্গত আলোচনা সমিতির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পঠিত।

গ্রন্থ-সমালোচনা। শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

১। সরমার সুখ। "পরিণয়কাহিনী" প্রণেতা প্রণীত। মূল্য ফ্যান্সি কাগজের মলাট এক টাকা; উৎকৃষ্ট বিলাতি বান্ধাই পাঁচসিকা।

ত্র[৭], দ্বাদশ সংখ্যা

বারোয়ারী-মঙ্গল। [প্র] [রবীন্দ্রনাথ]
সার সত্যের আলোচনা। [প্র] শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
চোখের বালি। ৩৫[৩৪]-৩৮। [উ] [রবীন্দ্রনাথ]
যাত্রা। [ক] শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়
বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। [প্র] শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
ভগ্ননগরে প্রেমসম্মিলন। Love among the ruins. রবার্ট ব্রাউনিংয়ের কবিতা হইতে। [ক] শ্রীঃ
গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্য। উপক্রমণিকা। [প্র] শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
কোন সুন্দরীর প্রতি। Victor Hugo হইতে। [ক] শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ্রন্থ-সমালোচনা। শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

১। মহারাজ নন্দকুমার অথবা শতবর্ষ পূর্ব্বের বঙ্গের সামাজিক অবস্থা। ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীচণ্ডীচরণ সেন প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য দুই টাকা।

২। সচিত্র কোমল পাঠ। প্রথম ভাগ। অসংযুক্ত বর্ণ। তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য এক আনা।

প্রাসঙ্গিক তথ্য
বঙ্গদর্শন
প্রথম বর্ষ। ১৩০৮

১. জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ২য় ও ৩য় যুগ্ম সংখ্যা হিসাবে বেরোয়। আবার কার্তিক ও অগ্রহায়ণ, ৭ম ও ৮ম যুগ্ম সংখ্যা বেরিয়েছিল।

২. আষাঢ় সংখ্যায় 'আলোচনা' বিভাগে শ্রী শ্রীনাথ সেন ''ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে'' শিরোনামে যে সমালোচনাটি লেখেন তার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গদর্শন সম্পাদক ''প্রাকৃত ও সংস্কৃত'' নামে রচনাটিতে তাঁর নিজস্ব মতামত জানান।

৩. ভাদ্র ১৩০৮ থেকে বঙ্গদর্শন-এ একটি নূতন বিভাগ শুরু হল, 'সার সত্যের আলোচনা'। এটি লিখতেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিভিন্ন বিষয়ের নিহিতার্থ টুকরো টুকরো অংশে লেখাই ছিল এই বিভাগের বৈশিষ্ট্য। যেমন প্রথম সংখ্যায় ছিল 'সত্য-জগৎ এবং ভাব-জগৎ', 'জীবাত্মা এবং পরমাত্মা', 'ভোগ', 'কর্ম, জ্ঞান' ইত্যাদি।

৪. আশ্বিন সংখ্যার 'সূচী'-র উল্টো পৃষ্ঠায় মজুমদার লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপন বেরোয়। কী ধরনের এবং কোন্ কোন্ লেখকের বই সেসময়ে মজুমদার লাইব্রেরী থেকে বেরোত আজ অনেক দূরের প্রেক্ষিতে বসে আমাদের সেবিষয়ে কৌতূহল হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষ করে সম্পাদক যখন রবীন্দ্রনাথ, তাই বিজ্ঞাপনটি সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হল,

''কলিকাতা, ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—ব্রাহ্মণকাণ্ড ২ টাকা আট আনা [সেসময়ে 'আনা'-র হিশেব যে চিহ্নে করা হত, বর্তমানে কম্পিউটারে সেই চিহ্ন করা যাচ্ছে না বলে এখানে চিহ্নের বদলে 'আনা' কথায় রাখা হল], কায়স্থের বর্ণনির্ণয় ১ টাকা আট আনা।

শ্রীনিখিলনাথ রায়—মুর্শিদাবাদকাহিনী ২ টাকা আট আনা।

শ্রীমতী গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী—অশ্রুকণা ২, আভাস বারো আনা, সন্ন্যাসিনী ১, শিখা ২।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী—দীপনির্ব্বাণ ১ টাকা চার আনা, ছিন্নমুকুল ১ টাকা চার আনা, কাহাকে ১ টাকা চার আনা, গল্পসল্প সাত আনা ও অন্যান্য গ্রন্থসমূহ।

শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী ঘোষ—সঙ্গিনী (কবিতাগ্রন্থ) ১৲।
শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী—রেণু আট আনা।
শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী—অশোকা ১ টাকা আট আনা।
"স্নেহলতা"-রচয়িত্রী—স্নেহলতা, প্রেমলতা (উপন্যাস), প্রসূনাঞ্জলি।
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—অধঃপতন, বিপত্নীক (উপন্যাস), উচ্ছ্বাস (কবিতা)।
শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি—সাজি (গল্পের বহি) ১৲।
শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—নবকথা (গল্পের বহি) ১ টাকা চার আনা, অভিশাপ তিন আনা।
শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—সিরাজউদ্দৌল্লা ১ টাকা আট আনা, সীতারাম রায় সাত আনা।
শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালার ইতিহাস—নবাবী আমল কাগজ ৩৲, বাঁধাই ৩ টাকা আট আনা।
শ্রীজলধর সেন—হিমালয় ১৲, প্রবাসচিত্র, নৈবেদ্য।
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়—বাসন্তী আট আনা, হামিদা আট আনা।
শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—আইনশিক্ষা ১ম ভাগ ১ টাকা চার আনা।
শ্রীকালীচরণ মিত্র—যূথিকা (গল্পের বহি) ১৲, অম্লমধুর আট আনা।
শ্রীবঙ্কিমবিহারী দাস—কুসুমযুগল চার আনা, আলেখ্যযুগল চার আনা, (গল্প) শ্মশান চার আনা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস ১ টাকা চার আনা, ত্রিবেণী সাত আনা।
শ্রীবিনোদবিহারী মিত্র সঙ্কলিত, প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বের লিখিত উপদেশপূর্ণ পত্রাবলী—"লিপি-সংগ্রহ" এগারো আনা। (বঙ্গদর্শন ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবুর বিশেষ প্রশংসিত)।
শ্রীরমণীমোহন মল্লিক—চণ্ডীদাস ১৲, জ্ঞানদাস ১ টাকা চার আনা, বলরাম দাস ১৲, শশিশেখর চার আনা, নবীন সম্রাট সাত আনা, ইত্যাদি।
শ্রীরমণীমোহন ঘোষ—মুকুর।
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শকুন্তলা সাত আনা, ক্ষীরের পুতুল সাত আনা।
শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী—আমিষ ও নিরামিষ ২৲ (পাক-প্রণালী)।

কার্তিক সংখ্যায় একই বিজ্ঞাপন ছিল। তার সঙ্গে অতিরিক্ত যোগ হয়েছিল,

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল—কবিতা, প্রদীপ ১ টাকা চার আনা, কনকাঞ্জলি ১ টাকা আট আনা।
শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়—কবিতা, পরিমল ১ টাকা চার আনা।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—প্রকৃতি ১৲।
শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—ভবভূতি ১৲।
শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী—দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ ১৲।"

৫. পৌষ সংখ্যার 'সূচী'-র উল্টো পৃষ্ঠায় বঙ্গদর্শনের অফিস পরিবর্তন, মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত বই, 'সমালোচনী' মাসিক পত্রিকা, এবং 'কুন্তলীন পুরস্কার'-এর বিজ্ঞাপন

বেরোয়।

''স্থান-পরিবর্ত্তন।

বঙ্গদর্শন অফিস ও মজুমদার লাইব্রেরী ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে উঠিয়া আসিয়াছে, পত্রাদি এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মজুমদার লাইব্রেরী—

এখানে যাবতীয় বাংলা পুস্তক ও বিদ্যালয়পাঠ্য সমস্ত গ্রন্থাদি সুবিধায় প্রাপ্তব্য।

নূতন পুস্তক।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, প্রণীত।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', দ্বিতীয় সংস্করণ,—প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা আকারে অনেক বড়। বিস্তর নূতন বিষয়ের সমাবেশ। এ শ্রেণীর এমন গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয় নাই। প্রধান প্রধান লেখক ও সমালোচকগণ স্বতমুখে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। ভাল কাগজ, উৎকৃষ্ট বাঁধাই। মূল্য ৪্ চার টাকা।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আই, সি, এস, প্রণীত।

বৌদ্ধধর্ম্ম।

বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধে এমন গবেষণাপূর্ণ পুস্তক বঙ্গভাষায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই! মূল্য বাঁধাই ২্, পেপার ১ টাকা আট আনা।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত।

চণ্ডকৌশিক বার আনা, বেণীসংহার এক টাকা সাত আনা।

সমালোচনী।

নূতন ধরনের মাসিক পত্র। আকার ডবল ক্রাউন তিন ফর্ম্মা। ছাপা-কাগজ উৎকৃষ্ট। বার্ষিক মূল্য মোট ১্ এক টাকা। প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায়, রবীন্দ্রবাবু, শ্রীশবাবু, নগেন্দ্রবাবু, প্রমথবাবু, শৈলেশবাবু প্রভৃতির লেখা আছে। মূল্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানার প্রেরিতব্য।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার বি,এ,—
২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কুন্তলীনের পুরস্কার।

১৩০৮।

নগদ একশত টাকা।

১ম পুরস্কার ২৫্, ২য় ২০্, ৩য় ১৫্, ৪র্থ ১০্, এবং আর ছয়টি ৫্ টাকার। উৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র উপন্যাস, গল্প, বিচিত্র অথবা কৌতুকাবহ ঘটনা বা ডিটেক্‌টিভ

কাহিনীতে, কোন প্রকারে গল্পে সৌন্দর্য নষ্ট না করিয়া, কৌশলে কুন্তলীন এবং এসেন্স দেলখোসের অবতারণা করিতে হইবে। অথচ কোনপ্রকারে বিজ্ঞাপন বিবেচিত না হয়। ২৯শে পৌষের মধ্যে রচনা পৌছান চাই।

এইচ বসু, ৬২ নং বৌবাজার, কলিকাতা।''

৬. মাঘ সংখ্যায় 'সূচী'-র উল্টো পৃষ্ঠায় 'নূতন-পুস্তক'-এর বিজ্ঞাপন বেরোয়।

''নূতন পুস্তক।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আই, সি, এস, প্রণীত—''বৌদ্ধধর্ম্ম''। বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধে এমন গবেষণাপূর্ণ পুস্তক বঙ্গভাষায় ইতিপূর্ব্বে প্রকশিত হয় নাই। মূল্য—বাঁধাই ২, পেপার ১ টাকা আট আনা।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত—চণ্ডকৌশিক বারো আনা, বেণীসংহার ১ টাকা সাত আনা।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, প্রণীত—''বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'' পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ৪৲।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার বি এ, ম্যানেজার—মজুমদার লাইব্রেরী।—এখানে যাবতীয় বাংলা ও বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থাদি সুবিধায় পাওয়া যায়।

মাসিক পত্র সমালোচনী—জানুয়ারির শেষে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। বার্ষিক মূল্য ১৲।

২০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট; কলিকাতা।''
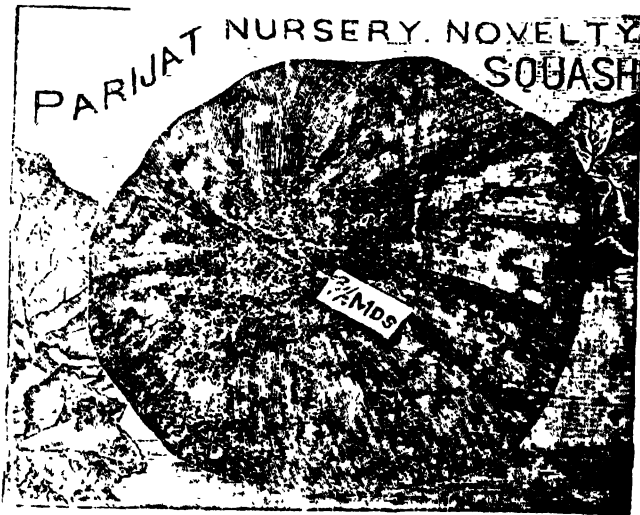
—

ফাল্গুন সংখ্যায় এই একই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে দু-একটি বই এবং পত্রিকার নাম অতিরিক্ত যোগ হয়েছে। সেগুলি হল,

"শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত কাব্য—দীপালী ১ টাকা আট আনা। শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত--বাজীরাও বার আনা, ঝাঁসীর রাজকুমার সাত আনা।

প্রফেসর শ্রীযুক্ত মোহিতচন্দ্র সেন এম্, এ, প্রণীত—Moral Philosophy Rc 1, বি, এ, পরীক্ষার্থীর বিশেষ প্রয়োজনীয়।"

৭. চৈত্র সংখ্যায় আগের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে অতিরিক্ত সংযুক্ত হয়েছে,

"প্রফেসর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম, এ, প্রণীত।

India of Aurangzib—মূল্য বাঁধাই ২ টাকা আট আনা, কাগজে ২্।

সমালোচনী

সুলভে নূতন ধরনের মাসিক পত্র—মূল্য ১্ এক টাকা।

মাঘ ও ফাল্গুনের সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। চৈত্রের শেষে চৈত্র সংখ্যা প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল, শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রভৃতির লেখা প্রকাশিত হইয়াছে।

বিবিধ সমালোচনা, কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস, সুখপাঠ্য, প্রবন্ধ প্রভৃতি থাকিবে। আকার ডবল ক্রাউন, সাধারণত ৪০ পৃষ্ঠা। ছাপা ও কাগজ ভাল। মূল্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার বি, এ—মজুমদার লাইব্রেরী।

চৈত্র সংখ্যার শেষে 'মজুমদার লাইব্রেরী'-র আর-একটি বিজ্ঞাপন বেরোয়,

মজুমদার লাইব্রেরী।
২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

কাব্যগ্রন্থাবলী ৬্ টাকার স্থলে ৫্। গল্পগুচ্ছ দুই খণ্ডে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় সমাপ্ত (বাঁধাই) ৪ টাকা আট আনা, (কাগজের মলাট) ৪্, (হাপ্ কাফ) ৯্। কথা ১্, কাহিনী ১্, কল্পনা ১্, কণিকা আট আনা, ক্ষণিকা ১ টাকা চার আনা, নৈবেদ্য ১্। অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থই পাওয়া যায়।

কবিবর শ্রীনবীনচন্দ্র সেন প্রণীত।

পলাশীর যুদ্ধ ১ টাকা চার আনা, রৈবতক ১ টাকা আট আনা, কুরুক্ষেত্র ১ টাকা আট আনা, প্রভাস ১ টাকা চার আনা, অমিতাভ ১ টাকা চার আনা, রঙ্গমতী ১ টাকা চার আনা, অবকাশরঞ্জিনী ১্, ভানুমতী ১ টাকা চার আনা।

শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত।

শক্তিকানন ১ টাকা তিন আনা, বিশ্বনাথ ১, কৃতজ্ঞতা বার আনা, ফুলজানি দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। পদরত্নাবলী দশ আনা।

জগদীশ্বর গুপ্ত প্রণীত।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩ খণ্ড ৫ স্থলে ৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃত ২ খণ্ড ৩। ইহার বিশেষ পরিচয় অনাবশ্যক। এই পুস্তক বাহির হওয়ার পর শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনলীলার অনেক পুস্তক বাহির হইয়াছে বটে, কিন্তু এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক আর হয় নাই। লীলাশুক চার আনা।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা ১, জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি দশ আনা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল মর্ম্ম বারো আনা, আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা ১।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ-গোস্বামী-সম্পাদিত।

শ্রীচৈতন্যভাগবত (সুলভ সংস্করণ) ২, ঐ রাজ সংস্করণ ৩। লঘুভাগবত ২ টাকা চার আনা।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত।

হিন্দুধর্ম্মনীতি ২য় সংস্করণ বাঁধাই ১, নারীনীতি ২য় সংস্করণ বাঁধাই বারো আনা।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

কণ্ঠমালা তৃতীয় সংস্করণ ১ টাকা চার আনা। এখানি সঞ্জীববাবুর মাধবীলতা উপন্যাসের উপসংহার-ভাগ। যাঁহারা মাধবীলতা পড়িয়াছেন, এখানি না পড়িলে তাঁহাদের মাধবীলতা পাঠ সম্পূর্ণ হইবে না অথচ এখানি কিন্তু স্বতন্ত্রভাবেও পড়া যায়। এমন গার্হস্থ্য চিত্র, এমন উচ্চ অঙ্গের কবিত্ব, এমন সুমধুর ভাষা দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ পুস্তক সর্ব্বজনবিদিত, কাজেই অধিক পরিচয় অনাবশ্যক।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

উদ্ভ্রান্ত প্রেম বারো আনা, স্ত্রীচরিত্র সাত আনা, কুঞ্জলতার মনের কথা সাত আনা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত।

লীলা ১ টাকা চার আনা, তমস্বিনী ১ টাকা চার আনা, উপন্যাস-সংগ্রহ ১, জীবন ও মৃত্যু আট আনা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত।

অশোকগুচ্ছ, পেপার ১, ঐ কাপড়ের মলাট ১ টাকা আট আনা, ঐ সিল্ক-বাঁধাই ২ টাকা আট আনা, ঐ হাপ মোরক্কো ৩।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত।

পদ্মা ১ টাকা আট আনা, গীতিকা ১ টাকা আট আনা, সঙ্গিনী ১।

শ্রীমতী রাণী মৃণালিনী প্রণীত।

কল্লোলিনী ১ টাকা আট আনা, প্রতিধ্বনি ১ টাকা আট আনা, নির্ঝরিণী ১, মনোবীণা ২ টাকা আট আনা।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত।

বিরহ আট আনা, হাসির গান আট আনা, আষাঢ়ে আট আনা, পাষাণী বারো আনা, কল্কি অবতার ১, আর্য্যগাথা ১ম ও ২য় ১, লিরিক্‌স্‌ অফ ইণ্ড ১ টাকা চার আনা।

শ্রী শ্রীনাথ সেন প্রণীত।

ভাষাতত্ত্ব ১। বঙ্গদর্শন ও ভারতী প্রভৃতি কাগজে এই পুস্তকের বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে, কাজেই বেশি পরিচয় অনাবশ্যক।

ডাক্তার শ্রীব্রজনাথ সাহা প্রণীত।

সরল বর্ণজ্ঞান তিন আনা, কিণ্ডারগার্টিন প্রণালী অনুসারে শিশুদিগের বাঙলা অক্ষর পরিচয়ের একমাত্র পুস্তক। ছবি, কাগজ, উৎকৃষ্ট। এই প্রণালী যে অক্ষর পরিচয়ের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা সকলেই জানেন। বাঙলায় এ প্রথা নূতন।

—

সঙ্গীতপুস্তকাবলী।

১। গানের বহি—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ১ টাকা বারো আনা।
২। শতগান—শ্রীমতী সরলাদেবী বি, এ, কৃত, স্বরলিপি সহিত ২ টাকা আট আনা।
৩। স্বরলিপি গীতিমালা—২ টাকা আট আনা।
৪। শিক্ষক ব্যতিরেকে হারমোনিয়ম শিক্ষা—১ টাকা চার আনা।
(উক্ত পুস্তক দুইখানি বিখ্যাত ডোয়ার্কিং এণ্ড সন্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত)।
৫। প্রীতি-গীতি—কাগজ ২. বাঁধাই ২ টাকা আট আনা। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত। আড়াই হাজার প্রীতিসঙ্গীতের একত্র সমাবেশ।
৬। গীতিরত্নমালা—১। সুবিখ্যাত গায়ক বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।"

এরপর রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে মজুমদার লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত বইয়ের বিজ্ঞাপন শুধুমাত্র বেরিয়েছিল বৈশাখ ১৩০৯-এর 'সূচী'-র উল্টো পৃষ্ঠায়।

বঙ্গদর্শন
[নবপর্য্যায়]
দ্বিতীয় বর্ষ : ১৩০৯

বৈশাখ, প্রথম সংখ্যা

ONE WORD MORE. By Robert Browning.

জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যা

নববর্ষের গান।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
গৌড়ের পূর্ব্বকাহিনী।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
চোখের বালি। ৪১-৪২[৪২-৪৩]।	[উ]	[রবীন্দ্রনাথ]
বিদ্যাপতি-প্রসঙ্গ।	[প্র]	শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী
আয় দুঃখ, আয়।	[ক]	শ্রীগিরিজপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
ভারতে আব্দালী।	[প্র]	শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর
জামাই-ষষ্ঠী।	[গ]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

ক. গ্রন্থ-সমালোচনা। শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

১। রেজেষ্টারী-দর্পণ। পাকুড়ের সব রেজিস্ট্রার শ্রীঅনুকূল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত। পঞ্চম সংস্করণ। মূল্য আট আনা।
২। লক্ষ্মী মা। লক্ষ্মী বউ। লক্ষ্মী মেয়ে। শ্রীবিধুভূষণ বসু কর্ত্তৃক প্রণীত। প্রত্যেকের মূল্য ছয় আনা।
৩। যুগল-প্রদীপ। উপন্যাস। শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য এক টাকা।
৪। গান। শ্রীবিহারীলাল সরকার বিরচিত। মূল্য আট আনা।

আষাঢ়, তৃতীয় সংখ্যা

বিদেশী বন্ধু। ১-৩।	[গ]	শ্রীসতীশচন্দ্র রায়
খেলা।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
নববিকাশ।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
চোখের বালি। ৪৩-৪৫[৪৪-৪৬]।	[উ]	[রবীন্দ্রনাথ]
পঞ্চ গৌড়েশ্বর জয়ন্ত।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
ব্রাহ্মণ।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
হাতেম তাই। Fdwin Arnold হইতে।	[ক]	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
চীনেম্যানের চিঠি।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
প্রকাশ।	[ক]	শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়
তুলনা।	[ক]	শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

ক. গ্রন্থ-সমালোচনা। শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

১। বুদ্বুদ। শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

শ্রাবণ, চতুর্থ সংখ্যা

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।*	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
স্কুলের স্মৃতি।	[প্র]	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়
চোখের বালি। ৪৬[৪৭]-৪৯।	[উ]	[রবীন্দ্রনাথ]
সার সত্যের আলোচনা।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
দান।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
বিপরীত।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
বন্ধনলেশ।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
অভীষ্ট।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
পঞ্চপাল-নরপাল।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

ক. গ্রন্থ-সমালোচনা। শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

১। যুবতী-জীবন। শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য এক টাকা।

২। রত্নযুগল। শ্রীজয়গোপাল গোস্বামী। টাইটেল পেজে আর কিছুই লেখা নাই। অসম্ভবের অপেক্ষায় যাহা অসম্ভব, মূল্যও লেখা নাই।

ভাদ্র, পঞ্চম সংখ্যা

ভারতবর্ষের ইতিহাস।†	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
চোখের বালি। ৫০-৫২।	[উ]	[রবীন্দ্রনাথ]
যবন।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
মরণ।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
সার সত্যের আলোচনা।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বয়ম্বর।	[গ]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

আশ্বিন, ষষ্ঠ সংখ্যা

বাজে কথা।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]

* গত জ্যৈষ্ঠ মাসে মজুমদার লাইব্রেরীর অন্তর্গত "আলোচনা সমিতির" বিশেষ অধিবেশনে সম্পাদক কর্তৃক পঠিত।

† গত জ্যৈষ্ঠ মাসে মজুমদার লাইব্রেরীর সংশিষ্ট আলোচনা সমিতিতে বঙ্গদর্শন সম্পাদক কর্তৃক পঠিত।

শকুন্তলা।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
শুক্ল-সন্ধ্যা।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
বোগ্দাদে ভারতবর্ষীয় চিকিৎসক।	[প্র]	অধ্যাপক
শেষ দেখা।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
সার সত্যের আলোচনা।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শুভক্ষণ।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
রাজতরঙ্গিণী।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
দুর্ব্বলের অপরাধ।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
চোখের বালি। ৫৩।	[উ]	[রবীন্দ্রনাথ]
বিসর্জ্জন।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
প্যারাসেল্সাস্। Paracelsus. By Robert Browning.	[প্র]	শ্রীসতীশচন্দ্র রায়
অবকাশ।	[ক]	অস্বাক্ষরিত

ক. আলোচনা। দুর্ভিক্ষের মূল কারণ। অস্বাক্ষরিত

খ. গ্রন্থ-সমালোচনা। শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

১। লীয়ার। মহাকবি সেক্ষপীয়র প্রণীত। 'কিং লীয়ার' নাটকের বঙ্গানুবাদ। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মূল্য এক টাকা।

২। পঞ্চপুষ্প বা উপন্যাসগুচ্ছ। শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য এক টাকা দুই আনা।

কার্ত্তিক, সপ্তম সংখ্যা

মা ভৈঃ।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
সুখ-দুঃখ।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
প্যারাসেল্সাস্। পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।	[প্র]	শ্রীসতীশচন্দ্র রায়
জাগরণ।	[ক]	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
সার সত্যের আলোচনা।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কল্পনা-সম্বল।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
চোখের বালি। ৫৪-৫৫।	[উ]	[রবীন্দ্রনাথ]
ব্যাকরণ।	[প্র]	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
অজ্ঞাত দান।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
অত্যুক্তি।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
প্রাণী ও উদ্ভিদ।	[প্র]	শ্রীজগদানন্দ রায়

মন্দ্র। প্রসঙ্গ—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কাব্যগুচ্ছ।	[স,প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
ক. আলোচনা। রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্মনীতি।		[রবীন্দ্রনাথ]
দ্বিধা।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
প্রশ্ন। দ্রাবিড় সভ্যতা।		শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
খ. গ্রন্থ-সমালোচনা।		শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

১। সঙ্গীত-মুকুল। নীতিবিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। চতুর্থ সংস্করণ। মূল্য দেড় আনা।

অগ্রহায়ণ, অষ্টম সংখ্যা

মুক্তপাখীর প্রতি।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
পরনিন্দা।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
অমূর্ত্ত ও মূর্ত্ত।	[প্র]	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
তৈলবট। ১-৭। জনপ্রবাদমূলক গল্প।	[গ]	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়
দুর্ভাগা।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
সার সত্যের আলোচনা।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রতীক্ষা।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
নাস্‌পাতির গান। ১-১৭। ফরাসী লেখক পৌল-ফেবাল হইতে।	[অ,গ]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
পথিক।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
স্বদেশ ভক্তি।	[ক]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
শেষ কথা	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
প্রাচীন ভারতের ব্যাপ্তি।	[প্র]	অধ্যাপক
প্রার্থনা।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
আহ্বান।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
পরিচয়।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
মিলন।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]

পৌষ, নবম সংখ্যা

স্বদেশ।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
রঙ্গমঞ্চ।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
যযাতি-কেশরী।	[প্র]	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার
নারী।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]

সার সত্যের আলোচনা।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিশ্ব-দোল।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
মহাকাব্যের লক্ষণ।	[প্র]	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সৎপাত্র।	[গ]	[মাধুরীলতা দেবী]
"চিরদিন।" ফরাসী কবি কম্পে হইতে।	[ক]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বপ্ন প্রয়াণ। ২য় সংস্করণ। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।	[স,প্র]	শ্রীসতীশচন্দ্র রায়
পাদ্রীর কঙ্কাল। ১। ফরাসী লেখক গ্যাব্রিয়েল মার্ক হইতে।	[অ,গ]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
অতৃপ্তি।	[ক]	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী
সার্থকতা।	[ক]	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী
অশ্রান্ত।	[ক]	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী
কৃতজ্ঞতা।	[ক]	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

মাঘ, দশম সংখ্যা

পনেরো-আনা।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
হিন্দুরসায়ণের ইতিহাস।*	[প্র]	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
ধর্ম্মের সরল আদর্শ।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
সম্রাটের প্রতিশোধ। ফরাসী লেখক চার্ল-গলেট হইতে।	[অ,গ]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস।	[প্র]	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
সার সত্যের আলোচনা।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
লক্ষ্মী-সরস্বতী।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
কথা।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
নব পরিণয়।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
পূর্ণতা।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
সার্থকতা।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
সঞ্চয়।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
রচনা।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
সন্ধান।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
অশোক।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
জীবনলক্ষ্মী।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]

---

* A History of Hindu Chemistry By P. C Ray , D Sc. Vol. I.

বুদ্ধদেবের পাখী। ফরাসী কবি কপ্পে হইতে।	[ক]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুখ দুঃখ।	[ক]	প্রিয়ম্বদা দেবী
সঙ্গী।	[ক]	প্রিয়ম্বদা দেবী

ফাল্গুন, একাদশ সংখ্যা

জাগরণ।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
শিবপূজা। ১।	[প্র]	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার
বসন্ত।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
চীন-কাহিনী।	[প্র]	শ্রীঃ
উৎসব।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
প্রেম।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
সার সত্যের আলোচনা।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
পূজা।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
রাজা গণেশ।	[প্র]	শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্ধ্যাদীপ।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
গোধূলি	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
বাঁচিবার তৃষা। ১-৩। ফরাসী লেখক ইউজেন মরে হইতে।	[অ,গ]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্ভোগ।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
দর্পহরণ।	[গ]	[রবীন্দ্রনাথ]
দ্বৈতরহস্য।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
স্বপ্ন।	[ক]	প্রিয়ম্বদা দেবী
ক. গ্রন্থ-সমালোচনা।		[illegible]

১। ভারতবর্ষের ইতিহাস। হিন্দুরাজত্ব প্রথম খণ্ড। বৈদিক কাল। হরিকৃষ্ণ মজুমদার প্রণীত।

চৈত্র, দ্বাদশ সংখ্যা

শিবপূজা। ২।	[প্র]	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার
বসন্তযাপন।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
ঝরণাতলা।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
অভিজ্ঞানশকুন্তলের অঙ্কান্তর্গত কালবিশ্লেষণ।	[প্র]	শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন
জনশূন্য পৃথিবী।	[প্র]	শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

ভ্রম।	[ক]	প্রিয়ম্বদা দেবী
হতাশ।	[ক]	প্রিয়ম্বদা দেবী
আচার্য্য বসুর আর একটি আবিষ্কার। ফোটোগ্রাফি।	[প্র]	শ্রীজগদানন্দ রায়
বেলুচি-মুলুক।	[প্র]	শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী
সার সত্যের আলোচনা।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মাল্যদান।	[গ]	[রবীন্দ্রনাথ]
সন্ধ্যার একটি সুর।	[ক]	শ্রীঃ

বঙ্গদর্শন
[নবপর্য্যায়]
তৃতীয় বর্ষ : ১৩১০

বাজে খরচ।	[প্র]	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়
যাত্রিণী।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
প্রাচীন গ্রীস, প্রাচীন রোম ও প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যকল্পনা।*	[প্র]	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
ইচ্ছা।	[প্র]	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
চীন-কাহিনী। ২।	[প্র]	শ্রীঃ

ক. গ্রন্থ-সমালোচনা। শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

১। সোনার কমল। উপন্যাস। শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ২ দুই টাকা।

২। আমিত্বের প্রসার। প্রথম খণ্ড। শ্রীযদুনাথ মজুমদার, এম,এ,বি,এল কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা মাত্র।

৩। পাক-প্রণালী। সম্পূর্ণ। শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য আড়াই টাকা।

৪। মিষ্টান্ন-পাক। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১ এক টাকা।

৫। রামদাস-গ্রন্থাবলী। প্রথম ভাগ। ঐতিহাসিক রহস্য। রামদাস সেন প্রণীত। মূল্য ২ দুই টাকা মাত্র।

৬। মজার কথা। শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। মূল্য পাঁচ সিকা।

আষাঢ়, তৃতীয় সংখ্যা

গ্রাম।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
ভরত।	[প্র]	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
মৃচ্ছকটিক।	[প্র]	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার
নৌকাডুবি। ৭-৯।	[উ]	[রবীন্দ্রনাথ]
স্বপ্নতত্ত্ব।	[প্র]	শ্রীতারকচন্দ্র রায়
মেঘোদয়ে।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
প্রাচীন-জব্বলপুর-প্রসঙ্গ।	[প্র]	শ্রীমন্মথনাথ দে
বৃদ্ধের স্বপ্নদর্শন।†	[ক]	শ্রীসুকুমারচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্যারীচরণ সরকার।‡ জীবনবৃত্ত।	[জী.প্র]	শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে পঠিত।

† After Holmes' *The Old Man Dreams*

‡ শ্রী নবকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ বিরচিত। সাহিত্যসেবক সমিতি হইতে প্রকাশিত। বঙ্গীয় ছাত্রবৃন্দের করকমলে সমর্পিত। ২০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য পাঁচ সিকা।

সার সত্যের আলোচনা।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ক. গ্রন্থ-সমালোচনা।		শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

১। নিরদ-নীরজা। শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।
২। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। মূল্য ৬ ছয় টাকা।
৩। রঞ্জিনী। শ্রীসুরমাসুন্দরী ঘোষ প্রণীত। মূল্য ১ এক টাকা।
৪। হিন্দু বিজ্ঞানসূত্র। শ্রীবিশ্বনিন্দুক রায় ওরফে বি, এন, রায় প্রণীত। মূল্য কাগজে দেড় টাকা। ঐ বাঁধাই ২ টাকা।
৫। নৈবেদ্য। শ্রীজলধর সেন প্রণীত। মূল্য আট আনা।

শ্রাবণ, চতুর্থ সংখ্যা

নৌকাডুবি। ১০-১২।	[উ]	[রবীন্দ্রনাথ]
সীতা।	[প্র]	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
সাগরমন্থন।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
শ্মশানতলা	[গ]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
আজিকার ভারতবর্ষ।* ১।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
হিমালয়।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
ক্ষান্তি।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
শিলালিপি।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
হরগৌরী।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
তপোমূর্ত্তি।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
সঞ্চিতবাণী।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
প্রাচীন আর্ম্মেনীয়ায় হিন্দু-উপনিবেশ।	[প্র]	শ্রীরমেশচন্দ্র বসু
অনুবাদ।†	[প্র]	শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়
সার সত্যের আলোচনা।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ক. গ্রন্থ-সমালোচনা।		শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

১। নারীধর্ম্ম। শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী প্রণীত।
২। হেমচন্দ্র।

---

* *L'Inde d'aujourd'hui*, Albert Metin।

† শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত নাটক নিচয় উপলক্ষে লিখিত। লেখক।

ভাদ্র, পঞ্চম সংখ্যা

নৌকাডুবি। ১৩-১৪।	[উ]	[রবীন্দ্রনাথ]
চিঠি।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
লক্ষ্মণ।	[প্র]	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
আজিকার ভারতবর্ষ। ২।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
বীরকুণ্ডর।	[ভ্র,বৃ]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
অপূর্ব্ব মিলন।	[ক]	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী
বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়। ১।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
সার সত্যের আলোচনা।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শিশু।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
ঘুষাঘুষি।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
সরলা দেবী।	[ক]	শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী
ধর্ম্মবোধের দৃষ্টান্ত।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]

আশ্বিন, ষষ্ঠ সংখ্যা

নৌকাডুবি। ১৫-১৭।	[উ]	[রবীন্দ্রনাথ]
কৌশল্যা।	[প্র]	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
আমাদের নিবাস।	[প্র]	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
সাহিত্য-সমালোচনা।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
আবাহন।	[ক]	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
মেঘচ্ছবি।	[প্র]	শ্রীসতীশচন্দ্র রায়
অতি প্রাকৃত।	[প্র]	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

কার্ত্তিক, সপ্তম সংখ্যা

নৌকাডুবি। ১৯-২০[১৮-১৯]।	[উ]	[রবীন্দ্রনাথ]
দৃষ্টিতত্ত্ব।	[প্র]	শ্রীজগদানন্দ রায়
সাহিত্যের সামগ্রী।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
এমার্সন।	[প্র]	শ্রীঃ[শ্রীশচন্দ্র মজুমদার]
আজিকার ভারতবর্ষ। ৩।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সার সত্যের আলোচনা।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়। ২।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

আশ্রয়।	[ক]	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
চাক্‌চন্দা।	[ভ্র,বৃ]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

অগ্রহায়ণ, অষ্টম সংখ্যা

নৌকাডুবি। ২১-২২[২০-২১]।	[উ]	[রবীন্দ্রনাথ]
সাহিত্যের তাৎপর্য।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়। শেষাংশ।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
সার সত্যের আলোচনা।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
আচার্য্য বসুর আবিষ্কার।	[প্র]	শ্রীজগদানন্দ রায়
রামচরিত।	[প্র]	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
সিদ্ধিদাতা গণেশ।	[প্র]	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার
আমাদের ভাবী অবতার।	[প্র]	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

পৌষ, নবম সংখ্যা

নৌকাডুবি। ২৩-২৫[২২-২৪]।	[উ]	[রবীন্দ্রনাথ]
মন্দিরের কথা।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
শ্রমণ।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
থিয়েটার।	[প্র]	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
বুলাই।	[ক]	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন
ক্ষীরের পুতুল।*	[স,প্র]	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
সার সত্যের আলোচনা।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক. গ্রন্থ-সমালোচনা। শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

১। শান্তিলতা। উপন্যাস। শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ১ এক টাকা।

২। কলিনা। পার্ব্বতীয় ক্ষুদ্র উপন্যাস। শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র বি, এ, বি, এল প্রণীত। মূল্য দুই আনা।

* শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ২০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

মাঘ, দশম সংখ্যা

সাহিত্যের আদর্শ।	[প্র]	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
চণ্ডালী। ২।	[ক]	শ্রীসতীশচন্দ্র রায়
সার সত্যের আলোচনা।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
নৌকাডুবি। ২৬-২৮[২৫-২৭]।	[উ]	[রবীন্দ্রনাথ]
মুক্তি।	[প্র]	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
দিন ও রাত্রি।*	[প্র]	সম্পাদক[রবীন্দ্রনাথ]
নারী	[ক]	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ক. **গ্রন্থ-সমালোচনা**। শ্রীচন্দ্রশেখর মখোপাধ্যায়

১। **উত্থান**। শ্রীকাব্যানন্দ প্রণীত। মূল্য তিন আনা।

২। **স্নেহময়ী**। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এঃ এল্‌, এম্‌, এস্‌, প্রণীত। মূল্য ১ এক টাকা।

৩। **হত্যাকারী কে?** উপন্যাস। শ্রীপাঁচকড়ি দে প্রণীত। মূল্য দশ আনা মাত্র।

ফাল্গুন, একাদশ সংখ্যা

ধর্ম্মপ্রচার।†	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
হে বিপদ, এস।	[ক]	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন
গণেশপূজা।	[প্র]	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
নৌকাডুবি। ২৯[২৮]।	[উ]	[রবীন্দ্রনাথ]
মনুষ্যত্ব।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
বঙ্গমঙ্গল। প্রথম-তৃতীয় সর্গ।	[ক]	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার
সার সত্যের আলোচনা।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক. **গ্রন্থ-সমালোচনা**। শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

১। **জননী-জীবন**। শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দশ আনা মাত্র।

২। **অশ্রুধারা**। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ছয় আনা মাত্র।

---

* গত ৭ই পৌষ বোলপুর শান্তিনিকেতনের সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বঙ্গদর্শন সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত।

† ১২ই মাঘ আলোচনাসমিতির বিশেষ অধিবেশনে সিটিকলেজ হলে বঙ্গদর্শন সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত।

চৈত্র, দ্বাদশ সংখ্যা

নৌকাডুবি। ৩০-৩২[২৯-৩১]।	[উ]	[রবীন্দ্রনাথ]
বন্ধন।	[ক]	শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সার সত্যের আলোচনা।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
রামায়ণ ও সমাজ।	[প্র]	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায়।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
তাজমহল।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
আগ্রা প্রান্তরে।	[ক]	সতীশচন্দ্র রায়
গণেশের পূজা।	[প্র]	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার
গণেশ প্রসঙ্গ।	[প্র]	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

ক. গ্রন্থ-সমালোচনা। শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

১। যুগধর্ম্ম। শ্রীঅমৃতলাল সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক বিবিধশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত ও প্রকাশিত। মূল্য তিন আনা।

বঙ্গদর্শন
[নবপর্য্যায়]
চতুর্থ বর্ষ : ১৩১১

বৈশাখ, প্রথম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যা

* বিদ্যাপতির প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পদাবলী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে পঠিত। প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ অপ্রকাশিত পদাবলী জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবে।

† Gita and the Gospel—By Neil Alexander. ছদ্মনামের পুস্তিকায় এই বিষয়ে অন্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট সমালোচনা দৃষ্ট হইবে।

সাহিত্য প্রসঙ্গ।	[প্র]	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
মাধবী।	[ক]	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র।	[প্র]	শ্রীচন্দ্রশেখর বসু

ক. গ্রন্থ-সমালোচনা। শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

১। অপূর্ব্বকাহিনী। উপন্যাস। শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রকাশক। মূল্য ১ এক টাকা।

২। ভাযা-প্রবন্ধ। শ্রীকৃষ্ণহরি ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য চারি আনা।

আষাঢ়, তৃতীয় সংখ্যা

নৌকাডুবি। ৩৮-৪০[৩৭-৩৯]।	[উ]	[রবীন্দ্রনাথ]
ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
প্রার্থনা।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
বেদান্তের প্রথম কথা।	[প্র]	শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়
সাময়িক প্রসঙ্গ। য়ুনিভার্সিটি বিল।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
সাহিত্যপ্রসঙ্গ।	[প্র]	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
স্বীকার।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]

শ্রাবণ, চতুর্থ সংখ্যা

''গুরুদক্ষিণা।''*	[স,প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
সার সত্যের আলোচনা।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
নৌকাডুবি। ৪১[৪০]।	[উ]	[রবীন্দ্রনাথ]
ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
গৌতম মুনি ও ন্যায়দর্শন।†	[প্র]	শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ
পাগল।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
নমস্কার।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
সাময়িক প্রসঙ্গ। দেশের কথা।	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
পুরুষসিংহ।	[ক]	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার
আমি সে জানি।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
বংশীধ্বনি।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]

* সতীশচন্দ্র রায় প্রণীত। বোলপুর ব্রহ্ম বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা।

† গত ৫ই আষাঢ় রবিবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

ভাদ্র, পঞ্চম সংখ্যা

আশ্বিন, ষষ্ঠ সংখ্যা

কার্ত্তিক, সপ্তম সংখ্যা

* গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার সাবিত্রী লাইব্রেরীর চতুর্বিংশতিতম সাংবৎসরিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

† পিয়ের-লোটি কৃত।

‡ ইহা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গবাসীতে বাহির হইয়া গেছে। কিন্তু "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে সহিত এই প্রবন্ধের ঘনিষ্ট সম্পর্ক। সেজন্য অনেকের আগ্রহে ও অনুরোধে এবং ইহার স্থায়িত্ব সঙ্কল্পে উক্ত "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে পরিশিষ্টরূপে ইহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইল।—(সহঃ সঃ)।

§ ইহা সাবিত্রী লাইব্রেরীর এবারকার বার্ষিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত "বিশ্বামিত্রের তপস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধের শেষাংশ।

ইংরাজ বর্জ্জিত ভারতবর্ষ। ২।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
পূজার পোষাক। ১-৫।	[গ]	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
হিন্দু দর্শন।	[প্র]	শ্রীচন্দ্রশেখর বসু
কেবল কুন্তলমাত্র রয়েছে পড়িয়া!	[ক]	গোপালকৃষ্ণ

অগ্রহায়ণ, অষ্টম সংখ্যা

নৌকাডুবি। ৪৮-৫০[৪৭-৪৯]।	[উ]	[রবীন্দ্রনাথ]
প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন।	[প্র]	শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী
লক্ষ্মী-সরস্বতী।	[ক]	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
ত্রিবঙ্কুর-রাজ্যে।	[ভ্র,বৃ]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
রেডিয়ম্।	[প্র]	শ্রীজগদানন্দ রায়
ব্রাহ্মণ।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
সার সত্যের আলোচনা।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বড়োদারাজ গায়কবাড়।*	[গা]	[রবীন্দ্রনাথ]

পৌষ, নবম সংখ্যা

নৌকাডুবি। ৫১-৫৪[৫০-৫৩]।	[উ]	[রবীন্দ্রনাথ]
রামায়ণের রচনাকাল।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
মুক্তিবিষয়ে রামানুজস্বামীর উপদেশ।	[প্র]	শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ
ত্রিবঙ্কুর। ৩।	[ভ্র,বৃ]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিবাহযাত্রী।	[ক]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়
দিল্লীর শিল্পপ্রদর্শনী।	[প্র]	শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর
সার সত্যের আলোচনা।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রকৃতির প্রতি।	[ক]	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মাঘ, দশম সংখ্যা

সংস্কৃতসাহিত্যে সামাজিক চিত্র।	[প্র]	শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী
বাচ্ছা-চর। অনুবাদ।	[গ]	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
আদিম ধর্ম্মভাব ও যোগের অঙ্কুর। ১-৪।	[প্র]	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

* বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের বরোদারাজ গায়কবাড়ের অভ্যর্থনার উপলক্ষ্যে রচিত।

ফাল্গুন, একাদশ সংখ্যা

চৈত্র, দ্বাদশ সংখ্যা

* স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রাদ্ধসভায় বঙ্গদর্শন সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত।

† গত ২২শে মাঘ জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন হলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত শোক সভায় লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

‡ শ্রী মন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বর্গারোহন দিনে তত্ত্ববিদ্যাসভার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বিবৃত বক্তৃতার মর্ম অবলম্বনে লিখিত প্রবন্ধের পূর্ব্বার্দ্ধ।

বঙ্গদর্শন
[নবপর্য্যায়]
পঞ্চম বর্ষ : ১৩১২

বৈশাখ, প্রথম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যা

* গত ১৭ই চৈত্র ক্লাসিক্ রঙ্গমঞ্চ বঙ্গদর্শন-সম্পাদক-কর্ত্তৃক পঠিত।

† ধম্মপদ নামক পালি গ্রন্থের মূল, অন্বয়, সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ। শ্রীচারুচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত, প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

আষাঢ়, তৃতীয় সংখ্যা

শ্রাবণ. চতুর্থ সংখ্যা

ভাদ্র, পঞ্চম সংখ্যা

* গত ১৭ই আষাঢ় রাজধানি আগরতলায় 'ত্রিপুরা-সাহিত্য-সম্মিলনী'র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক-কর্ত্তৃক পঠিত।

† এই প্রবন্ধ সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে গত ১৪ই শ্রাবণ জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্. এ., বি. এল্., মহাশয়-কর্ত্তৃক পঠিত।

ব্রতধারণ।*	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
ত্রিবঙ্কুর। ১০।	[ভ্র,বৃ]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
আত্মগৃহ।	[ক]	শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
পুরাণ প্রসঙ্গ।	[প্র]	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আশ্বিন, ষষ্ঠ সংখ্যা

সোনার বাংলা।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
রামায়ণের রচনাকাল।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
আর্ট কাহাকে বলে?	[প্র]	শ্রীঃ
ত্রিবঙ্কুর ও কোচিন।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
আগমন।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
রাজা ও প্রজা।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
দুর্ভাগ্য।	[ক]	শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
অবস্থা ও ব্যবস্থা।†	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
৯ই ভাদ্র শুক্রবার টাউন্‌হলে পঠিত।		
প্রেমের কামনা।	[ক]	শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়
দেশের মাটি।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]

কার্ত্তিক, সপ্তম সংখ্যা

বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
নূতন গুরুমহাশয়।	[গ]	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ
কোচিন। ১২।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
জাপান ও হিন্দু-আশিয় সাধনা।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
মর্ম্মচ্ছেদ।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
হবেই হবে।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
দ্বিধা।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
অভয়।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
স্বদেশ।	[ক]	[বিপিনচন্দ্র পাল]
ব্রত।	[ক]	[বিপিনচন্দ্র পাল]

* কোন ''স্ত্রীসমাজে'' জনৈক-মহিলা-কর্ত্তৃক পঠিত।

† [illegible] হইয়াছিল, তাহাব কোনো কোনো অংশ বর্ত্তমান প্রবন্ধে পুনরুক্ত হইয়াছে।

ভিখারী।	[ক]	[বিপিনচন্দ্র পাল]
উপনয়ন।	[ক]	[বিপিনচন্দ্র পাল]
আগ্নেয়গিরি।	[ক]	[বিপিনচন্দ্র পাল]
প্রলয়।	[ক]	[বিপিনচন্দ্র পাল]
বঙ্গবিভাগে।	[ক]	[বিপিনচন্দ্র পাল]
রাখি বন্ধনের উৎসব।	[বি,র]	[রবীন্দ্রনাথ]
অনন্যতা।	[ক]	শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়
রথ।	[ক]	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী
বিজয়া সম্মিলন।*	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]

অগ্রহায়ণ, অষ্টম সংখ্যা

বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের ব্যবস্থা।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
মায়াবাদ।†	[প্র]	শ্রী:[শ্রীশচন্দ্র মজুমদার]
কারুদাস।	[প্র]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
দুর্গোৎসব।	[প্র]	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
শুভক্ষণ।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
ত্যাগ।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
কোচিন। ১৩-১৪।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়।	[প্র]	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
দান।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]
দীনবন্ধু মিত্র।	[প্র]	শ্রীসারদাচরণ মিত্র
রামায়ণের রচনাকাল।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
তীর্থযাত্রী।	[ক]	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

পৌষ, নবম সংখ্যা

ঈশ্বর ও পূর্ব্বমীমাংসা।	[প্র]	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
নবজীবন।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
দুর্ভিক্ষ পীড়িত ভারতে। ১-২।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
মুক্তিপাশ।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ]

* বিজয়া দশমীর পরদিবস শ্রীযুক্ত পশুপতি বসু মহাশয়ের গৃহে যে সাধারণ সম্মিলনসভা আহূত হইয়াছিল সেইখানে বঙ্গদর্শন সম্পাদক-কর্ত্তৃক পঠিত।

† প্রবন্ধটি গীতা-সোসাইটির মাসিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। লেখক।

বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা।* [প্র] শ্রী:[রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী]
অজবিলাপ। [ক] [রবীন্দ্রনাথ]
উণাদি-তত্ত্ব। [প্র] শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য
প্রেমের স্বরূপ। [ক] শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

মাঘ, দশম সংখ্যা

বিদ্যা এবং জ্ঞান।† [প্র] শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
দুর্ভিক্ষ পীড়িত ভারতে। ৩। [প্র] শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
উৎসব।‡ [প্র] [রবীন্দ্রনাথ]
একটি কুন্দের প্রতি। [ক] শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
দুঃখমূর্ত্তি। [ক] [রবীন্দ্রনাথ]
তূলার চাষ। [প্র] শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বালিকা বধূ। [ক] [রবীন্দ্রনাথ]
ভীমচুল্‌হা। ১-৩। [গ] শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

ক. সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১। লীলাবসান। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

ফাল্গুন, একাদশ সংখ্যা

বিদ্যা এবং জ্ঞান। পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। [প্র] শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সদ্ভাবের অন্তরায়। [প্র] মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লা
তাঁত সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। [প্র] শ্রীর,ম
লীলা। [ক] [রবীন্দ্রনাথ]
সাধ। [ক] শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী
ভারতবর্ষীয় জীবনজাল। আর্য্যা নিবেদিতার লিখিত। [প্র] শ্রীঅ:[অক্ষয়চন্দ্র সরকার]
অনাহত। [ক] [রবীন্দ্রনাথ]
জন্মান্তরবাদ এবং অলৌকিক-শক্তি-পিপাসা। [প্র] শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার
দোল। [ক] শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

---

* গত ৩০শে আশ্বিন রাখিসংক্রান্তিদিবসে কোন পল্লিগ্রামে ধিক পল্লিনারীর সম্মিলনে অনুষ্ঠান-সহকারে বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা পঠিত হইয়াছিল।

† পঠিত প্রবন্ধ।

‡ ১৩১২ সালের ৭ই পৌষের উৎসবে বোলপুর শান্তিনিকেতনে পঠিত

চৈত্র, দ্বাদশ সংখ্যা

* স্বামি-বিশ্বেশ্বরানন্দ-কর্ত্তৃক হিন্দিতে রচিত। শ্রীযুক্ত শাক্যসিংহ সেন কর্ত্তৃক অনূদিত।

† হাইদ্রাবাদের ডাক্তার শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর রচিত ইংরেজি কবিত হইতে অনূদিত।

বৈশাখ। প্রথম সংখ্যা।

বঙ্গদর্শন।

[নব পর্য্যায়]

ষষ্ঠ বর্ষ।

এস্, মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

২০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, [illegible] প্রেসে,

[illegible] দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৩

বঙ্গদর্শন পত্রিকার সূচি

বঙ্গদর্শন [নবপর্য্যায়]

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

৬ষ্ঠ বর্ষ : ১৩১৩

[সম্পাদক : শৈলেশচন্দ্র মজুমদার]

বৈশাখ, প্রথম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যা

---

* গত ২৬শে চৈত্র সোমবার ক্লাসিক বঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিসভায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত।

† গত ১৫ই বৈশাখ শনিবার রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুরের সৌধপ্রাঙ্গণে আহূত মহাসভায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত।

জিজ্ঞাসা।	[প্র]	শ্রীইন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা
চা-পান।	[প্র]	শ্রীমনোমোহন গুপ্ত
অক্ষরের উৎপত্তি।	[প্র]	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার
বাঙলার চিত্র।* প্রথম খণ্ড। প্রথম-দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ
অপরাহ্ণ।	[ক]	শ্রীজঃ
ছাত্রদিগের অভিভাষণ।†	[প্র]	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
খেয়া।	[ক]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাইবনীদুর্গ। তৃতীয়-চতুর্থ পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
জ্যোৎস্নারাত্রি।	[ক]	শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাজতপস্বিনী। জীবনীপ্রসঙ্গ। ২।	[প্র]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
পাষাণদেবতা।	[ক]	শ্রীজঃ
দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে। ৭।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

আষাঢ়, তৃতীয় সংখ্যা

আনন্দমঠ ও স্বদেশপ্রেম।	[প্র]	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়
নেশন্ বা জাতি। ১।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
শুভবিবাহ।‡	[স,প্র]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বর্ত্তমানযুগের স্বাধীনচিন্তা।	[প্র]	শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ সেন
সার্থক।	[ক]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে। ৮।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাজতপস্বিনী। জীবনীপ্রসঙ্গ। ৩।	[প্র]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
জিজ্ঞাসায় নিবেদন।	[প্র]	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী
রাইবনীদুর্গ। পঞ্চম-ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
বৈজনাথ।§	[অ,প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

* 'উড়িষ্যার চিত্র' প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়ের 'ধ্রুবতারা' নামে একখানি উপন্যাস কয়েকমাস পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। চিত্রহিসাবে তাহার কয়েকটি পরিচ্ছেদ বঙ্গদর্শনে বাহির হইতেছে। ব: স:।

† বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে গত বৎসর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষান্তে ছাত্রদিগের কলিকাতা হইতে গৃহে ফিরিবার সময় তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া একটি সভা হয়। এই সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইল।

‡ মূল্য বার আনা। ২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, মজুমদার লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

§ ফরাসী-পর্য্যটক ফেলিসিয়াঁ-শ্যালের ''ভারতবর্ষ—কতিপয় লোক ও নগর'' নামক ফরাসী গ্রন্থ হইতে অনূদিত।

শ্রাবণ, চতুর্থ সংখ্যা

ভাদ্র, পঞ্চম সংখ্যা

---

* গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ওভারটুন হলে আহূত সভায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত।

† শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়ের "ধ্রুবতারা" নামক উপন্যাসের একটি পরিচ্ছেদ। ধ্রুবতারা যন্ত্রস্থ।

‡ পত্রালী—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় সম্পাদিত। মূল্য ১, এক টাকা।

জাতীয় বিদ্যালয়।*	[প্র]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশ্বিন, ষষ্ঠ সংখ্যা

বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বদেশীভাব।	[প্র]	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়
আসেসার। ১-৮।	[গ]	শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত
দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে। ১১।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রাচীন সামাজিক চিত্র। ৩।	[প্র]	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
শিবাজী-উৎসব ও ভবানীমূর্ত্তি।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
পুত্রাভিলাষ।	[প্র]	শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ
রাজতপস্বিনী। জীবনীপ্রসঙ্গ। ৬।	[প্র]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
শয্যাসভার বক্তৃতা।†	[প্র]	শ্রীঃ[শৈলেশচন্দ্র মজুমদার]
স্মরণ।	[ক]	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
রাইবনীদুর্গ। একাদশ-দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

কার্ত্তিক, সপ্তম সংখ্যা

রেখাক্ষর বর্ণমালা। প্রথম খণ্ড।	[শ,স,প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
অযোধ্যা।	[প্র]	শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
সঞ্চয়।	[ক]	শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়
শিল্পে ত্রিমূর্ত্তি।‡	[প্র]	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ।	[প্র]	শ্রী শ্রীনাথ সেন
রাইবনীদুর্গ। ত্রয়োদশ-পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
প্রাচীন সামাজিক চিত্র। ৪।	[প্র]	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
রাজতপস্বিনী। জীবনীপ্রসঙ্গ। ৭।	[প্র]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে। ১২।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সন্ন্যাস।	[ক]	শ্রীঃ[শৈলেশচন্দ্র]
বঙ্কিমবাবু ও স্বদেশী ইতিহাস।	[প্র]	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়

---

* ২৯শে শ্রাবণ কলিকাতা টাউন হলে পঠিত ও ৪ঠা ভাদ্র বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত।

† Mrs Candle's Curtain Lectures-এর অনুসরণে।

‡ পূজাবকাশ উপলক্ষে গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুলে পঠিত।

অগ্রহায়ণ, অষ্টম সংখ্যা

নিবেদন।[২]		শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার
কংগ্রেসী কথা।*	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
বারাণসী-অভিমুখে। ১।	[ভ্র,বৃ]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ।	[প্র]	শ্রী শ্রীনাথ সেন
রাজতপস্বিনী। জীবনীপ্রসঙ্গ। ৮।	[প্র]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
ততঃ কিম্।†	[প্র]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাইবনীদুর্গ। ষোড়শ-সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।	[প্র]	[শ্রীশচন্দ্র মজুমদার]
অবশেষ।	[ক]	শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

পৌষ, নবম সংখ্যা

শান্তং শিবমদ্বৈতম্।‡	[প্র]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সৌন্দর্য্যবোধ।	[প্র]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
হর্ষবর্ধন।	[প্র]	শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
বারাণসী-অভিমুখে। ২।	[ভ্র,বৃ]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাজতপস্বিনী। জীবনীপ্রসঙ্গ। ৯।	[প্র]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
দ্বৈতভাব।	[ক]	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের বিশেষত্ব।§	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
জাপান।	[ক]	শ্রীসু
শেষ-কথা।	[ক]	শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

মাঘ, দশম সংখ্যা

মহাপুরুষ।#	[প্র]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অপ্রত্যাশা।	[ক]	শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়
ফলের বাগান।	[প্র]	শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* এই প্রবন্ধ ৬/৭ মাস পূর্ব্বে লিখিত।

† ওভারটুন হলে আহূত আলোচনাসমিতির বিশেষ অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত ও বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত।

‡ বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে ৭ই পৌষের উৎসবে পঠিত।

§ রাজশাহীর নাট্যসমিতির বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধসভায় পঠিত।

আনন্দরূপ।*	[প্র]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিশ্বসাহিত্য।†	[প্র]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মৃত্যু। আচার্য বসুর আবিষ্কার।	[প্র]	শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক
রাজতপস্বিনী। জীবনীপ্রসঙ্গ। ১০।	[প্র]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
বারানসী-অভিমুখে। ৩।	[ভ্র,বৃ]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাইবনীদুর্গ। অষ্টাদশ-বিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
মৌনী।	[ক]	শ্রী

ফাল্গুন, একাদশ সংখ্যা

সাহিত্য সম্মিলন।‡	[প্র]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
তীর্থদর্শন।	[প্র]	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাচীন সামাজিক চিত্র।	[প্র]	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
অসময়ে।	[ক]	শ্রীজঃ[জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর]
কৈকেয়ী।	[প্র]	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
রাজতপস্বিনী। জীবনীপ্রসঙ্গ। ১১।	[প্র]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
বারানসী-অভিমুখে। ৪।	[ভ্র,বৃ]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাইবনীদুর্গ। একবিংশ-ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
সদানন্দ-সুরধুনী।	[ক]	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

চৈত্র, দ্বাদশ সংখ্যা

সাহিত্যপরিষদ।°	[প]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বদেশীব্রত।	[প্র]	শ্রীশারদানন্দ
প্রাদেশিক সমিতি।§	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
রাজতপস্বিনী। জীবনীপ্রসঙ্গ। ১২।	[প্র]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
ধর্ম্ম, সমাজ ও স্বাধীনচিন্তা।#	[প্র]	শ্রীবনমালী বেদান্ততীর্থ
রাইবনীদুর্গ। চতুর্বিংশ-পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
মুক্তকন্ঠ।	[ক]	শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

* বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে ৭ই পৌষের উৎসবসভায় পঠিত।

† জাতীয় শিক্ষাপরিষদে পঠিত।

‡ ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনীক্ষেত্রে গত সাহিত্যসম্মিলন উপলক্ষে পঠিত।

§ গতবৎসর বরিশালের প্রাদেশিকসমিতির পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ আমাদের হস্তগত হয়, কিন্তু সে সময় বই প্রকাশের সুবিধা না হওয়ায় এইবারের সমিতি উপলক্ষে প্রকাশিত হইল।—বঃ সঃ।

গীতাসভায় পঠিত।

প্রাসঙ্গিক তথ্য
বঙ্গদর্শন
ষষ্ঠ বর্ষ। ১৩১৩

১. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ''দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে'' প্রবন্ধটির আগের পাঁচটি কিস্তি রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বঙ্গদর্শন-এর ১৩১২-য় বেরিয়েছে। সেগুলি যথাক্রমে পৌষ ১-২, মাঘ ৩, ফাল্গুন ৪. চৈত্র ৫।

২. অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'সূচী'-র আগে বঙ্গদর্শন সম্পাদক পত্রিকা প্রকাশে বিলম্বের কারণ জানিয়ে 'নিবেদন'-এ বলেন,

> ''অনিবার্য্য কাবণে অগ্রহায়ণের বঙ্গদর্শন প্রকাশেও অযথা বিলম্ব ঘটিল, এজন্য পৌষের কাগজও পৌষের শেষ ভিন্ন বাহির হইবে এ আশা করিতে পারি না; গ্রাহক মহোদয়গণ এজন্য ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না। পৌষের কাগজ ১লা মাঘের পূর্ব্বে কাহারও হস্তগত না হইলে অনুগ্রহ করিয়া সংবাদ দিবেন কারণ তাহার পরে আর প্রতিবিধানের উপায় থাকিবে না। মাঘের বঙ্গদর্শন ১৫ই মাঘের মধ্যেই বাহির হইবে। ইতি ২৯শে অগ্রহায়ণ।
>
> শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।''
>
> বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়, ২০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩. চৈত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ''সাহিত্যপরিষদ'' প্রবন্ধটি সম্পর্কে বঙ্গদর্শন সম্পাদক জানাচ্ছেন,

> ''এই প্রবন্ধ বহরমপুরের প্রস্তাবিত প্রাদেশিক সাহিত্যসম্মিলনের জন্য লিখিত হইয়াছিল। এই সাহিত্যসম্মিলনের প্রধান উদ্যোগী ও সাহিত্যানুরাগী মহানুভব মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের শোচনীয় অকাল মৃত্যুতে এই সম্মিলন স্থগিত করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত হইবার সময়ে আমরা এই নিদারুণ সংবাদ পাই, সেজন্য প্রবন্ধ যেভাবে রচিত হইয়াছিল, ঠিক সেভাবেই প্রকাশিত হইল।—বঃ সঃ।''

বঙ্গদর্শন

[নবপর্য্যায়]

৭ম বর্ষ : ১৩১৪

বৈশাখ, প্রথম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যা

---

* জাতীয় শিক্ষাপরিষদে পঠিত।

† গত ৮ই বৈশাখ কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-উৎসবে এবং চন্দননগর সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত বঙ্কিমোৎসব উপলক্ষে পঠিত।

‡ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সিরাজদৌল্লার তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। এই প্রবন্ধ উহার পরিশিষ্ট হইতে লেখক মহাশয়ের অভিপ্রায়মত বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত হইল। সম্পাদক।

কবিতাসম্বন্ধে দুইচারিটি কথা।*[১]	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়
হারামণির অন্বেষণ। ২।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
একথাল মিষ্টান্ন।[২]	[ক]	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন
পিতৃভূমি এবং মাতৃভূমি।	[প্র]	দেশের ব্যথার ব্যথী [দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর]
রাজতপস্বিনী। জীবনীপ্রসঙ্গ। ১৪।	[প্র]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
রাইবনীদুর্গ। অষ্টাবিংশ-উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
রেখা'র জাতিভেদ।	[শ,স,ক]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রার্থনা।	[ক]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
খেয়া-ডিঙি। ভাদ্রচিত্র।	[ক]	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

আষাঢ়, তৃতীয় সংখ্যা

সাহিত্যসৃষ্টি।	[প্র]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শিবের গান।	[প্র]	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
বারাণসী-অভিমুখে। ৬। তত্ত্বজ্ঞানীদের গৃহ।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
গৌড়-কাহিনী। অবতরণিকা।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
বৃক্ষের আকারবিধান।	[প্র]	শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাজতপস্বিনী। জীবনীপ্রসঙ্গ। ১৫।	[প্র]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
মহাত্মা যিশুখ্রীষ্টের প্রতি।	[ক]	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন
রেখাক্ষর বর্ণমালা।	[শ,স,প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কুমারসম্ভব।	[ক]	শ্রীবিহারিলাল গোস্বামী
রাইবনীদুর্গ। ত্রিংশ-একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
প্রলয়ের শেষ।	[ক]	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী
পুণ্যক্ষয়।	[ক]	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী
পাষাণ।	[ক]	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী
অশ্রু।	[ক]	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

শ্রাবণ, চতুর্থ সংখ্যা

মনীষা। মিশ্রকাব্য।† প্রস্তাবনা।	[ক]	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
আমাদের দৃষ্টিশক্তি।	[প্র]	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

* ভাগলপুর শাখা সাহিত্য পরিষদে গত অগ্রহায়ণ মাসে পঠিত। অল্প পরিবর্ত্তিত।

† Lord Tennyson প্রণীত "The Princess" হইতে।

বারাণসী-অভিমুখে। ৭। প্রভাতমহিমা।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বর্গীয় কবিবর মধুসূদন দত্ত।* ১।	[প্র]	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু
কবিবর মধুসূদন।† ২।	[প্র]	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু
রাজতপস্বিনী। জীবনীপ্রসঙ্গ। ১৬।	[প্র]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
গৌড়-কাহিনী। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
রাইবনীদুর্গ। দ্বাবিংশ-চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
দুর্দ্দিন।	[ক]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাজভক্তি।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
চিরসঙ্গী।	[ক]	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী
চিরসঞ্চিত।	[ক]	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

গ্রন্থ-সমালোচনা।[৩] শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার

১. দেবীযুদ্ধ। শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। ১৩০৭ সালে প্রকাশিত।
২. ষোড়শী। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত।
৩. জিজ্ঞাসা। শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত।

ভাদ্র, পঞ্চম সংখ্যা

কামনা।	[ক]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিশ্বের পরিণাম।	[প্র]	শ্রীজগদানন্দ রায়
হারামণির অন্বেষণ। ৩।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বারাণসী-অভিমুখে। ৮।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বর্ণমন্দিরের নিকটস্থ একজন ব্রাহ্মণেব গৃহে।		
নমস্কার।	[ক]	[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]
সেকাল ও একাল।	[প্র]	শ্রীঃ[শৈলেশচন্দ্র মজুমদার]
কালিদাসের সীতা।‡	[ক]	শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী
রাইবনীদুর্গ। পঞ্চত্রিংশ-সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
মনীষা। প্রথম সর্গ।	[ক]	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
রাজতপস্বিনী। জীবনীপ্রসঙ্গ। ১৭।	[প্র]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

---

* এই প্রবন্ধ গত ২৯শে জুন (১৪ই আষাঢ়) কবির স্বর্গারোহণবাসরে তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে সভাপতি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল।

† মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যুর চর্তুস্ত্রিংশৎ সাংবৎসরিক সভায় তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে অভিব্যক্ত। ২৯এ জুন, ১৯০৭।

‡ ব্রজমোহন কলেজহলে বরিশাল বান্ধবসমিতির বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

চিরশূন্য।	[ক]	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

আশ্বিন, ষষ্ঠ সংখ্যা

শিবাজী-উৎসব।*	[প্র]	শ্রীযোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
মনীষা। মিশ্রকাব্য। দ্বিতীয় সর্গ।	[ক]	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
ত্রিদোষ।†	[উ]	শ্রীনবীনচন্দ্র সেন
ত্রিগুণরহস্য।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
দয়া।	[ক]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বারাণসী-অভিমুখে। ৯। বারাণসীতে যদৃচ্ছাভ্রমণ।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
রেখাক্ষর-বর্ণমালা।	[শ,স,প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাজতপস্বিনী। জীবনী প্রসঙ্গ। ১৮।	[প্র]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা।	[প্র]	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
রাইবনীদুর্গ। অষ্টত্রিংশ-ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
চিরমঙ্গল।	[ক]	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী
শরৎ ঋতু।	[ক]	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

কার্ত্তিক, সপ্তম সংখ্যা

মঙ্গলশক্তি।	[প্র]	শ্রীমতী হেমলতা দেবী
গৌড়কাহিনী। দেবকোট।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
জন্মতত্ত্ব।	[প্র]	শ্রীজগদানন্দ রায়
পরেশনাথ।	[প্র]	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস
গিরিজাসুন্দরী।	[ক]	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন
মানসচর্চ্চা।	[প্র]	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাজতপস্বিনী। জীবনীপ্রসঙ্গ। ১৯।	[প্র]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

* এই প্রবন্ধ কয়মাস পূর্ব্বে আমাদের হস্তগত হইয়াছিল—কিন্তু এতদিন উহা প্রকাশের সুবিধা হয় নাই। শিবাজী-উৎসবের সময় পুনরায় সমাগত, এক্ষণে উহার আলোচনায় লাভ আছে। ব. স.।

† দশ বৎসর পূর্ব্বে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন যখন তাঁহার ভানুমতী উপন্যাস রচনা করেন, তখন তিনি রাজকার্য্যে লিপ্ত। নানা কারণে গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে অনাথনাথ ও সাহেবের কথোপকথন কতকাংশে এইজন্য মুদ্রাঙ্কনকালে তারকা চিহ্ন দিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছিল। ইহাই সেই অংশ—নবীনবাবু এক্ষণে অবসরপ্রাপ্ত—ঐ গ্রন্থেরও এই অংশ সহ পুনর্মুদ্রণ হইতেছে। স্বদেশীসম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত পুরাতন মতামত প্রণিধানযোগ্য। ব. স.।

ধর্ম্মের অর্থ।	[প্র]	শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু
মনীষা। মিশ্রকাব্য। দ্বিতীয় সর্গ। শেষার্দ্ধ।	[ক]	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
রাইবনীদুর্গ। চত্বারিংশ-একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

অগ্রহায়ণ, অষ্টম সংখ্যা

সমস্যা।	[প্র]	শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী
গৌড়কাহিনী। দেবকোটের পরিণাম।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
বালী।	[প্র]	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
হারামণির অন্বেষণ। দ্বন্দরহস্য।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রাচীন সামাজিক চিত্র। ১।	[প্র]	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
প্রবাসের পাঠশালা।	[গ]	শুভবিবাহ রচয়িত্রী।
কোজাগর পূর্ণিমা।	[ক]	শ্রীউর্ম্মিলা
বারাণসী-অভিমুখে। ১০। স্থৈর্য্যনাশ।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
রেখাক্ষর বর্ণমালা।*	[শ,স,প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মনীষা। মিশ্রকাব্য। তৃতীয় সর্গ।	[ক]	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

পৌষ, নবম সংখ্যা

অন্নকষ্ট।	[প্র]	শ্রীজ্ঞানেন্দ্র লাল রায়
গৌড়কাহিনী। মুসলমান-রাজধানীব প্রথম প্রতিষ্ঠা।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
মনীষা। মিশ্রকাব্য। তৃতীয় সর্গ।	[ক]	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
মানবিকতা।	[প্র]	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী
বারাণসীর অভিমুখে। ১১। যে প্রস্তর-পীঠের উপর বুদ্ধদেব বসিয়াছিলেন।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
জাতীয় উদ্দীপনা ও জাতীয় শিক্ষা।	[প্র]	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু
রাইবনীদুর্গ। দ্বিচত্বারিংশ-ত্রয়শ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
হিন্দুজাতির বৈজ্ঞানিক উন্নতি।	[প্র]	শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন
দশ-পদী কবিতা।	[ক]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়
রাজতপস্বিনী। জীবনীপ্রসঙ্গ। ২০।	[প্র]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
প্রার্থনা।	[ক]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* [illegible]
আধটু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে পাঠক ঠিক করিয়া লইবেন। পুস্তকাকারে বাহির করিবার সময় সমস্ত ঠিক করিয়া দেওয়া হইবে।

মহাত্মা কেম্পিসের প্রতি।	[ক]	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

মাঘ, দশম সংখ্যা

শক্তি।	[প্র]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ইতালীয় অভ্যুদয়ে সাহিত্যিকগণের প্রভাব।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ
বুদ্ধ ও আনন্দ।	[ক]	শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত
উর্ব্বরতা।	[প্র]	শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার
বেদান্ত দর্শন।*	[প্র]	শ্রীবনমালী বেদান্ততীর্থ
মনীষা। মিশ্রকাব্য। তৃতীয় সর্গ।	[ক]	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
কাব্যের উপভোগ।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়
রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য।	[প্র]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দেবোপহারের ক্রমোৎকর্ষ।†	[প্র]	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
রাজতপস্বিনী। জীবনীপ্রসঙ্গ। ২১।	[প্র]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
বারাণসীর-অভিমুখে। ১২। অন্য প্রভাত।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
কপালের লেখা। ১-৫।	[গ]	শ্রীমনোজমোহন বসু
ফতেগড়ের মা কালী।	[ক]	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন
হারিণী।	[ক]	শ্রীপ্রেমানন্দ গুপ্ত

ফাল্গুন, একাদশ সংখ্যা

দুঃখ।	[প্র]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পৌণ্ড্রবর্দ্ধন।	[প্র]	শ্রীহরগোপাল দাসকুণ্ডু
মনীষা। মিশ্র কাব্য। তৃতীয় সর্গ।	[ক]	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
বেদান্ত দর্শন।‡	[প্র]	শ্রীবনমালি বেদান্ততীর্থ
রাইবনীদুর্গ। চতুশ্চত্বারিংশ-পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
দেবোপহারের ক্রমোৎকর্ষ।	[প্র]	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী

---

* কলিকাতা সংস্কৃতকলেজের ওরিয়েন্টাল্ ক্লবে ১৯০৫ সালের ৬ই জানুয়ারী, এই প্রবন্ধ পঠিত হয়েছিল।

† বোলপুর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যাপক সমিতিতে পঠিত।

‡ মাঘ মাসের বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধের পূর্ব্বভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি ওরিয়েন্টাল ক্লাবে ১৯০৫ সালের ৬ই জানুয়ারি পঠিত হইয়াছিল।

ভক্তি।	[ক]	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন
কনক।	[ক]	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন
পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষে সভাপতির বক্তৃতা।*	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
তালীবনের ভারতে।[৪] ৭। দেবালয়।	[ভ্র,বৃ]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
লুকান ব্যাখা।	[ক]	শ্রীবসন্তকুমার দাস
প্রতীক্ষা।	[ক]	শ্রী

ব্র. দ্বাদশ সংখ্যা

ঐক্য বাক্য অনৈক্য।[৫]	[প্র]	শ্রী
গৌড়কাহিনী। আত্ম-কলহ।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
লোচনদাস। জীবনীপ্রসঙ্গ। ২২।	[প্র]	শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত
আঁদিয়া আপ্পাজী।	[প্র]	শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী
তালীবনেব ভারতে। ৮। মীনাক্ষী-দেবীর রত্নভাণ্ডার।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
যড়দর্শন।	[প্র]	শ্রীগুরুচরণ তর্কতীর্থ
জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় জীবন।	[প্র]	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়
রাজতপস্বিনী। জীবনী প্রসঙ্গ। ২২।	[প্র]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
কর্ম্ম কি ও তাহার অনুষ্ঠান প্রণালী কি।	[প্র]	শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন
মনীষা। মিশ্রকাব্য। চতুর্থ সর্গ।	[ক]	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
হুজুর। ১-৫।	[গ]	শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত
আমার দেশ।†	[গা]	[দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

---

* সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

† সাহিত্য সম্রাট স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কলিকাতাস্থ ভবনে গত ৫ই ফাল্গুন পূর্ণিমাসম্মিলন উপলক্ষে গীত।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বঙ্গদর্শন

৭ম বর্ষ। ১৩১৪

১. জ্যৈষ্ঠের ''কবিতা সম্বন্ধে দুইচারিটি কথা'' প্রবন্ধটিতে লেখক অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এক জায়গায় লিখছেন—''ব্রাহ্মণ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই সংহারের দেবতা, এই নিয়ম এবং সামঞ্জস্যের বাহিরের দেবতাকে একদিন দেখিয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহার ব্রাহ্মণোচিত এই পাগলশীর্ষক মৌলিক রচনা লাভ করিয়াছিলাম।'' 'পাগলশীর্ষক' শব্দটির পাশে তারকা চিহ্ন দিয়ে বঙ্গদর্শন সম্পাদক এই টীকাটি সংযুক্ত করেছেন,

> ''এই পাগলশীর্ষক প্রবন্ধটি কিন্তু ত্রিবেদীমহাশয়ের নহে, ইহাও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবুরই রচনা—প্রবন্ধের নিম্নে লেখকের নাম না থাকায় বোধ হয় এই ভ্রম হইয়াছে। ব: স:।''

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় রবীন্দ্রনাথের ''পাগল'' প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল শ্রাবণ ১৩১১-র বঙ্গদর্শনে।

২. ''একথাল মিষ্টান্ন'' কবিতাটি দেবেন্দ্রনাথ সেন শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীকে উৎসর্গ করেছেন। কবিতাটির আগে সেবিষয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ছাপা হয়েছে। মন্তব্যটি,

> ''সোদর-প্রতিমা'' শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী বহুবিধ মিষ্টান্ন নিজহস্তে প্রস্তুত করিয়া আমার জন্য পাঠাইয়াছিলেন, সুতরাং—বলা বাহুল্য, এই মহীয়সী নারীটি প্রাতঃস্মরণীয়া। আমি inspired (শক্তি-আবিষ্ট) হইয়া এই কবিতাটি লিখিয়া উৎসর্গস্বরূপে তাঁহার করকমলে অর্পণ করিলাম। হায়! এই নীমনিসিন্দামযী পৃথিবীতে মিষ্টরসে কে না বশীভূত?''
>
> কবিতাটির শেষে মন্তব্য আছে, ''ইনি সুবিখ্যাত মাননীয় মতিলাল গুপ্ত ব্যারিস্টার মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী।''

৩. শ্রাবণ সংখ্যায় গ্রন্থ সমালোচনার আগে আদি বঙ্গদর্শন সম্পর্কে একটি কৌতুককর স্মৃতি স্মরণ করে সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মন্তব্য করেছেন,

> ''বঙ্গদর্শনের অধ্যক্ষ স্বয়ং হাতে করিয়া, আমার হাতে ৩খানি বিচিত্র পুস্তক দিয়াছেন; অনুরোধ, আমি সমালোচনা করি,—বঙ্গদর্শনের জন্য। কিন্তু দেশকালপাত্র বিবেচনা করিলে, অনুরোধটি দাঁড়াইয়াছে, বঙ্গদর্শনের জন্য নহে—বঙ্গদর্শনের

জন্য।—বঙ্গদর্শনের আদিযুগের একটা কথা মনে পড়িল। বহরমপুরে নূতন বঙ্গদর্শন বাহির হইয়াছে, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা। আমিও তখন বহরমপুরে থাকি। সম্পাদকের নিজস্ব নম্বরকানিতে শ্রীমতী কর্ত্রীঠাকুরাণী সদর-পৃষ্ঠায় যে বড় বড় অক্ষরে বঙ্গদর্শন ছাপা আছে, তাহারই 'ব'র নীচে কখন্ একটি 'শূন্য' বসাইয়া দিয়াছেন। সম্পাদকের কনিষ্ঠা কন্যা তখন সবেমাত্র দ্বিতীয়ভাগ পড়িতেছেন, তিনি সেই বঙ্গদর্শনখানি লইয়া তাড়াতাড়ি পিতার কাছে আসিয়া অনুযোগ করিলেন, ''বাবা, তুমি যে বলিয়াছিলে 'বঙ্গদর্শন', এ যে 'রঙ্গদর্শন'?'' বঙ্কিমবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ''তোমার গর্ভধারিণীর গুণে রঙ্গ হইয়াছে, আমি কি করিব মা!'' এখন আমার কপালগুণে দেখিতেছি—বঙ্গদর্শন আবার রঙ্গদর্শন হইয়া পড়িল। বুঝাইয়া বলিতেছি।''

৪. ফাল্গুন ১৩১৪ থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ''তালীবনের ভারতে'' নামে ভ্রমণ বৃত্তান্তমূলক রচনাটি শুরু হয়েছিল। কিন্তু এই সংখ্যা থেকে প্রথম শুরু হলেও শিরোনামের পাশে ৭ সংখ্যাটি ভুলবশত ছাপা হয়েছে।

৫. চৈত্র মাসের অস্বাক্ষরিত ''ঐক্য বাক্য অনৈক্য'' প্রবন্ধটির শেষে তারকা চিহ্ন দিয়ে তলায় এই মন্তব্য আছে,

> ''এই প্রবন্ধ সুরাটের কংগ্রেস ভঙ্গের পরেই লিখিত। স্থানাভাবে গত মাসের বঙ্গদর্শনে ইহা বাহির হয় নাই। ব. স.।

বঙ্গদর্শন
[নবপর্য্যায়]
৮ম বর্ষ : ১৩১৫

বৈশাখ, প্রথম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যা

---

* ভাগলপুর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে পঠিত।

† গীতাসভায় পঠিত।

‡ কারাবাসে লিখিত।

অন্তে।	[ক]	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী
পথ ও পাথেয়।[১] ১।	[প্র]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
তালীবনের ভারতে। ১১। পণ্ডিচেরীতে।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

আষাঢ়, তৃতীয় সংখ্যা

জাতীয় বন্ধন। ২।	[প্র]	শ্রীশরৎচন্দ্র চৌধুরী
ঐশ্বর্য্য।	[প্র]	শ্রীমতী হেমলতা দেবী
অঙ্কের প্রতিমূর্ত্তি বা লিখনপ্রণালী।	[প্র]	শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি
রাজতপস্বিনী। জীবনীপ্রসঙ্গ। ২৪।	[প্র]	শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
মন্বন্তরের সূচনা।	[প্র]	শ্রী[শৈলেশচন্দ্র]
মনীষা। মিশ্রকাব্য।	[ক]	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
গৌড়-কাহিনী। স্বাধীনতা লাভ।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
তালীবনের ভারতে। ১২। বাই নাচ।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
নিরাশ্রয়।	[ক]	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী
সমস্যা।	[প্র]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রাবণ, চতুর্থ সংখ্যা

ইজ্জৎ।	[প্র]	শ্রী[বিপিনচন্দ্র পাল]
গোটা দুই তিন কঠিন কথা। পূর্ব্বানুবৃত্তি।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
তালীবনের ভারতে। ১৩। পণ্ডিচেরী ছাড়িয়া।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ্রন্থ সমালোচনা।

সরল কৃত্তিবাস। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত।		শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
ধনবিজ্ঞান-Political Economy। শ্রীগিরীন্দ্রকুমার সেন প্রণীত।		শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়
মনীষা। মিশ্রকাব্য।	[ক]	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
ভাগ্যহীন।	[ক]	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী
উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন।*	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
মন্বন্তর।	[প্র]	শ্রী[শৈলেশচন্দ্র]
সদুপায়।[২]	[প্র]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মৃত্যু।	[ক]	শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

প্রথম অধিবেশন। রঙ্গপুর,—আষাঢ়, ১৩১৫।

ভাদ্র, পঞ্চম সংখ্যা

আশ্বিন, ষষ্ঠ সংখ্যা

---

* কোন ইংরাজি গল্প হইতে।

† পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্প্রতি ছাত্রসমাজে যে বক্তৃতা করেন ইহা তাহারই সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।

‡ গত ৭ই আগষ্ট কলিকাতায় জাতীয় উৎসবে বক্তৃতাগুলির সার সঙ্কলন।

§ মূল্য এক টাকা আট আনা ও এক টাকা তিন আনা। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

দেশের দশা।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
ডাক্তার নীলরতন সরকারের বক্তৃতা হইতে।		
দেশহিত।	[প্র]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আশ্বিন সংক্রান্তি।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
রাখী।	[ক]	অস্বাক্ষরিত

কার্ত্তিক, সপ্তম সংখ্যা

পল্লী ব্যবস্থা।	[প্র]	শ্রীশরৎচন্দ্র চৌধুরী
উমা-পরিণয়। কুমার-সম্ভব।	[ক]	শ্রীবিহারীলাল গোস্বামী
গৌড়-তত্ত্ব।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
কপাল-কুণ্ডলা।*	[প্র]	শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়
মন্বন্তর।	[প্র]	শ্রী[শৈলেশচন্দ্র]
শোণিত-সোপান। ৩-৪।	[অ,গ]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
পরলোকে।[৪]	[শো,স]	[সম্পাদক]

অগ্রহায়ণ, অষ্টম সংখ্যা

প্রাচ্য ভারত।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
পরাজয়।	[গ]	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
প্রাণের কথা।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
কৃষ্ণকান্তের উইল। সমালোচনা।	[স,প্র]	শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী
মন্বন্তরে মালগুজারি।	[প্র]	[শৈলেশচন্দ্র]
শোণিত-সোপান। ৫।	[অ,গ]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
অতৃপ্তি।	[ক]	শ্রীঃ[শৈলেশচন্দ্র]
বিজয়িনী।	[ক]	শ্রীঃ[শৈলেশচন্দ্র]
শোক।	[ক]	শ্রীগোবিন্দ্রচন্দ্র দাস

পৌষ, নবম সংখ্যা

লক্ষ্মণসেনের পলায়ন কলঙ্ক।†	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
ঈথর।	[প্র]	শ্রীজগদানন্দ রায়

* ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতিতে পঠিত।

† শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্রপট দর্শনে লিখিত ও রাজসাহী শাখা সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত।

মন্বন্তরে মালগুজারি।	[প্র]	শ্রী[শৈলেশচন্দ্র]
মহম্মদীয় অভ্যুদয়।	[প্র]	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চন্দ্র
কৃষ্ণকান্তের উইল। সমালোচনা।	[স,প্র]	শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী
হিন্দু ও মুসলমান।*	[প্র]	শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর
কাতন্ত্র কলাপ ব্যাকরণ।	[প্র]	শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন
শোণিত-সোপান। [৬]	[অ,গ]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৃহ প্রতিষ্ঠা।†	[ভা]	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
দশপদী কবিতা।	[ক]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়

মাঘ, দশম সংখ্যা

বাংলার কাহিনী। সূচনা।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
সামাজিক প্রসঙ্গ।	[প্র]	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চন্দ্র
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ।‡	[ভা]	[সারদাচরণ মিত্র]
আমার ভাষা।	[ক]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়
মন্বন্তরের পরিশিষ্ট। পুরস্কার।	[প্র]	শ্রী[শৈলেশচন্দ্র]
নীলকণ্ঠ। প্রথম-দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।	[উ]	[শৈলেশচন্দ্র]
নবযুগের উৎসব।§	[প্র]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শোণিত-সোপান। [৭]	[অ,গ]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
দুই-ইচ্ছা।#	[প্র]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
নিয়তি।	[ক]	শ্রীঃ[শৈলেশচন্দ্র]

ফাল্গুন, একাদশ সংখ্যা

বাংলার কাহিনী।	[প্র]	শ্রী

* এই প্রবন্ধ অনেকদিন পূর্ব্বে আমাদের হস্তগত হইয়াছিল। বঃ সঃ।

† গত ২১শে অগ্রহায়ণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পরিষদে নিম্নতলের সভায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই মর্ম্মে বক্তৃতা করেন। দ্বিতলের সভায় লোকাধিক্য হওয়ায় পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই সভা হইয়াছিল। সভার বিস্তারিত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। বঃ সঃ।

‡ গৃহ [বঙ্গীয় সহিত্য পরিষদ] প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সারদাচরণ মিত্র প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ।

§ গত মাঘোৎসবের রাত্রিতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত।

গত ১১ই মাঘ প্রাতে আদি ব্রাহ্মসমাজে লেখক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পঠিত।

চৈত্র, দ্বাদশ সংখ্যা

* শ্রীশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পঠিত।

† কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের মৃত্যুপলক্ষে।

‡ রাজসাহীর গত সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত এবং বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত।

§ বিগত ১৯শে মাঘ সোমবার রাজসাহীর সাহিত্য সম্মিলনে লেখক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্, এ কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

এ প্রবন্ধের ইংরাজি অনুবাদ ''ডনে'' (The Dawn) এ প্রকাশিত হইয়াছে—লেখক।

¶ শুভবিবাহতত্ত্ব—শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ২্।

£ রাজতরঙ্গিণীর গল্প হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনের আখ্যায়িকার উপাখ্যান ভাগ অবলম্বনে।

¢ রিপোর্টার বহুদিন পশ্চিমে থাকায় এতদিন আর বাংলাদেশের শয্যাসভার বক্তৃতার রিপোর্ট দিতে পারেন নাই—শ্রী রিঃ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য
বঙ্গদর্শন
৮ম বর্ষ। ১৩১৫

১. জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ''পথ ও পাথেয়'' প্রবন্ধটির শেষে তারকা চিহ্নে টীকা আছে, ''চৈতন্য লাইব্রেরীর বিশেষ অধিবেশনে ১২ই জ্যৈষ্ঠ (১৩১৫) লেখক মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত।''

২. শ্রাবণে প্রকাশিত ''সদুপায়'' প্রবন্ধের শেষে তারকা চিহ্নে সম্পাদকের মন্তব্য,

> ''এই প্রবন্ধটি ভারতী সম্পাদিকা মহাশয়া বঙ্গদর্শনে প্রকাশের অনুমতি দেওয়ায় আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। বঃ সঃ।''

৩. ভাদ্রে ''জাতীয় শিক্ষা'' প্রবন্ধের শেষে সম্পাদকের মন্তব্য, ''প্রবন্ধ লেখক মহাশয় ''শিক্ষা পরিচয়'' পত্রের সম্পাদক ছিলেন এবং এখন একটি জাতীয় শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষরূপে কার্য্য করিতেছেন।''

৪. কার্তিকে প্রকাশিত কালো বর্ডারে ঘেরা ''পরলোকে'' রচনাটি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যুর শোক-সংবাদ। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যু হয় ২৩শে কার্তিক রবিবার।

বঙ্গদর্শন

[নবপর্য্যায়]

৯ম বর্ষ : ১৩১৬

বৈশাখ, প্রথম সংখ্যা

* বোলপুর শান্তি-নিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অধ্যাপক সমিতিতে পঠিত।

† রাজসাহী শাখাসাহিত্য সমিতির সম্পাদক।

‡ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কর্ত্তৃক অঙ্কিত 'লক্ষ্মণসেনের পলায়ন' নামক চিত্রের প্রতিবাদ স্বরূপ পলায়ন কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তিহীনতার বিষয় আলোচনা করিয়া ঐতিহাসিক প্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় গত 'পৌষ' মাসের 'বঙ্গদর্শনে' 'লক্ষ্মণসেনের পলায়ন কলঙ্ক' নামক এক প্রবন্ধ লেখেন। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র বাবু শিল্পকলার দিক দিয়া সুরেন্দ্রবাবুর পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিয়া 'বঙ্গদর্শনে' যে পত্র পাঠাইয়াছেন আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিলাম।

§ যোগীন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত সিটীবুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৩৲

\# গত মাঘ মাসে নীলকণ্ঠের প্রথম দুই পরিচ্ছেদ 'বঙ্গদর্শনে' বাহির হয়। বৎসরের প্রথম হইতেই উপন্যাস বাহির হওয়া অনেকের ইচ্ছা মানিয়া গত দুই মাস ইহা আর প্রকাশ করা হয় নাই। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য প্রথম দুই পরিচ্ছেদ এ মাসে পরিশিষ্টরূপে পুণরায় ছাপান গেল।

জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যা

বর-পণ ও বিবাহ। সামাজিক প্রসঙ্গ।	[প্র]	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
ভ্রমর প্রসঙ্গ। কৃষ্ণকান্তের উইল।	[প্র]	শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী
মহাভারত।*[১] ইতিহ বা ইতিবৃত্ত।	[প্র]	তারাদর্শক
ব্যাক্‌টিরিয়া।	[প্র]	শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার
ইহুদীধর্ম্ম।†[২]	[প্র]	[আইয়া আইড্যা কর]
শ্রী গৌরাঙ্গ। কীর্ত্তন।	[প্র]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়
বিস্মৃত জনপদ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। প্রতিষ্ঠা।	[প্র]	শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

গ্রন্থ সমালোচনা।

১। বিবিধ ধর্ম্ম সঙ্গীত। শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। প্রথম সংস্করণ, ৪৬৯ পৃঃ, ভালবাঁধাই। মূল্য ২।

২। স্বদেশকুসুম। শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি প্রণীত। স্বদেশানুরাগমূলক ছড়া ও গান। মূল্য দুই আনা।

আষাঢ়, তৃতীয় সংখ্যা

বিস্মৃত জনপদ। তৃতীয় পরিচ্ছেদ। শক্তিসঞ্চয়।	[প্র]	শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য
ভারতীয় নাস্তিকবাদের ইতিবৃত্ত। দ্বিতীয় অধ্যায়।	[প্র]	শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য
বৌদ্ধধর্ম্ম। মুক্তি সম্বন্ধে তিনটি মুখ্য তত্ত্ব।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
অনাদৃতা।	[গ]	শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ
মেরুপ্রান্তে। সূচনা।	[প্র]	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
হরিদ্বার।	[প্র]	শ্রীনবীনচন্দ্র সেন
মহাভারত।	[প্র]	তারাদর্শক
নীলকণ্ঠ। পঞ্চম পরিচ্ছেদ।	[উ]	[শৈলেশচন্দ্র]
ভুলভাঙ্গা।	[ক]	শ্রীমতী জ্যোৎস্নালতা দেবী
দশপদী কবিতা।	[ক]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়

শ্রাবণ, চতুর্থ সংখ্যা

বিস্মৃত জনপদ। চতুর্থ অধ্যায়।	[প্র]	শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

* মিলনীতে পঠিত।

† বিগত ডিসেম্বর মাসের ধর্ম্মসংঙ্ঘে শ্রীযুক্ত আইয়া আইড্যা কর পঠিত মূল প্রবন্ধ হইতে।

দীন তপস্বিনী।	[প্র]	শ্রীচন্দ্রশেখর কর
মূক বধির কি বধির মূক?	[প্র]	মূক শিক্ষক
অক্ষয় মিলন।	[গ]	শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত
সাহিত্য-সম্মিলনী।*	[প্র]	শ্রীবেণীমাধব চাকী
নীলকন্ঠ। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[শৈলেশচন্দ্র]
ভারতীয় নাস্তিক দর্শনের ইতিবৃত্ত। ষষ্ঠ অধ্যায়।	[প্র]	শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য
কাশীরাম দাসের জন্মস্থান।	[প্র]	শ্রীঃ
মহাভারত। গুরু বৃহস্পতি-গুরু দ্রোণ।	[প্র]	তারাদর্শক

ভাদ্র, পঞ্চম সংখ্যা

নীলকন্ঠ[৩] নবম-একাদশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার
উল্কাপিণ্ড।	[প্র]	শ্রীজগদানন্দ রায়
রঙ্গপুর-ভূম্যধিকারিগণের ইতিহাস।†	[প্র]	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
সারস্বত ভবন।‡	[রি]	শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী
মহাভারত।	[প্র]	তারাদর্শক
বিস্মৃত জনপদ। পঞ্চম পরিচ্ছেদ।	[প্র]	শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন।	[প্র]	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
মেরুপ্রান্তে। ২।	[প্র]	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
বিরহ।	[ক]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
হরিদ্বার।	[ক]	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

আশ্বিন, ষষ্ঠ সংখ্যা

পথপ্রান্তে।	[প্র]	শ্রী
সাগর মাহাত্ম্য।§	[প্র]	[শৈলেশচন্দ্র]
মেরুপ্রান্তে। ৩।	[প্র]	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

---

* উত্তর-বঙ্গে সাহিত্য সম্মিলনের ২য় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বগুড়ায় গত ১৮ই মাঘ যে সভা হয় তাহাতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রূপে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চাকী মহাশয় এই প্রবন্ধ পাঠ করেন।

† গত ২২শে বৈশাখ রবিবার, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, শ্রীযুক্ত রাজা জানকীবল্লভ সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে উপরোক্ত সভা এই তৃতীয়বার স্থাপিত হইয়াছে।

‡ গ্লেজিয়ারের রঙ্গপুর রিপোর্টের উদ্দৃতাংশ ১৮৭২-৭৩ রঙ্গপুর রিপোর্ট ৪২ পৃঃ by G C Das

§ বিদ্যাসাগর ইউনিয়নের বিশেষ অধিবেশনে লেখক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক পঠিত।

রঙ্গপুরের জমীদার।	[প্র]	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
অক্ষম।	[ক]	শ্রী
মহাভারত।	[প্র]	তারাদর্শক
বিস্মৃত জনপদ। সপ্তম পরিচ্ছেদ।	[প্র]	শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য
দোসর। জাপানী গল্প।	[অ,গ]	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
মরণোন্মুখ জাতি।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার
দিনান্তে।	[ক]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
নীলকণ্ঠ। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার
অপূর্ব্ব কৃষ্ণ-প্রাপ্তি।	[ক]	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

কার্ত্তিক, সপ্তম সংখ্যা

দুর্গোৎসব।	[প্র]	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
কবি।	[ক]	শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল
বিস্মৃত জনপদ। অষ্টম পরিচ্ছেদ।	[প্র]	শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য
মহাভারত।	[প্র]	তারাদর্শক
বৌদ্ধধর্ম্ম।* পূর্ব্ব প্রবন্ধের অনুবৃত্তি।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাংলার শিল্প।	[ক]	শ্রীনলিনীনাথ শর্ম্মা
ভাষাতত্ত্ব। পঞ্চস্বর।	[প্র]	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শূন্য পূরাণ।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার
সাহিত্য-পরিষদে বিজ্ঞানচর্চ্চা।†	[প্র]	[রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী]
নীলকণ্ঠ। চতুর্দ্দশ-পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার

অগ্রহায়ণ, অষ্টম সংখ্যা

বিস্মৃত জনপদ। নবম পরিচ্ছেদ।	[প্র]	শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য
পত্নী-তত্ত্ব।‡	[প্র]	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কোম্পানীর রাজস্বনীতি।	[প্র]	শ্রীনলিনীনাথ শর্ম্মা
সঙ্গীত।	[প্র]	শ্রীজানকীনাথ বসাক
মহাভারত।	[প্র]	তারাদর্শক

* G De Lafont-র ফরাসী হইতে।

† শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় কর্ত্তৃক সাহিত্য পরিষদে পঠিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন। মূল প্রবন্ধ বর্ত্তমান মাসের ‘সাহিত্যে’ দ্রষ্টব্য।

‡ গত রাসপূর্ণিমায় পূর্ণিমামিলন উপলক্ষে স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের ভবনে পঠিত।

বৌদ্ধধর্ম্ম।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুর
কামনা।	[ক]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মাসিক সাহিত্য-সংবাদ।	[প্র]	শ্রীঃ[শৈলেশচন্দ্র]
নীলকণ্ঠ। ষোড়শ-সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার

পৌষ, নবম সংখ্যা

ব্রাহ্মণ।	[প্র]	শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী
ওঁ-বিবৃতি।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
বৌদ্ধধর্ম্ম।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহাভারত।	[প্র]	তারাদর্শক
বঙ্গীয়-সাহিত-পরিষদের ছাত্রসভায় রবীন্দ্র বাবুর অভিভাষণ।*	[ভা]	[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]
প্রার্থনা।	[ক]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মাসিক সাহিত্য-প্রসঙ্গ।	[প্র]	শ্রীঃ[শৈলেশচন্দ্র]
নীলকন্ঠ।† অষ্টাদশ-ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার

মাঘ, দশম সংখ্যা

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন।	[প্র]	শ্রীপ্রফুল্ল কুমার সরকার
মহাভারত।	[প্র]	তারাদর্শক
শ্রীমূর্ত্তি-বিবৃতি।‡ প্রথম পরিচ্ছেদ।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগ।	[প্র]	শ্রীজগদানন্দ রায়
মোহিনী।	[গ]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়
লক্ষ্মণসেন ও বখ্‌তিয়ারের বাঙ্গালা জয়।¤	[প্র]	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বিশ্বে আকর্ষণী শক্তি।§	[প্র]	শ্রীচন্দ্রশেখর সরকার

* ভূতপূর্ব্ব ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু এম্, এ, রবীন্দ্রবাবুব বক্তৃতার নোট লইয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। ব: স:

† কলিকাতা,—নং ৬৪/১, ৬৪/২, সুকিয়াস্ ষ্ট্রীটস্থ লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে, শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

‡ আসাম গৌরীপুরে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।

§ ভাগলপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশনের জন্য লিখিত। কলিকাতা ২৭নং হরিতুকি বাগান লেনে কামারশিয়াল যন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আইচ দ্বারা মুদ্রিত।

ফাল্গুন, একাদশ সংখ্যা

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন। ২।	[প্র]	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার
উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সন্মিলন।	[প্র]	শ্রীপদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ
গুজরাথে মহারাষ্ট্র অধিকার।	[প্র]	শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর
ভাষাতত্ত্ব।* ২। চতুর্দ্দশ ব্যঞ্জন।	[প্র]	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমূর্ত্তি-বিবৃতি।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

চৈত্র, দ্বাদশ সংখ্যা

শিক্ষা ও তাহার সংস্কার।†	[প্র]	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীমন্তের সিংহলযাত্রা।	[প্র]	শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ
বিস্মৃত জনপদ। দশম পরিচ্ছেদ।	[প্র]	শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য
মহাভারত।	[প্র]	তারাদর্শক
হিসাব।	[ক]	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
রাজা রামমোহন রায়।‡	[ক]	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু
শ্রীমূর্ত্তি-বিবৃতি।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
লক্ষ্মণসেন ও বখ্‌তিয়ারের বাঙ্গালা জয়।	[প্র]	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বসন্ত-রাণী।	[প্র]	শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

গ্রন্থ সমালোচনা।

১। রত্নাকর। শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত প্রণীত।
২। গন্ধপুষ্প। শ্রীমতিলাল দাস, বি, এ, প্রণীত।
৩। গুরু গোবিন্দ সিংহ। শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

* পূর্ণিমামিলন-উপলক্ষে পঠিত।

† ভাগলপুর সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।

‡ উন-অংশীতিতম সাম্বৎসরিক সভা উপলক্ষে পঠিত।

প্রাসঙ্গিক তথ্য
বঙ্গদর্শন
৯ম বর্ষ। ১৩১৬

১. জ্যৈষ্ঠে ''মহাভারত'' প্রবন্ধটি সম্পর্কে সম্পাদকের মন্তব্য,

> ''লেখক মহাশয়ের সহিত সকল বিষয়ে আমাদের মতের ঐক্য থাকিবে ভরসা করি ইহা কেহ মনে করিবেন না। কিন্তু লেখক মহাশয়ের গবেষণা বিশেষ প্রশংসনীয়, অনেক নূতন তত্ত্ব আছে, বলিয়া সাদরে আমরা ইহা প্রকাশ করিলাম। ব: স:।''

২. ''ইহুদীধর্ম্ম'' প্রবন্ধটি সম্পর্কে সম্পাদকের মন্তব্য,

> ''শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় কর্ত্তৃক অনূদিত। ধর্ম্মসংঘের কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়েরা মূল ইংরাজি প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বেই বঙ্গদর্শনে ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন—সম্পাদক।''

৩. মাঘ ১৩১৫ থেকে ধারাবাহিক শুরু হয় শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের ''নীলকণ্ঠ'' উপন্যাসটি। ওই সংখ্যায় উপন্যাসটির রচয়িতার নাম ছিল না। ১৩১৫-র ফাল্গুন এবং চৈত্রে ''নীলকণ্ঠ'' প্রকাশিত হয়নি। বৈশাখ ১৩১৬ থেকে উপন্যাসটি আবার বেরোতে শুরু করে। প্রথম দুই পরিচ্ছেদও এই সংখ্যায় জুড়ে দেওয়া হয়। ভাদ্র সংখ্যা থেকেই শৈলেশচন্দ্রের নাম স্বাক্ষরিত হয়।

৪. মাঘ সংখ্যায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ''লক্ষ্মণসেন ও বখ্তিয়ারের বাঙ্গালা জয়'' প্রবন্ধ সম্পর্কে বঙ্গদর্শন সম্পাদকের মন্তব্য,

''শুভক্ষণে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'লক্ষ্মণসেনের পলায়ন' নামক ছবিখানি উদ্ভাসিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এত বড় জাতীয় কলঙ্ক ও এত বড় ঐতিহাসিক ভ্রান্ত-বিবরণের একখানি ছবির প্রচার ও প্রকাশকালকে শুভ মূহুর্ত্ত বলিবার কারণ এই,—এই ক্ষুদ্র উপেক্ষণীয় বিষয় হইতে আজ প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের গভীর গবেষণায় বাঙ্গালীর একটি প্রধান জাতীয় কলঙ্ক দূর হইবার উপায় হইয়াছে। সুরেন্দ্রবাবুর ছবিখানি দেখিয়াই শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাহা বঙ্গদর্শনেই তীব্র সমালোচনা দ্বারা উহার কাল্পনিকত্ত্ব প্রতিপন্ন করেন। সেই প্রবন্ধে এ বিষয়ে রাখালবাবুর আবিষ্কৃত যে সকল প্রমাণের উল্লেখ করেন, তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। রাখালবাবুর মূল প্রবন্ধ ইংরাজীতে লিখিত ইহা তাহার যথাযথ অনুবাদ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের

ষোড়শবর্ষীয় প্রথম-মাসিক অধিবেশনে (২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬) রাখালবাবু এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন মিনহাজ্‌উদ্দীন তাঁহার তবকত্‌-ই-নাসিরি গ্রন্থে যে ১৭ জন মাত্র অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার বাঙ্গলা জয় করেন, লিখিয়া গিয়াছেন, সাহিত্য সম্রাট ৺বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদর্শনে তাহা প্রকাশ করেন। তদবধি এই ভ্রমের নিরাকরণ করিবার জন্য অনেক মনীষীই যত্ন ও চেষ্টা করিতেছিলেন। সম্প্রতি বিধাতার কৃপায় এ সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস্য প্রমাণ প্রকাশিত হওয়ায় রাখালবাবু দ্বারা এ বিষয়ের প্রকৃত প্রস্তাবে নিরসন হল। এই প্রবন্ধের সারমর্ম্ম বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করি। কি সাপ্তাহিক, কি মাসিক, কি অন্যবিধ সাময়িক পত্রের সাহায্যে এই ঘটনা যাহাতে সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সে ভার গ্রহণ করিলে আমরা সুখী হইব। বঃ সঃ।''

বঙ্গদর্শন
[নবপর্য্যায়]
১০ম বর্ষ : ১৩১৭

* কাউন্ট টলস্টয়ের Two Pilgrims নামক গল্পের লিখিত।

† ভাগলপুরের সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।

বিলাতের কথা।	[প্র]	শ্রী
মেঘের প্রতি।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
মৃগ-তৃষা।	[গ]	অস্বাক্ষরিত
নির্ব্বান সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত মত।*	[অ,প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
অভিমান।	[ক]	শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়
অনাত্মজ্ঞতা।	[প্র]	শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য
নীলকন্ঠ। বিংশ-দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার
মহাভারত।	[প্র]	তারাদর্শক
সাহিত্য-প্রসঙ্গ।	[প্র]	[শৈলেশচন্দ্র]

গ্রন্থ সমালোচনা।

১। সিন্ধু গৌরব। কুমুদিনী গঙ্গোপাধ্যায়।
২। বিক্রমপুরের ইতিহাস। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত।
৩। পূর্ণমিলন [ক]। রজনীকান্ত সেন প্রণীত।
৪। গার্গী। প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত প্রণীত।

আষাঢ়, তৃতীয় সংখ্যা

বঙ্কিমচন্দ্র।†	[প্র]	শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু
ভারতীয় ইতিহাসের উপকরণ।	[প্র]	শ্রীসখারাম গনেশ দেউস্কর
মানবের জন্মকথা।	[প্র]	শ্রীশশধর রায়
বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির হ্রাসের কারণ এবং তাহার প্রতিকার।	[প্র]	শ্রীরাধারমণ মুখোপাধ্যায়
পরিচয়।	[গ]	শ্রীপ্রফুল্লনারায়ণ রায়
পল্লী-স্মৃতি।	[ক]	শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার
সূর্য্য-পূজা।	[প্র]	শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য
নীলকন্ঠ। দ্বাবিংশ-ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার
সাহিত্য প্রসঙ্গ।	[প্র]	[শৈলেশচন্দ্র]
আষাঢ়।	[ক]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মৃগ-তৃষা।	[গ]	শ্রীঃ[শৈলেশচন্দ্র]

---

* La font-এর ফরাসী হইতে।
† রাঁচি লিটরারী সোসাইটিতে পঠিত।

শ্রাবণ, চতুর্থ সংখ্যা

বঙ্কিমচন্দ্র।	[প্র]	শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু
নিদ্রাহীন।	[ক]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আমার ডায়েরী।	[গ]	শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার
বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির হ্রাসের কারণ এবং তাহার প্রতিকার।	[প্র]	শ্রীরাধারমণ মুখোপাধ্যায়
মহাভারত।	[প্র]	তারাদর্শক
মানবের জন্মকথা। ২। অব্যবহার্য্য অঙ্গ।	[প্র]	শ্রীশশধর রায়
প্রকৃত নির্ব্বাণ কি?	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সূর্য্য পূজা।	[প্র]	শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য
বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যা।*	[প্র]	শ্রীসখারাম গনেশ দেউস্কর
নীল-কন্ঠ। পঞ্চবিংশ-ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার

গ্রন্থ সমালোচনা।

১। ব্রহ্মাপ্রবাসীর পত্র। কালাচাঁদ দালাল প্রণীত। মূল্য আট আনা।

ভাদ্র, পঞ্চম সংখ্যা

বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির হ্রাসের কারণ এবং তাহার প্রতিকার।†	[প্র]	শ্রীরাধারমণ মুখোপাধ্যায়
জগতের আদি কারণ।‡	[প্র]	শ্রীসীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়
হিন্দুত্ব কি?	[প্র]	শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
স্বাস্থ্য ও শিক্ষা।	[প্র]	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচি
মানবের জন্মকথা। ৩।	[প্র]	শ্রীশশধর রায়
মহাভারত।	[প্র]	তারাদর্শক
নীলকন্ঠ। সপ্তবিংশ-অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার

* এই পুস্তক এখনও যন্ত্রস্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

† এই প্রবন্ধের মুদ্রাঙ্কন কার্য্য প্রায় শেষ হইবার পরে জানিতে পারিলাম যে, এই প্রবন্ধটি পত্রান্তরেও প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুরস্কার প্রবন্ধের বিজ্ঞাপনে পুরস্কারদাতা স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, মনোনীত প্রবন্ধটি ''বঙ্গদর্শনে'' প্রকাশিত হইবে। কিন্তু দেখিতেছি পুরস্কার প্রার্থী লেখক মহাশয় সে দিকে মনোযোগ দেন নাই। এ প্রবন্ধ অন্যত্র প্রকাশের জন্য দেওয়া হইয়াছে, লেখক মহাশয় এ কথা পুরস্কারদাতাকে জানাইলে আমরা সাবধান হইতাম। বঃ সঃ।

‡ লেখক কর্ত্তৃক ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতিতে পঠিত।

জীবন-বন্ধু।	[ক]	শ্রীহেমলতা দেবী
মৃগ-তৃষা। ৭।	[গ]	শ্রীঃ[শৈলেশচন্দ্র]

গ্রন্থ সমালোচনা।

১। চিকিৎসক। আদর্শ হোমিয়োপ্যাথিক গ্রন্থ। ডাক্তার এ, সি, মজুমদার এল, এম, এস, প্রণীত। মূল্য ২্।

আশ্বিন, ষষ্ঠ সংখ্যা

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর। সাগর-মাহাত্ম্য।	[প্র]	শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার
গায়ত্রী-রহস্য।	[প্র]	শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
পাষাণী। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়েব নাটক প্রসঙ্গে।	[স,প্র]	শ্রীসরসীলাল সরকার
ধর্ম্মের কথা। ১।	[প্র]	শ্রীঃ[শৈলেশচন্দ্র]
মাতৃহীনা।	[গ]	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়
নাট্য-রঙ্গ।	[প্র]	শ্রীঃ[শৈলেশচন্দ্র]
সাহিত্য-প্রসঙ্গ। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।	[প্র]	[শৈলেশচন্দ্র]
নীলকণ্ঠ। ঊনত্রিংশ-ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার

সমালোচনা।

১। নবদ্বীপ-পরিক্রমা। প্রথমাংশ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত।

কার্ত্তিক, সপ্তম সংখ্যা

ধর্ম্মের কথা। অধিকারী-ভেদ।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
এ জগৎ কার!	[ক]	শ্রীহেমলতা দেবী
প্রকৃত নির্ব্বাণ কি?	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
আমার জীবন।	[স,প্র]	শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার
মানবের জন্মকথা।	[প্র]	শ্রীশশধর রায়
গ্রহের বাষ্পমন্ডল।	[প্র]	শ্রীজগদানন্দ রায়
পুরাণ সম্বন্ধে দুই একটি কথা।	[প্র]	সুরদাস।
বেদান্ত।*	[প্র]	শ্রীগুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ
সিমাচলম্ বা সিংহাচল দর্শন। নৃসিংহ-ক্ষেত্র। পথে।	[ভ্র,বৃ]	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়
নীলকণ্ঠ। একত্রিংশ-দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার

* রাজসাহী রাণী হেমন্তকুমারীর সংস্কৃত পাঠশালায় পঠিত।

ভালবাসা।* Love is Eternal—Love is God.	[ক]	শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ
সাহিত্য-প্রসঙ্গ। ভারতীয় নাট্যের মূল।	[প্র]	[শৈলেশচন্দ্র]

গ্রন্থ সমালোচনা।

১। সাবিত্রী-সত্যবান। সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত।

অগ্রহায়ণ, অষ্টম সংখ্যা

বিলাতে জাপান।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
বাঙ্গালার মাতৃমূর্ত্তি।	[প্র]	শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত
অব্যক্ত-জীবন।	[প্র]	শ্রীজগদানন্দ রায়
গোবিন্দদাস।	[প্র]	শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু
মানবের জন্মকথা।	[প্র]	শ্রীশশধর রায়
বেদান্ত।	[প্র]	শ্রীগুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ
উৎকল-প্রসঙ্গে।	[প্র]	শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন

পৌষ, নবম সংখ্যা

বরেন্দ্র-ভ্রমণ। ১। পদুম-সহর।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
উৎকল-প্রসঙ্গে। ২।	[প্র]	শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন
ঊষার তারা।	[ক]	শ্রীপ্রফুল্লনারায়ণ রায়
কৃষ্ণ-চরিত।	[স]	শ্রীপ্রাণনাথ সরকার
বেদান্ত।	[প্র]	শ্রীগুরুচরণ তর্কদর্শন তীর্থ
বিদুলা-সঞ্জয় সংবাদ। মহাভারত হইতে গৃহীত।	[চ]	শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু
তারা।	[গ]	শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত
ভ্রান্তি।	[ক]	শ্রীপ্রেমানন্দ গুপ্ত

গ্রন্থ সমালোচনা।

১। শ্রীশ্রী ঁদুর্গা পূজারবলি ও জীববলি। অনাথকৃষ্ণ দেব প্রণীত।

২। দিনচর্য্যা। ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত: মূল্য চারি আনা।

৩। আশ্রম চতুষ্টয়। ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত। মূল্য আট আনা।

*This is a Norwegian Love Song, retranslation from English to Bengalee.

মাঘ, দশম সংখ্যা

সাহিত্য-প্রচার।	[প্র]	শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী
বরেন্দ্র-ভ্রমণ। ২। চতুর্ভুজা।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
বিলাতের কথা।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
ভবিষ্যতের ভাবনা।	[প্র]	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী
বিষবৃক্ষ।	[প্র]	শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী
স্ত্রৈণ।	[গ]	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়
বেদান্ত।	[প্র]	শ্রীগুরুচরণ তর্কদর্শন তীর্থ
প্রকৃত নির্ব্বাণ কি?	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
বেদনা।	[ক]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রকাশ।	[ক]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মালদহ সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণের সারাংশ।	[ভা]	অধ্যাপক যদুনাথ সরকার
মানবের জন্মকথা।	[প্র]	শ্রীশশধর রায়

ফাল্গুন, একাদশ সংখ্যা

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র। ১। পূর্ব্বাভাস।	[প্র]	শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু
বাঙ্গালা-ব্যাকরণের একাংশ।*	[প্র]	শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
বরেন্দ্র ভ্রমণ। ৩। সোণার গৌরাঙ্গ।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
খাদ্য ও রন্ধন সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশস্ত নিয়ম।	[প্র]	শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক
সমাজ-বন্ধন।	[প্র]	শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত
সূর্য্যমুখী।	[প্র]	শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী
মানবের জন্মকথা।	[প্র]	শ্রীশশধর রায়
মথুরায়।	[গ]	শ্রীঅনুরূপা দেবী
ষড় দর্শন।†	[প্র]	শ্রীগুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† রাজসাহী রাণী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজে পঠিত। ১৩১৪ সালের চৈত্র এবং ১৩১৫ সালের আশ্বিনের সংখ্যায় এই প্রবন্ধের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই অংশে প্রয়োজনের সাধারণ লক্ষণ, প্রয়োজনের বিভাগ, দর্শন শাস্ত্রের রচনা ও অধ্যয়নের প্রয়োজন, দর্শনশাস্ত্র রচনার সময়, দর্শনশাস্ত্রের বিভাগ, ষড়দর্শন-শব্দ ব্যবহারের কারণ, আস্তিক দর্শন ও নাস্তিক দর্শনের ঐকমত্য ও মতভেদ, বেদান্ত দর্শনের প্রাধান্য, বেদান্ত সূত্র রচনার সময়, শঙ্কর ও শাঙ্কর ভাষ্যের সময়, অদ্বৈতবাদের মূলভিত্তি, ন্যায় দর্শন সম্মত বিচার প্রণালী, ব্রহ্মের লক্ষণ, কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধে মত ভেদ, ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদ এবং ব্রহ্ম পরিমাণবাদ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

চৈত্র, দ্বাদশ সংখ্যা

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
ভারতে ইংরাজের পদার্পণ।	[প্র]	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার
কুন্তী-ব্রাহ্মণ-সংবাদ। মহাভারত হইতে গৃহীত।	[চ]	শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু
নব্য ব্রাহ্ম-সমাজের আদর্শ।	[প্র]	শ্রীতারকচন্দ্র রায়
রাজর্ষি রামমোহন।	[ক]	শ্রীসুঃ[সুধীরচন্দ্র মজুমদার]
শঙ্খ।	[স,প্র]	অস্বাক্ষরিত
মানবের জন্মকথা।	[প্র]	শ্রীশশধর রায়
ষড় দর্শন।	[প্র]	শ্রীগুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ।
পতিতা।	[গ]	শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার

বঙ্গদর্শন

[নবপর্য্যায়]

১১শ বর্ষ : ১৩১৮

বৈশাখ, প্রথম সংখ্যা

* মূলপাণি দীঘনিকায়ের অন্তর্গত শোণদণ্ড সুত্ত।

† ১৯১০ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে বগুড়ার মাননীয় নবাব সাহেব বাহাদুরের সভাপতিত্বে বগুড়া সাহিত্য সমিতির অধিবেশনে পঠিত।

জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যা

সামাজিক সমস্যা।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের সমাজচিত্র।	[প্র]	শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু
রবীন্দ্রনাথ।*	[প্র]	শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত
বুদ্ধ-সংবাদ। দীর্ঘ নিকায়ের অন্তর্গত কুটদন্ত সুত্ত। যথার্থ যজ্ঞ।	[প্র]	শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য
মৎস্য-সমাজ।	[প্র]	সুরদাস
বৌদ্ধসংঘের গঠন ও নিয়মপদ্ধতি।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
মানবের জন্মকথা।	[প্র]	শ্রীশশধর রায়

আষাঢ়, তৃতীয় সংখ্যা

সমাজ-সংস্কারে বঙ্কিমচন্দ্র।	[প্র]	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার
মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র। চরিত্রাঙ্কন প্রতিভা--অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত।	[প্র]	শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু
ফিডো।†	[অ]	শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন
গোরা।	[স,প্র]	শ্রীতারকচন্দ্র রায়
করুণা।	[গ]	শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
বঙ্কিম-চরিত।‡	[জী,প্র]	শ্রীদিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়
ভ্রান্তি। তৃতীয়-চতুর্থ পরিচ্ছেদ।	[উ]	[শৈলেশচন্দ্র]
অভাব।	[ক]	শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা [সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র]
অতৃপ্তি।	[ক]	শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা [সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র]
আমার জীবন। তৃতীয় খণ্ড।	[স,প্র]	শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার
গ্রন্থ সমালোচনা।		শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১। সাধনতত্ত্ব বিচার।		

* শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চাশৎতম জন্মদিনে হাজারিবাগ ''সাহিত্য সম্মিলনী''-র বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

† অধ্যাপক ˚কৃষ্ণবিহারী সেন, এম্-এ মহাশয়ের অপ্রকাশিত অনুবাদ।

‡ পুরেন্দুবাবুর বঙ্কিম-প্রসঙ্গ পরে প্রকাশিত হইবে। বঃ সঃ। গত চৈত্র মাস হইতে এই জীবনী প্রকাশের কথা ছিল,— কিন্তু শেষে স্বর্গীয় মহাপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মমাস হইতেই ইহা প্রকাশ করিবার সংকল্প হওয়ায় কয়েকমাস ইহা প্রকাশ করি নাই, এই বিলম্বের জন্য লেখক মহাশয় ভরসা করি কোন ত্রুটী লইবেন না। বঃ সঃ।

শ্রাবণ, চতুর্থ সংখ্যা

ভাদ্র, পঞ্চম সংখ্যা

* কোন গ্রীক গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে গৃহীত।

আশ্বিন, ষষ্ঠ সংখ্যা

সাবিত্রী।	[ক]	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু
বিলাত-ফেরতের বিপদ।	[গ]	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
অর্থনীতি।	[প্র]	শ্রীসুরদাস
বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
মাতালের প্রতিহিংসা।	[গ]	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়
ধর্ম্ম।*	[প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
তপন-দীঘি। বরেন্দ্র-ভ্রমণ।	[ভ্র,বৃ]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
ভ্রান্তি। সপ্তম-অষ্টম পরিচ্ছেদ।	[উ]	শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার
মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র।	[প্র]	শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু
বিদ্যাসাগর।†	[স,প্র]	[রবীন্দ্রনাথ]
অতৃপ্তি।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
বঙ্কিম-চরিত।	[জী,প্র]	শ্রীদিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়
ঝরা ফুল।‡	[স,প্র]	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
মোহিনী।	[ক]	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন
পূজার আহ্বান।	[ক]	শ্রীকালিদাস রায়

কার্ত্তিক, সপ্তম সংখ্যা

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র।	[প্র]	শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু
প্রাচীন ভারত।	[প্র]	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার
সবই আমার মনে।	[ক]	শ্রীমতী হেমলতা দেবী
স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেন।	[জী,প্র]	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস
জৈব রসায়নের উন্নতি।	[প্র]	শ্রীজগদানন্দ রায়
বঙ্কিম-চরিত।	[জী,প্র]	শ্রীদিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

---

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গত ''ভাদ্রোৎসব'' উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।

† স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী (তৃতীয় সংস্করণ)—মূল্য কাপড়ে বাঁধা এক টাকা তিন আনা, কাগজে এক টাকা আট আনা—বঙ্গবাসীর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার প্রণীত।

‡ করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'ঝরাফুল' গীতকবিতা প্রসঙ্গে।

অগ্রহায়ণ, অষ্টম সংখ্যা

---

* গত ভাদ্রের মানবের জন্মকথায় দুটি ভুল আছে। অনুন্নত স্থলে সমুন্নত ও স্ত্রী স্থলে পুং ও পুং স্থলে স্ত্রী ছাপা হইয়াছে। ব: স:।

† এ হেন কুন্দনন্দিনী কি রোহিনীর সহিত সমশ্রেণীক? সঙ্গীত-ও-রহস্য-রস-পণ্ডিত, স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল মহাশয়কে, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁহার "মোহিনী" নামক ক্ষুদ্র গল্পে কুন্দকে কোনরূপে টানিয়া আনিয়া রোহিনীর সহিত এক শ্রেণীভুক্ত করিতে দেখিয়া উপস্থিত প্রবন্ধ লেখক বিস্মিত হইয়াছিলেন। প্র: লে:।

‡ G. De La font-র ফরাসী হইতে।

§ বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-সম্রাট। তাঁহার গ্রন্থগুলি অমূল্য— পড়িলে তৃপ্তি হয়না, যত পড়ি ততই সুন্দর— যতবার পড়ি ততবারই নূতন। দেশে সমালোচকের অভাব নাই— বঙ্কিমচন্দ্রেরও অনেক সমালোচনা হইয়াছে— ভারতবর্ষের বিচারশালায় পর্য্যন্ত তাঁহার সমালোচনা হইতে শুনিতেছি! তবে বন্ধুবর বঙ্গদর্শন সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে আজ আবার বঙ্কিম-সূক্ত সংগ্রহ করিতেছি কেন? কবির সৃষ্টিকে বুঝিবার জন্য নহে কবিকেই জানিবার জন্য। য়ুরোপীয় মনীষিদিগকে এইরূপে বুঝিবার একটা প্রথা প্রচলিত আছে বলিয়া জানি। এ পথ অনায়াসসাধ্য এবং অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণও বটে— কিন্তু অবলম্বনের অযোগ্য নহে।

স্মৃতি।*	[জী,প্র]	শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত
ফিডো।	[অ,র]	কৃষ্ণবিহারী সেন
মুগ্ধা।	[উ]	শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
খেলা-ঘর।	[ক]	শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী

গ্রন্থ সমালোচনা।

১। জ্যোতি। শ্রীহেমলতাদেবী প্রণীত। মূল্য দশ আনা।

পৌষ, নবম সংখ্যা

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র।	[প্র]	শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু
মানবের জন্মকথা।	[প্র]	শ্রীশশধর রায়
বিবাহের পোষাক। ইংরাজী হইতে অনূদিত।	[অ,প্র]	শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি।	[চ]	শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য
সাহিত্যে অনুপ্রাস।†	[প্র]	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ফিডো।	[অ,র]	শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন
প্রবাহ।	[প্র]	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ
মুগ্ধা।	[উ]	শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
বৌদ্ধ ত্রিতত্ত্বের গুহ্য অর্থ।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাঘ, দশম সংখ্যা

নীতি শিক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র।	[প্র]	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার
সাদা ও কালো।	[প্র]	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী
লজ্জা।	[প্র]	শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু
মানবের জন্মকথা।	[প্র]	শ্রীশশধর রায়
বুদ্ধ সংবাদ।	[প্র]	শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার স্মৃতি-সম্মিলন উপলক্ষে।

পূর্ণিমা-মিলন উপলক্ষে মদন মিত্রের গলিতে দীনবন্ধু মিত্রেব বাটীতে (দীনধামে) পঠিত। প্রবন্ধ-লেখক অনুপ্রাস অবলম্বনে কিছুকাল হইতে গভীর গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। বর্তমান প্রবন্ধ— তাঁহার একটি ক্ষুদ্র অংশ। অনুপ্রাস— স্থলে র ড়, গ জ্ঞ, ণ ন, জ য, শ য স, ও দুই ব এক ধরা হইয়াছে।

লেখক ললিতবাবুর বাটীতে বুঝি। ব: স.।

মান্দ্রাজী-খানসামা।	[গ]	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়
ঋষি-কবি।	[ক]	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী
গীত।*	[ক]	শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
অর্ঘ্য।†	[প্র]	শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়
অভিনন্দন। কবি সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে।	[প্র]	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
মুগ্ধা।	[উ]	শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
যথাকালে।	[ক]	শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা [সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র]
অর্ঘ্য।‡	[ক]	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ফাল্গুন, দশম সংখ্যা

সম্রাট্-সম্বর্দ্ধনা।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
সম্রাট্-প্রসঙ্গ।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
শিক্ষা, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
উজ্জ্বলতা।	[প্র]	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ
ফিডো।	[অ,র]	শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন
মুগ্ধা।	[উ]	শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
হিন্দুর ধর্ম্ম।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
বিবিধ-প্রসঙ্গ।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
নির্ব্বাণ-সম্বন্ধে বিভিন্ন মত।§	[অ,প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রেমপীড়ার প্রতীকার।#	[প্র]	শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত
নীতিশিক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র।	[প্র]	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার
কবি অভিষেক।¶	[প্র]	শ্রীরমণীমোহন ঘোষ

---

* বাল্মীকি প্রতিভা নাটকের অভিনয়ে তরুণ রবীন্দ্রনাথকে বাল্মিকীর ভূমিকায় দেখিয়া রচিত।

† কবি-সম্বর্দ্ধনা-উপলক্ষে টাউন হলের সভায় লেখক নাটোরের মহারাজা বাহাদুর কর্ত্তৃক পঠিত।

‡ কবি সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে রচিত।

§ G De La font-র ফরাসী হইতে।

\# লণ্ডণ "কিংস্" কলেজের অধ্যাপক উইলিয়ম ব্রাউন এম,এ; ডি,এস্,সি লিখিত প্রবন্ধ অবলম্বনে।

¶ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের টাউন হলে সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে লিখিত।

চৈত্র, দশম সংখ্যা

* প্রবন্ধে ণ ন, শ ষ স, জ য, ত্ত গ, র ড়, দুই ব এক ধরা হইয়াছে।

† শ্রীসত্যরঞ্জন রায় প্রণীত।

বঙ্গদর্শন
[নবপর্য্যায়]
১২শ বর্ষ : ১৩১৯

বৈশাখ, প্রথম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যা

---

* চুঁচুড়ায় সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত।

† Editors Footnote to Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire.

‡ G De Lafont-র ফরাসী হইতে।

মানবের জন্মকথা।	[প্র]	শ্রীশশধর রায়
চরিত-চিত্র। স্বর্গীয় উইলিয়েম : টি, ষ্টেড।	[জী,প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

আষাঢ়, তৃতীয় সংখ্যা

টাইট্যানিকের তিরোধান।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
নাহি সে।	[ক]	শ্রীঅক্ষয় কুমার বড়াল
হিন্দুর ধর্ম্মের বিচিত্রতা।	[প্র]	শ্রীহরিদাস ভারতী
ভারত, আয়র্ল্যাণ্ড ও ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য নীতি।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
তরুণ রবি।	[প্র]	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
বিলাতী কথা।	[ভ্র,বৃ]	বিলাত-ফেরত
জেগে কাঁদা।	[ক]	শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী
আকাঙ্ক্ষা।	[ক]	শ্রীরমণীমোহন ঘোষ
সুরমোপত্যকা সাহিত্য-সম্মিলন।*	[প্র]	শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী
মহাভারতী।	[ক]	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী
ফলিত জ্যোতিষ।	[গ]	শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত
জ্ঞানদাস।	[প্র]	শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু
ফোয়ারা।†	[স,প্র]	অস্বাক্ষরিত

শ্রাবণ, চতুর্থ সংখ্যা

চরিত-চিত্র। সুরেন্দ্রনাথ।	[জী,প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
তরুণ রবি।	[প্র]	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
দ্বিপ্রহর-বর্ষানিশা।	[ক]	শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল
মিলন।	[গ]	শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
ভাদ্রশ্রী।	[ক]	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
জগন্নাথের "নবকলেবর"।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
জ্ঞানদাস।	[প্র]	শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু
অনুপ্রাসের অধিকার-বিচার।‡ ১।	[প্র]	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
থিয়সফি ও বৌদ্ধধর্ম্ম।	[প্র]	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
আধুনিক শিক্ষার আদর্শ ও জবরদস্তির লোকশিক্ষা।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
মহাভারতের ঐতিহাসিকতা।	[প্র]	শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী

* প্রথম অধিবেশন, করিমগঞ্জ; ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

† শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স হইতে প্রকাশিত।

‡ উত্তর-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

ভাদ্র, পঞ্চম সংখ্যা

ভিক্টর হুগোর কথা। ২।	[প্র]	শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়
অনুপ্রাসের অধিকারবিচার। ২।	[প্র]	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বয়কট ও হিন্দু-জাতিভেদ।	[প্র]	শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা
জ্ঞানদাস। ৪।	[প্র]	শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু
মহাভারতের ঐতিহাসিকতা। লৌকিক অংশ গাথামূলক।	[প্র]	শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী
সালিশ-নিষ্পত্তি।	[গ]	শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
বঙ্কিমচন্দ্র।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার
হিন্দুধর্ম্মের বহুমুখীনতা।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
বিলাতের কথা। ২। খাওয়া দাওয়া।	[ভ্র,বৃ]	বিলাত-ফেরত
চরিত-চিত্র। সুরেন্দ্রনাথ। ২।	[জী,প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
বাঙ্‌লা-লেখার রীতি।	[প্র]	শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য
শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির।	[ক]	শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী

আশ্বিন, ষষ্ঠ সংখ্যা

প্রেমিক রবি।	[প্র]	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
অনুপ্রাসের অধিকার-বিচার। ৩।	[প্র]	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
পূর্ণ কাম।	[ক]	শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা [সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র]
মহাভারতের ঐতিহাসিকতা। সমসাময়িক অংশ।	[প্র]	শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী
নগেন্দ্রনাথ। বিষবৃক্ষ।	[প্র]	শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী
বিলাতের কথা। ৩। খাদ্যাখাদ্য।	[ভ্র,বৃ]	বিলাত ফেরত
বঙ্গসাহিত্যে সুধীন্দ্রনাথ।	[প্র]	শ্রীসতীশচন্দ্র বাগচি
চরিত-চিত্র। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। ব্রাহ্মসমাজ।	[জী,প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
বেহার-চিত্র।* রায় সাহেব। বেহারের মহাজন। ১-৫।	[গ]	শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত
শ্রীক্ষেত্র ও শ্রীজগন্নাথ।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত

কার্ত্তিক, সপ্তম সংখ্যা

দুর্গোৎসবের স্মৃতি।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
নিমাই-চরিত্র। প্রথম-চতুর্থ অধ্যায়।	[জী,প্র]	শ্রীতারকচন্দ্র রায়

---

* এই পর্য্যায়ের তিনটি চিত্র ইতিপূর্ব্বে ''রাজ প্রসাদ'', ''আসেসার'', ও ''হুজুর'' নামে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিলাতী বাড়ীওয়ালী।	[প্র]	শ্রীঃ[শৈলেশচন্দ্র]
মানবের জন্মকথা।	[প্র]	শ্রীশশধর রায়
খোদা মালিক হ্যায়। ১-৩।	[গ]	শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
সারদোৎসব।	[ক]	শ্রীরমণীমোহন ঘোষ
মুদ্রা মন্বন্তর।	[প্র]	শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য
শরতে মা।	[ক]	শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়
চরিত্র-চিত্র। শিবনাথ শাস্ত্রী।	[জী,প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
রাজা ও দেবীদাস।*	[স,প্র]	শ্রীসমালোচক

সমালোচনা।

১। বনতুলসী। শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রণীত। মূল্য পাঁচ আনা।
২। রেখাক্ষর বর্ণমালা। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।
৩। অচলায়তন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব প্রণীত। মূল্য বারো আনা।

অগ্রহায়ণ, অষ্টম সংখ্যা

নিমাই-চরিত্র। পঞ্চম-সপ্তম অধ্যায়।	[জী,প্র]	শ্রীতারকচন্দ্র রায়
শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক মত। ব্রহ্ম-জ্ঞান।	[প্র]	শ্রীদ্বিজদাস দত্ত
বেহার-চিত্র। ভিখারী মগুর। বেহারের কৃষক। ১-৫।	[গ]	শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত
চরিত-চিত্র। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও ব্রাহ্মসমাজ।	[জী,প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
মহাভারত। আদিপর্ব্ব। জতুগৃহ-দাহ।	[প্র]	তারাদর্শক
নারী-ধর্ম্ম। সূচনা।	[প্র]	শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত
বিষবৃক্ষ। দেবেন্দ্র দত্ত ও হৈমবতী।	[প্র]	শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী
আবির্ভূতা।	[ক]	শ্রীঃ[শৈলেশচন্দ্র]
চীনে প্রজাতন্ত্র।†	[প্র]	শ্রীরামলাল সরকার
শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা। রবীন্দ্রনাথ।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
সতী।	[ক]	শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা[সুরেন্দ্রনাথমৈত্র]
অনুতাপ।	[ক]	শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা[সুরেন্দ্রনাথমৈত্র]
অভিসারিকা।	[ক]	শ্রীসুবেশ্বর শর্ম্মা[সুরেন্দ্রনাথমৈত্র]

---

* শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন রায় এম, এ প্রণীত। মূল্য ১ টাকা আট আনা।

† টোকিওর ইতিহাসের অধ্যাপক টিঃ আইয়েনাগো (Professoi T. Iyenago) কর্ত্তৃক লিখিত ওয়ার্লড ওয়ার্কস নামক মাসিকপত্রে লিখিত প্রবন্ধের সারাংশ এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকের মন্তব্য।

পৌষ, নবম সংখ্যা

মাঘ, দশম সংখ্যা

---

* শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত। মজুমদার লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। ২১২ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা মাত্র।

† ইংরাজী হইতে অনূদিত।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা।	[প্র]	শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়
করঙ্ক।*	[স,প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

ফাল্গুন, একাদশ সংখ্যা

নিমাই-চরিত্র।	[জী,প্র]	শ্রীতারকচন্দ্র রায়
জয়দেব ও বিদ্যাপতি। ২।	[প্র]	শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু
জন্মজন্মান্তরে।	[ক]	শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা[সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র]
বীণাবাদিনী।	[ক]	শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা[সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র]
লোকশিক্ষা।	[প্র]	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী
কামরূপের সামাজিক প্রথা।†	[প্র]	শ্রীগোপালচন্দ্র দেব
নারদ।	[প্র]	শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়
মহাভারতের ঐতিহাসিকতা।	[প্র]	শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়
বেহার-চিত্র। দেওয়ানজি। বেহারের লালা কর্ম্মচারী। ১-৬।	[গ]	শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত
রামাবতী। ১।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
চরিতচিত্র। শ্রীযুক্ত স্যার তারকনাথ পালিত।	[জী,প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
জগদীশনাথ রায়।	[প্র]	শ্রীঃ[শৈলেশচন্দ্র]
বেদের কথা।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
বিলাতের টিক্‌টিকী। ১।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
বিশ্বের প্রেম।	[ক]	শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

চৈত্র, দ্বাদশ সংখ্যা

সভাপতির অভিভাষণ।‡	[ভা]	শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার
নিমাই-চরিত্র। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ অধ্যায়।	[জী,প্র]	শ্রীতারকচন্দ্র রায়
রামাবতী। ২।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
বিলাতের টিক্‌টিকী।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
জয়দেব ও বিদ্যাপতি। ৩।	[প্র]	শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু
বেদের কথা।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

---

* শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ছোট গল্পের বহি। মূল্য আট আনা। কলিকাতায় প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

† উত্তর বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

‡ চট্টগ্রামে, সাহিত্য সম্মিলনীর ষষ্ঠ অধিবেশনে।

বঙ্গদর্শন

[নবপর্য্যায়]

১৩শ বর্ষ : ১৩২০

বৈশাখ, প্রথম সংখ্যা

---

* ম্যাথিউ আর্নল্ডের মূল হইতে অনুবাদিত, চন্দননগর সাহিত্য-সভার বিশেষ অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

† গীতিকাব্য। তৃতীয় সংস্করণ। শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। মূল্য

‡ স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'আমার জীবনী'' ৫ম খণ্ডে ইহা ছাপা হইতেছে। এবং প্রকাশক মহাশয়ের স্বহৃদয়তায় তৎপূর্বে বঙ্গদর্শনে বাহির হইল। ব: স:।

§ চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির বক্তৃতার সারাংশ।

ব্যবধান।	[ক]	শ্রীরমণীমোহন ঘোষ
উপবাস ও ক্লান্তি।*	[ভা]	[নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য]
চরিত-চিত্র। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত।	[জী,প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
ব্রহ্মবিদ্যা।†	[ভা]	[হীরেন্দ্রনাথ দত্ত]
বিলাতের কথা।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
দুর্ভাগ্যের কাহিনী।‡	[গ]	অস্বাক্ষরিত
রহস্য।	[ক]	শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার

জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যা

নিমাই-চরিত্র পঞ্চদশ-ষোড়শ অধ্যায়।	[জী,প্র]	শ্রীতারকচন্দ্র রায়
জলপান।	[প্র]	শ্রীজগদানন্দ রায়
হিন্দিভাষা।	[প্র]	শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
সৌন্দর্য-বোধ।	[প্র]	শ্রীশশধর রায়
উৎপলা। তৃতীয়-চতুর্থ পরিচ্ছেদ।	[প্র]	শ্রীভবানীচরণ ঘোষ
মহাভারতের ঐতিহাসিকতা।	[প্র]	শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়
রাও বাহাদুর সর্দ্দার সংসারচন্দ্র। প্রথম পরিচ্ছেদ।	[জী,প্র]	শ্রীঃ[শৈলেশচন্দ্র]
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব।	[প্র]	শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অভিশাপ।	[গ]	শ্রীসু
মনসার ভাসান। ১।	[প্র]	শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু
প্রবাসে রবীন্দ্রনাথ।	[প্র]	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
বৈদিক সাধনার আভাস।	[প্র]	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার
স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল।	[প্র]	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার
চরিত-চিত্র। অশ্বিনীকুমার। ২।	[জী,প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
বিলাতে রবীন্দ্রনাথ।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
দুর্ভাগ্যের কাহিনী। উপন্যাস। ২।	[উ]	শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার
সোরাব রোস্তাম।	[ক]	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

* চট্টগ্রামে গত সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় কর্ত্তৃক বিবৃত।

† চট্টগ্রামে সাহিত্য-সম্মিলন শেষ হইলে পরদিন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম সংকলিত হইল। ব: স:।

‡ লে মিজারেবল অবলম্বনে।

স্বর্গীয় জগদীশনাথ রায়। [প্র] [শৈলেশচন্দ্র]

আষাঢ়, তৃতীয় সংখ্যা

নিমাই-চরিত্র। সপ্তদশ-অষ্টাদশ অধ্যায়। [জী,প্র] শ্রীতারকচন্দ্র রায়
চলিত ভাষার অপ্রচলিত ব্যাকরণ। [প্র] শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার
উৎপলা। পঞ্চম-ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। [প্র] শ্রীভবানীচরণ ঘোষ
আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। [জী,প্র] শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
লণ্ডনে নন্দনলাল। ১-১০। [গ] শ্রীঃ[শৈলেশচন্দ্র]
মনসার ভাসান। ২। [প্র] শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু
রাও বাহাদুর সর্দ্দার সংসারচন্দ্র। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। [জী,প্র] শ্রীঃ[শৈলেশচন্দ্র]
বৈদিক সাধনার আভাস। দ্বিতীয়-তৃতীয় পরিচ্ছেদ। [প্র] শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার
এষা।* ১। [স,প্র] শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
মহাভারতের ঐতিহাসিকতা। [প্র] শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। [জী,প্র] শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
উপহার। [ক] শ্রীরমণীমোহন ঘোষ
জীবন-বর্ষা। [ক] শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রাবণ, চতুর্থ সংখ্যা

নিমাই-চরিত্র। উনবিংশ অধ্যায়। [জী,প্র] শ্রীতারকচন্দ্র রায়
উৎপলা। দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথম-দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। [প্র] শ্রীভবানীচরণ ঘোষ
রসের রূপ-মাধুর্য। ১। [প্র] শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
মহাভারতের ঐতিহাসিকতা। [প্র] শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী
সাগরের ঋণ-পরিশোধ। [জী,প্র] শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
জমাল জমিল। ১-১০। [আ] শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
দুর্ভাগ্যের কাহিনী। উপন্যাস। ৩-৫। [উ] শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার
রাও বাহাদুর সর্দ্দার সংসারচন্দ্র। তৃতীয় পরিচ্ছেদ। [জী,প্র] শ্রীঃ[শৈলেশচন্দ্র]
সৌন্দর্য্য। [প্র] শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য
জগদীশনাথ রায়। [জী,প্র] [শৈলেশচন্দ্র]

ভাদ্র, পঞ্চম সংখ্যা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব। [প্র] শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
বিজ্ঞানের সূক্ষ্মগণনা। [প্র] শ্রীজগদানন্দ রায়

* "এষা" গীতিকাব্য, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

নিমাই-চরিত্র। বিংশ অধ্যায়।	[জী,প্র]	শ্রীতারকচন্দ্র রায়
মহাভারতের ঐতিহাসিকতা।	[প্র]	শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী
সাগরের ঋণ-পরিশোধ।	[জী,প্র]	শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
জমাল জমিল। ১-১০।	[উ]	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
নক্ষত্র-পূজা।	[প্র]	তারাদর্শক
উৎপলা। দ্বিতীয় খণ্ড। তৃতীয়-চতুর্থ পরিচ্ছেদ।	[প্র]	শ্রীভবানীচরণ ঘোষ
বৈদিক সাধনার আভাস। ১-৭।	[প্র]	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার
রাও বাহাদুর সর্দ্দার সংসারচন্দ্র। চতুর্থ পরিচ্ছেদ।	[জী,প্র]	শ্রীঃ[শৈলেশচন্দ্র]
এষা। ২।	[স,প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
দুর্ভাগ্যের কাহিনী। উপন্যাস। ৬।	[উ]	শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার
সুখ-স্মৃতি।	[ক]	শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়
পাথরের সন্দেশ।	[প্র]	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী
স্বর্গীয় জগদীশনাথ রায়।	[জী,প্র]	[শৈলেশচন্দ্র]
রসের রূপ-মাধুর্য। ২।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
রামাবতী। ৪।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
নারী।	[ক]	শ্রীরমণীমোহন ঘোষ

সমালোচনা।

১। উজানি। শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রণীত।

২। দধীচি। নাটক। শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায় বি.এস.সি. প্রণীত।

আশ্বিন, ষষ্ঠ সংখ্যা

নিমাই-চরিত্র। একবিংশ অধ্যায়।	[জী,প্র]	শ্রীতারকচন্দ্র রায়
উৎপলা। তৃতীয় খণ্ড। প্রথম-দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।	[প্র]	শ্রীভবানীচরণ ঘোষ
নক্ষত্র-পূজা।	[প্র]	তারাদর্শক
শিরোরত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠী।	[প্র]	শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
বৈদিক সাধনার আভাস।	[প্র]	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার
বাঙালা মাসিক পত্র।	[প্র]	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
'এষা।'' ৩।	[স,প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
'ন চ দৈবাৎ—''	[গ]	শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার
রাড্‌য়ার্ড কিপলিং ও রবীন্দ্রনাথ।	[প্র]	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার
শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
ভাদ্রের বঙ্গদর্শনের ৩৬৪ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি।		
দুর্ভাগ্যের কাহিনী। উপন্যাস। ৭।	[উ]	শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার

কার্ত্তিক, সপ্তম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, অষ্টম সংখ্যা

* দিল্লী ''বঙ্গসাহিত্যসভা'' কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত দ্বিজেন্দ্রলালের শোকসভায় পঠিত।

† কাপিতেন ক্রুড-লাফন্টেনের ফরাসী গ্রন্থ হইতে।

‡ রসের রূপশীর্ষ প্রবন্ধাবলী বঙ্গদর্শনে ১৩১৯ সালের পৌষ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। (১) বাৎসল্য-পৌষ. (২) দাস্য ও (৩) সখ্য-মাঘ, (৪)(৫)(৬) ১৩২০ শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন।

পৌষ, নবম সংখ্যা

নিমাই-চরিত্র। পঞ্চবিংশ অধ্যায়।	[জী,প্র]	শ্রীতারকচন্দ্র রায়
উৎপলা। তৃতীয়-চতুর্থ পরিচ্ছেদ।	[প্র]	শ্রীভবানীচরণ ঘোষ
ধর্ম্মমঙ্গল।	[প্র]	শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু
গ্রহদিগের কক্ষা।	[প্র]	শ্রীজগদানন্দ রায়
কেন?	[ক]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
কার্ত্তিকের বঙ্গদর্শনের ৫৬৩ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি।		
মেঘনা-দর্শনে।	[ক]	শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র
স্বর্গীয় জগদীশনাথ রায়।	[জী,প্র]	[শৈলেশচন্দ্র]
আশা।	[ক]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাঘ, দশম সংখ্যা

সম্পাদকের বৈঠক।*	[জী]	শ্রীঃ[শৈলেশচন্দ্র]
দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতবাসী।		
বৈদিক সাধনার আভাস।	[প্র]	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার
নক্ষত্র-পূজা।	[প্র]	তারাদর্শক
বরিশালে নবান্ন।	[প্র]	শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা
দুর্ভাগ্যের কাহিনী। দ্বিতীয় স্তব। ২-৫।	[উ]	শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার
আফগানজাতির মাতৃভাষা।	[প্র]	[শা]আবদুল করিম
উৎসর্গ।	[ক]	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

ফাল্গুন, একাদশ সংখ্যা

নিমাই-চরিত্র। ষড়বিংশ অধ্যায়।	[জী,প্র]	শ্রীতারকচন্দ্র রায়
ধর্ম্মমঙ্গল। ২।	[প্র]	শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু
পূর্ব্বরাগ-রূপলালসা।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
অগ্রহায়ণের বঙ্গদর্শনের ৬৩৩ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি।		
রেখা-চিত্র। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।	[জী.প্র]	শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
নারী-সমস্যা।	[প্র]	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

* আশা করি, এ বৈঠক বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের বৈঠক বলিয়া কেহই মনে করিবেন না। ব: স:।

চৈত্র, দ্বাদশ সংখ্যা

* গত মাঘোৎসবের দিন প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আদি ব্রাহ্মসমাজে যে বক্তৃতা দেন তাহার সার সঙ্কলন।

বঙ্গদর্শন
[নবপর্য্যায়]
১৪শ বর্ষ : ১৩২১

বৈশাখ, প্রথম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যা

সম্পাদক : শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

বঙ্গদর্শন পত্রিকার সূচি

বঙ্গদর্শন
[নবপর্য্যায়]

প্রথম খণ্ড : ১৩৫৪। প্রথম বর্ষ।

[সম্পাদক : মোহিতলাল মজুমদার]

শ্রাবণ, প্রথম সংখ্যা

* 'নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়'

কিশোরী।	[ক]	[মোহিতলাল]
মালতী।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
দ্বিপ্রহরে।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
সধবা।	[ক]	অস্বাক্ষরিত

শ্রুতি-স্মৃতি।[৫]

পলিটিক্স্।	[প্র]	[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]
বাংলার বৈশিষ্ট্য।	[প্র]	[বিপিনচন্দ্র পাল]
আমার সাধ।[৬]	[প্র]	[ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়]
ইতিহাসের ইন্দ্রপ্রস্থ।	[প্র]	শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

মাধুকরী।[৭]

লায়লা মজনুঁ।	[অ,ক]	[মোহিতলাল]
সভ্যতা।[৮]	[অ,প্র]	[মোহিতলাল]

গ্রন্থ পরিক্রমা।[৯] [মোহিতলাল]

বাংলাদেশের ইতিহাস। শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

বঙ্গ-দর্শন।[১০] [সম্পা] [মোহিতলাল]

চিত্র পরিচয়[১১] [বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

ভাদ্র, দ্বিতীয় সংখ্যা

নব্য লেখকদিগের প্রতি।	[প্র]	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শরৎ-জন্মতিথি। (৩১শে ভাদ্র, ১৩৫৪)।	[প্র]	[মোহিতলাল]
মনোরমা।	[ক]	শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র।	[প্র]	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার
মৎস্য-পুরাণ।	[গ]	শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্রুতি-স্মৃতি।

বাঙালীর স্বাতন্ত্র।	[প্র]	শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
জাতি-বৈর।	[প্র]	শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার

মণি-মঞ্জুষা।

নারী প্রশস্তি।	[ক]	অস্বাক্ষরিত

তুমি ও আমি।	[ক]	[মোহিতলাল]
আহ্বান।	[ক]	[মোহিতলাল]
নারী-স্তোত্র।	[ক]	[মোহিতলাল]
গণ-সাহিত্য।	[প্র]	শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
মাধুকরী।		
লায়লা মজনুঁ। পূর্ব প্রকাশিতের পর।	[অ,ক]	[মোহিতলাল]
সভ্যতা। পূর্ব্বানুবৃত্তি।	[অ,প্র]	[মোহিতলাল]
গ্রন্থ-পরিক্রমা।		[মোহিতলাল]
অভয়ের কথা। স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।*		
বঙ্গ-দর্শন।	[সম্পা]	[মোহিতলাল]
ভ্রম-সংশোধন।[১২]		
চিত্র পরিচয় [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]		

আশ্বিন, তৃতীয় সংখ্যা

আমার দুর্গোৎসব।	[প্র]	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কবির নিমন্ত্রণ।	[ক]	শ্রীকালিদাস রায়
ভাবত মহা সাহিত্য সম্মেলন ও বাঙালী।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
ক্ষেত্রনাথের অমরত্ব।	[গ]	শ্রীজগদীশ গুপ্ত
আর্য্যোদয়।	[প্র]	শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ
সৌন্দর্য্য।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
মণি-মঞ্জুষা।		
প্রেম।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
প্রাণের ভুল।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
মনোমোহন।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
রজকিনী-প্রেম।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
বরনারী।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
যদি।	[ক]	[মোহিতলাল]
দুটি কথা।	[ক]	অস্বাক্ষরিত

* ''বিষয়— মানুষের চিরন্তন বিজ্ঞাসা—যে জিজ্ঞাসা হইতে মানুষের জন্ম হইয়াছে, যে জিজ্ঞাসা মানুষমাত্রের হৃদয়-শোনিতে বাসা বাঁধিয়াছে।''

একটি চুম্বন।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
আদি রহস্য।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
বাঙালীর দুর্গোৎসব।	[প্র]	শ্রীঅমৃতলাল বসু
পিঁপড়ায়-মানুষে।	[অ,গ]	শ্রীমথুরেন্দ্রনাথ নন্দী
ভক্তি। পুনর্মুদ্রণ।	[প্র]	অস্বাক্ষরিত
শ্রুতি-স্মৃতি।		
দুর্গাপূজা।	[প্র]	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্য প্রীতি।*	[প্র]	[ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত]
পূজার বাজার।	[প্র]	পঞ্চানন্দ[ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]
বয়স।	[গ]	শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
মাধুকরী।		
সভ্যতা।	[অ,প্র]	[মোহিতলাল]
গ্রন্থ পরিক্রমা।		[মোহিতলাল]
অনুপূর্বা। শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।		
বঙ্গ-দর্শন।	[সম্পা]	[মোহিতলাল]
চিত্র পরিচয় [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]		

কার্ত্তিক, চতুর্থ সংখ্যা

বাহুবল ও বাক্যবল।	[প্র]	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ভাঙা-গড়া।	[ক]	শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
আর্যোদয়।	[প্র]	শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ
নেশা। প্রেমচন্দ্-এর হিন্দী হইতে:	[অ,গ]	শ্রীনরেশচন্দ্র পাল
মণি-মঞ্জুষা।		
জাগরণী।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
প্রিয়-প্রদক্ষিণ।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
লাজ-ভাঙ্গানো।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
আবদারের আধঘন্টা।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
মুখ-শশী।	[ক]	অস্বাক্ষরিত

* সংবাদ প্রভাকর, ১ অগ্রহায়ণ, ১২৬১ থেকে উদ্ধৃত।

* সম্ভবত ইহার লেখক বনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

মণি-মঞ্জুষা।

গৃহলক্ষ্মী।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
নারী-মঙ্গল।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
ছায়া-সঙ্গিনী।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
সর্ব্বার্থসাধিকা।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
শেষ বাসরে।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
নব-পরিচয়।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
জল্লাদ। Honore de Balzac	[অ,গ]	[মোহিতলাল]

মাধুকরী।

শিল্পী ও সমালোচক। পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।	[অ,প্র]	[মোহিতলাল]
সভ্যতা। পূর্ব্বানুবৃত্তি।	[অ,প্র]	[মোহিতলাল]

গ্রন্থ পরিক্রমা।

চিত্রাবলী কাব্য। শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো।
এম,এ,পি,এইচ,ডি। কবি ওসমান রচিত হিন্দী প্রেম গাথা।

বঙ্গ-দর্শন। [সম্পা]

চিত্র পরিচয় [অক্ষয়কুমার বড়াল]

পৌষ-মাঘ, ষষ্ঠ-সপ্তম সংখ্যা

অনুকরণ।	[প্র]	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
আলো-আঁধার।	[ক]	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র। পূর্ব্বানুবৃত্তি।	[প্র]	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার
স্মরণে।	[ক]	শ্রীতারাচরণ বসু
তারা-হারা। ফরাসী গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে।	[ক]	[মোহিতলাল]

শ্রুতি-স্মৃতি।

বর্ণাশ্রম ও আধুনিক সমাজ।	[প্র]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

মণি-মঞ্জুষা।

বিদায় চুম্বন।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
স্বপ্রান্তে।	[ক]	অস্বাক্ষরিত
প্রার্থনা।	[ক]	অস্বাক্ষরিত

ব্যথার স্মৃতি। [ক] অস্বাক্ষরিত
গুপ্তধন। [ক] অস্বাক্ষরিত
সারদা ও প্রেমদা। [ক] অস্বাক্ষরিত
আর্য্যোদয়। [প্র] শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

শ্রুতি-স্মৃতি।

স্বরাজ সাধনা। [প্র] শ্রীঅমৃতলাল বসু
সোনা-পোকা।* [অ,গ] শ্রীমথুরেন্দ্রনাথ নন্দী

মাধুকরী।

শিল্পী ও সমালোচক। কথোপকথন। অস্‌কার ওয়াইল্ড। দ্বিতীয় পর্ব। [অ,প্র] [মোহিতলাল]
সভ্যতা। পূর্ব্বানুবৃত্তি। [অ,প্র] [মোহিতলাল]
ভূত [গ] শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী

গ্রন্থ পরিক্রমা। [মোহিতলাল]

কবি। উপন্যাস। শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
সরস্বতী। এই প্রবন্ধ ১৩০১ সালে 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক উমেশ চন্দ্র বটব্যাল।
মহাত্মার মুক্তি। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু উপলক্ষ্যে।

বঙ্গ-দর্শন। [সম্পা] [মোহিতলাল]

চিত্র পরিচয় [কামিনী রায়]

ফাল্গুন, অষ্টম সংখ্যা

জ্ঞানার্জ্জন। [প্র] শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কবির কৈফিয়ৎ। পূর্ব্বানুবৃত্তি। [ক] শ্রীকালিদাস রায়
শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র। [প্র] শ্রীমোহিতলাল মজুমদার
কোজাগরী। [ক] শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

মণি-মঞ্জুষা।

বঙ্গভূমি। [ক] [অস্বাক্ষরিত]
গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি। [ক] [অস্বাক্ষরিত]

* মার্কিন লেখক Edgar Allan Poe-র Gold Bag গল্পের অনুবাদ।

কবির মা। [ক] [অস্বাক্ষরিত]
স্বর্গপুরী। [ক] [অস্বাক্ষরিত]
দেশের মাটি। [ক] [অস্বাক্ষরিত]
আর্যোদয়। [প্র] শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ
সন্ধ্যারতি। [ক] শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

শ্রুতি-স্মৃতি।

স্ববাজ সাধনা। [প্র] শ্রীঅমৃতলাল বসু
সোনা-পোকা। [অ,গ] [মথুরেন্দ্রনাথ নন্দী]

মাধুকরী।

শিল্পী ও সমালোচক। অস্কার ওয়াইল্ড। [অ,প্র] [মোহিত
সভ্যতা। [অ,প্র] [মোহিতলাল]

গ্রন্থ পরিক্রমা। [মোহিত

কবি। শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গ-দর্শন। [সম্পা] [মোহিতলাল]

চিত্র পরিচয় [করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়]

চৈত্র, নবম সংখ্যা

সুখ [প্র] শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র [প্র] শ্রীমোহিতলাল মজুমদার
বসন্তের লিপি [ক] [মোহিতলাল]
হোলি [প্র] শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

শ্রুতি-স্মৃতি।

স্বরাজ সাধনা। [প্র] শ্রীঅমৃতলাল বসু

মণি-মঞ্জুষা।

সিঙ্গুলে সূর্যোদয়। [ক] অস্বাক্ষরিত
কানে কানে। [ক] অস্বাক্ষরিত
জ্যোৎস্না-লক্ষ্মী। [ক] [মোহিতলাল]
সন্ধ্যা লক্ষ্মীর প্রতি। [ক] অস্বাক্ষরিত
পৌর্ণমাসী। [ক] [মোহিতলাল]

বৈশাখ, দশম সংখ্যা [১৩৫৫][১৩]

স্বাধীনতা হীনতায়। [প্র] শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ
'আরাম জান'। [প্র] শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

মাধুকরী।

শিল্পী ও সমালোচক। অস্কার ওয়াইল্ড। [অ,প্র] [মোহিতলাল]
সভ্যতা। [অ,প্র] [মোহিতলাল]

গ্রন্থ পরিক্রমা। [মোহিতলাল]

বঙ্গ-দর্শন। [সম্পা] [মোহিতলাল]

চিত্র পরিচয় [সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত]

জ্যৈষ্ঠ, একাদশ সংখ্যা [১৩৫৫]

মনুষ্যত্ব কি? [প্র] শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
অঙ্গুলিমাল। [ক] শ্রীকালিদাস রায়
আর্যোদয়। [প্র] শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ
জোৎস্না। [ক] শ্রীসরসী মোহন

শ্রুতি-স্মৃতি।

বাঙ্গালীর সমাজ-বিন্যাস। [প্র] শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
ভীরা। মোপাসাঁ। [অ,গ] শ্রীমথুরেন্দ্রনাথ নন্দী
গুল্-দাউদী। [ক] শ্রীতারাচরণ বসু

মণি-মঞ্জুষা।

গঙ্গা। [ক] অস্বাক্ষরিত
গঙ্গা-স্তোত্র। [ক] অস্বাক্ষরিত
গঙ্গার প্রতি! [ক] অস্বাক্ষরিত
গঙ্গা। [ক] অস্বাক্ষরিত
গঙ্গাতীরে। [ক] [মোহিতলাল]
শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র। পূর্ব্বানুবৃত্তি। [প্র] শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

গ্রন্থ পরিক্রমা। [মোহিতলাল]

বঙ্গ-দর্শন। [সম্পা] [মোহিতলাল]

চিত্র পরিচয় [কুমুদরঞ্জন মল্লিক]

আষাঢ়, দ্বাদশ সংখ্যা [১৩৫৫]

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বঙ্গদর্শন

প্রথম বর্ষ। ১৩৫৪

১. রবীন্দ্র স্মৃতি-তর্পণ : রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের দিন ঢাকা বেতারকেন্দ্রে মোহিতলাল তাঁর এই কবিতাটি পাঠ করেছিলেন। তিনি এই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। তথ্যের জন্য দ্রঃ আজহারউদ্দীন খান, 'বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল', সুপ্রিম পাবলিশার্স, ২০০৬। এবং ভবতোষ দত্ত, 'মোহিতলাল মজুমদার কবি ও সমালোচক', দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫।

২. স্মৃতি-তর্পণ : ১৩৫৪-র ২২শে শ্রাবণ স্মরণে মোহিতলাল এই গদ্য নিবন্ধটি লেখেন। এবং এর সঙ্গে ছিল রবীন্দ্রনাথের একটি পূর্ণ পৃষ্ঠার আলোকচিত্র।

৩ স্মরণীয় কাব্য পংক্তি : এই অংশে আছে—রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে নির্বাচিত কবিতাংশ। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের একটি ইংরেজি কবিতা Fear not, ['নাই নাই ভয়'] এবং তার অনুবাদ।

৪. মণি-মঞ্জুষা : অস্বাক্ষরিত বিভিন্ন কবির নির্বাচিত কবিতা-চয়ন।

৫. শ্রুতি-স্মৃতি : ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি চিন্তাবিদ্‌দের রচনার নির্বাচিত সংকলন।

৬. ''আমার সাধ'' প্রবন্ধটির লেখক হিসাবে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়—-এই দুজনের নামেরই উল্লেখ পাওয়া যায় অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের 'মোহিতলাল মজুমদার কবি ও সমালোচক' বইয়ে।

৭. মাধুকরী : বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ সংকলন—''লায়লা মজনুঁ'' ফারসি কবি নিজামির [Nizami, 1141-1209] কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ। অনুবাদক মোহিতলাল মজুমদার।

৮ বিদেশি সাহিত্য থেকে নানা বিষয়ে অনুবাদ-লেখা বেরোত 'মাধুকরী' বিভাগে। ''সভ্যতা'' রচনাটি ক্লাইভ বেল [Clive Bell. 1881-1964]-এর 'Civilisation'-এর অনুবাদ। অনুবাদক মোহিতলাল মজুমদার।

৯. গ্রন্থ পরিক্রমা : বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে গ্রন্থসমালোচনা বিভাগটির সঙ্গে মোহিতলালের 'গ্রন্থ পরিক্রমা'-র পার্থক্য অনেকখানি। তাঁর বঙ্গদর্শনে সমালোচনার জন্য বেছে নেওয়া হত প্রচুর সংখ্যক বই। কিন্তু মোহিতলাল গ্রন্থসমালোচনার জন্য বেছে নিতেন প্রতি সংখ্যায় একটিমাত্র বই। এবং এই বইয়ের সমালোচনা করা হত বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে—যা ঠিক শুধুমাত্র গ্রন্থের পরিচয়েই আবদ্ধ থাকত না, হয়ে উঠত রিভিউ আর্টিকেল।

১০. ''বঙ্গদর্শন'' : মোহিতলাল সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের ''বঙ্গদর্শন'' শিরোনামে সম্পাদকীয় অংশটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ বিষয়ে তাঁর সম্পাদকীয় নীতি নিয়ে তিনি বন্ধু পৃথ্বীশ নিয়োগীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন,

> ''... সম্পাদকীয়—ইহাই হইবে 'বঙ্গদর্শন' বা বাংলা বাঙালীর সম্বন্ধে অতিশয় স্পষ্ট ও নির্ভীক মতামত। বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে আমার মত সবিস্তারে বাহির হইবে— প্রথম সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে', আমি বাংলা ও বাঙালীর প্রতিনিধিত্ব করিব—গান্ধী কংগ্রেসের ওকালতী করিব না এবং তাহার মোহ হইতে বাঙালীর চৈতন্য সম্পাদনই হইবে আমার প্রধান লক্ষ্য।'' দ্র: আজহারউদ্দীন খান, 'বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল', সুপ্রিম পাবলিশার্স, ২০০৬, পৃ. ৭২।

১১. 'চিত্র পরিচয়' : প্রতি সংখ্যার শেষে আর্ট পেপারে বিভিন্ন সাহিত্যিকের একটি করে পূর্ণ পৃষ্ঠার ফোটোগ্রাফ মুদ্রিত হত। কোন্ সংখ্যায় কার আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে থার্ড ব্র্যাকেটে সূচিতে আমরা সেই নাম উল্লেখ করেছি।

১২. ''ভ্রম সংশোধন'' : ১৩৫৪-র ভাদ্র সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'Fear not' ইংরেজি কবিতা সম্পর্কে 'ভ্রম সংশোধন' শিরোনামে এই সম্পাদকীয় মন্তব্য সংযুক্ত হয়েছিল,

> ''গতবারে আমরা 'রবীন্দ্র স্মৃতিতর্পণ' উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের যে ইংরাজী কবিতাটি প্রকাশিত করিয়াছিলাম, উহার একটা মূল বাংলা আছে। রবীন্দ্রনাথ তাহারই ইংরাজী অনুবাদ করিয়া ছাত্রগণকে পাঠাইয়াছিলেন। আমরা তাহা লক্ষ্য করি নাই। তথাপি ঐ ইংরাজী কবিতাটিকেই আমরা ছাত্রগণের প্রতি রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন সম্ভাষণ বলিয়া মনে করি—কবিতাটি পূর্বে লেখা হইলেও তাঁহার ঐ ইংরাজী অনুবাদটিকেই, সেই উপলক্ষ্যে তাঁহার বিশেষ বাণী বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।''

১৩. মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত বঙ্গদর্শন প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা বেরোয় শ্রাবণ ১৩৫৪-য়। প্রথম বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যা শেষ হয় আষাঢ় ১৩৫৫-য়। দ্বিতীয় বর্ষ শুরু হয় আশ্বিন ১৩৫৫-য়। এর মধ্যে আবার কার্ত্তিক ও চৈত্রে পত্রিকা বেরোয় নি।

অনুষঙ্গ

সম্পাদক হিশেবে মোহিতলাল বঙ্গদর্শনের যেসব নিয়মাবলী নির্ধারণ করেছিলেন—যার বিজ্ঞপ্তি বঙ্গদর্শনে বের হয়েছিল—সেটি সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হল,

> ''১. 'বঙ্গদর্শন' প্রতি বাংলা মাসের মাঝামাঝি প্রকাশিত হইবে। (প্রকাশের নির্দিষ্ট তারিখ বর্তমান পরিস্থিতি সাপেক্ষ—যথাসম্ভব রক্ষা করা হইবে।)
>
> ২. 'বঙ্গদর্শনে'র বিশেষ সংখ্যার কলেবর প্রয়োজনমত বাড়ান হইবে। সাধারণ সংখ্যার কলেবরও কোন মাসে বাড়ান বা কমান প্রয়োজন হইতে পারে—তবে বর্ষশেষে পৃষ্ঠার হিসাব গড়ে ঠিক রাখা হইবে।
>
> ৩. প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য দশ আনা [০.৬২ প] সভ্যকে চাঁদা বার্ষিক

৮্। ষন্মাসিক ৪্। বিশেষ সংখ্যার মূল্য কিছু বেশী হইবে—কিন্তু বার্ষিক গ্রাহকদের তাহা দিতে হইবে না। ভি-পি-পি যোগে পাঠানো সম্ভব নাও হইতে পারে—চাঁদা অগ্রিম জমা দিলেই ভাল হয়।

৪. 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশের জন্য সাধারণতঃ কবিতা গ্রহণ করা হয় না; অন্য রচনার পাণ্ডুলিপি ফুলস্ক্যাপ কাগজের একপৃষ্ঠে সহজপাঠ্য হস্তাক্ষরে লিখিয়া ''সম্পাদক, বঙ্গদর্শন'' এই নামে পাঠাইবেন। অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হইবে না—কাজেই রচনার সঙ্গে ডাকটিকিট পাঠানো নিষ্প্রয়োজন।

৫. রচনার মৌলিকত্ব রক্ষা করিয়া প্রয়োজনবোধে উহার সংশোধন বা অংশবিশেষ বর্জন অথবা প্রকাশভঙ্গী পরিবর্ত্তন করার অধিকার সম্পাদকের থাকিবে।

৬. বিজ্ঞাপন সম্পর্কীত যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিভাগীয় কর্মাধ্যক্ষের নিকট জানা যাইবে।

৭. টাকাকড়ি ''কর্মাধ্যক্ষ, বঙ্গদর্শন'' এই নামে পাঠাইতে হইবে।

৮. সম্পাদকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পত্রব্যবহার করিতে হইলে ঠিকানায় সম্পাদকের নামও যেন থাকে।

পিপল্‌স্ পাবলিশার্স লিমিটেড
(বঙ্গদর্শন বিভাগ)
৮, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট, কলিকাতা''

বঙ্গদর্শন

[নবপর্য্যায়]

প্রথম খণ্ড : ১৩৫৫। দ্বিতীয় বর্ষ।

[শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি]

শ্বন, প্রথম সংখ্যা

অহিংসা। [প্র] শ্রীমোহিতলাল মজুমদার
স্বাধীনতা-ডিনার। [গ] শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মাধুকরী।

প্রেমের গূঢ়তত্ত্ব। শোপেন হাউয়ের। পূর্ব্বানুবৃত্তি। [প্র] অস্বাক্ষরিত

গ্রন্থ-পরিক্রমা। [মোহিতলাল]

অজয়, বীথি, বনমল্লিকা, নূপুব প্রভৃতি—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

বঙ্গ-দর্শন। [সম্পা] [মোহিতলাল]

অগ্রহায়ণ, তৃতীয় সংখ্যা

চিত্তশুদ্ধি। [প্র] শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ঈশপের প্রতি। [ক] শ্রীকালিদাস রায়
শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র। পূর্ব্বানুবৃত্তি। [প্র] শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

মণি-মঞ্জুষা।

'অনুকৃতি-কৌতুক' এর কবিতা (Parody)। [ক]
''পতিতোদ্ধারিনি টঙ্কে''—দ্বিজেন্দ্রলাল পতিতোদ্ধারিনি টঙ্কে!
''আজি কি তোমার বিধুর মূরতি''—রবীন্দ্রনাথ আজি কি তোমার বিধুর বিরতি।
''হে বিরাট নদী''—বলাকা হে প্রাচীন গদী।
''কেন বঞ্চিত হব চরণে''—রজনীকান্ত সেন-কেন বঞ্চিত হব ভোজনে?
শুক বলে ''আমার কৃষ্ণ মদন-মোহন''—গোবিন্দ অধিকারী
কৃষ্ণ বলে ''আমার রাধে, বদন তুলে চাও,''
বিলাত-প্রবাসী সন্ন্যাসীর চিঠি। [প্র] শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

শ্রুতি-স্মৃতি।

প্রাচীন বাংলার সমাজ-শাসন।* [প্র] শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
তিস্তা নদীর তীরে। [ক] শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ
অধঃপতন। Somerset Maugham-এর গল্প। [অ,গ] [মোহিতলাল]
সমারসেট্ মম্:
কংগ্রেস ও জাতীয়তা। [প্র] শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

* ১৩২৯ সালের 'বঙ্গবাসী' হইতে উদ্ধৃত।

* Emile Zola লিখিত নিবন্ধটি আমরা সংকলন ও অনুবাদ করিয়া দিলাম। একটি ভূমিকাও জুড়িয়া দিলাম।—ব.স.

মাধুকরী।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।* লাফকাদিও হার্ন্। [অ,প্র] [মোহিতলাল]

গ্রন্থ পরিক্রমা। [মোহিতলাল]

বঙ্গ-দর্শন। [সম্পা] [মোহিতলাল]

চিত্র পরিচয় [কাজী নজরুল ইসলাম]

মাঘ, পঞ্চম সংখ্যা

স্বদেশ-প্রীতি। [প্র] শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সোমনাথ। [ক] শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক
বিলাত-প্রবাসী সন্ন্যাসীর চিঠি। পূর্ব্বানুবৃত্তি। [প্র] শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

মণি-মঞ্জুষা।

সরস্বতী-বন্দনা। [ক] অস্বাক্ষরিত
বীণাপাণি। [ক] অস্বাক্ষরিত
উদ্বোধন। [ক] অস্বাক্ষরিত
বন্দনা। [ক] অস্বাক্ষরিত
সরস্বতী। [ক] অস্বাক্ষরিত
বাণী-বিদায়। [ক] [মোহিতলাল]
শ্রীপঞ্চমী। [ক] [মোহিতলাল]
অপরাধ ভঞ্জন। [ক] [অস্বাক্ষরিত]

শ্রুতি-স্মৃতি।

বাঙালীর গোড়ার কথা। [প্র] অস্বাক্ষরিত
রথী ও সারথী। পূর্ব্বানুবৃত্তি। [ক] শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
ক্রৌঞ্চ মিথুন। ফরাসীর ইংরিজি অনুবাদ অবলম্বনে। [গ] [মোহিতলাল]
নেতাজী-প্রশস্তি। [ক] শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মৈত্র
নেতাজীর জন্ম-দিনে। [প্র] শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

মাধুকরী।

গ্রন্থরচনা ও রচনা-রীতি।† [অ,প্র] [মোহিতলাল]

* Lafcadio Hearn-এর 'Out of the East'-এর অনুবাদ।

† জর্মান মনীষী Schopenhaur-এর 'On Authorship and Style' প্রবন্ধের ইংরাজী অনুবাদ হইতে।

[কার্ত্তিক ও চৈত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি]

---

* সরস্বতী আচার্য্য গিরিশচন্দ্র ছাত্রাবাসে অনুষ্ঠিত সারস্বত সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

বঙ্গদর্শন

জ্যৈষ্ঠ—১৩৬২

সম্পাদক :

ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

বঙ্গদর্শন পত্রিকার সূচি

বঙ্গদর্শন

মাসিকপত্র ও সমালোচনা।

প্রথম বর্ষ : ১৩৬১

[সম্পাদক : হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও সুধীর কুমার মিত্র]

জ্যৈষ্ঠ, প্রথম সংখ্যা

বঙ্গদর্শন

প্রথমবর্ষ, (নবপর্যায়) প্রথম সংখ্যা।। ভাদ্র ১৩৭৮

বঙ্গদর্শন পত্রিকার সূচি

বঙ্গদর্শন

প্রথম বর্ষ (নবপর্যায়) : ১৩৭৪

[সম্পাদক : কালীপদ ভট্টাচার্য]

ভাদ্র, প্রথম সংখ্যা

বঙ্গদর্শনের সূচনা।		সম্পাদক
ইন্দ্রপ্রস্থ। মহাকাব্যের একটি সর্গ।	[ক]	শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য
সাহিত্য-বীক্ষা।	[প্র]	শ্রীনারায়ণ চৌধুরী
বঙ্কিমচন্দ্রের উইল।	[প্র,উ]	শ্রীসুধীরকুমার মিত্র
বঙ্কিম-অনুসারী শরৎচন্দ্র।	[প্র]	ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ
মাধুকরী।		
স্বাধীনতাব মন্ত্রগুরু ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র।[১]	[প্র]	
বুদ্ধদেবের হাতে লেখা সেই পুঁথি।	[প্র]	শ্রীকৃষ্ণধন দে

প্রাসঙ্গিক তথ্য
বঙ্গদর্শন
প্রথম বর্ষ। ১৩৭৪

১. মাধুকরী বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে, ''পুরাতন ও চলতি সাময়িক পত্র-পত্রিকা থেকে সংগৃহীত লেখা।'' এই সংখ্যায় 'গল্প-ভারতী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪ থেকে উল্লিখিত লেখাটি নেওয়া হয়েছে।

প রি শি ষ্ট

বঙ্গদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

১ম খণ্ড। বৈশাখ ১২৭৯। ১ম সংখ্যা।

পত্রসূচনা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ দূরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদিগের রচনা পাঠে বিমুখ। ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষায় লেখক মাত্রেই হয় ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপি-কৌশল-শূন্য; নয় ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয় ত অপাঠ্য, নয় ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়া মাত্র; ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি? সহজে কালো চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানারূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুলজবাব কেন দিব?

ইংরাজি ভক্তদিগের এই রূপ। সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের "ভাষায়" যেরূপ শ্রদ্ধা, তদ্বিষয়ে লিপিবাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা "বিষয়ী লোক" তাঁহাদিগের পক্ষে সকল ভাষাই সমান। কোন ভাষার বহি পড়িবার তাঁহাদের অবকাশ নাই। ছেলে স্কুলে দিয়াছেন, বহি পড়া আর নিমন্ত্রণ রাখার ভার ছেলের উপর। সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থাদি এক্ষণে কেবল নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, অপ্রাপ্ত-বয়ঃ-পৌর-কন্যা এবং কোন কোন নিষ্কর্ম্মা রসিকতা-ব্যবসায়ী পুরুষের কাছেই আদর পায়। কদাচিৎ দুই এক জন কৃতবিদ্য সদাশয় মহাত্মা বাঙ্গালা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা-পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যোৎসাহী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

লেখা পড়ার কথা দূরে থাক্, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায়

হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য্য, মিটিং, লেকচর, এড্রেস, প্রোসিডিংস সমুদায় ইংরাজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতেই হয়; কখন যোল আনা, কখন বার আনা ইংরাজি। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয়পক্ষ ইংরাজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদিও ইংরাজিতে পঠিত হইবে।

ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই। ইংরাজি একে রাজভাষা, অর্থোপার্জ্জনের ভাষা, তাহাতে আবার বহু বিদ্যার আধার, এক্ষণে আমাদের জ্ঞানোপার্জ্জনের একমাত্র সোপান; এবং বাঙ্গালিরা তাহার আশৈশব অনুশীলন করিয়া দ্বিতীয় মাতৃভাষার স্থলভুক্ত করিয়াছেন। বিশেষ, ইংরাজিতে না বলিলে ইংরাজে বুঝে না; ইংরাজে না বুঝিলে ইংরাজের নিকট মান মর্য্যাদা হয় না; ইংরাজের কাছে মান মর্য্যাদা না থাকিলে কোথাও থাকে না, অথবা থাকা না থাকা সমান। ইংরাজ যাহা না শুনিল, সে অরণ্যে রোদন; ইংরাজ যাহা না দেখিল, তাহা ভস্মে ঘৃত।

আমরা ইংরাজি বা ইংরাজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে, ইংরাজ হইতে এ দেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্ত-রত্ন-প্রসূতা ইংরাজি ভাষার যত অনুশীলন হয়, ততই ভাল। আরও বলি, সমাজের মঙ্গল জন্য কতক গুলি সামাজিক কার্য্য রাজপুরুষদিগের ভাষাতেই সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের এমন অনেক গুলিন কথা আছে, যাহা রাজপুরুষদিগকে বুঝাইতে হইবে। সে সকল কথা ইংরাজিতেই বক্তব্য। এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা কেবল বাঙ্গালিব জন্য নহে, সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত; সে সকল কথা ইংরাজিতে না বলিলে সমগ্র ভাবতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যোগ না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, এক-পরামর্শিত্ব, একোদ্যম কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনীয়; কেননা এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালি, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী, ইহাদিগেব সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে। অতএব যত দূব ইংরাজি চলা আবশ্যক, তত দূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালি কখনও ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালি অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান, এবং অনেক সুখে সুখী; যদি এই তিন কোটি বাঙ্গালি, হঠাৎ তিন কোটি ইংবাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না! কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি, বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্ম স্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাঁচসাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্টি পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্ত্তি অপেক্ষা, কুৎসিতা বন্যনারী জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালি স্পৃহনীয়। ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক সম্প্রদায়

হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালির সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যত দিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, তত দিন বাঙ্গালির উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

এ কথা কৃতবিদ্য বাঙ্গলিরা কেন যে বুঝেন না, তাহা বলিতে পারি না। যে উক্তি ইংরাজিতে হয়, তাহা কয় জন বাঙ্গালির হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা হৃদয়গত না করিতে পারে? যদি কেহ এমন মনে করেন যে, সুশিক্ষিতদিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিতদিগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে তাহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমগ্র বাঙ্গালির উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিন কালে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না। কস্মিন কালে কোন বিদেশীয় রাজা দেশীয় ভাষার পরিবর্ত্তে আপন ভাষাকে সাধারণের বাচ্য ভাষা করিতে পারেন নাই। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালি কখন বুঝিবে না, বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না, বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেশন ''ফিলট্‌র ডৌন্‌'' করিবে। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলেই হইল, অধঃশ্রেণীর লোকদিগকে পৃথক শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান হইয়া উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরিভাগে জলসেক করিলেই নিম্নস্তর পর্য্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যারূপ জল, বাঙ্গালি জতিরূপ শোষক-মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে, নিম্নস্তর অর্থাৎ ইতরলোক পর্য্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে। জল থাকাতে কথাটা একটু সরস হইয়াছে বটে, ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে এরূপ জলযোগ না হইলে আমাদের দেশের উন্নতির এত ভরসা থাকিত না। জলও অগাধ, শোষকও অসংখ্য! এত কাল শুষ্ক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দেশ উচ্ছন্ন দিতেছিল, এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ করিয়া দেশ উদ্ধার করিবেন। কেননা তাঁহাদিগের ছিদ্র গুণে ইতরলোক পর্য্যন্ত রসার্দ্র হইয়া উঠিবে। ভরসা করি, বোর্ডের মণি সাহেব এবারকার আবকারি রিপোর্ট লিখিবার সময়ে এই জলপানা কথাটা মনে রাখিবেন।

সে যাহাই হউক, আমাদিগের দেশের লোকের এই জলময় বিদ্যা যে এতদ্দূর গড়াইবে, এমত ভরসা আমরা করি না। বিদ্যা জল বা দুগ্ধ নহে যে, উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে। তবে কোন জাতির একাংশ কৃতবিদ্য হইলে তাহাদিগের সংসর্গগুণে অন্যাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু যদি ঐ দুই অংশের ভাষার এরূপ ভেদ থাকে যে, বিদ্বানের ভাষা মূর্খে বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে?

প্রধান কথা এই যে, এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণীর

লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা, ধনবান্ এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহার অভাবে উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে। উচ্চ শ্রেণীর সহিত যদি পার্থক্য জন্মিল, তবে সংসর্গ ফল জন্মিবে কি প্রকারে? যে পৃথক, তাহার সহিত সংসর্গ কোথায়? যদি শক্তিমন্ত ব্যক্তিরা অশক্তদিগের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী না হইল, তবে কে আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে? আর যদি আপামর সাধারণ উদ্ধৃত না হইল, তবে যাঁহারা শক্তিমন্ত, তাঁহাদিগেরই উন্নতি কোথায়? এরূপ কখন কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্রলোকদিগের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বরং যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজের উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তা-সম্পন্ন। যত দিন এইভাব ঘটে নাই—যত দিন উভয়ে পার্থক্য ছিল, তত দিন উন্নতি ঘটে নাই। যখন উভয় সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য হইল, সেই দিন হইতে শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ। রোম, এথেন্স, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা ইহার উদাহরণ স্থল। সে সকল কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। পক্ষান্তরে সমাজ মধ্যে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পার্থক্য থাকিলে সমাজের যেরূপ অনিষ্ট হয়, তাহার উদাহরণ স্পার্টা, ফ্রান্স, মিশর এবং ভারতবর্ষ। এথেন্স এবং স্পার্টা দুই প্রতিযোগিনী নগরী; এথেন্সে সকলে সমান; স্পার্টায় এক জাতি প্রভু, এক জাতি দাস ছিল। এথেন্স হইতে পৃথিবীর সভ্যতার সৃষ্টি হইল—যে বিদ্যা প্রভাবে আধুনিক ইউরোপের এত গৌরব, এথেন্স তাহার প্রসূতা। স্পার্টা কুলক্ষয়ে লোপ পাইল। ফ্রান্সে পার্থক্য হেতু ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে মহাবিপ্লব আরম্ভ হয় অদ্যাপি তাহার শেষ হয় নাই। যদিও তাহার চরম ফল মঙ্গল বটে, কিন্তু অসাধারণ সমাজপীডার পর সে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে। হস্তপদাদি ছেদ করিয়া, যেরূপ রোগীর আরোগ্যসাধন, এ বিপ্লবে সেইরূপ সামাজিক মঙ্গলসাধন। সে ভয়ানক ব্যাপার সকলেই অবগত আছেন। মিশর দেশে সাধারণের সহিত ধর্ম্ম-যাজকদিগের পার্থক্যহেতুক, অকালে সমাজোন্নতি লোপ পায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণগত পার্থক্য। এই বর্ণগত পার্থক্যের কারণ, উচ্চ বর্ণ এবং নীচ বর্ণে যেরূপ গুরুতর ভেদ জন্মিয়াছিল, এমত কোন দেশে জন্মে নাই, এবং এত অনিষ্টও কোন দেশে হয় নাই। সে সকল অমঙ্গলের সবিস্তার বর্ণনা এখানে করার আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে বর্ণগত পার্থক্যের অনেক লাঘব হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা এবং সম্পত্তির প্রভেদে অন্যতর বিশেষ পার্থক্য জন্মিতেছে।

সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালিদিগের অভিপ্রায় সকল সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারণ বাঙ্গালি তাঁহাদিগের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না, তাঁহাদিগের সংস্রবে আসে না। আর পাঠক বা শ্রোতাদিগের সহিত সহৃদয়তা, লেখকের বা পাঠকের স্বতসিদ্ধ গুণ; লিখিতে গেলে বা কহিতে গেলে, তাহা আপনা হইতে জন্মে। যেখানে লেখক বা বক্তার স্থির

জানা থাকে যে, সাধারণ বাঙ্গালি তাঁহার পাঠক বা শ্রোতার মধ্যে নহে, সেখানে কাজে কাজেই তাহাদিগের সহিত তাঁহার সহৃদয়তার অভাব ঘটিয়া উঠে।

যে সকল কারণে সুশিক্ষিত বাঙ্গালির উক্তি বাঙ্গালা ভাষাতেই হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা আমরা সবিস্তারে বিবরিত করিলাম। কিন্তু রচনা কালে সুশিক্ষিত বাঙ্গালির বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করার একটী বিশেষ বিঘ্ন আছে। সুশিক্ষিতে বাঙ্গালা পড়ে না। সুশিক্ষিতে যাহা পড়িবে না, তাহা সুশিক্ষিতে লিখিতে চাহে না।

আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।

আমরা সকলেই স্বার্থাভিলাষী, লেখক মাত্রেই যশের অভিলাষী। যশঃ সুশিক্ষিতের মুখে। অন্যে সদসৎ বিচারক্ষম নহে; তাহাদের নিকট যশঃ হইলে তাহাতে লিপি-পরিশ্রমের সার্থকতা বোধ হয় না। সুশিক্ষিতে না পড়িলে সুশিক্ষিত ব্যক্তি লিখিবে না।

এ দিকে কোন সুশিক্ষিত বাঙ্গালিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ''মহাশয় আপনি বাঙ্গালি—বাঙ্গালা গ্রন্থ বা পত্রাদিতে আপনি এত হতাদর কেন?'' তিনি উত্তর করেন, ''কোন্ বাঙ্গালা গ্রন্থে বা পত্রে আদর করিব? পাঠ্য রচনা পাইলে অবশ্য পড়ি।'' আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, এ কথার উত্তর নাই। যে কয়খানি বাঙ্গালা রচনা পাঠযোগ্য, তাহা দুই তিন দিনের মধ্যে পড়িয়া শেষ করা যায়। তাহার পর দুই তিন বৎসর বসিয়া না থাকিলে আর এক খানি পাঠ্য বাঙ্গালা রচনা পাওয়া যায় না।

এই রূপ বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালির অনাদরেই, বাঙ্গালির অনাদর বাড়িতেছে। সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙ্গালি বাঙ্গলা রচনা পাঠে বিমুখ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা পাঠে বিমুখ বলিয়া, সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ।

আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালির পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব। যত্ন করিব, এই মাত্র বলিতে পারি। যত্নের সফলতা ক্ষমতাধীন। এই আমাদিগের প্রথম উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়, এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্ত্তাবহ স্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালি সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপি কৌশল, এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক্। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া ইহা বঙ্গমধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক। অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালি বিবেচনা করেন যে, এরূপ বার্ত্তাবহের কতক দূর অভাব আছে। সেই অভাব নিরাকরণ এই পত্রের এক উদ্দেশ্য। আমরা যে কোন বিষয়ে, যে কাহারও রচনা, পাঠোপযোগী হইলে সাদরে গ্রহণ করিব। এই পত্র, কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের মঙ্গল সাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই।

আমরা কৃতবিদ্যদিগের মনোরঞ্জনার্থে যত্ন পাইব বলিয়া, কেহ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, আমরা আপামর সাধারণের পাঠোপযোগিতা সাধনে মনোযোগ করিব না। যাহাতে এই পত্র সর্ব্বজনপাঠ্য হয়, তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য। যাহাতে সাধারণের উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারই উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বলিয়াছি। যদি এই পত্রের দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জন সঙ্কল্প না করিতাম, তবে এই পত্র প্রকাশ বৃথা কার্য্য বিবেচনা করিতাম।

অনেকে বিবেচনা করেন যে, বালকের পাঠোপযোগী অতি সরল কথা ভিন্ন, সাধারণের বোধগম্য বা পাঠ্য হয় না। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের রচনা কেহই পড়ে না। যাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী নহে, তাহা কেহই পড়িবে না। যাহা উত্তম, তাহা সকলেই পড়িতে চাহে; যে না বুঝিতে পারে, সে বুঝিতে যত্ন করে। এই যত্নই সাধারণের শিক্ষার মূল। সে কথা আমরা স্মরণ রাখিব।

তৃতীয়, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্দ্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব। আরও অনেক কাজ করিব, বাসনা করি। কিন্তু যত গর্জ্জে তত বর্ষে না। গর্জ্জনকারী মাত্রেরই পক্ষে এ কথা সত্য। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের পক্ষে বিশেষ। আমরা যে এই কথার সত্যতার একটি নূতন উদাহরণ স্বরূপ হইব না এমত বলি না। আমাদিগের পূর্ব্বতনেরা এই রূপ এক এক বার অকাল গর্জ্জন করিয়া, কালে লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাদিগের অদৃষ্টে যে সেরূপ নাই, তাহা বলিতে পারি না। যদি তাহাই হয়, তথাপি আমরা ক্ষতি বিবেচনা করিব না। এ জগতে কিছুই নিষ্ফল নহে। একখানি সাময়িক পত্রের ক্ষণিক জীবনও নিষ্ফল হইবে না। যে সকল নিয়মের বলে, আধুনিক সামাজিক উন্নতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই সকল পত্রের জন্ম, জীবন এবং মৃত্যু তাহারই প্রক্রিয়া। এই সকল সামান্য ক্ষণিক পত্রেও জন্ম, অলঙ্ঘ্য সামাজিক নিয়মাধীন, মৃত্যু ঐ নিয়মাধীন, জীবনের পরিমাণ ঐ অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন। কালস্রোতে এ সকল জলবুদ্বুদ মাত্র। এই বঙ্গদর্শন কালস্রোতের নিয়মাধীন জলবুদ্বুদ স্বরূপ ভাসিল; নিয়মবলে বিলীন হইবে। অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিতাপযুক্ত বা হাস্যাস্পদ হইব না। ইহার জন্ম কখনই নিষ্ফল হইবে না। এ সংসারে জলবুদ্বুদও নিষ্কারণ বা নিষ্ফল নহে।

বঙ্গদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

৪র্থ খণ্ড।　　চৈত্র ১২৮২।　　১২শ সংখ্যা।

বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চারি বৎসর গত হইল বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ হয়। যখন ইহাতে আমি প্রবৃত্ত হই, তখন আমার কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পত্রসূচনায় কতকগুলি ব্যক্ত করিয়াছিলাম; কতকগুলি অব্যক্ত ছিল। যাহা ব্যক্ত হইয়াছিল এবং যাহা অব্যক্ত ছিল, এক্ষণে তাহার অধিকাংশই সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে আর বঙ্গদর্শন রাখিবার প্রয়োজন নাই।

যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশারম্ভ হয়, তখন সাধারণের পাঠযোগ্য অথচ উত্তম সাময়িকপত্রের অভাব ছিল। এক্ষণে তাদৃশ সাময়িক পত্রের অভাব নাই। যে অভাব পূর্ণ করিবার ভার বঙ্গদর্শন গ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে বান্ধব, আর্য্যদর্শন প্রভৃতির দ্বারা তাহা পূরিত হইবে। অতএব বঙ্গদর্শন রাখিবার আর প্রয়োজন নাই। আমার অপেক্ষা দক্ষতর ব্যক্তিগণ এই ভার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া, আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত এবং বঙ্গদর্শনের জন্য আমি যে শ্রম স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহা সার্থক বিবেচনা করি। তাঁহাদিগকে ধন্যবাদপূর্ব্বক, আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

এ সম্বাদে কেহ সন্তুষ্ট, কেহ ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। কেহ ক্ষুব্ধ হইতে পারেন এ কথা বলায় আত্মশ্লাঘার বিষয় কিছুই নাই। কেননা এমত ব্যক্তি বা এমন বস্তু জগতে নাই, যাহার প্রতি কেহ না কেহ অনুরক্ত নহেন। যদি কেহ বঙ্গদর্শনের এমত বন্ধু থাকেন, যে বঙ্গদর্শনের লোপ তাঁহার কষ্টদায়ক হইবে, তাঁহার প্রতি আমার এই নিবেদন যে যখন আমি এই বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণ করি, তখন এমত সঙ্কল্প করি নাই, যে যতদিন বাঁচিব এই বঙ্গদর্শনে আবদ্ধ থাকিব। ব্রতবিশেষ গ্রহণ করিয়া কেহই চিরদিন, তাহাতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। মনুষ্যজীবন ক্ষণস্থায়ী; এই অল্পকাল মধ্যে সকলকেই অনেক গুলি অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হয়; এজন্য কোন একটিতে কেহ চিরকাল আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ইহ সংসারে এমন অনেক গুরুতর ব্যাপার আছে বটে, যে তাহাতে

এই জীবন মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত নিবদ্ধ রাখাই উচিত। কিন্তু এই ক্ষুদ্র বঙ্গদর্শন তাদৃশ গুরুতর ব্যাপার নহে এবং আমিও তাদৃশ গুরুতর ব্যাপারে নিযুক্ত হইবার যোগ্য পাত্র নহি।

যাঁহারা বঙ্গদর্শনের লোপ দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইবেন, তাঁহাদের প্রতিই আমার এই নিবেদন। আর যাঁহারা ইহাতে আহ্লাদিত হইবেন, তাঁহাদিগকে একটি মন্দ সম্বাদ শুনাইতে আমি বাধ্য হইলাম। বঙ্গদর্শন আপাততঃ রহিত করিলাম বটে, কিন্তু কখনো যে এই পত্র পুনর্জ্জীবিত হইবে না এমত অঙ্গীকার করিতেছি না। প্রয়োজন দেখিলে স্বতঃ বা অন্যতঃ ইহা পুনর্জ্জীবিত করিব ইচ্ছা রহিল।

বঙ্গদর্শন সম্পাদন কালে আমি অনেকের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়াছি। সেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার, এই সময়ে আমার প্রধান কার্য্য।

প্রথমতঃ সাধারণ পাঠকশ্রেণীর নিকট আমি বিশেষ বাধ্য। তাঁহারা যে পরিমাণে বঙ্গদর্শনের প্রতি আদর ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমার আশার অতীত। আমি একদিনের তরেও ব্যক্তিবিশেষের আদর ও উৎসাহের কামনা করি নাই, কিন্তু সাধারণ পাঠকের এই উৎসাহ ও যত্ন না দেখিলে আমি এতদিন বঙ্গদর্শন রাখিতাম কি না সন্দেহ। এ বৎসর বঙ্গদর্শনের প্রতি আমি তাদৃশ যত্ন করি নাই, এবং সন ১২৮২ শালের বঙ্গদর্শন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুল্য হয় নাই, তথাপি পাঠকশ্রেণীর আদরের লাঘব বা অনাস্থা দেখি নাই। ইহার জন্য আমি বঙ্গীয় পাঠকগণের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ।

তৎপরে, যে সকল কৃতবিদ্য সুলেখক দিগের সহায়তাতেই বঙ্গদর্শন এত আদরণীয় হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কাছে আমার অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করিতে হইতেছে। বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বাবু রামদাস সেন, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, বাবু প্রফুল্যচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়* প্রভৃতির লিপিশক্তি, বিদ্যাবত্তা, উৎসাহ, এবং শ্রমশীলতাই বঙ্গদর্শনের উন্নতির মূল কারণ। ঈদৃশ ব্যক্তিগণের সহায়তা লাভ করিয়াছিলাম, ইহা আমার অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে।

আর একজন আমার সহায় ছিলেন—সাহিত্যে আমার সহায় সংসারে আমার সুখদুঃখের ভাগী—তাঁহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে আমি তাঁহার নামোল্লেখও করি নাই। কেন তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ

* বাহুল্য ভয়ে সকলের নাম লিখিত হইল না। বিশেষ আমার ভ্রাতৃদ্বয়, বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অথবা ভ্রাতৃবৎ বন্ধু বাবু জগদীশ নাথ রায়ের নিকট প্রকাশ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা বাগাড়ম্বর মাত্র। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু শ্রীকৃষ্ণদাসও আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

কে তাহার ভাগী হইবে? কাহার কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইবে? অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক—আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু—আমার সঙ্গে সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বলিয়া, তখনও কিছু বলি নাই এখনও আর কিছু বলিলাম না।

তৃতীয়, যে সকল সহযোগিবর্গ বঙ্গদর্শনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে আমার শত২ ধন্যবাদ। ইহাতেও আমার একটী স্পর্দ্ধার কথা আছে। উচ্চ শ্রেণীর দেশী সম্বাদপত্র মাত্রই বঙ্গদর্শনের অনুকূল ছিলেন, অধিকতর স্পর্দ্ধার কথা এই যে নিম্নশ্রেণীর সম্বাদপত্র মাত্রেই ইহার প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন। ইংরেজেরা বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের বড় খবর রাখেন না; কিন্তু এক্ষণে গতাসু ইণ্ডিয়ান অবর্জবর বঙ্গদর্শনের বিশেষ সহায়তা করিতেন। আমি ইণ্ডিয়ান অবর্জবর এবং ইণ্ডিয়ান মিররের নিকট যেরূপ উৎসাহপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এরূপ আর কোন ইংরেজি পত্রের নিকট প্রাপ্ত হই নাই। অবর্জবর এক্ষণে গত হইয়াছেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ মিরর অদ্যাপি উন্নত ভাবে দেশের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। এবং ঈশ্বরেচ্ছায় বহুকাল তদ্রূপ মঙ্গল সাধন করিবেন; তাঁহাকে আমার শত সহস্র ধন্যবাদ। বঙ্গদর্শনের সহিত অনেক গুরুতর বিষয়ে তাঁহার মতভেদ থাকাতেও তিনি যে এইরূপ সহৃদয়তা প্রকাশ পূর্ব্বক বল প্রদান করিতেন, ইহা তাঁহার উদারতার সামান্য পরিচয় নহে।

সহৃদয়তা, এবং বল, আমি কেবল অবর্জবর ও মিররের কাছে প্রাপ্ত হইয়াছি এমত নহে। দেশী সম্বাদ পত্রের অগ্রগণ্য হিন্দু পেট্রিয়ট এবং স্থিরবুদ্ধি ও দেশ-বৎসল সহচরেব দ্বারা আমি তদ্রূপ উপকৃত, এবং তাঁহাদের কাছে আমি সেইরূপ কৃতজ্ঞ। নিরপেক্ষ সদ্বিদ্বান এবং যথার্থবাদী ভারত সংস্কারক, বিজ্ঞ এডুকেশন গেজেট, ও তেজস্বিনী, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালিনী সাধারণী এবং সত্যপ্রিয় সাপ্তাহিক সমাচার প্রভৃতি পত্রকে বহুবিধ আনুকূল্যের জন্য, আমি শত২ ধন্যবাদ করি।

চারি বৎসর হইল বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদ্বুদ্ বলিয়াছিলাম। আজি সেই জলবুদ্বুদ জলে মিশাইল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

৫ম খণ্ড। বৈশাখ ১২৮৪। ১ম সংখ্যা।

বঙ্গদর্শন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যখন বঙ্গদর্শনের চতুর্থখণ্ড সমাপ্ত করিয়া আমি পাঠকদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করি, তখন স্বীকার করিয়াছিলাম যে, প্রয়োজন দেখিলে স্বতঃ হউক অন্যতঃ হউক বঙ্গদর্শন পুনর্জ্জীবিত করিব।

বঙ্গদর্শনের লোপজন্য আমি অনেকের কাছে তিরস্কৃত হইয়াছি। সেই তিরস্কারের প্রচুর্য্যে আমার এমত প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, বঙ্গদর্শনে দেশের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে বলিয়া, ইহা পুনর্জ্জীবিত হইল।

যাহা একজনের উপর নির্ভর করে, তাহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। বঙ্গদর্শন যতদিন আমার ইচ্ছা. প্রবৃত্তি, স্বাস্থ্য বা জীবনের উপর নির্ভর করিবে ততদিন বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ব অসম্ভব। এজন্য আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম। বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ববিধান করাই আমার উদ্দেশ্য।

যাঁহার হস্তে বঙ্গদর্শন সমর্পণ করিলাম তাঁহার দ্বারা ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিবে, ইহা আমার সম্পূর্ণ ভরসা আছে। তাঁহার সঙ্কল্প সকল আমি অবগত আছি। তিনি নিজের উপর নির্ভর যত করুন বা না করুন দেশীয় সুলেখক মাত্রেরই উপর অধিকতর নির্ভর করিবেন। তাঁহার ইচ্ছা বঙ্গদর্শনকে, সুশিক্ষিত মণ্ডলীর সাধারণ উক্তিপত্র রূপে পরিণত করেন। তাহা হইলেই বঙ্গদর্শন স্থায়ী এবং মঙ্গলপ্রদ হইবে।

ইউরোপীয় সাময়িকপত্র এবং এতদ্দেশীয় সাময়িকপত্রে বিশেষ প্রভেদ এই যে এখানে যিনি সম্পাদক তিনিই প্রধান লেখক—ইউরোপীয় সম্পাদক, সম্পাদক মাত্র—কদাচিৎ লেখক। পত্র এবং প্রবন্ধের উদ্বাহে তিনি ঘটক মাত্র—স্বয়ং বরকর্ত্তা হইয়া সচরাচর উপস্থিত হয়েন না। এবার বঙ্গদর্শন সেই প্রণালী অবলম্বন করিল।

যাহা সকলের মনোনীত, তাহার সহিত সম্বন্ধ গৌরবের বিষয়। আমি সে গৌরবের আকাঙ্ক্ষা করি। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম বটে, কিন্তু ইহার সহিত আমার সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হইল না। যতদিন বঙ্গদর্শন থাকিবে, আমি ইহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিব এবং যদি পাঠকেরা বিরক্ত না হয়েন, তবে ইহার স্তম্ভে তাঁহাদিগের সম্মুখে মধ্যে২ উপস্থিত হইয়া বঙ্গদর্শনের গৌরবে গৌরব লাভ করিবার স্পর্দ্ধা করিব।

এক্ষণে বঙ্গদর্শনকে অভিনব সম্পাদকের হস্তে সমর্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে ইহার সুশীতল ছায়ায় এই তপ্ত ভারতবর্ষ পরিব্যাপ্ত হউক। আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি ক্ষুদ্রশক্তি, সেই মহতী ছায়াতলে অলক্ষিত থাকিয়া, শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করি, ইহাই আমার বাঙ্গালা সাহিত্যের দৈনন্দিন বাসনা।*

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

* গত বৎসর বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ কালে আমি অনবধানতা বশতঃ একটি গুরুতর অপরাধে পতিত হইয়াছিলাম। যাঁহাদিগের বলে এবং সাহায্যে আমি চারি বৎসর বঙ্গদর্শন সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম, কবিবর বাবু নবীনচন্দ্র সেন তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য। সে উপকার ভুলিবার নহে—আমিও ভুলি নাই। তবে বিখ্যাত মুদ্রাকরের প্রেতগণ আমাকে চারি বৎসর জ্বালাইয়া তৃপ্তিলাভ করে নাই; শেষ দিন, আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কালে নবীনবাবুর নামটি উঠাইয়া দিয়াছিল। বঙ্গদর্শনের পুনর্জ্জীবন কালে আমি নবীন বাবুর কাছে বিনীত ভাবে এই দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

বঙ্গদর্শন।

নবপর্য্যায়

মাসিক পত্র।

প্রথম বর্ষ। বৈশাখ ১৩০৮। প্রথম সংখ্যা।

নিবেদন।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

১২৯০ সালের কার্ত্তিক মাসে বঙ্কিম বাবুর যত্নে সঞ্জীব বাবুর হস্ত হইতে বঙ্গদর্শন যখন আমি গ্রহণ করি, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তখন ইহার সম্পাদন কার্য্যে প্রধান সহায় ছিলেন। ইহা সাধারণতঃ সকলের জানা নাই, কিন্তু দীর্ঘকাল পরে বঙ্গদর্শনের পুনঃ প্রতিষ্ঠার দিনে সে কথা স্বীকার করিয়া চন্দ্রনাথ বাবুর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমি আমার প্রধান কর্ত্তব্য মনে করি। বঙ্গদর্শন স্থায়ী হইলে তিনিই তখন প্রকাশ্যে সম্পাদকতা গ্রহণ করিতেন এবং সেজন্য বঙ্কিম বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া গবর্ণমেন্টের অনুমতিও লইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ অকালে আমি বঙ্গদর্শন বন্ধ করিতে বাধ্য হওয়ায় তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

বঙ্গদর্শন পুনর্জ্জীবিত হওয়ায় আমার চিরন্তন ক্ষোভ দূর হইল। বঙ্গের প্রধান সাময়িকপত্র যে আমার হস্তে লোপ পাইয়াছিল, ইহাতে আমি বড় লজ্জিত ছিলাম। ইহার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এতদিনে আমি সাহিত্যসংসারে একটী ঋণমুক্ত হইলাম। সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদন ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তিনি যে উপকার করিলেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

সঞ্জীব বাবুর একমাত্র পুত্র আমার প্রিয় সুহৃৎ বাবু জ্যোতিশ্চন্দ্রকেও এই উপলক্ষে ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি বঙ্গদর্শনের সেবায় সর্ব্বদা সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার পিতার সময় বঙ্গদর্শনের তিনি একজন প্রধান সহকারী ছিলেন।

এক্ষণে রাজকার্য্যোপলক্ষে আমি কলিকাতা হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করিতেছি, পূর্ব্ববৎ স্বয়ং ইহার তত্ত্বাবধান করিতে পারিব না। সেইজন্য অনুজ শ্রীমান্ শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের হস্তে বঙ্গদর্শন সমর্পণ করিলাম।

ডালটনগঞ্জ; পালামৌ
১লা বৈশাখ।
সন ১৩০৮।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

বঙ্গদর্শন।

নবপর্য্যায়

মাসিক পত্র।

প্রথম বর্ষ। বৈশাখ ১৩০৮। প্রথম সংখ্যা।

সূচনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৭৯ বঙ্গাব্দে, বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায়, বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"এই বঙ্গদর্শন কালস্রোতে নিয়মাধীন জলবুদ্‌বুদ স্বরূপ ভাসিল; নিয়মবলে বিলীন হইবে" চারি বৎসর পরে বঙ্গদর্শনের বিদায়গ্রহণ কালে লিখিয়াছিলেন—"বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদ্‌বুদ বলিয়াছিলাম। আজি সেই জলবুদ্‌বুদ জলে মিশাইল।" এই নশ্বর জগতে জলবুদ্‌বুদের সহিত কাহার তুলনা না হয়? ক্ষুদ্র সাময়িকপত্রের তো কথাই নাই, অতুল-প্রতাপান্বিত রোমসাম্রাজ্য, বিপুল-বৈভবশালী মোগলসাম্রাজ্য কালস্রোতে জলবুদ্‌বুদের ন্যায় উদয় হইয়াছিল, বুদ্‌বুদের ন্যায় লীন হইয়াছে। কিন্তু জলবুদ্‌বুদ উঠে, মিশায়; আবার উঠে, আবার মিশায়, আবার উঠে। আবির্ভাব, তিরোভাব, পুনরায় আবির্ভাব, ইহাই বিশ্বের নিয়ম; বিনাশ কিছুরই নাই।

চারিবৎসর পরে বঙ্গদর্শন জলবুদ্‌বুদ জলে মিশাইল বলিয়া যে আর কখন পুনরুদিত হইবে না, এমন কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলেন নাই। সেই সময় বঙ্গদর্শনের প্রচার রহিত হওয়াতে যাঁহারা আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, অথবা যাঁহাদিগের আহ্লাদিত হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন—"তাঁহাদিগকে একটি মন্দ সংবাদ শুনাইতে আমি বাধ্য হইলাম। বঙ্গদর্শন আপাততঃ রহিত করিলাম বটে, কিন্তু কখনও যে এই পত্র পুনর্জ্জীবিত হইবে না, এমন অঙ্গীকার করিতেছি না। প্রয়োজন দেখিলে স্বত বা অন্যত ইহা পুনর্জ্জীবিত করিব, ইচ্ছা রহিল।" ফলেও ঘটিয়াছিল তাহাই। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ সাহায্যে, সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদকতায় বঙ্গদর্শন পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল। পরে সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র, দুই ভাই বঙ্গদর্শন শ্রীশবাবুকে দিয়া যান।

পঞ্চম বর্ষে বঙ্গদর্শনের পুনঃপ্রচার-সময়ে ভূমিকায় বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছিলেন—

"বঙ্গদর্শনের লোপ জন্য আমি অনেকের কাছে তিরস্কৃত হইয়াছি। সেই তিরস্কারের প্রচুর্য্যে আমার এমত প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, বঙ্গদর্শনে দেশের প্রয়োজন আছে।

"যাহা একজনের উপর নির্ভর করে, তাহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। বঙ্গদর্শন যতদিন আমার ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, স্বাস্থ্য বা জীবনের উপব নির্ভর করিবে, ততদিন বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ব অসম্ভব। এজন্য আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম। বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ববিধান করাই আমার উদ্দেশ্য।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এ উদ্দেশ্য কি সফল হইবে না? বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন কি বাঙ্গালীর হইবে না?

গ্রন্থরচনায় ও সাময়িকপত্র সম্পাদনে প্রভেদ আছে। গ্রন্থ ব্যক্তিবিশেষের প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের ফল। কিন্তু সাময়িক পত্র বহু লোকের সমবেত উদ্যমে জীবিত থাকে। ইংলণ্ডে বা ইউরোপে অনেক সংবাদপত্রের বয়ঃক্রম শতাধিক বর্ষ হইয়া গিয়াছে। টাইম্‌সপত্রের যে কখনও আয়ুক্ষয় হইবে তাহা মনে হয় না। যতদিন ইংরাজজাতি থাকিবে, ততদিন ইংরাজের প্রধান সংবাদপত্র থাকিবে। এই দীর্ঘজীবনের মূলে পারম্পর্য্যের নিয়ম। রাজার অভাবে রাজকার্য্য যেরূপ স্থগিত বা রহিত হয় না, সেইরূপ প্রসিদ্ধ পত্রের প্রচার কখন বিলুপ্ত হয় না; কালের অলঙ্ঘ্য নিয়মে লেখক, পাঠক ও গ্রাহকের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, এইমাত্র। কেবল কি এই হতভাগ্য বঙ্গদেশ জাতীয়গৌরবের নিদর্শন এই পরম্পরা রক্ষা করিবে না?

এ কথা কেহ কেহ বলিবেন, এখন ত বঙ্গদর্শন একটা নামমাত্র। যিনি বঙ্গদর্শনের প্রাণ ছিলেন, তিনিই যখন বর্ত্তমান নাই, তখন কোন মাসিকপত্রের পক্ষে বঙ্গদর্শন নামও যাহা, অন্য নামও তাহাই। কিন্তু আমরা নামকে নামমাত্র মনে করি না। যে নামকে বঙ্কিমচন্দ্র গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, সে নামের মধ্যে সেই স্বর্গীয়-প্রতিভার একটি শক্তি রহিয়া গিয়াছে। সেই শক্তি এখনও বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্যের ব্যবহারে লাগিবে, সেই শক্তিকে আমরা বিনাশ হইতে দিতে পারি না।

বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে এ পত্রের সম্পাদক যিনিই হোন না কেন, বঙ্গদর্শন নামের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন। বঙ্গদর্শনের যে সকল প্রাচীন মহারথী এখনও ইহলোকে আছেন, তাঁহারা এই নামের পতাকা উড্ডীন দেখিলে, ইহার তলে সমবেত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। এবং যে সকল আধুনিক লেখক বঙ্গদর্শনের গৌরবকালের ইতিহাস শৈশব হইতে শুনিয়া আসিতেছেন, বঙ্গদর্শনের নামে তাঁহারা নিজের রচনার আদর্শকে যথাসাধ্য চেষ্টায় উন্নত রাখিবার প্রয়াস পাইবেন।

পাঠকের দাবী যত কঠিন হয়, সম্পাদকের চেষ্টাও তত একান্ত হইয়া থাকে। বঙ্গদর্শনের নামে পাঠকের প্রত্যাশা বাড়িয়া উঠিবে সন্দেহ নাই, এবং সেই প্রত্যাশার বেগে সম্পাদককেও সর্ব্বদা সচেষ্ট সচেতন থাকিতে হইবে। সম্পাদক একথা ভুলিতে পারিবেন না যে, বঙ্গদর্শনের নামের মধ্যে বঙ্কিম স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার প্রতি

দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন— সেই বঙ্কিমের কঠিন আদর্শ ও কঠোর বিচার তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার শৈথিল্য হইতে রক্ষা করিবে।

অধুনা বঙ্গদেশে যে কেহ সুলেখক আছেন, বঙ্গদর্শন তাহাকে আকর্ষ করিয়া ঐতিহাসিক সূত্রে বঙ্কিমের কালের সহিত গ্রথিত করিয়া লইবে, ইহা বঙ্গসাহিত্য ও বাঙ্গালী লেখকদিগের পক্ষে প্রার্থনীয় বলিয়া আমরা মনে করি। কালের সহিত কালান্তরের যোগসূত্র যতই দৃঢ় হইবে, ভাবের পথ ততই সুদূরবিস্তৃত এবং সাহিত্যের আদর্শ ততই প্রশস্ত হইতে থাকিবে। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন যদি কেবল বঙ্কিমের কালের মধ্যেই স্বতন্ত্র হইয়া থাকে, জীবিত কালের সহিত তাহার প্রত্যক্ষ বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, তবে স্বভাবের নিয়মে তাহা কালক্রমে ধূলিসমাচ্ছন্ন ইতিহাসের বিবরমধ্যে অদৃশ্যপ্রায় হইয়া আমাদের নিত্যব্যবহারের অতীত হইয়া যাইবে। মহাপুরুষদিগের কীর্ত্তি এক কালকে অন্য কালের সহিত বাঁধিবার জন্য যোগসূত্রের কাজ করে। যাঁহারা জাতিগত মাহাত্ম্যের প্রার্থী, তাঁহারা সেইরূপ কোন যোগসূত্রকেই নষ্ট হইতে দিতে চাহেন না। তাঁহারা অতীতকে ভবিষ্যতের সহিত আবদ্ধ করিয়া জাতীয় জীবনের লীলাভূমিকে সুবিস্তীর্ণ করিবার জন্য সকল প্রকার উপায়ই অবলম্বন করেন। বঙ্গদর্শনকে বহন করিয়া চলা ও বঙ্গসাহিত্যকে অপরিচ্ছিন্ন ও প্রশস্ত রাখিবার একটি উপায়। এই সূত্রযোগে বঙ্গসাহিত্যের যদি একটি মালা গাঁথা যায় তবে তাহা ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইবে না। বঙ্গলক্ষ্মীর কণ্ঠে চিরভূষণ হইয়া বিরাজ করিতে থাকিবে।

অবশ্য এ কথা মনে রাখিতে হইবে, এক কালের সহিত অন্যকালের প্রভেদ অনিবার্য্য। যদিও দীর্ঘকালের ব্যবধান নহে, তথাপি প্রথম বঙ্গদর্শনের কালের সহিত বর্ত্তমান কালের অনেক প্রভেদ হইয়াছে। সে প্রভেদ উন্নতির দিকে কি অবনতির দিকে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন; কিন্তু সে প্রভেদ যে ব্যাপকতার দিকে, তাহা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। তখন ইংরাজিরচনার দুরাকাঙ্ক্ষা শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে প্রবল ছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙ্গালী লেখক এবং পাঠক অল্পই ছিল। সেই সঙ্কীর্ণ খাতের মধ্যে বঙ্কিম আপন প্রবল প্রতিভা প্রবাহিত করিয়া সাহিত্যের স্রোতঃপথকে গভীর ও ক্রমশঃ প্রশস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখনকার সেই নির্ঝর-ধারাটি বঙ্কিমের ব্যক্তিগত প্রবাহের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল; তিনিই তাহাকে গতি দিয়াছিলেন এবং তিনিই তাহার দিক্ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সেই ধারাটীর মধ্যে সর্ব্বত্রই যেন তিনি দৃশ্যমান ও বহমান ছিলেন।

সঙ্কীর্ণ ধারার মধ্যে ব্যক্তিগত প্রভাবের বেগ ও সৌন্দর্য্য সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ হয়। আধুনিক সাহিত্যে আমরা প্রতিভার সেই ব্যক্তিগত প্রভাবের প্রবল স্বাদ উপভোগ করিবার প্রত্যাশা আর করিতে পারিব না। এখন লেখক ও পাঠকের সংখ্যা গণিয়া উঠা কঠিন। এখন রচনা বিচিত্র, রুচি বিচিত্র। এখন লেখক-পাঠকের মধ্যে নানাপ্রকার শ্রেণীর বিভাগ ঘটিয়াছে। এখন সুলভ সংবাদপত্র প্রকাণ্ড জাল নিক্ষেপ করিয়া দূরদূরান্তর হইতে অবগণ্য পাঠক সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে, এবং নব নব রঙ্গশালা নানা উপায়ে

দর্শকদের মনোরঞ্জন করিয়া সাহিত্যপণ্যকে নানা দলের চিত্তাকর্ষক করিবার চেষ্টা করিতেছে।

অতএব এখনকার বঙ্গদর্শন কোন উপায়েই তখনকার বঙ্গদর্শনের স্থান লইতে পারিবে না। এমন কি, এই বঙ্গদর্শন সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একমাত্র মুখপাত্র হইবার আশাও করিতে পারে না। এই বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, বঙ্গদর্শনের আদি সম্পাদকের ন্যায় সমস্ত পত্রটিকে নিজের অপ্রতিহত প্রভাবের দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া, লেখকদিগকে নিজের প্রতিভাবন্ধনে বাঁধিবার স্পর্দ্ধা রাখেন না। এখন বঙ্গসাহিত্য অতিদূরবিস্তৃত। এখনকার সম্পাদকের একমাত্র চেষ্টা হইবে, বর্ত্তমান বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্তভাবে এই পত্রে প্রতিফলিত করা। কাজটা কঠিন। কারণ ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হওয়াতে, চিরস্থায়ী সত্যের সহিত বিচিত্র-মৃগতৃষ্ণিকার প্রভেদ নির্ণয় করা দুরূহ হইয়াছে। এখন শিক্ষিত ব্যক্তিগণও স্বভাবতই নানাশক্তির দ্বারা নানা পথে আকৃষ্ট হইতেছেন। কালের বিরাট্ কণ্ঠস্বর নানা ক্ষুদ্র কোলাহলের দ্বারা বিক্ষিপ্ত। কিন্তু আমরা একান্ত মনে আশা করি, বঙ্গদর্শন এই সকল সাময়িক কলকোলাহল হইতে নিজেকে সুদূরে রক্ষা করিয়া সাহিত্যের আদর্শকে নিত্যকালের অচল শিখরের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

এ প্রতিজ্ঞা আমরা বিনয়ের সহিত এবং আশঙ্কার সহিত করিতেছি। সাময়িক অনিত্য আকর্ষণগুলি অত্যন্ত প্রবল; এবং অধিকাংশের রুচি তুমুল কলহচীৎকারের সহিত যাহা চাহে, তাহা পূর্ণ না করা অত্যন্ত সাহস ও বলের কাজ। অতএব এই মহাজনতার সঙ্ঘর্ষে সম্পাদকের ব্রতদণ্ড মাঝে মাঝে স্খলিত হইয়া পড়িবে না, এ কথা কে বলপূর্ব্বক বলিতে পারে? কিন্তু সেরূপ ব্রতভঙ্গের জন্যও আমরা ক্ষমা চাহি না। আমরা যখন বঙ্গদর্শনকে আশ্রয় করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি, তখন আমরা কঠিন বিচার প্রার্থনা করি। ভীরুতা, রুচিভ্রংশ, সত্যের অপলাপ এবং সর্ব্বপ্রকার সাহিত্যনীতির শৈথিল্য, আমাদের পক্ষে অমার্জ্জনীয়। আশা করি, সতর্ক পাঠকগণ আমাদিগকে সেই ধ্রুব-পথে স্থির রাখিবেন এবং সতর্ক লেখকগণ সেই দুর্গম পথে আমাদিগকে চালনা করিবেন।

লোকমনোমোহিনী বহুমুখী প্রতিভার বলে বঙ্গদর্শন প্রতিষ্ঠিত; মঙ্গলময়ের মঙ্গলাশীর্ব্বাদে সে প্রতিষ্ঠা রক্ষিত হউক!

বঙ্গদর্শন।

নবপর্য্যায়

মাসিক পত্র।

৬ষ্ঠ বর্ষ। বৈশাখ ১৩১৩। প্রথম সংখ্যা।

নিবেদন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

পাঁচবৎসর বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা করিয়া পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিশ্রামার্থে এক্ষণে অবসরগ্রহণ করিতেছেন। তিনি এই উপলক্ষ্যে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

''নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন পাঁচবৎসরকাল চালনা করিয়া বর্ত্তমান বৎসরে আমি সম্পাদকপদ হইতে নিষ্কৃতিগ্রহণ করিতেছি। এই পাঁচবৎসর নানা দুঃখদুর্ঘটনার মধ্য দিয়া আমাকে যাত্রা করিতে হইয়াছে। এক্ষণে আমি বিশ্রামপ্রার্থী। আশা করি, পাঠকগণ আমার সম্পাদনকালের সমস্ত ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া আমাকে অবসরদান করিবেন। ইতি ১লা বৈশাখ, ১৩১৩।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।''

গত দুইবৎসব হইতেই সম্পাদকমহাশয় অবসর লইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কেবল আমাদের একান্ত অনুরোধেই লন নাই; এখন কিন্তু তাঁর একান্ত বিশ্রাম আবশ্যক, তিনি এখন বৈষয়িক সকল বন্ধন হইতেই মুক্তি পাইবার প্রয়াসী, আর তাঁহাকে সম্পাদকরূপে আবদ্ধ রাখিতে পারা গেল না। নবপর্য্যায়-বঙ্গদর্শন-প্রচারের সময়ে প্রথমে রবীন্দ্রবাবুকে সম্পাদকরূপে পাইবার আশা আমাদের ছিল না, তবু প্রধানত তাঁহারই সম্পূর্ণ সহায়তা পাইবার ভরসাতেই আমরা বঙ্গদর্শনপ্রকাশে সাহসী ও উৎসাহী হইয়াছিলাম। আজও আবার তাঁহারই নির্দ্দেশে ও উপদেশে বঙ্গদর্শনপ্রচারে ব্রতী রহিলাম। রবীন্দ্রবাবু সম্পাদক না থাকিলেও বঙ্গদর্শনের মূলভরসা তিনিই। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে, প্রধানত তাঁহারই সহায়তায়, বঙ্গদর্শন পরিচালিত হইবে। ইতি।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

বঙ্গদর্শন

প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা

পত্র-সূচনা

শ্রাবণ, ১৩৫৪

মোহিতলাল মজুমদার

প্রথমেই পত্রিকার এই নামকরণের একটা কৈফিয়ৎ দিতে হয়, তাহাতে আর সকল কথাও বলা হইবে। বাংলার আর এক যুগ-সন্ধিক্ষণে সেই যুগের যুগন্ধর মহাপুরুষ যে-নামে একখানি পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই ইংরেজী Bengal Review-এরই বাংলা অনুবাদ। কিন্তু তাহার যে অর্থ তিনি করিয়াছিলেন, 'বঙ্গদর্শনে'র সূচনায় এবং পরে তাহার সম্পাদনায় তিনি তাহা ভালরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে বুঝা যায়, ঐ পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল বাংলার তদানীন্তন অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ, এবং সেই পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা আগামী যুগের জন্য বাঙালীকে প্রস্তুত করিয়া তোলা। তখন অবশ্য রাজনৈতিক সমস্যা এমন প্রাণান্তিক হইয়া উঠে নাই,—ইংরেজ-শাসন ও ইংরেজী-শিক্ষার যেটুকু সুফল এ জাতির পক্ষে অর্জ্জনীয় হইয়া উঠিয়াছিল—জাতির প্রাণে ও মনে সেই নবশিক্ষার স্বাস্থ্যকর প্রেরণা যাহাতে ব্যর্থ না হয়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রাণ-মন ও প্রতিভার সকল শক্তি নিয়োগ করিয়া, এই পত্রিকার সাহায্যে তাহাই করিতে চাহিয়াছিলেন। বাংলার নবজাগরণ ও নব্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে এই পত্রিকা এখনও একটা সমুন্নত আলোক-স্তম্ভের মত দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

কালের পথে আমরা যতই নিরন্তর অগ্রসর হই না কেন—অতীত ইতিহাসের কীর্ত্তিগুলির দিকে মাঝে মাঝে ফিরিয়া চাহিতেই হয়; সময় বিশেষে তাহাদের কোন একটী হইতে বিশেষ প্রেরণা বা পথনির্দ্দেশের বাণী লাভ করিতে পারি। আজ বাংলাদেশে যে যুগান্তর আসিয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীর সেই যুগাবতারকল্প পুরুষেরাও তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই—বাঙালীজাতির এমন সর্ব্বস্ব-নাশ যে এত শীঘ্র হইতে পারে তাহা সেদিন কেহ বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। আজ এই প্রলয়-গঙ্গার মহাপ্রপাত ধারণ করিতে পারে এমন বিরাট পুরুষ বাঙালীর মধ্যে কে আছে? ইহাও সত্য যে, আজিকার সমস্যা দূরের সমস্যা নয়, সুশিক্ষা বা চিত্ত-কর্ষণের দ্বারা ভিতর হইতে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার সময়ও আর নাই; এক্ষণে প্রত্যেক মুহূর্ত্তটি

মূল্যবান, এবং যেখানে সেই উদ্ধার-কার্য্য করিতে হইবে, তাহা মুখ্যতঃ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র নয়।

তথাপি আজিও 'বঙ্গদর্শনে'র প্রয়োজন আছে—সেই প্রয়োজন, বঙ্কিম যেমন বুঝিয়াছিলেন, তাহা হইতে খুব স্বতন্ত্র নয়। জ্ঞান ও কর্ম্মকে যদি এখন পৃথক ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখিতে হয়—যদি জ্ঞানের উপরে কর্ম্মকে প্রাধান্য দিতে হয়, তাহা হইলেও সেই কার্য্যক্ষেত্রে যাহারা বিচরণ করিবে তাহাদের চক্ষেও যেমন, বক্ষেও তেমনই, একটু দীপ্তি থাকা চাই। যে-কার্য্যের পশ্চাতে কিছুমাত্র চিন্তাশক্তি নাই, যে উদ্যমের মূলে আবেগের প্রাণময়তা নাই, তাহা সহজেই পরাস্ত হয়। বহুদিন হইল, শ্রীঅরবিন্দই বাঙালীর সম্বন্ধে একটী বড় সত্য কথা বলিয়াছিলেন, এ দিনে তাহাই পুনঃপুনঃ স্মরণ করি। তিনি বলিয়াছিলেন, বাঙালীজাতির সবচেয়ে আশঙ্কার কারণ এই যে—"The Bengalee has ceased to think"—অর্থাৎ, বাঙালীর চিন্তাশক্তি লোপ পাইয়াছে। আজ এ জাতির এই যে মহাসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, তাহার বহু কারণ আছে—সেই কারণ চিন্তা করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সঙ্কটকাল আসন্ন বুঝিয়া তাহা নিবারণের উপায় চিন্তা করিয়াছিলেন—তাঁহার চিন্তা ছিল যেমন কারণমুখী, তেমনই বস্তুনিষ্ঠ। বাঙালীজাতিও তখন চিন্তা করিতে চাহিত। ইহাও সত্য যে, এই জাতির মস্তিষ্ক উর্ব্বর হইলেও তাহা অলস—চিন্তা করাইলে সে করে; হয়ত আজিও সেই শক্তি হ্রাস পায় নাই, তাহার স্বভাবের সেই সদ্‌গুণ এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। বর্তমান যুগ মুখ্যতঃ মনস্বী চিন্তানায়কের যুগ নয়—কর্ম্মকুশল ও দৃঢ়চেতা জননায়কের যুগ। তথাপি চিন্তারও প্রয়োজন আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'র যে উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য এখনও নিরর্থক নহে, বরং এ যুগের ঐ কর্ম্ম-ব্রতকে সফল করিবার জন্য আত্ম-পরীক্ষা ও চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন এই জন্য আরও অধিক যে, বাঙালীর স্বভাব-ধর্ম্ম এমন কি জীবধর্ম্মও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আদৌ সাহিত্যিক; যাঁহারা আরও সাক্ষাৎ-বাস্তবের ক্ষেত্রে জাতির কল্যাণসাধনায় রত হইয়াছেন তাঁহারা আমাদের নমস্য। কিন্তু আমরাও আমাদের শক্তি অনুসারে সেই কল্যাণের আর একদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছি, এবং তজ্জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকেই গুরুরূপে স্মরণ করিতেছি—তাঁহারই সেই প্রাণদ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, আমরা তাঁহারই ব্রত ধারণ করিতেছি—তাই এই পত্রিকারও নাম দিয়াছি 'বঙ্গদর্শন'।

নামটী যাঁহাদের তেমন পরিচিত নয় (পাঠক-সাধারণের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'র পরিচয় খুব বেশি না থাকিবারই কথা) তাঁহারা হয় ত' এই নামের মর্য্যাদা বুঝিবেন না; যাঁহারা উহার সহিত পরিচিত (বাংলার শিক্ষিতমণ্ডলীর সকলেই) তাঁহারা ঐ নাম গ্রহণ করায় আমাদের স্পর্দ্ধা দর্শনে বিস্মিত হইবেন। ঐ নামটির আরও গৌরব আছে—রবীন্দ্রনাথও একবার ঐ নামটির সহিত নিজ নাম সংযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন স্বদেশী-আন্দোলনের যুগ, বাংলায় তখন নবজাগরণের আর এক পর্ব্ব শুরু হইয়াছে; সেই লগ্নে রবীন্দ্রনাথও বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করিয়াছিলেন; তাঁহার নিজস্ব চিন্তা

ও ভাবধারা যেমন হৌক, তিনি ঐ 'বঙ্গদর্শনে'রই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। অতএব 'বঙ্গদর্শন' নামটির সহিত বাংলার দুই শ্রেষ্ঠ কবি-মনীষীর স্মৃতি জড়িত হইয়া আছে। আজ সেই নামটীকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছে এ কোন্ তৃতীয় মহাপুরুষ? এমনই একটা বিদ্রূপ-বিজৃম্ভিত উচ্চনাদ কোন কোন স্থানে উত্থিত হইতে পারে, অতএব ইহারও একটা কৈফিয়ৎ আবশ্যক।

প্রথমতঃ, আমরা ইহা অনুভব করিয়াছি যে, অধুনা বাঙালীর যে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে তাহার সাক্ষাৎ মূর্ত্তি যতই ভিন্ন হউক—ভিতরে বাঙালীর মানস-জীবন বড়ই অসুস্থ হইয়া উঠিয়াছে, চিত্তের দৈন্য অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে; ইহার প্রমাণ তাহার ভাষা ও সাহিত্যের উদ্বন্ধনে, বা সর্ব্ববন্ধনহীনতায় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। জাতীয়তা-নাশের এমন ভয়াবহ লক্ষণ আর নাই। আজ ঠিক এই সঙ্কট চিন্তা করিলে কোন্ একজন বাঙালী মহাপুরুষকেই মনে পড়ে? শক্তি থাক বা না থাক, প্রাণে সেই বেদনা যদি একটুও অনভব করি, এবং যদি জাতির প্রতি কর্ত্তব্যবোধে স্থির থাকিতে না পারি, তবে আজ কোন্ বাঙালী—জাতীয়তা-মন্ত্রের আদি-ঋষি, সেই মহামনীষী ও মহাকবিকে স্মরণ না করিবে? আজিকার 'বঙ্গদর্শন' সেই 'বঙ্গদর্শন' নিশ্চয় নহে, তথাপি তাহা 'বঙ্গদর্শন' না হইবে কেন? ঐ নামের সাহায্যে আমরা সেই প্রেরণাই অনুভব করিতে চাই; বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষতা নহে—তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে, তাঁহাদিগকেই গুরু করিয়া, ঐ নামের যে মন্ত্র তাহাই জপ করিতে চাই। বাঙালীর মনীষা ও প্রতিভা—বিশেষ করিয়া তাহার সাহিত্যিক রুচি ও রসবোধ—যে-স্তরে আসিয়া ঠেকিয়াছে তাহাতে, সাহিত্যের কোন আদর্শই রক্ষা করা দুষ্কর—সাহিত্যকেই ধর্ম্ম সাধনের সহায় করিয়া পত্রিকা-প্রচার এ যুগে যে কিরূপ হাস্যকর, অথবা ততোধিক নিদারুণ—এমন কি, শাস্তিদায়ক, তাহা আমাদের মত কে জানে? সে শাস্তিও আমরা ভোগ করিয়াছি। তথাপি এইকালে ও এই সমাজে 'বঙ্গদর্শন' নামটাই যে আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহার কারণ, ঐ নামটাই সকল শিক্ষিত ও ধর্ম্মবুদ্ধিসম্পন্ন বাঙালীকে স্মরণ করাইবে, আজ সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটা অতিশয় মিথ্যা অভিমানে আমরা কোন্ মহাপঙ্কে পতিত হইয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, এ যুগের বাঙালী আমরা, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সেই প্রতিভা ও সেই সাধনার দায়াদ ত' বটেই। সে গৌরব আমরা ত্যাগ করি নাই; শক্তি ও মনীষায় আমরা তাঁহাদের পদনখের তুল্যও না হইতে পারি, কিন্তু যে আদর্শ তাঁহারা স্থাপন করিয়াছিলেন সেই আদর্শের জ্ঞান ও তৎপ্রতি যে নিষ্ঠা আমাদের আছে, তাহারই স্পর্ধায় আমরা গুরুর পরিত্যক্ত ঐ উত্তরীয়খানি দখল করিয়াছে; যদি তাহাদের সেই ধর্ম্ম কিছুমাত্র পালন করিতে পারি, তবে তাঁহারা যে স্বর্গ হইতে প্রসন্নমুখে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। 'বঙ্গদর্শন' নামটী এই পত্রিকার ললাটে অঙ্কিত করা শুধু স্পর্দ্ধাই নয়, একটা সৎসাহসও বটে; কারণ, আমরা ইহাও জানি যে, ঐ নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিবার মত উন্নাসিকের সংখ্যা এ সমাজে অল্প নহে।

এক্ষণে এই পত্রিকার অভিপ্রায় ও তৎসাধনের জন্য যে সম্পাদন-নীতি স্থির

করিয়াছি তাহাও এ প্রসঙ্গে জানাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। 'বঙ্গদর্শন' নামের দ্বারাই তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শকেই এই যুগের উপযোগী করিয়া বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সেবা করিতে—সাহিত্যের সত্য ও সাহিত্যের ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চাই। বঙ্কিমচন্দ্রের কালে ইহার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করতে হইয়াছিল, এ কালে সে পদ্ধতির প্রয়োজন নাই। অবস্থার পরিবর্ত্তনে একদিকে যেমন সমস্যা আরও গুরুতর হইয়াছে, তেমনই অপর দিকে কিছু সুবিধাও হইয়াছে; কারণ, গতযুগের—অর্থাৎ বঙ্কিমোত্তর সাহিত্যের—দৃষ্টান্তে, বাংলাভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির যে একটি ধারা ও নির্দ্দেশ পাওয়া গিয়াছে তাহার সাহায্যে, আর কিছু না হোক, রস ও রুচির একটা ভদ্র আদর্শ স্থাপন করা দুরূহ হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র চাহিয়াছিলেন নব্য বাংলাসাহিত্যের ভিত-পত্তন করিতে; আমরা চাই, সেই ভিতের উপরে যে সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই সৌধের আয়তন বৃদ্ধি করা যদি বর্ত্তমানে অসম্ভব হয়, তবে অন্ততঃ সেই ভিতটিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে। বঙ্কিমচন্দ্র চাহিয়াছিলেন তদানীন্তন নব্যশিক্ষিত বাঙালীকে সেই শিক্ষার অমৃতফল আস্বাদন করাইতে; তাহা দ্বারা বাঙালীর মনুষ্যত্ব উদ্বোধন করাই ছিল তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে'র অভিপ্রায়। আমরাও আজ এই 'বঙ্গদর্শনে'রই সাহায্যে বাঙালীর সাহিত্য-নীতিকে সঞ্জীবিত করিতে চাই, সাহিত্য-সাধনাকেই মনুষ্যত্ব-সাধনার একটা অঙ্গ বলিয়া তাহার প্রতি বাঙালীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে চাই। এই শ্রদ্ধাই সবচেয়ে বড় কথা, আমরা সর্ব্ববিষয়ে শ্রদ্ধা হারাইয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের কালে শ্রদ্ধা ছিল, শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার প্রতি সেকালের বাঙালীর একটা প্রাণগত আকর্ষণ জন্মিয়াছিল, তাই বঙ্কিমচন্দ্র সেই সু-প্রবৃত্তির সুযোগে বাঙালীকে, তাহার ভাষা ও সাহিত্যের ভিতর দিয়া, আত্ম-সাক্ষাৎকার করাইতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতেই বাংলাসাহিত্যেও সৃষ্টির যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। কারণ, আত্ম-সাক্ষাৎকার বা আত্মশক্তির উপলব্ধি না হইলে সৃষ্টি- প্রতিভার উন্মেষ হয় না—যতদিন জাতি বা ব্যক্তি আত্মজ্ঞানসম্পন্ন না হয়, ততদিন সে হয় জড়বৎ নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে, না হয় পরানুচিকীর্ষায় আপনাকে হারাইয়া ফেলে। তখন আমরা বিজাতীয় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু জাতীয় সংস্কৃতি হারাই নাই; তাই নবশিক্ষাকে আত্মসাৎ করিয়া সেই জাতীয় সংস্কৃতিকেই পুষ্ট করিবার বৃহৎ সম্ভাবনা তখন ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু আজ আমরা সেই সংস্কৃতি হারাইতে বসিয়াছি, বোধহয় সেই কারণেই সর্ব্ব বিষয়ে শ্রদ্ধাহীন হইয়াছি। তাই বঙ্কিমচন্দ্র-পরিকল্পিত সেই 'বঙ্গদর্শন' যদি আজ আবার বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তবে বঙ্কিমচন্দ্রও যাহা করিতেন আমরা আমাদের অতি ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া তাহারই কিঞ্চিৎ করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। সেই শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। সাহিত্যের ধর্ম্ম যে জাতির আত্মারই ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিলে জাতি আত্মভ্রষ্ট হয়; সেই ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ morality—সেই morality জীবনেরও প্রধান জীবনীয়, ইহা বুঝিয়া দেখিলে, আজ সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদিগকে কোন নীতি অবলম্বন করিতে হইবে তাহা কাহারও অনুমান করা দুঃসাধ্য হইবে না। বঙ্কিমের ব্রত ছিল সাহিত্য-সৃষ্টি, আমাদের ব্রত—সাহিত্য সৃষ্টি নয়, সাহিত্যের

প্রাণরক্ষা।

ইহার জন্য আমাদিগকে প্রথমে একটা বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে—অতি-আধুনিক প্রেরণা পরিচর্য্যা করিলে চলিবে না; অর্থাৎ এখন যে-ধরনের সাহিত্যসৃষ্টি হইতেছে আমাদের পত্রিকা তাহার বাহন হইবে না। কারণ, সে সাহিত্যের আদর্শ এখনও স্থির হয় নাই। এ যুগ বিপ্লবের যুগ—বিপ্লবে একটা ভাবাদর্শ বা চিন্তাধারা আছে। সেই সকল মতবাদের যুগোচিত প্রেরণা যে-ধরনের সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, তাহার মূল্যও স্বতন্ত্র। সেই ঝড় যতক্ষণ না প্রশমিত হয়, ততক্ষণ ঝটিকাক্রান্ত সমাজ তাহাকেই জীবনের পরমতত্ত্ব বলিয়া, সেই উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থাকেই গৌরবান্বিত করিতে চায়। ঐরূপ মহাবিপ্লবে যুগসন্ধিকালে আমরা ঐ ঝড়ের দুর্দ্দমনীয় গতিকেই একমাত্র সত্য বলিয়া স্থির করি, স্থিতিকে—ধ্রুবকেই মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেই। তাই এক্ষণে সাহিত্যে জীবনের যে রূপকে বরণ করা হইতেছে তাহার মূলে সর্ব্বধ্বংসকারী ঝড়ের প্ররোচনাই আছে; তাহাতে ধর্ম্ম নাই, ধৃতি নাই, দৃষ্টির স্থিরতা নাই; কেবল বিদ্রোহ ও উত্তেজনা, রুদ্ধশ্বাসের প্রাণান্ত ফুৎকার এবং স্বৈরাচারের বহুবিধ ভঙ্গী আজিকার সাহিত্যে প্রতিভার জয়মাল্য দাবী করিতেছে। প্রাকৃতিক নিয়মে ইহাই স্বাভাবিক। আর যাহাই হোক ইহা অস্বীকার করা চলিবে না যে, এ-যুগে মানুষের মনের বাস্তু ও দেহের বাস্তু উৎখাত হইতে চলিয়াছে; পৈতৃক ভিটা যখন আর মানুষকে আশ্রয় দিতেছে না, তখন সে পিতৃপিতামহের সেই প্রাচীন জীবনকে ধরিয়া থাকিবে কেন? নূতন সমাজবিধি ও নূতন রাষ্ট্রবিধি যতদিন না গড়িয়া উঠিতেছে ততদিন এই বিদ্রোহ ও উত্তেজনা নিরস্ত হইবে না। কিন্তু ঝড়ের ভিতরে অথবা উর্দ্ধে, কোন একটি স্থানে মানুষকে কিছুক্ষণও স্থির হইয়া ধ্যানে বসিতে হইবে; সাহিত্যই সেই ধ্যানের স্থান, এবং যাহাকে 'রস' বলা হইয়া থাকে তাহাই সেই ধ্যানের বস্তু। 'রস'কে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করা যাইবে না। কবির ভাষায়—"স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু ঘূর্ণির মাঝখানে"; সাহিত্য সেই স্থির-বিন্দু; ঘূর্ণিও যেমন সত্য, বিন্দুও তেমনই সত্য—ঘুরিবার জন্য একটা কেন্দ্র-বিন্দু চাই। কিন্তু আজিকার বাংলাসাহিত্য কেন্দ্রভ্রষ্ট হইয়াছে—ইহার কোন স্থির বা সুকল্পিত আদর্শ নাই, 'রস' ইহার উপজীব্য নহে। এইজন্য 'বঙ্গদর্শন' এ সাহিত্যের মুখপত্র হইবে না।

তাহা হইলে ইহার কাজ কি হইবে? পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহা সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিবে, অর্থাৎ যে সত্য সাহিত্যের সত্য, সেই সত্যকে পাঠক-পাঠিকার হৃদয়গোচর করিয়া তাঁহাদের রসপিপাসা ও রসবোধ জাগ্রত করিবে। ইহার জন্য প্রথমতঃ, এ পর্য্যন্ত যেখানে যেটুকু সত্যকার রসসৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই নূতন পাত্রে সাজাইয়া সকলের সম্মুখে ধরিবে; যাহা উৎকৃষ্ট, যাহা বহু রসিকের রসপিপাসা তৃপ্ত করিয়াছে, এবং যাহা ঐ যুগবিপ্লবের ধূলিধ্বজার আড়ালে পড়িয়া আর কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না—তাহাকেই যতদূর সাধ্য সুনির্ব্বাচিত করিয়া বাংলা সাহিত্যের আসরে উপস্থিত কবিবে। সাহিত্যের রসবিচার অপেক্ষা এইরূপ রস-পরিবেষণই যে যথার্থ সাহিত্য-সমালোচনা—উহাই যে সদ্যফলপ্রদ, তাহা মনীষীগণও স্বীকার করিয়াছেন।

'বঙ্গদর্শন' এইরূপ রস-নিবেদনের দ্বারাই বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা করিবে। এইরূপ নির্ব্বাচন ও পরিবেষণই সম্পাদকের গুরুতর কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। অতএব 'বঙ্গদর্শনে'র প্রধান কাজ হইবে—রসিকসমাজে রস-নিবেদন, এবং সেই সঙ্গে, যাঁহারা রসপিপাসু অথচ রসজ্ঞ নহেন, তাহাদিগকে সাহিত্যজ্ঞানসম্পন্ন করা। এজন্য আরও দুই একটি উপকরণ আয়োজন থাকিবে। প্রথমতঃ, অনুবাদের সাহায্যে বিদেশী সাহিত্য হইতে সাহিত্যরস-আহরণ; দ্বিতীয়তঃ, বাংলাসাহিত্যের পূর্ব্বগামী আচার্য্যগণের, তথা বিদেশী সাহিত্যাচার্য্যগণের উৎকৃষ্ট উক্তি বা ভাবচিন্তার সুপরিমিত সঙ্কলন।

এতদ্ব্যতীত, সাময়িক সাহিত্যের যাহা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তাহাও যথাসম্ভব কৌলীন্য রক্ষা করিয়া 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠা-পোষণ করিবে। আমাদের এই আদর্শকে যাঁহারা শ্রদ্ধা করেন সেই যুগান্তরজীবী সাহিত্যিক যে কয়জন একালেও বাংলা সাহিত্যের মান রাখিতেছেন, তাঁহাদের রচনাও 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইবে; প্রাচীনের সহিত নবীনের এই সম্মিলনে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে, কাব্যের রস পাত্রভেদে যতই ভিন্ন-রূপ হোক—তাহার স্বাদ গন্ধ একই।

সম্পাদক নিজে যে কাজ করিবেন তাহাতে আশা করি কেহ নিরাশ হইবেন না; প্রতি সংখ্যায় সাহিত্যের সৃষ্টিমূলক সমালোচনা প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইবে; এবং সম্ভব হইলে, একটি করিয়া গ্রন্থসমলোচনা-মূলক প্রবন্ধও থাকিবে। এই অঙ্গটীও নূতন।

আর একটী কথা বলিলে 'বঙ্গদর্শনে'র পরিকল্পনা যেমন মনে আছে তাহার পরিচয় সম্পূর্ণ হইবে। প্রতিমাসে কিছু করিয়া 'বঙ্গ-দর্শন'ও থাকিবে। 'বঙ্গদর্শন' অর্থে কেবলই বাংলা সাহিত্য-দর্শন নহে; বাংলা ও বাঙালীর নানা মানসিক ব্যাধির সম্বন্ধেও যেমন, তেমনই বর্ত্তমান সঙ্কট ও তাহাতে বাঙালীর দুর্গতি, দুর্নীতি ও দুষ্কৃতি সম্বন্ধেও সম্পাদকীয় আলোচনা বা মন্তব্য থাকিবে। আমাদেব পত্রিকা মুখ্যত সাহিত্যিক পত্রিকাই বটে, তথাপি ইহা বিশেষভাবে সাময়িক বলিয়া, বর্ত্তমানকে অগ্রাহ্য করা চলিবে না। তাই দেশের ইদানীন্তন অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলিতেই হইবে; তাহাতে যেটুকু 'পলিটিক্‌স্' আসিয়া পড়া অনিবার্য্য, সেইটুকুমাত্রই থাকিবে। কিন্তু আমরা তাহাকেও পলিটিক্‌স্ বলিব না, সে অভিমান আমাদের নাই; কারণ, আমরা সহজ জ্ঞানে ও সহজ বুদ্ধিতে যাহা বুঝি, যাহা সত্য বলিয়া মনে করি– কোন দল বা মতবাদের আনুগত্য না করিয়া, তাহাই সচ্ছন্দচিত্তে প্রকাশ করিব। তাহাকে নিশ্চয় 'পলিটিকস্' নাম দেওয়া যাইবে না, কারণ, পলিটিক্‌স্ অতি গভীর পদার্থ, তাহা এমন সরল ও বুদ্ধিহীন নহে।

'বঙ্গদর্শন' নাম হইতে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রকেই স্মরণ করিতে হয়, তেমনই যিনি উহার 'নব-পর্য্যায়' সম্পাদন করিয়াছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথকেও আমরা স্মরণ করিতেছি। স্মরণ করিবার আরও কারণ আছে, এই দ্বিতীয় নব-পর্য্যায়ের প্রথম সংখ্যা যে মাসে প্রকাশিত হইতেছে, সেই মাসটি রবীন্দ্র-স্মৃতিতর্পণের মাস, তাই আমরা পত্রিকারম্ভে সেই বাণীবরপুত্রকে একটু বিশেষভাবে স্মরণ করিব।

সর্ব্বশেষে, 'বঙ্গদর্শনে'র যিনি জন্মদাতা এবং যিনি এখনও তাহার গুরু—সেই বঙ্কিমচন্দ্রের জবানিতেই এই 'পত্র-সূচনা' সমাপ্ত করিলাম।—

''আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙালীর পাঠোপযোগী করিবার যত্ন করিব। যত্ন করিব এই মাত্র বলিতে পারি। যত্নের সফলতা ক্ষমতাধীন। এই আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য।

''দ্বিতীয়, এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদের বার্ত্তাবহ স্বরূপ ব্যবহার করুন। অনেক সুশিক্ষিত বাঙালী বিবেচনা করেন যে, এরূপ বার্ত্তাবহের কতকদূর অভাব আছে। এই অভাব নিরাকরণ এই পত্রের এক উদ্দেশ্য।

''এই পত্র কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য বা সম্প্রদায়বিশেষের মঙ্গল সাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই।

''আমরা কৃতবিদ্যদিগের মনোরঞ্জনার্থে যত্ন পাইব বলিয়া কেহ এ রূপ বিবেচনা করিবেন না যে, আমরা আপামর সাধারণের পাঠোপযোগিতা সাধনে মনোযোগ করিব না। যাহাতে এই পত্র সর্ব্বজনপাঠ্য হয়, তাহা আমাদের বিশেষ উদ্দেশ্য। যাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী নহে, তাহা কেহই পড়িবে না। যাহা উত্তম তাহা সকলেই পড়িতে চাহে; যে না বুঝিতে পারে সে বুঝিতে যত্ন করে। এই যত্নই সাধারণের শিক্ষার মূল; সেকথা আমরা স্মরণ রাখিব।

''আরও অনেক কাজ করিব বাসনা করি। কিন্তু যত গর্জ্জে তত বর্ষে না। গর্জ্জনকারীমাত্রেরই পক্ষে এ কথা সত্য। আমাদের পূর্ব্বতনেবা এইরূপ এক একবার অকাল-গর্জ্জন করিয়া লয়প্রাপ্ত হইয়াছেন।

''কালে আমাদের অদৃষ্টে যে সেরূপ নাই তাহা বলিতে পারি না। যদি তাহাই হয় তথাপি আমরা ক্ষতি বিবেচনা করিব না। এ জগতে কিছুই নিষ্ফল নহে। একখানি সাময়িক পত্রের ক্ষণিক জীবনও নিষ্ফল হইবে না। এই 'বঙ্গদর্শন' কালস্রোতের নিয়মাধীন জলবুদ্বুদ স্বরূপ ভাসিল; নিয়মবলে বিলীন হইবে। অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিতাপ-যুক্ত অথবা হাস্যাস্পদ হইব না। ইহার জন্ম কখনই নিষ্ফল হইবে না। এ সংসারে জলবুদ্বুদও নিষ্কারণ বা নিষ্ফল নহে।''

কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া
বাহির হ'নু তিমির-রাতে
তরণীখানি বাহিয়া।
অরুণ আজি উঠেছে,

অশোক আজি ফুটেছে,
না যদি উঠে, না যদি ফুটে,
তবুও আমি চলিব ছুটে,
তোমার মুখে চাহিয়া।

বঙ্গদর্শন

মাসিক পত্র।

প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩৫৪

বঙ্গ-দর্শন।

মোহিতলাল মজুমদার

আরম্ভে আমরা গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের একটি রচনা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব, তাহাতেই পাঠক-পাঠিকাগণ আমাদের মনোভাব, আদর্শ ও মতামত সম্বন্ধে নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। একদা, বিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলের মতবাদ আলোচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র শ্রদ্ধার সহিত নিম্নলিখিত কথাগুলির উল্লেখ করিয়াছিলেন—

> "কোন মত অবলম্বন করিয়া তাহা গোপন করিলে কপটাচরণ করা হয়, .. যদি প্রকটনের সঙ্গে সঙ্গে পরের ক্ষতিজনক কোন কার্য্যই না হয়, তবে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে কোন কথা প্রকাশ করিলে তাহাকে নিবারণ করা অবৈধ হইতেছে। ... নূতন মত ন্যায্য হইলে তাহা নিবারণ করা যে ক্ষতিজনক একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। যতদিন মনুষ্য দেবতুল্য না হয়েন, ততদিন কেহই এমন স্পর্দ্ধা করিতে পারেন না যে, আমার ভুল নাই, এবং আমার ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতে কাহারও সাধ্য নাই।"

আমরাও এই বিশ্বাসে আমাদের মতামত অসঙ্কোচে প্রকাশ করিব; বিশেষ করিয়া—দেশ ও জাতির অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মত যাহা সত্য মনে করি, তাহাই বলিব। আমরা যে অভ্রান্ত এমন স্পর্দ্ধা আমাদের নাই, কেবল সেইটুকু দৃঢ়তা থাকিবে যাহা সকল আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে থাকা স্বাভাবিক ও সঙ্গত; তাহারও কারণ, আমরাও সর্ব্বান্তকরণে দেশের ও জাতির মঙ্গল কামনা করি, সেখানে কোন কপটতা নাই। অতএব পাঠক-পাঠিকাগণ, আমাদের কথায় অসহিষ্ণু হইবেন না, মতের অনৈক্য ঘটিলেও তাঁহাদের কোন ক্ষতি নাই, বরং লাভই আছে, কারণ, আমাদের কথার প্রতিবাদে তাঁহারা নূতন করিয়া চিন্তা করিবার সুযোগ পাইবেন, বা করিতে

বাধ্য হইবেন। যাঁহারা অসহিষ্ণু হইবেক তাঁহারাই ঠকিবেন, তাঁহাদের জন্য আমরাও দুঃখিত হইব।

অতিশয় বর্ত্তমানে আর সকল কথা মুলতুবী রাখিয়া বাংলার এই দু'-ভাগ-হওয়ার কথাই বলিতে হয়। এই যে ব্যবস্থা ইহাকে আমরা যদি বিধাতার বিধানের মতই অখণ্ডনীয় মনে করি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, আমরা সত্যই আশাহীন ভরসাহীন হইয়াছি, এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভকে সত্য মনে করিয়াই বাংলার এই অবস্থাটাকেও তাহার আনুষঙ্গিক মনে করিয়াছি। ভারতের স্বাধীনতাও যেমন আরও সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল, বাংলা-বিভাগও ঠিক সেই অনুপাতে একটা সদ্য-সংঘটিত, অবশ্যম্ভাবী বিপদ মাত্র। এই বিপদের অবসানে বিলম্ব হইতে পারে, যতদিন তাহা না হয় ততদিন দুঃখ পাইতে হইবে—ক্ষতিও অল্প নহে। এই বিপদ অবশ্যম্ভাবী বলিয়াছি, তাহার কারণ, যে রাজনীতিকে আমরা আশ্রয় করিয়াছিলাম (এখনও ত্যাগ করি নাই) তাহার পরিণামে দুই-এর একটাই হইবার কথা, এবং তাহার কোনটাই শুভ নহে। যদি ভাগ না হইত তাহা হইলেও ঐ রাজনীতির আর এক প্যাঁচে আমরা মারা যাইতাম—ভাগ-হওয়ায় মনে হইতেছে বটে, বিপদ হয়ত' কিছু কমিল,—কিম্বা হয়ত' আরও বাড়িল, আরও জটিল হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহাই চিরদিনের জন্য রহিয়া যাইবে, ইহা যে বিধিলিপির মত অখণ্ডনীয়, এই মনোভাবের কারণ কি? কারণ কি এই নয় যে, আমাদের নিজেদের প্রতি আমরা সকল আস্থা হারাইয়াছি? একটু ভিতরে চাহিলে, অর্থাৎ নিজেদের অবস্থা চিন্তা করিলে, ভয় আরও বাড়িয়া উঠে, কারণ, বাংলা-বিভাগের রাজনৈতিক বাধ্যতা যেমনই হউক, ইহার মূলে আছে বাঙালীর বুদ্ধিভ্রংশ, ধর্ম্মহীনতা ও শক্তিহীনতা।

এখন সাক্ষাৎ—অর্থাৎ অতিশয় বর্ত্তমান—বিপদের কথাই বলি। এই বিপদ যে কিরূপ বিপদ তাহা সকল জ্ঞানবান বাঙালীই বুঝিতে পারিতেছেন। ঘরে যেমন আগুন লাগে, ইহা সেইরূপ; আগুনটা যেন সর্ব্বগ্রাস না করে,—তাহার বিস্তারটা রোধ করিবার, এবং যতটুকু সম্ভব বাঁচাইবার চেষ্টাই তখন একমাত্র কাজ। কিন্তু ইতিমধ্যেই যে ধরণের আক্ষেপ ও বিক্ষোভ বাড়িয়া উঠিতেছে তাহা দেখিয়া মনে হয়, আমাদের বুদ্ধিভ্রংশই হইয়াছে। আমরা বিশ্বাস করিয়াছি, বাংলার একভাগ বাঙালী বুঝি সত্যই হারাইল। তথাকার বাঙালীর যে দারুণ সঙ্কট উপস্থিত, তাহাতে তাঁহারা ভবিষ্যৎ-এর আশা একেবারেই ত্যাগ করিয়াছেন, এবং সেজন্য অতিশয় বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন। ইহা যে অতিশয় স্বাভাবিক তাহা স্বীকার করি। কিন্তু ইহাও বুঝি যে, আমাদের ভিতরে আর শক্তি নাই, সাহস নাই। ইহার কারণ—প্রথমতঃ, আশাভঙ্গ; দ্বিতীয়তঃ, গত দশ বৎসর, বিশেষ করিয়া, শেষ এক বৎসর যে অত্যাচার আমরা যে-ভাবে সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছি, তাহাতে অতিশয় শক্তিমান পুরুষও demoralised অর্থাৎ নিঃসাহস হইয়া পড়ে। পশ্চিমভাগের যাঁহারা—বিশেষতঃ কলিকাতা-অঞ্চলের অধিবাসীরা—ঐ শেষ এক বৎসরে যাহা শিক্ষা

করিয়াছেন, এবং এখনও যে অবস্থায় প্রাণধারণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদেরও কেবল আপাতপরিত্রাণটা সর্ব্বাপেক্ষা কাম্য হইয়াছে। তাঁহাদের আশাভঙ্গ হইয়াও, আর এক দিকে যেন একটা নূতন আশার সঞ্চার হইতেছে। তাঁহারা ইহাই ভাবিয়া যেন কতকটা আশ্বস্ত হইতে চান যে—"সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।" ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, উভয়ত্রই বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, ভূত-ভবিষ্যৎ-জ্ঞান আমাদের সত্যই লোপ পাইয়াছে। যাহারা কেবল বর্ত্তমানটাকেই এত বড় করিয়া দেখে—আবার সে বর্ত্তমানও এত অনিশ্চিত—তাহারা যে শক্তির সঙ্গে বুদ্ধিও হারাইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? কোথায় কি তাহার ঠিক নাই, কালনেমি এখনই লঙ্কাভাগ করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে! আমি এখন সে কথাও বলিব না। কেবল এই ব্যাপারে বাঙালীর জাতিগত চরিত্র ও প্রবৃত্তি যেরূপ প্রকাশ পাইতেছে তাহারই সম্বন্ধে কিছু বলিব; যদি ইহা সত্য হয়, তবে এ জাতির ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকার।

উপস্থিত বিপদের কথা বলিয়াছি। ধরিয়া লইলাম বিপদটা অস্থায়ী নয়—স্থায়ী, অর্থাৎ বাংলার এক অংশে হিন্দু বাঙালী আর বাস করিতে পারিবে না, চিরতরে আমরা ঐ পূর্ব্বভাগ হারাইলাম। অতঃপর আমরা তাহাই মানিয়া লইয়া দেখিব, বাংলা দ্বিখণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও, বাঙালী নিজের জাতির একতা বা অখণ্ডতা রক্ষার জন্য কিরূপ অধীর হইয়াছে। কারণ, এ সত্য কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, ভিতরে যাহারা এক থাকে—প্রাণটা যদি খণ্ডিত না হয়, তবে বাহিরের আঘাত যত বড়ই হউক, শেষ পর্য্যন্ত তাহারা বাঁচিয়া যাইবেই। কিন্তু যাহা দেখিতেছি, তাহাতে বড়ই হতাশ হইতে হয়। এই বিপদ আমাদের ভিতরকার পাপটাকেই টানিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। বাংলা ভাগ-হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন, পূর্ব্ব ও পশ্চিমভেদে একটা দ্বন্দ্ব ঘনাইয়া উঠিতেছে। আমরা জানিনা, ইহাই সাধারণ মনোভাব কিনা—কিন্তু ইতি-মধ্যেই একটা রব উঠিয়াছে, তাহা যে অমূলক এমনও মনে হয় না। হয়ত ইহারও পশ্চাতে একটা দলীয় রাজনীতি আছে, দল-বিশেষের প্ররোচনা আছে। পলিটিক্সের মত পাপ আর নাই; উহার দ্বারা দল ও দলপতির স্বার্থ-সাধন হয়—জাতির সর্ব্বনাশ হয়।

বাংলার এই ভাগ-হওয়ায় সমগ্র জাতির সম্মতি ছিল কি না? আমরা কি উহার ফলাফল উত্তমরূপে চিন্তা না করিয়া—ভাগ-হওয়া মাত্রেই কোথায় কাহার কি অবস্থা হইবে তাহা না বুঝিয়াই—ইহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম? ইহাকে কি আমরা একটা আপদ্ধর্ম বলিয়াই গ্রহণ করি নাই? এই-যে অর্দ্ধেক ছাড়িয়া বাকি অর্দ্ধেকে আমরা আশ্রয় লইয়াছি—ইহা কি কেবল পশ্চিমবঙ্গবাসী হিন্দুকে বাঁচাইবার জন্য? যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে থাকিবেন—থাকিতে বাধ্য হইবেন, অথবা থাকাই কর্ত্তব্য বোধ করিবেন—এই পশ্চিমভাগ কি আবশ্যক হইলে তাঁহাদেরও বাসভূমি হইতে পারিবে না? এক কথায় এই পশ্চিমবঙ্গ কি অতঃপর হিন্দু-বাঙালীমাত্রেরই স্বাধীন স্বদেশ হইবে না? জানি, সেই অধিকার

সাব্যস্ত করিবার জন্যই দলে দলে তাঁহারা ছুটিয়া আসিবেন না, এবং সে পক্ষে বৈষয়িক বাধাও অল্প নহে; তথাপি মনে-মনেও সেই অধিকারবোধে বাধা হয় কেন? তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, এই বাহিরের ভাগ-হওয়াটাই দুঃখের একমাত্র কারণ নয়, আমরা ভিতরেও এক হইতে পারি নাই। তবে, এতদিন যে জাতীয়তাবোধের সাধনা আমরা করিলাম, তাহা বাঙালীর স্বাজাত্য-বোধ নয়? বরং সেই বোধকে দমন করিয়াই আমরা মহা-জাতীয়তার সাধনা করিয়াছি? যাহারা ঘরে এক নহে তাহারা বাহিরে মহাজাতি হইতে চায়! স্বজাতির প্রতি পৃথক মমতা বড়ই লজ্জার কথা—তাহাই মহাজাতিতে পরিণত হইবার প্রধান বাধা, সেই বাধা দূর করিতে গিয়া বাঙালী স্বজাতি-প্রীতিকে প্রশ্রয় দেয় নাই, এবং সেই জন্য জাতির মধ্যে যত রকম বিচ্ছেদ ছিল সেগুলিকে জীয়াইয়া রাখিতেও সে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে নাই। বরং ঐ মহাজাতীয়তার অজুহাতে সে নিজের দেশে ঈর্ষা ও দলাদলি বৃদ্ধি করিয়া দলগত ও সমাজগত স্বার্থসিদ্ধির উপায় করিয়াছে। ঘরে আমরা এক-জাতি নই—সামাজিক, সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক সর্ব্বপ্রকার ভেদকে আমরা অতিশয় নিষ্ঠাসহকারে লালন করিয়াছি—এখন এই মহাসঙ্কটে সেই পাপই যে আমাদিগকে গ্রাস করিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় কি? মনে হয়, এই নব-পলিটিক্স্ বাঙালীকে স্বজাতির প্রতি আরও প্রেমহীন করিয়াছে। আজ এত মার খাইয়াও যদি চৈতন্য না হয়, তবে আর কখনও হইবে না। দুর্গতির চরম হইয়াছে, এখন কেবল নিপাতটাই বাকি আছে: সেটাকেও কুৎসিত করিয়া না তুলিলে এ জাতির পাপের ভরা কি পূর্ণ হইবে না?

ঐ পলিটিক্স্ অপরের পক্ষে যেমন হউক, তোমার পক্ষে উহা পরধর্ম্ম। উহা যদি তোমার স্বধর্ম্মই হইবে, তবে আজ তোমার এমন অবস্থা হইল কেন? যাহারা ঐ পরধর্ম্মে বিশ্বাসী তাহারা বলে, ঔষধের দোষ কি? রোগটাই দুঃসাধ্য, দোষ বাঙালীর। আমরা বলি,—রোগটাকে স্বীকার করি, এবং ঔষধটাও যে বড় ঔষধ তাহাও মানি; কিন্তু এ রোগীর পক্ষে উহা বিষ। যদি ঐ ব্যাধি জাতিগত হয়, তবে তাহার ঔষধও ঐ ব্যাধি হইতেই প্রস্তুত করিতে হইবে—ব্যাধিও যেখানে, ঔষধও সেইখানে সন্ধান করিতে হইবে। ঐ ঔষধের গুণে যদি রোগ বৃদ্ধি পায়---উপসর্গগুলা আরও কঠিন হইয়া উঠে, তবে রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ঐ ঔষধই সেবন করিতে হইবে, এবং ঔষধে অবিশ্বাস করা অপেক্ষা মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়—এমন কথা বলি কেমন করিয়া? যাহারা বলে তাহারা নিশ্চয়ই রোগীর আত্মীয় নয়। ঔষধের ফল ত কিছুই দেখি না। ঐ ঔষধ যদি তোমার ধাতুর উপযোগী হইত, ঐ ধর্ম্ম যদি তোমার অন্তরে প্রবেশ করিত তবে তুমি স্বাস্থ্যলাভ করিতে না? তোমার প্রাণ যদি সত্যই জাগিয়া থাকে, তবে এত অনৈক্য, এত দলাদলি কেন? প্রাণ-জাগার লক্ষণ প্রেম—সেই প্রেম কোথায়? যদি সেই প্রাণ জাগিত, তবে আমরা আজ কি দেখিতাম? তোমার স্বজাতির উপরে এই যে এতবড় আঘাত, ইহাতে তুমি এক দেহে একই জ্বালা বোধ করিতে না?

ক্ষতিকে সকলের ক্ষতি, এবং লাভকে সকলের লাভ বলিয়া মনে করিতে না? ভয়ও এক, আশাও এক হইত না? সে লক্ষণ ত' দেখিতেছি না; বরং উল্টাই দেখিতেছি। গত দুর্ভিক্ষে বাঙালী যে মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছে, পরে নোয়াখালির সেই পৈশাচিক নির্য্যাতনেও সে যে পৌরুষ ও প্রাণধর্ম্মের দৃষ্টান্ত ভারতবাসীকে দেখাইয়াছে, তাহার তুলনা নাই। ইহারাই আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে বলিয়া নৃত্য করিতেছে? এই জাতি নাকি স্বাধীন হইতে পারে?

যাহারা বলে—হিন্দুস্থানের খণ্ডিত বাংলা অপেক্ষা পাকিস্তানের অখণ্ড বাংলাই ভালো ছিল, কারণ এইরূপ ভাগ-হওয়ার ফলে, একটা অঙ্গ চিরতরে জখম হইয়া গেল, বাঙালী শক্তিহীন হইয়া পড়িল; অপর পক্ষে, এক হইয়া থাকিলে শত্রুপুরীতেও শক্তিমান হইয়া থাকিতাম, এমন কি, পরে শত্রুকেও বশে আনিতে পারিতাম;—তাহাদের এ যুক্তির জবাব অনেকে দিয়াছেন, আমরা কোন যুক্তি-তর্কের কথা তুলিব না। জাতির জন্য প্রাণ কাঁদিলে সকল যুক্তি-তর্কই ভাসিয়া যাইত, তর্কের অবকাশই থাকিত না। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, বাঙালী যদি সত্যই শক্তিমান ও প্রাণবান হইত তাহা হইলে, প্রথমতঃ, এই ভাগ কখনই হইতে পারিত না—এমন কি, ভারতের ভাগ্যও হয়ত অন্যরূপ হইত। দ্বিতীয়তঃ, এই যে ভাগ হইয়াছে, তাহা ভাল হউক আর মন্দই হউক, তাহার জন্য এত রেষারেষি হইত না। যদি ইহাতে কোন পক্ষের স্বার্থপরতাও হইয়া থাকে, যদি ইহাতে কোন পক্ষের স্বার্থপরতাও হইয়া থাকে, তথাপি আমরা বিচলিত হইতাম না। আর ঐ অখণ্ড হওয়ার কথা? পূর্ব্বে বলিয়াছি, বাঙালী যদি এতই একতাবদ্ধ ও একতাকাঙ্ক্ষী হয়, তবে বাংলাদেশে এত দলাদলি কেন? অন্য প্রদেশের মত বাংলায় এক নেতৃত্ব নাই কেন? বাঙালী সর্ব্ববিষয়ে কংগ্রেসের মুখাপেক্ষী কেন? অখণ্ডতা রক্ষার জন্য যে পাকিস্তান—তাহা ত' পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; সেই বারো-আনা পাকিস্তানে বাঙালী হিন্দু যে একতা, সাহস ও ধর্ম্মবোধের পরিচয় দিয়াছে, ষোল-আনা পাকিস্তানে তাহার যে কিরূপ জৌলুস খুলিবে—অনুমান করা কি এতই দুঃসাধ্য? সেই অখণ্ড বাংলাদেশে আবার যখন নোয়াখালির পর নোয়াখালি হইতে থাকিবে, তখনও বাংলার বীরনেতাগণ কেবল দূর হইতে অকুস্থল দর্শন এবং বক্তৃতা ও বিবৃতির প্রতিযোগিতায় পরস্পরকে হারাইয়া দিবার পুণ্যচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই করিবেন না; শান্তিরক্ষার জন্য জয়েন্ট অ্যাপিলে কেহ কাহাকেও অধিকতর গৌরবভাগী হইতে দিবেন না; মোটর এবং এরোপ্লেন তাঁহাদের সেই ব্যতিব্যস্ততাকে তেমনই মহিমান্বিত করিবে। অতঃপর মহাত্মা আসিয়া তাঁহাদিগকে বিশ্রাম দিবেন; সেই সময় নোয়াখালিতে যেমন, সারা দেশটাতেও তেমনি, আর কিছুই করিবার থাকিবে না। আবার যখন হাজারে হাজারে বাঙালীর কুলকন্যারা ছাগী ও কুক্কুরীতে পরিণত হইবে, তখন বঙ্গজননীর—সেই মায়েদেরে—ধার্ম্মিক সন্তানেরা অহিংসার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া এমন উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্ত্তন করিবে যে মায়েদের সেই রোদনরব আর শোনাই যাইবে না। পাকিস্তানের

অখণ্ড বাংলাই বটে! নহিলে নেতা হওয়া যায় না যে! সব দলগুলাই হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, এখন নূতন দোকান খুলিতে হইলে একটা নূতন সাইনবোর্ড চাই!

বাংলা-বিভাগ বাঙালীর পক্ষে বাঁচা নয়—কোনরূপে মৃত্যু-নিবারণ, সর্ব্বনাশের পরিবর্ত্তে অর্দ্ধ-নাশের একটা আশ্বাসমাত্র। তাহাও নিশ্চিত নয়—কতটুকু বাঁচিবে তাহাও বলা যায় না, এবং সেটুকু নিরাপদ হইবে কিনা, তাহাই বা কে জানে? উপরের দিকে কি যে হইয়া গেল, এবং আগেও চতুর্দ্দিকে যাহা হইতেছিল, এখনও হইতেছে—তাহার অর্থ কে-ই বা বুঝে, কে-ই বা বুঝিতে চায়? সেই সকল দুর্ভাগাগণ বাউণ্ডারী কমিশনের নিকটে কত দাবীই পেশ করিয়াছে। কত ন্যায়ের তর্ক, কত ফ্যাক্ট-ফাইণ্ডিং না করিয়াছে। বাঙালী তাহাতেই কত আশান্বিত হইয়াছে!—এখনই, কাহারও সৌভাগ্য, কাহারও সর্ব্বনাশ ভাবিয়া পরস্পর কলহ শুরু করিয়াছে। এ জ্ঞান তাহার নাই যে, ঐ সীমানা-নির্দ্দেশ বা ভূমি-ফাইণ্ডিং না করিয়াছে। বাঙালী তাহাতেই কত আশান্বিত হইয়াছে!—এখনই, কাহারও সৌভাগ্য, কাহারও সর্ব্বনাশ ভাবিয়া পরস্পর কলহ শুরু করিয়াছে। এ জ্ঞান তাহার নাই যে, ঐ সীমানা-নির্দ্দেশ বা ভূমি-বাঁটোয়ারা সেই আর এক বাঁটোয়ারারই মত—ইহাও সেই এ্যাওয়ার্ড; এখানেও দুইপক্ষ একমত না হইলে তৃতীয়পক্ষ যাহা আদেশ করিবে তাহাই শিরোধার্য্য করিতে হইবে; সেই তৃতীয় পক্ষ যে কোন্ পক্ষ, তাহা কে না জানে? অতএব হিন্দুর ভাগে কতটুকু পড়িবে, তাহা জানাই আছে। কলিকাতা শহরও চাই—অন্ততঃ তাহা পূরাপূরি হিন্দুর হস্তগত হইতে পারিবে না; কলিকাতার ইংরেজ বণিক—কলিকাতার কেন, সারা ভারতের শ্বেতাঙ্গ বণিকসমাজ—প্রাণান্তেও তাহা ঘটিতে দিবে না। কলিকাতায় এখনও যে দুরন্ত জবর-দখল ও দৌরাত্ম্য সমানে চলিতেছে তাহার কারণ কি? আপোস করিতে হইবে তোমাদিগকেই, দয়া করিয়া যাহা দিবে তাহাই চোখের জল মুছিয়া হাস্যমুখে গ্রহণ করিতে হইবে, নহিলে—নহিলে—কি তাহা ত' তোমাদের নেতারা ভালরূপ জানেন।

জয় যদি কাহারও হইয়া থাকে তাহা হিন্দুর নয়—মুসলমানের। বিদ্রূপ করিয়া, গালি দিয়া বা ভবিষ্যতের ভয় দেখাইয়া তোমার ঐ সান্ত্বনালাভের চেষ্টা আরও লজ্জাকর। হিন্দুর জয় হইয়াছে, তাই তাহার জয়োৎসবে জিন্নাসাহেব মুসলমানকেও প্রাণ খুলিয়া যোগ দিতে বলিয়াছেন? ব্রিটিশজাতিও কংগ্রেসের এই জয়লাভে পার্লামেন্টে উৎসব করিয়াছে। এই সকলই ত' হিন্দুর জয়লাভের নিঃসংশয় প্রমাণ। ইংরেজ যাহা করিয়াছে তাহা ইংরেজের পক্ষে অতিশয় স্বাভাবিক, কিন্তু জিন্নাসাহেবের ঐ আদেশ? তিনি যে এমন মর্ম্মান্তিক রসিকতা করিতে পারেন তাহা জানিতাম না। না হয়, হিন্দু-ভারতেরই জয় হইয়াছে, তাহাতে বাঙালীর কি? তাহার এত উল্লাস কেন? ঢাকায় যখন ঐ অবস্থা, তখন সে কোন্ প্রাণে কোন্ মুখে কলিকাতায় বিজয়োৎসব করিবে? শুনিলাম, উৎসব করিবে বটে, কিন্তু অন্ধকারে; আলো জ্বালাইতে হইবে না। তবু উৎসব চাই,

এ যেন একদিকে মাতৃদায়, আর একদিকে গুরুপুত্রের অন্নপ্রাশন। এ কেলেঙ্কারী কি না করিলে নয়? অনেক পাপ তুমি করিয়াছ, কলিকাতার প্রায়শ্চিত্ত এখনও অনেক বাকি, আবার এই নূতন পাপ কেন?

হা দগ্ধানন! তোমার একটু লজ্জাও নাই? তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ, অর্দ্ধেকের অধিক বঙ্গভূমে তোমার পিতৃপুরুষের জলগণ্ডুষ বন্ধ হইয়া যাইতেছে? তুমি কি দেখিতেছ না, তোমার আদিপুরুষের ভিটাতে হিন্দুর দেবালয়, দেবস্থান অপবিত্র বলিয়া নিষিদ্ধ হইতে চলিয়াছে? তুমি কি শুনিতেছ না, দিকে দিকে, তোমার সমাজের যাহারা মেরুদণ্ড, সেই অসহায় মূঢ় মূক গ্রামবাসীগণ ইতিমধ্যেই মহাভয়ে দিকে দিকে আর্ত্তনাদ করিতেছে? তাহারা তোমার কেহ নয়? তুমি পশ্চিমবঙ্গে নিরাপদ হইয়াছ, তাই কলিকাতায় বিজয়োৎসবের এত ঘটা! সে আনন্দের আবেগ যে কেমন, তাহার একটু নমুনা দিব।—

''নিরুপায় মন স্বভাবতই একটি বহুবিজ্ঞাপিত, বহুবাঞ্ছিত নির্দ্দিষ্ট দিনের প্রতি ধাওয়া করিতেছে, যেদিন পশ্চিমবঙ্গে আমাদের সকল দুঃখের অবসান হইবে। ... সেই শুভদিন সমাগত— যেদিন আমাদের চক্রচিহ্ন-শোভিত ত্রিবর্ণ পতাকা ফোর্ট উইলিয়মের শিখরদেশে পত পত করিয়া উড়িতে থাকিবে, কলিকাতার লাট-প্রাসাদের গম্বুজনিম্নে 'বন্দেমাতরং' সঙ্গীতের ('বঙ্গ-মাতরমে'র কি মহিমময়ী মূর্ত্তি!) উদাত্ত সুর গমগম্ করিবে, এবং গান্ধীজীর আগমনে গড়ের মাঠে আমরা একশো'-আট কামান দাগিব (নোয়াখালি তাহা পারিবে না—হাঃ! হাঃ! হাঃ!), আরও কি কি করিতে পারিব, তাহার তালিকা পেটে গজ গজ করিলেও বলিতে ভাষা জুগাইতেছে না।''

ইহার পরেও একটু আছে। লেখক এত উৎফুল্ল হইয়াও, কলিকাতার দাঙ্গা এখনও অবসান হইতেছে না দেখিয়া, স্বস্তি পাইতেছেন না—বুঝি এমন সুখ ফস্কাইয়া যায়! তাই কলিকাতার ঐ অবস্থা চিন্তা করিয়া হতাশ হইয়া পড়িতেছেন; যথা—

''বাংলাদেশে পনেরই আগষ্ট নিষ্ফল হইতে চলিয়াছে। সেদিন মায়ের কুটীরে শঙ্খ বোধ হয় বাজিবে না, প্রদীপ বোধ হয় জ্বলিবে না," ইত্যাদি।

ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, ঐ কলিকাতাই বাংলাদেশ—ঐখানে বসিয়া যতদূর নির্ব্বিঘ্নে হাত বাড়ানো যায়, ততখানিই যথেষ্ট; বাকিটা পাকিস্তান, তাহার জন্য কোন ভাবনা আর নাই।

যে-পত্রিকায় ইহা লিখিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কিছু বলা আমাদের পক্ষে শোভন নয়; উদ্ধৃত করিতে হইল এইজন্য যে, আমরাও পশ্চিমবঙ্গ বাসী—অবশ্য কলিকাতা শহরে আমাদের বালাখানা নাই, তথাপি লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া গেছে। হায় বাঙালী! হায় বাংলাদেশ!

বর্ত্তমানের কথা এবার এই পর্য্যন্ত, অতঃপর ভবিষ্যতের আশার কথা কিছু বলিব।

পাঠক-পাঠিকাগণ মনে রাখিবেন, আমরা পলিটিক্‌স্ জানি না, বুঝিও না—যাহা কিছু বলি, তাহা নির্ব্বোধ প্রাণের তাড়নায়। এইবার যাহা বলিব তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা, তাই পূর্ব্বের সহিত মিলাইয়া কেহ যেন আমাদিগকে ভর্ৎসনা না করেন। ইহাতেও পলিটিক্সের নামগন্ধ নাই। কেবল দৃষ্টিটা আর একদিকে ফিরাইয়াছি মাত্র। তাহাতে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে—এই বঙ্গ-বিভাগ ভাল হউক বা মন্দ হউক—ইহার জন্য দায়ী কে? উত্তরে বলি, দায়ী বাঙালী—হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই। হিন্দু-বাঙালী যদি ভুয়া জাতীয়তাবাদের মোহে না মজিত, এবং মুসলমান বাঙালীও যদি লীগের প্ররোচনায় এমন আত্মহারা না হইত, তবে এদেশ কখনও দ্বিখণ্ডিত হইত না। শুধু তাহাই নয়, এই বাংলাদেশ হইতেই সেই সত্যকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরব্ধ হইত, যাহা সমগ্র ভারতকে একতাবদ্ধ করিয়া শক্তি ও সামর্থ্যে দুর্জ্জয় হইয়া উঠিত; এমন খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া দারুণতর ভবিষ্যতের আসন্ন অন্ধকারকে ঘনাইয়া তুলিত না। এ বিশ্বাসের কারণ, বাঙালী এমনই একটা স্বতন্ত্র জাতি যে শিক্ষা এবং সামাজিক বৈষম্য ছাড়া এ দেশের হিন্দু-মুসলমানে তার কোন গুরুতর ভেদ নাই; সেই বৈশিষ্ট্যই একটা গূঢ়তর ঐক্যের ভিত্তি হইয়া আছে। বাঙালীর এই এক-জাতিত্ব ভারতীয় এক-জাতিত্ব অপেক্ষা বহুগুণে বাস্তব, অর্থাৎ তাহা জীবন-সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—ইহা পোলিটিক্যাল জাতীয়তাবাদ নহে। এখানকার হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা ভারতের অপর সকল প্রদেশের মত কঠিন নয়; কারণ এ দেশ সর্ব্বত্র একজাতির দেশ, ভাষাও এক। বাঙালী হিন্দু বটে, কিন্তু সেই হিন্দুত্বে বাঙালীত্বই প্রবল; বাঙালী মুসলমান বটে, কিন্তু সেই মুসলমানত্বে বাঙালীত্বই প্রবল। বাংলার মাটির যে সংস্কৃতি তাহা হিন্দু ও মুসলমানের মজ্জাগত। তা'ছাড়া, ইদানীন্তন কালে বাঙালী যে একটি নূতন কাল্‌চার তাহার ভাষা ও সাহিত্যের অপূর্ব্ব শক্তিতে গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার উত্তরাধিকার হইতে কেহ কাহাকেও বঞ্চিত করিতে পারিবে না—সে সংস্কৃতি কেহ নষ্ট করিতেও পারিবে না। বাংলাভাষা—হিন্দু ও মুসলমান-বাঙালীর মাতৃভাষা—সেই কাল্‌চারের বাহন হইয়া যে প্রভা ও প্রভাব ধারণ করিয়াছে, তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারে এমন চৈতন্যবান বাঙালী আর নাই। একদিন হিন্দু বাঙালী ইংরেজীর মোহে পড়িয়াছিল, মুসলমান বাঙালী সে দিন সে মোহে পড়ে নাই—তাহার সে সৌভাগ্য হয় নাই। আজ হিন্দু বাঙালী ইংরেজীর নিকট হইতে শক্তি ও সৌন্দর্য্য আদায় করিয়া, নিজের মাতৃভাষার প্রসাধন করিয়াছে; দুর্ভোগ সেই ভুগিয়াছে, কিন্তু সাপের মাথা হইতে যে-মণিটি কাড়িয়া লইয়া সে আপনার ঘরে আনিয়া তুলিয়াছে—মুসলমান বাঙালীও তাহার বাঙালীত্বের অধিকারে সেই সম্পদের সমান অধিকারী হইয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশ ও বাংলাভাষাকে সে প্রথম হইতেই প্রাণ দিয়া আঁকড়াইয়া আছে, সে কখনও উর্দ্দুর সেবা করে নাই; আমি বাঙালী-মুসলমানের কথা বলিতেছি না, মুসলমান-বাঙালীর কথা বলিতেছি। সেই মুসলমান বাঙালীরা এতদিন এই কাল্‌চারের পরিচয় পায় নাই, কিন্তু গত প্রায় দুইপুরুষ ধরিয়া, বিধাতার আশীর্ব্বাদে সে তাহার মাতৃভাষার প্রসাদ লাভ করিয়াছে। 'বাহিরে সে তাহার স্বজাতি-হিন্দুর উপরে যে-কারণেই যত

আক্রোশ-অভিমান করুক না কেন, ভিতরে, নিজের অজ্ঞাতসারেও, সে তাহার বাঙালীত্বের মর্য্যাদা অনুভব করিতেছে। এই ভাষাই সকল জাতির জাতীয়তার নিদান; ফেজ-পায়জামা উহাকে ধমক দিতে পারে, উহার অপমান করিতেও পারে, কিন্তু উহার শক্তি যেমন শান্ত, তেমনই অজেয়। তাই মুসলমান-বাঙালী দুর্ব্বুদ্ধিবশে আর যাহাই করুক, উর্দ্দুকে মাতৃভাষা করিতে পারিবে না—''দ্যূতপণে না হয় বিক্রয়, বাহুবলে নাহি হারে মাতার হৃদয়।'' কোনকালে তাহা সম্ভব ছিল কিনা জানি না, একালে তাহা আর সম্ভব নয়। ঐ সাহিত্য এখনও প্রধানতঃ হিন্দুর সাহিত্য হইলেও, উহার ভিতরে যে বাঙালীত্ব রহিয়াছে, তাহার অতি সূক্ষ্ম অথচ প্রবল প্রভাব সে অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না; ঐ ভাষাই তাহার অন্তরের দুয়ার খুলিবার একমাত্র চাবি; তাহাতে উর্দ্দু মিশাইলে তাহার একটা রিপু-চরিতার্থ হইবে বটে, কিন্তু প্রাণ সাড়া দিবে না। মানুষ ইচ্ছা করিলে আত্মহত্যা করিতেও পারে কিন্তু একই কালে বাঁচিবার ইচ্ছা ও আত্মহত্যা অসম্ভব।

বাংলা-ভাগ হওয়ায় বাঙালীর কি হইল, তাহা হিন্দু-বাঙালী বুঝিতেছে, মুসলমান এখনও বুঝে নাই, কারণ, হিন্দু অনেক আগে জাগিয়াছে, মুসলমান এখনও জাগে নাই। কিন্তু এইবার সে জাগিবে, হিন্দুর গলায় ফাঁস দিতে গিয়া সেই ফাঁস তাহারও গলায় বাঁধিয়াছে। নিজের বাঙালীত্ব অস্বীকার করার যে শাস্তি—এইবার সে হাতে হাতে তাহা পাইবে। বাঙালী-হিন্দুকে ত্যাগ করিয়া সে দেশটাকে ভাগ করিযা লইয়াছে, এখন ভোগ করিতে গিয়া বুঝিতে পারিবে, সে রাজ্য কাহার। সে ত' নিজের স্বাধীনতা চাহে নাই, চাহিয়াছিল—সমস্ত বাংলাদেশটাকে ধর্ম্মের নামে অ-বাঙালীর পদানত করিতে। সেও যে বাঙালী, তাহারও যে স্বাধীনতা এবং আত্মমর্য্যাদা চাই—এ চিন্তা সে একবারও করে নাই; মুস্‌লিম ধর্ম্মরাজ্যে বাস করিয়া হিন্দুকে দমন করাই ছিল তাহার অন্ধ আক্রোশের আত্মঘাতী কামনা। এখন বাংলা-ভাগ হওয়ায় বাঙালী মুসলমানের (লীগের নয়) সেই স্বপ্ন অতিশয় রূঢ় আঘাতে ভাঙ্গিয়া যাইবে। তাহার ঐ পাকিস্তানে সে ধর্ম্মের একাধিপত্য পাইল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে চির-দাসত্ব বরণ করিল—কারণ, ঐ রাজ্যে হিন্দুমুসলমান-নির্ব্বিশেষে সকলেই, এক অতি-দাম্ভিক, অ-বাঙালী এবং বাঙালীবিদ্বেষী শাসকসম্প্রদায়ের দাস হইয়া থাকিবে। আফ্রিকায় যেমন শ্বেতাঙ্গের কলোনি, পূর্ব্ব-পাকিস্তানেও তেমনই উত্তর-ভারতীয় মুস্‌লিম সম্প্রদায়ের একটি কলোনি স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের বাঙালী-মুসলমান যখন সেই অ-বাঙালীর চতুরঙ্গ শাসন-সজ্জা চাক্ষুষ করিবে, তখনই বুঝিতে পারিবে, সে নিজের কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তখনই সে বুঝিবে যে, মুসলমান হইলেও সে বাঙালী, এবং ঐ মুসলমান অপেক্ষা স্বজাতি-হিন্দু তাহার অধিকতর আত্মীয়। ইহাও সে বুঝিবে যে, ঐ অ-বাঙালীকে ঠেকাইতে হইলে হিন্দু-বাঙালীকেই চাই; সহধর্ম্মিত্ব তাহাকে বাঁচাইবে না, স্বজাতিত্বই বাঁচাইবে।

মুসলমান-বাঙালীর এই স্বপ্নভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী, এই দিক দিয়া দেখিলে বাংলা-ভাগ

বড়ই শুভ বলিতে হইবে, কারণ, ঐ বহুকালের পাপ আর কোন উপায়ে দূর হইত না। আজ আমরা যাহার জন্য শোক করিতেছি, হয়ত একদিন তাহাই বিধাতার কল্যাণময় বিধান বলিয়া মনে করিতে পারিব। কিন্তু এখনও তাহার বিলম্ব আছে। এ পাপ এত শীঘ্র দূর হইবে না, বাঙালী মুসলমানের—বিশেষতঃ, অশিক্ষিত ধর্ম্মান্ধ মুসলমানের চৈতন্য সহজে হইবে না, তাহারাই লীগের প্রধান বল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বপ্নভঙ্গ হইলেও তাহাতে শীঘ্র কোন ফল হইবে না; লীগ এখনও কিছু কাল, এক-পক্ষের দ্বারা অপরপক্ষকে দাবাইয়া স্বকর্তৃত্ব বজায় রাখিবে। ঐ ধর্ম্মান্ধতা মুসলমানদের মজ্জাগত—উহা শ্রেণী-বিদ্বেষ নহে। এজন্য, আমরা এখনই যেন অত্যাধিক আশায় উৎফুল্ল হইয়া, বর্ত্তমানের আলেয়ায় দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া, আবার নেতৃ-বিশেষের কূট-রাজনৈতিক চালে বানচাল হইয়া না যাই। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান ভ্রাতৃগণ এখনও কিছুদিন গুমে-গুমে সিদ্ধ হইতে থাকুন, যখন হাড় পর্য্যন্ত নরম হইয়া আসিবে, তখন আর কিছুই করিতে হইবে না, সমগ্র বাংলাদেশ বাঙালীর দেশ হইয়া যাইবে, কোন রাজনীতি বা মধ্যস্থতার প্রয়োজন হইবে না। বাঙালীই আপনার ব্যবস্থা আপনি করিয়া লইবে। কিন্তু সাবধান! ঐ ভাগ যেন কোনমতে কোন তত্ত্ববাদ, বা সেন্টিমেন্টের বশে—এখনই উঠাইয়া দেওয়া না হয়। বাঙালী হিন্দুকে এখনও কিছুদিন দুঃখ পাইতে ও সহ্য করিতে হইবে।

(১৮ই শ্রাবণ, ১৩৫৪)।

শত্রু যার আত্মীয়-স্বজন,
আত্মা তার নিত্য-শত্রু, ধর্ম্ম শত্রু তার,
অজেয় তাহার শত্রু।

—রবীন্দ্রনাথ

বঙ্গদর্শন।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ সম্পাদকীয়

বঙ্গ-দর্শন

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বাঙ্গালার কথা ভাবিয়াই ঋষি বঙ্কিম বাঙ্গালীর উন্নতি-কল্পে ''বঙ্গদর্শন'' প্রকাশ করিতে উদ্যত হন। যে সময় তিনি এই মহাকার্য্যে ব্রতী হন, জাতির কথা খুব কম লোকেই ভাবিত, লোকে নিজের সুখই কেবল খুঁজিতে চাহিত। দেশ একরকম বিপথে চলিয়াছিল, সর্ব্বত্র ধর্ম্মহীন, কর্ম্মহীন, উদ্দেশ্যবিহীন। শুভক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল বাঙ্গালার মাটিতে।

বঙ্কিম সুবর্ণরেখা হইতে মধুমতী পর্য্যন্ত, সাগরতীর হইতে মধুমতী ভৈরব, ভাগীরথী অনেক স্থানে ঘুরিয়া দেখিয়াছেন, লোকের নিদারুণ দুঃখ, সর্ব্বত্রই অশিক্ষা, কুশিক্ষা, আলস্য, ঔদাসীন্য। অনেক দেখিয়াছেন, বহু চিন্তা করিয়াছেন আর দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন ''অতি নীচে সাপের ঘাড়ে পা দিলে সেও ফনা ধরিয়া উঠে কিন্তু এদেশের লোকের ধৈর্য্য কিছুতেই নষ্ট হয় না।'' অনেক কাঁদিয়াছেন, কিন্তু আক্ষেপ করিয়াছেন ''আমি একা কাঁদিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা।''

এদিকে কতিপয় লোক ইংরাজী শিখিয়া একেবারে সাহেব হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষাকে হেয়জ্ঞান করে, নিজেকে সাহেব বলিয়া পরিচয় না দিলে ক্ষুব্ধ হয়, অশিক্ষিতকে কাছে আসিতে দেয় না। আবার শিক্ষিত অশিক্ষিত, চাকুরে চাষায় বড়ই পার্থক্য। শ্রেণী বিভাগ বড়ই উৎকট, কাহারও মধ্যে কাহারও সংযোগ নাই। বঙ্কিম বুঝিলেন ''উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তার অভাবই দেশের উন্নতির পক্ষে পরম অন্তরায়।''

অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন একমাত্র ভাষার মধ্যে সেই উন্নতি সম্ভব। ভাষা মানুষের প্রাণ, জাতির জীবনীশক্তি, ভাষায়ই পরস্পরের সংযোগ সম্ভব। কিন্তু লোক সব এতই বিপথগামী যে, সকলের মুখেই ইংরাজী বুলি। যাবতীয় কাজ, মিটিং, লেকচার,

চিঠিপত্র সবই হয় ইংরাজীতে, মুখে ইংরাজী বুলিতে সভ্যতার পরিচয় হয়। ইংরাজী ভাষাতে, ইংরাজী ভাবে সকলেই বিভোর হয; ভয় হয় বুঝিবা দুর্গোৎসব যদি লোপ না পায় উহার মন্ত্রও ইংরাজীতে পড়া হইবে। তিনি বুঝিলেন, বুঝিয়া স্থির করিলেন ''বাঙ্গালীর যতদিন আপন উন্নতি বাঙ্গালা ভাষায় না করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির সম্ভাবনা নাই।'' এই সঙ্কল্প লইয়াই বঙ্কিম লেখনী ধারণ করিলেন।

মাতৃস্তন্যের ন্যায় মধুর মাতৃভাষার জন্য লোকের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে বঙ্কিম বুঝিলেন। বুঝিলেন জননী জন্মভূমির ন্যায় এই ভাষার রক্ষায় লোক একদিন প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। তাই তিনি মাতৃভাষা ধরিলেন, আর তাহাতেই বাঙ্গালার রূপ প্রতিভাত হইল। মাতৃভাষার মাধ্যমে মাতৃরূপ দেখাইবার জন্যই বঙ্গদর্শনের প্রবর্ত্তনা হইল।

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম আমাদিগকে চিনাইয়া ছিলেন এই আমাদের মা, সপ্তকোটি সন্তান মাকে প্রণাম কর, অন্তরে উপলব্ধি কর, গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত কর। নির্দ্দেশ দিলেন অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে কালসমুদ্রতাড়িত মাথিত ত্রস্ত করিয়া মাকে ঘরে তুলিয়া আন! না হয় ডুবিবে, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?

এই সাধনায় বঙ্কিম মা চিনাইলেন বাঙ্গালীকে 'বঙ্গদর্শনে' বাঙ্গলার প্রাণ বঙ্গ (বাঙ্গলার প্রাণ) দর্শন করাইবার জন্য হাত বাড়াইলেন। 'বঙ্গদর্শন' আসিল কিন্তু স্থায়ী হইল না। চারিবৎসর মাত্র চলিবার পরে উঠিয়া গেল। ১২৭৯ সালের শুভ বৈশাখে আরম্ভ হইয়া ১২৮২ সাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

এক বৎসর পরে আবার বঙ্কিমের মধ্যম সহোদর সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন বাহির হইল। বঙ্কিম লিখিতেন, খবর লইতেন কিন্তু ভার অর্পিত হয় সঞ্জীবের উপর। বঙ্কিম তাঁহাকে নিজ স্বত্ব লিখিয়া দিয়াছিলেন। এইবারও বঙ্গদর্শনের গাম্ভীর্য্য অক্ষুণ্ণ রহিল, কিন্তু যৌবনের সজীবতা রহিল না। ক্রমে বার্দ্ধক্য আসিল, ধীরে ধীরে উহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। এই দ্বিতীয় বারেও পাঁচ বৎসর চলিয়াছিল।

পোনের বৎসর পরে আবার বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সঞ্জীবপুত্র জ্যোতিশচন্দ্রের নিকট হইতে স্বত্ব লাভ করিয়া বঙ্গদর্শন চালাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এবার সম্পাদক হইলেন রবীন্দ্রনাথ। যোগ্যহস্তেই সম্পাদনার গুরুভার অর্পিত হয়। জীবদ্দশায় বঙ্কিম নিজ কণ্ঠস্থিত জয়মাল্য তাহার গলদেশে সহস্তে পরাইয়া দিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন ''ইনি আমাদের সাহিত্যের ভাবী নায়ক''। কিছুদিন বঙ্গদর্শন সগৌরবে চলিয়াছিল, কিন্তু মজুমদার মহাশয় সরকারী চাকুরী পাইয়া চলিয়া গেলেন, তাই অল্পদিনের মধ্যে আবার উহাও উঠিয়া গেল।

বঙ্গদর্শন আসিয়াছে গিয়াছে, আবার আসিয়া তাহাও গিয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। বঙ্কিম যে মহাকার্য্য সাধন করিয়াছেন, অন্ধকারাচ্ছন্ন বাঙ্গলাকে যে সাহিত্যের মাধ্যমে উদ্বোধিত করিয়াছেন, তাহা সাহিত্যজগতে অবতারের পক্ষেই কেবল সম্ভব। বঙ্কিম তাই সমগ্র জাতির ''ঋষি বঙ্কিম''। আজ বঙ্গদর্শনের নব আবির্ভাবের

প্রারম্ভে আমরা সেই ঋষির নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক স্বর্গীয় মহিতলাল মজুমদার মহাশয়ও বঙ্গদর্শনের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন। তবে আমরা আবার কেন বঙ্গদর্শনের পুনরুজ্জীবনে উদ্যোগী হইয়াছি? জানি ইহা দুঃসাহস, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরেও শ্রেণীতে শ্রেণীতে, উচ্চনীচে সরকারে বেসরকারে আজ যে মর্ম্মান্তিক পার্থক্য উপলব্ধি করিতেছি আর সে পার্থক্য এতই উৎকট ও পীড়াদায়ক হইয়াছে, যে আজ আবার সেই সাম্যভাব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইয়াছে। জানি হয়তো আমরাও ব্যর্থকাম হইতে পারি; তবু মহাদুদ্দেশে চেষ্টায়ও কি বাধা আছে? জানি আমরা ক্ষুদ্র বুদবুদ মাত্র, কিন্তু মহাসাগরের অধিষ্ঠাত্রী মাতৃদেবীই জানেন বুদবুদেরও প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা? সেই মা-ই আমাদের একমাত্র ভরসা! বন্দেমাতরম।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

তথ্যসূত্র

১. অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, 'বঙ্কিমচন্দ্র', প্রকাশক : নগেন্দ্র কুমার রায়, প্রথম সংস্করণ, সিটি লাইব্রেরি ঢাকা, ১৩২৭।
২. অক্ষয়কুমার বড়াল, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ৫৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।
৩. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ৬৪, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।
৪. অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ৭৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।
৫. অক্ষয়চন্দ্র সরকার, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ৩৯, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।
৬. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন', জিজ্ঞাসা, ১৩৭৮।
৭. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, 'বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী', আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৯১।
৮. অরবিন্দ পোদ্দার, 'বঙ্কিম-মানস', পুস্তক বিপণি, ২০০৩।
৯. অলোক রায় সম্পাদিত, 'বঙ্কিম-গ্রন্থপঞ্জী', সাম্প্রত, দ্বিতীয় সংকলন, বৈশাখ ১৩৭৯।
১০. অশোক উপাধ্যায়, 'বঙ্কিমপ্রসঙ্গ গ্রন্থপঞ্জী', 'গ্রন্থাগার', ১৩৮৩।
১১. অশোক উপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত, 'বাংলা সাময়িকপত্রে প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসচর্চা পথিকৃৎ প্রবন্ধপঞ্জি', সেন্টার ফর আর্কিয়োলজিক্যাল স্টাডিজ অ্যাণ্ড ট্রেনিং ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া, ২০০১।
১২. অশোক কুণ্ডু, 'বঙ্কিম অভিধান', উপন্যাস খণ্ড, ১৯৬৯।
১৩. অশোক কুণ্ডু, 'বঙ্কিম অভিধান', দ্বিতীয় খণ্ড, পুস্তক বিপণি, ১৩৮৪।
১৪. অশোক কুণ্ডু, 'বঙ্কিম অভিধান', তৃতীয় খণ্ড, ১৯৮০।
১৫. ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'সঞ্জীব রচনাবলী', মণ্ডল বুক হাউস, ১৯৭৩।
১৬. আজহারউদ্দীন খান, 'বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল', সুপ্রিম পাবলিশার্স, ২০০৬।
১৭. ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ৩৪, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।
১৮. ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ৪৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।
১৯. কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ৬৮, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।
২০. গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ৭১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।
২১. গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, 'বঙ্কিমচন্দ্র', প্রথম ও তৃতীয় খণ্ড।
২২. গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ৫৫, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।
২৩. গোপালচন্দ্র রায়, 'অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭৯।
২৪. গোপালচন্দ্র রায়, 'সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮০।
২৫. গোপালচন্দ্র রায়, 'বঙ্কিমচন্দ্র', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮১।
২৬. গোপালচন্দ্র হালদার, ''বঙ্কিমচন্দ্র'', 'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ ১৩৩৫।

২৭. গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত, 'স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যা পথিক', রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানি, ১৯৭২।
২৮. চন্দ্রনাথ বসু, ''অনন্ত মুহূর্ত'', 'প্রচার', বৈশাখ ১২৯৫।
২৯ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ''বঙ্কিমস্মৃতি'', 'প্রবাসী', ভাদ্র ১৩৪৫।
৩০. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ৬৮, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।
৩১. দীনবন্ধু মিত্র, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ১৯, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।
৩২. দেবাশিস সেন, 'অক্ষয়চন্দ্র সরকার জীবন ও সাহিত্য সাধনা', ১৯৮৭।
৩৩. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।
৩৪. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ৬৯, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।
৩৫. নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ৪৪, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।
৩৬. নবীনচন্দ্র সেন, 'আমার জীবন', প্রথম-পঞ্চম ভাগ, ১৩১৪, ১৩১৬, ১৩১৭, ১৩১৮, ১৩২০।
৩৭. নবীনচন্দ্র সেন, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ৪১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।
৩৮. 'পঞ্চপুষ্প', চৈত্র ১৩৩৬।
৩৯. প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী', প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ২০০০।
৪০. প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী', পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৩৯৭।
৪১ প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী', ষষ্ঠ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৩৯৯।
৪২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ২২, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।
৪৩. 'বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী', বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৩৩২।
৪৪ 'বঙ্কিম রচনাবলী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।
৪৫. বলদেব পালিত, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ২৫, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।
৪৬. বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য, 'বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনাম ও নামান্তর', অভিধান, ১৩৮৫।
৪৭. বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ও সংকলিত, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', চতুর্থ খণ্ড, পাঠভবন, ১৯৬৬।
৪৮. বিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত, 'বঙ্কিম-প্রতিভা', রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৩৪৫।
৪৯. বিহারীলাল চক্রবর্তী, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ২৫, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।
৫০. ভবতোষ দত্ত, ''বঙ্কিমযুগের মনন সাধনা'', 'এক্ষণ', বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮।
৫১ ভবতোষ দত্ত, 'মোহিতলাল মজুমদার কবি ও সমালোচক', দে'জ পাবলিশিং, ১৪১২।
৫২ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ৪৩, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।
৫৩. ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'বিবিধ প্রবন্ধ', দ্বিতীয় সংস্করণ, চুঁচুড়া, ১৩১১।
৫৪. মধুসূদন দত্ত, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ২৩, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।
৫৫. মন্মথনাথ ঘোষ, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ', কলিকাতা, ১৩৩৪।
৫৬. মানকুমারী বসু, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ৫৯, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।
৫৭ মীর মশাররফ হোসেন, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ২৯, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।
৫৮. মৃদুলকান্তি বসু, 'বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য', পুস্তক বিপণি, ২০০৩।
৫৯. যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ৩৮, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।
৬০. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', এ, মুখার্জী এণ্ড কোং লিঃ, ১৩৬০।
৬১. যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ৩১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

৬২. যোগেশচন্দ্র বাগল, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা', রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৩।
৬৩. যোগেশচন্দ্র বাগল, 'কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র', শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৬৬।
৬৪. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ৩৭, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।
৬৫. রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গদর্শন ও বাংলা সাহিত্য', বিদ্যাসাগর পুস্তক মন্দির, ১৯৭৭।
৬৬. 'রবীন্দ্র রচনাবলী', পঞ্চদশ খণ্ড-খ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪১১।
৬৭. 'রবীন্দ্র রচনাবলী', ষোড়শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৮।
৬৮. রমেশচন্দ্র দত্ত, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ৬৫, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।
৬৯. রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 'নানা প্রবন্ধ', নূতন সংস্করণ, ১৯৪৪।
৭০. রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ৪৮, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।
৭১. রাজকৃষ্ণ রায়, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ৫০, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।
৭২. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, 'চরিতকথা', ১৯১৩।
৭৩. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ৭০, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।
৭৪. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও নানা প্রসঙ্গ', পুস্তক বিপণি, ১৯৯০।
৭৫. শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্কিম-জীবনী', অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি, ১৪১০।
৭৬. শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'চরিতমালা'। [বঙ্কিম-ভবন সংগ্রহ]।
৭৭. শিশিরকুমার দাশ সংকলিত ও সম্পাদিত, 'সংসদ বাংলা সাহিত্য সঙ্গী', সাহিত্য সংসদ, ২০০৩।
৭৮. শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংকলিত, 'স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনচরিত', কলিকাতা, ১৩১৮।
৭৯. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৮।
৮০. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৩৮৮।
৮১. 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম-২য় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।
৮২. 'সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান', প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ।
৮৩. সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ৩১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।
৮৪. 'সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলী', বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৩৩২।
৮৫. সত্যজিৎ চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ', প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।
৮৬ সত্যজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত, 'বঙ্গদর্শন-৮-৯', বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র, ২০০৬।
৮৭. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ৬৭, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।
৮৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ৬৩, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।
৮৯. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ', নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২।
৯০. সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, 'স্বদেশি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য', বসুধারা, ১৩৬৭।
৯১. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ৭৩, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।
৯২. হারানচন্দ্র রক্ষিত, 'বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম', দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রীআশুতোষ বসু, কোলকাতা,

ভাদ্র, ১৩০৬।

৯৩. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', সংখ্যা ৩৩, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।

৯৪. হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র'।

৯৫. Bhabotosh Chatterjee edited, *Bankim Chandra Chatterjee Essays in Perspective*, Sahitya Akademi, 1994.

৯৬. Brajendra Nath Banerjee, Sajani Kanta Das edited, *Essays and Letters, Bankim Chandra Chatterjee*, Bangiya Sahitya Parishad, 1940.

৯৭. Jogesh Bagal edited, *Bankim Rachanavali*, Sahitya Samsad, Calcutta, 1998.